বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ (১০০-৪০০ হি.) ঃ

জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোহা: নজরুল ইসলাম খান

তত্ত্বাবধায়ক
ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক

400503

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জামাদিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরি : জুলাই ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ (১০০-৪০০ হি.) ঃ

জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

400503

Dhaka University Library

400503

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

মোহা: নজরুল ইসলাম খান

রেজি: নং ১৯৩/১৯৯৯-২০০০

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

400503

পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
এম.এ., পি-এইচ.ডি.,এম.এম.
অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৬১৮৮০৩ (বাসা)
৯৬৬১৯২০-৫৯/ ৪২৯০ (অঃ)

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত ***"বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ (১০০ – ৪০০ হি.) ঃ জীবন ও তাফসির পদ্ধতি"*** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক, নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে এই শিরোনামে কোনো ভাষায় পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি।

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ব্যতিক্রম ও তথ্যবহুল। আমি এ গবেষণা কর্মটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি।

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষকের এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ [১০০–৪০০ হি.] : জীবন ও তাফসির পদ্ধতি শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর, আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক–এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। তিনি গবেষণা কর্মটি উচ্চমানের করার জন্য গবেষণাকালীন সময়ে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। গবেষণার প্রত্যেকটি বিষয় ধৈর্যসহকারে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে মানসম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর এই সহযোগিতার ঋণ কোনদিন পরিশোধ্য নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ–এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান আমার গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করে দেন এবং বিভিন্ন সময়ে নেপথ্য তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে আমার গবেষণা কর্মটি মানসম্মত করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর এই সহযোগিতা ও স্নেহঋণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও আমার সেমিনারে তিনি প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত প্রবন্ধটির উপর যে পরামর্শ দিয়েছেন,তাও শ্রদ্ধার সাথে স্মর্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানও আমার গবেষণা কর্মটি সুন্দর করার জন্য নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি থিসিসটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি একবার আদ্যোপান্ত দেখে দিয়ে যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও অত্র বিভাগের অনেক শিক্ষক তাঁদের প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন যথা সময়ে গবেষণা সুসম্পন্ন করার জন্য। এ জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতার্থ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ আমার গবেষণার সূচিটি পূণর্বিন্যাস করে গবেষণার কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। এছাড়া সময়ে অসময়ে তাকে বিরক্ত করে গবেষণার নানা বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি এজন্যে তাঁকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা আমাকে একটি স্কলারশিপ মঞ্জুরি দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবন্ধ করেছেন। এই স্কলারশিপ না পেলে হয়তো আমার গবেষণা করাই হতো না। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী রইলাম।

এছাড়াও আমি অনেক গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য নিয়েছি তাঁদেরকে এবং গবেষণা কর্ম শেষ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পরিশেষে যাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আমি সহযোগিতা নিয়েছি, তথ্য সংযোজন করেছি, রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছি তাঁদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার প্রথম শিক্ষক, যিনি আমাকে উচ্চতর
ডিগ্রির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত
হওয়ার পূর্বেই মহান প্রভুর সান্নিধ্যে
গমন করেছেন। সেই
রিয়াজ উদ্দিন শিকদার–এর
রূহের মাগফিরাত কামনায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবি, ফারসি ও ইংরেজি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

أَ	a	আ
اِ	i	ই
أُ	u	উ
ب	b	ব
پ	p	প
ت	t	ত
ث	th	স
ج	di,j	জ
چ	c	চ
ح	h	হ
خ	kh	খ
د	d	দ
ذ	d'	ড
ذ	dh	য
ر	r	র
ڑ	'r	ড়
ز	z	য
ژ	zh	ঝ
س	s	স
ش	sh	শ
ص	s	স
ض	d	দ/য

ط	t	ত
ظ	z	জ/য
ع		আ
غ	gh	গ
ف	f	ফ
ق	k.q	ক
ك	k	ক
گ	g	গ
ل	l	ল
م	m	ম
ن	n	ণ/ন
ه	h	হ
و	w	ও/ভ/ব
ی	y	য়
ي	ay	ে
ء		য়/আ
ـَ		আ
ـِ		ই/ি
ـُ		উ
ـَ +ا		আ
ـِ + ی		ই/ী
ـُ + و		উ/ঊ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

হি. /হি. = হিজরি

খ্রি. / খ্রী. = খ্রিস্টাব্দ

(স)/(স.) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বি: দ্র: = বিস্তারিত দ্রষ্টব্য

দ্র: = দ্রষ্টব্য

প. দ্র. = পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra

প. = পরবর্তী

ড. = ডক্টর, Ph.D

মৃ. = মৃত, মৃত্যু

(রা) = রাদিআল্লাহু আনহু

(র) = রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

পৃ. / পৃ: = পৃষ্ঠা

পাণ্ডু = পাণ্ডুলিপি

সং = সংস্করণ

সম্পা. = সম্পাদিত

পূ. গ্র. = পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, Op. Cit

পূ. স্থা. = পূর্বোল্লিখিত স্থানে, Loc. Cit

প্রাগুক্ত = পূর্বোল্লিখিত

জ. / জ: = জন্ম

খ্রি. পূ. = খ্রিস্টপূর্ব

ই: =. ইত্যাদি

ইং = ইংরেজি

ঐ. = ibid

ক. = a

খ = b

Dhaka University Institutional Repository

খ.	=	খণ্ড
অনু:	=	অনূদিত
আ.	=	আরবি
ফা.	=	ফারসি
আনু	=	আনুমানিক
ডা:	=	চিকিৎসক
শিরো	=	শিরোনাম
তা:বি:	=	তারিখ বিহীন
৬৪০/১২৪২	=	হিজরি ৬৪০ সাল মুতাবিক ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ
১ম. খ. ৫০	=	প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
anon.	=	অজ্ঞাত (লেখকের নাম অজ্ঞাত থাকলে)
Art.	=	Articale/ নিবন্ধ
n. d.	=	প্রকাশের তারিখ দেয়া নেই
Ed (s).	=	সম্পাদক অথবা সম্পাদিত
P. PP	=	পৃষ্ঠা, পৃ.
Vol (s).	=	খণ্ড, খ.
N. B.	=	বি: দ্র:
No (s).	=	সংখ্যা
Col (s)	=	কলাম বা স্তম্ভ (যথা, কালাম ১–৩ দেখুন)
BK.	=	Book. বই
[ ]	=	বন্ধনী
উদা.	=	উদাহরণ
etal.	=	প্রমুখ এবং অন্যান্য
ঐ লেখক,	=	I d. Idem
'?'	=	জন্ম বা মৃত্যু সাল অজ্ঞাত / অনিশ্চিত
ঢা: বি:	=	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
E.I. :	=	The Encyclopaedia of Islam, Leiden : 1979.
তুং	=	তুলনীয়
৫ : ৫	=	প্রথম সংখ্যা সুরার, ২য় সংখ্যা আয়াতের।

Dhaka University Institutional Repository

বানান রীতি প্রসঙ্গ

সব ভাষারই দুটি স্তর আছে। একটি সরল, অন্যটি কঠিন। সরল ভাষার তুলনায় কঠিন ভাষার নাগাল অনেক সীমাবদ্ধ। কঠিন ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে পারে না। এ লক্ষ্যে এই থিসিসের ভাষা সরল তথা চলিত রাখা হয়েছে। আমার থিসিসে বানান সম্বন্ধে যে নীতি গৃহীত হয়েছে তাতে প্রচলন ও ঔচিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' ও 'বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান' বইয়ে গৃহীত নীতির সঙ্গে আমার এই থিসিসে গৃহীত নীতির মিল রয়েছে। পার্থক্যও রয়েছে অবশ্য। আবার কোথাও 'ধীরে চলো' নীতির পক্ষপাতী হয়ে আমি বিকল্পের সমর্থন করেছি। এটা আমার স্বকীয় নীতি বলা যেতে পারে। তবে সকল ক্ষেত্রে আমি জটিল বানান রীতি বর্জন করেছি। তদুপরি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিচার করলে কৃতার্থ হবো। বিদেশী সকল শব্দের 'ী' –এর পরিবর্তে ' ি' ব্যবহার করেছি। যেমন আরবী, ফারসী ও ইংরেজী না লিখে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি বানান লিখেছি। আরবিতে কোনো শব্দের শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেই 'ী' ব্যবহার করিনি। যেমন নবী, ইসলামী ও আলী না লিখে নবি, ইসলামি ও আলি বানান অনুসরণ করেছি। তবে নিসবতী ইয়া বা সম্বন্ধসূচক 'ইয়া' বর্ণ থাকলে সেখানে 'ী' ব্যবহার করেছি। যেমন বুখারি, তিরমিযি, নাসায়ি ও সুয়ুতি না লিখে বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও সুয়ুতী লিখেছি। আর কোনো ব্যক্তির নাম ও উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন রীতি অনুসরণ করা হয়নি। বরং সে ক্ষেত্রে নামের ও উদ্ধৃতির বানান যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই অপরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে। যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী। এক্ষেত্রে আলী বানান পরিবর্তন করা হয়নি। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবিতে কোনো শব্দের শেষে 'ওয়াও' যুক্ত হলেই 'ৈ ' বানান লেখা হয়নি। এক্ষেত্রে সবজায়গায় 'ৌ ' বানান লেখা হয়েছে। ইংরেজিতে যে শব্দে ' ST ' আছে তার বানান 'ষ্ট' না লিখে 'স্ট' লিখেছি। যেমন স্টাডিজ, স্টুডেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি। আরবি 'আইন' অক্ষরের ক্ষেত্রে 'য়' ও উল্টা কমা (') না লিখে 'আ' লিখেছি। এই থিসিসের সকল ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়েছে। এটা গবেষকের নিজস্ব পদ্ধতি এর দ্বারা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা উদ্দেশ্য নয়।

–গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সাল পরিবর্তনের নিয়ম

১ম পদ্ধতি

❒ হিজরি সালকে খ্রিস্টীয় সালে পরিবর্তনের নিয়ম :

সাধরণত হিজরি ৩৩ বছরে খ্রিস্টীয় ৩২ বছর হয়। কেননা হিজরি হিসাব চান্দ্র বছর অনুযায়ী হয় এবং খ্রিস্টীয় হিসাব সৌর বছর অনুযায়ী হয়।

ফরমুলা : খ্রিস্টীয় সাল = $\frac{৩২}{৩৩}$ হিজরি সাল + ৬২২

উদাহরণ : ১৪১২ হি: = $\frac{৩২}{৩৩}$ (১৪১২) + ৬২২

১৪১২ X ৩২ = ৪৫১৮৪ ÷ ৩৩ = ১৩৬৯. ২১...

১৩৬৯ + ৬২২ = ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

এ হিসেবে ভগ্নাংশ বিবেচ্য নয়।

❒ খ্রিস্টীয় সালকে হিজরি সালে পরিবর্তনের নিয়ম :

ফরমুলা : হিজরি সাল = $\frac{৩৩}{৩২}$ (খ্রিস্টীয় সাল – ৬২২)

উদাহরণ : ১৯৯১ খ্রি. = $\frac{৩৩}{৩২}$ (১৯৯১–৬২২)

১৯৯১ – ৬২২ = ১৩৬৯ X ৩৩ = ৪৫১৭৭

৪৫১৭৭ ÷ ৩২ = ১৪১২ হি.

তথ্যসূত্র : ড. এম.এম রহমান, কুরআন পরিচিতি, ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১৫০

২য় পদ্ধতি

❒ বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খ্রিস্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হবে। যেমন ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩ = ১৯৭৯ খ্রি.

❒ হিজরি অব্দের সমপরিমাণ খ্রিস্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্রের আলোকে অংক কষে বের করতে হবে। যেমন :

$$\text{A.H} - \frac{3 \text{ X } \text{A.H}}{100} + 621 = \text{A.D}$$

হিজরি ১০৮৪ – $\frac{৩ \text{ X } ১০৮৪}{১০০}$ + ৬২১ খ্রি. = ১৬৭২/১৬৭৩ খ্রি.।

Fractions being neglected.

তথ্যসূত্র : ড. এনামুল হক, মনীষা মুঞ্জুষা, ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৮৪ খ্রি., ৩য় খন্ড, পৃ. ৫০–৫১,৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুতেই সেই মহান সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি; যাঁর সীমাহীন করুণা না পেলে মেধা, মনন, অধ্যবসায় আর প্রত্যয়ের বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিশ্রুতিশীল শাণিত মেধার নিরলস প্রয়াসে ***"বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ [১০০-৪০০ হি.] ঃ জীবন ও তাফসির পদ্ধতি"*** শিরোনামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণা কর্ম প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা আদৌ সম্ভব হতো না।

আলকুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়। বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের আলোয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ এক অবিনাশি, অবিনশ্বর, শাশ্বত, চিরন্তন জীবনাদর্শের প্রধান ও প্রাথমিক বুনিয়াদ আলকুরআন। আলকুরআন মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে অন্যতম সেতুবন্ধন। কুরআন এমন এক জ্ঞানের উৎস যা মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত মানব জাতিকে সর্বোত্তম ও সঠিক পথের দিশা দিবে। আলকুরআন প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মরু দুলাল বিশ্বনবি রাসুল মুহাম্মাদ [স]-এর উপর সুদীর্ঘ ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। যা আজও যুগ জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের জবাবে, সমকালীন চাহিদা পূরণে, জ্ঞানের আধুনিকতায়, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং মননশীলতার নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা নিয়ে সামগ্রিক কল্যাণের পাথেয় হিসাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত। গোটা মুসলিম মিল্লাতের কাছে ইহা সুবিদিত যে, মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সামগ্রিক বিধানের উদ্দেশে তাঁরই প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল [স]-এর কাছে স্বচ্ছ, সুন্দর, অত্যাকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেন। নাযিলের সময় থেকে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ রাসুল [স] থেকে কালামুল্লাহকে গ্রহণ করে, মুখস্থ করে, লিপিবদ্ধ করে, মুদ্রিতাকারে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, অনুবাদ করে কিংবা পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করে আসছে। অবশ্য কুরআন সংরক্ষণের ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন :[১]

«انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون»

'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই ইহার সুনিশ্চিত সংরক্ষক।'

আলকুরআন মানব রচিত সাহিত্য কর্মের ন্যায় কোনো সাধারণ সাহিত্যকর্ম নয়। তাই এর ভাষা, অভিব্যক্তি, ছন্দের ব্যঞ্জনা, বিষয় বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, সুরের মূর্ছনা, শব্দ ঝংকার, বাক্যের অনুপম শৈল্পিক বিন্যাস, রচনাশৈলীর উৎকর্ষ, অপূর্ব প্রকাশরীতি, উপমার বৈচিত্র্য, দ্যোতি, উচ্চমানের অলংকারিক গ্রন্থনা, অতুলনীয় উপমা-উৎক্ষেপা এক অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যা পাঠ করলে বারবার পাঠের স্পৃহা জাগে, যা শুনলে হৃদয় প্রকম্পিত হয়, হৃদয় ছুঁয়ে যায়, ছন্দের ঝংকারে দোলা লাগে প্রাণে। কুরআনের ভাষা সহজ-সরল ও হৃদয়স্পর্শী। তবে কুরআনে এমনও অনেক

১. আলকুরআন, ১৫ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত ও শব্দ রয়েছে, যা সাধারণের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আলকুরআনে শনাক্ত করা দুরূহ কাজ। আরবি অলংকার বিজ্ঞানের সৌকর্য রীতি ও পদ্ধতি সংবলিত আলকুরআনে এমন স্বল্প প্রচলিত ও রূপকার্থবোধক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা সাধারণভাবে বোধগম্য নয় বরং এগুলো অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন পড়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত এক সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞানের যা আরব পরিভাষায় তাফসির নামে খ্যাত। তাফসির পরিভাষাটি কেবল কুরআনের তাফসির-ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাসুল [স]-এর আগমনের পূর্বে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তী সময়ে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য এ শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[২] তাফসির শব্দের আক্ষরিক অর্থ-প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা, সুস্পষ্ট করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা।[৩] কুরআনে এর ব্যবহার রয়েছে। আল্লাহর বাণী :[৪]

«ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا»

'তারা আপনার কাছে এমন কোনো বিস্ময়কর সমস্যা নিয়ে আসেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাকে আমি দান করিনি।' অনুরূপ হাদিসেও এর ব্যবহার রয়েছে। রাসুল [স] বলেছেন :[৫]

"اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر"

আর তাফসিরের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে খালিদ বিন ওসমান আসসাবত বলেন :[৬] প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে তাফসিরের অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তেরটি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে যে সংজ্ঞাটি আমি সর্বোত্তম মনে করেছি তা হলো-

" علم يبحث فيه عن احوال القران العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية"

'তাফসির এমন বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আলকুরআনের কোন আয়াত দ্বারা বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।'

তাই বলা যেতে পারে, কালামুল্লাহর মর্মোদ্ধারের ভাষ্য গ্রন্থকেই তাফসির বলে। তাফসিরের ন্যায় তাবিল শব্দটিও একটি অতীব পরিচিত শব্দ তাফসির শাস্ত্রে রয়েছে। শব্দ দু'টোর পাশাপাশি অবস্থান কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অন্যটির স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অভিধানে তাবিল শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করানো বা রাজনীতি- রাষ্ট্রনীতি।[৭] তবে কুরআনে এ শব্দটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্টকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর বাণী :[৮]

«وما يعلم تاويله الا الله»

---

২. দেখা যেতে পারে : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২/১৪১৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪

৩. বি: দ্র: *লিসানুল আরাব*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪ ; *আলমুফরাদাত*, পৃ. ৬৩৬ ; *আসসিহাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১ ; *তাহযিবুল লুগাহ*, ১২ শ খণ্ড, পৃ. ৪০৬ ; *মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪

৪. আলকুরআন, ২৫ : ৩৩

৫. আলহাদিস, *তিরমিযী*, বৈরুত : দারুল কুতুব, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০

৬. আসসাবত, *কাওয়ায়িদুত তাফসির*, কায়রো : দারু ইবনে আফফান, ১ম সংস্করণ ১৪২১ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯

৭. বি: দ্র: ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু এহইয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪

৮. আলকুরআন, ৩ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

তবে কুরআনে এ শব্দটি আরো অনেক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৯] পরিভাষায় তাবিল হচ্ছে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা ও অর্থের বর্ণনা করা, চাই তা প্রকাশ্য কালামের সাথে মিল থাকুক বা নাই থাকুক। এক্ষেত্রে তাফসির ও তাবিল সমার্থবোধক। তাবেয়ি মুফাসসির মুজাহিদ [র] বলেন :

ان العلماء يعلمون تأويله 'আলিমগণ কুরআনের তাবিল জানেন।' এখানে তাবিল দ্বারা তাফসির বুঝাবে। বিখ্যাত তাফসিরবেত্তা আল্লামা ইবনে জারির তাবারী তাঁর তাফসির গ্রন্থে বলেন :

القول فى تأويل قوله تعالى كذا كذا 'অমুক আয়াতের তাবিল এরূপ'। اختلف اهل التأويل فى هذه الاية 'আহলে তাবিল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেছেন।' এসব ক্ষেত্রে তিনি তাবিল দ্বারা তাফসিরকেই বুঝিয়েছেন।[১০]

বস্তুত তাফসির তাবিল তাফসির অভিজ্ঞানের দু'টো প্রসিদ্ধ পরিভাষা। এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের জন্য মনীষীগণ এত বেশি মতবিরোধ করেছেন যাতে খুব সহজেই অনুমেয় হয় যে, এ দু'টো কোনো সুনির্দিষ্ট সর্বজন স্বীকৃত পরিভাষা নয়। যদি এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকতো তবে এত বেশি মতানৈক্যের প্রয়োজন ছিলো না। কোনো কোনো আলিম তাফসির ও তাবিলকে দু'টো আলাদা পরিভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন কিন্তু তা আলাদা পরিভাষা হিসাবে বিশ্বব্যাপী কোনো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এর ফলে প্রাচীনকাল থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত মুফাসসিরগণ সমার্থবোধক শব্দের ন্যায় ব্যবহার করে আসছেন। একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হচ্ছে অনায়াসে।[১১] তবে এর মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা নির্ণয় করা বেশ জটিল। যথার্থ পান্ডিত্য আর ঐশী মদদ না পেলে পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। এ কারণে সালফে সালেহীনগণ এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলতেন। ইবনে হাবিব নিশাপুরী বলেন :[১২]

"نبغ فى زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا اليه"

'আমাদের যুগে এমনও তাফসিরকারক আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁদেরকে তাফসির ও তাবিলের পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা কোনো সদুত্তর প্রদান করতেন না।'

তাফসির তাবিলের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে মতবিরোধের মূল কারণ হচ্ছে আলকুরআনে তাবিল শব্দের একাধিক স্থানে উল্লেখ থাকা এবং আলিমদের লেখনীতে একটি বিশেষ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা। শব্দ দু'টো সমার্থবোধক, একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন রাসুল [স] ইবনে আব্বাস [রা] কে দোআ করে বলেছিলেন :[১৩]

"اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل"

রাসুলের এই দোআয় তাবিল শব্দের উল্লেখ থাকলেও দোআর উদ্দেশ্য ছিল তাফসির শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার। রাসুলের [স] এই দোআ ইবনে আব্বাসের জীবনে বাস্তবেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল।

---

৯. বি: দ্র: আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত : ৫৯ ; *সুরা ইউসুফ,* আয়াত : ৬ *সুরা কাহাফ,* আয়াত : ৮২ ; *সুরা আরাফ,* আয়াত : ৫৩; *সুরা আলে ইমরান,* আয়াত : ৭ ; *সুরা ইউসুফ,* আয়াত : ৩৭, ১০০

১০. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন,* পাকিস্তান : এনায়াতুল কুরআন, ১৯৯৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭ ; যারকানী

১১. জাস্টিস তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন,* দেওবন্দ : যাকারিয়া বুক ডিপো, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬

১২. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন,* দিল্লি : এশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩

১৩. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কুরআন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতার জন্য তিনি ترجمان القران বা কুরআন ভাষ্যকার উপাধিতে ভূষিত হন।

তাফসির শরিআতের জ্ঞান–বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানের একটি অভিজ্ঞান। আলকুরআন হচ্ছে এই অভিজ্ঞানের মৌল উৎসের অন্যতম। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে রাসুল [স] উপস্থিত সাহাবিদের মাঝে তিলাওয়াত করে শুনাতেন আর সাহাবিগণ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝতে পারতেন। তবে আয়াতের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসুল [স] কে জিজ্ঞাসা করতেন। রাসুল [স] জিজ্ঞাসিত আয়াত বা শব্দের কঠিন শব্দের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ সাহাবিদের মাঝে উপস্থাপন করতেন। সাহাবিগণ কোনো রূপক অভিব্যক্তি সম্পর্কে রাসুল [স] কে প্রশ্ন করতেন না। তাঁরা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমন বিশ্বাস করতেন। তাঁরা কুরআনের প্রতিটি বর্ণকে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর বাণী :[১৪]

«الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون»

নাযিল হলে সাহাবিগণ রাসুল [স] কে জিজ্ঞাস করেন আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি যুলুম করেননি? তখন রাসুল [স] যুলুমের ব্যাখ্যা করে বললেন : এখানে যুলুম দ্বারা الشرك। বা অংশীবাদকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে কুরআনের বাণী :[১৫]

«حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود»

নাযিল হলে বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আদি ইবনে হাতেম [রা] আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে কালো ও সাদা সুতা বালিশের নিচে রেখে দেন। রাতে বারবার উঠে কালো সুতা থেকে সাদা সুতার পার্থক্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। এভাবে পার্থক্য করতে না পেরে তিনি রাসুলের [স] শরণাপন্ন হন। রাসুল [স] তখন তাঁকে বলে দিলেন : কালো সুতার দ্বারা রাত এবং সাদা সুতার দ্বারা দিন উদ্দেশ্য।[১৬]

এভাবে প্রশ্নোত্তর ও কুরআন হাদিসের সমন্বিত চর্চার মাধ্যমেই তাফসির অভিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আর রাসুলই [স] কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা।[১৭] তবে রাসুল [স] কুআনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন, না আংশিক করেছেন এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইবনে তাইমিয়ার মতে, রাসুল [স] কুরআনের সমস্ত অংশের তাফসির পেশ করেছেন।[১৮] অপরদিকে অন্য একটি দলের মতে, রাসুল [স] কেবল সাহাবিদের কাছে বোধগম্য নয় এমন সব জিজ্ঞাসিত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে মতানৈক্য যাই থাকুক না কেন রাসুলের [স] তাফসিরকৃত আয়াতের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। হাদিসের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে এর দালিলিক প্রমাণ মেলে।[১৯] আর রাসুল [স] কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট ছিলেন। আল্লাহর বাণী :[২০]

---

১৪. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ৮২

"যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।"

১৫. আলকুরআন, ২ : ১৮৭ ; *"যতক্ষণ কালো রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়।"*

১৬. বি: দ্র: কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী, *তাফসির মাযহারী* (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২

১৭. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাইন ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ২৮৯

১৮. বি: দ্র: দিরাসাত ফিত তাফসির, পৃ. ৩৭

১৯. বুখারী ও তিরমিযীর তাফসির অধ্যায় দ্র:

২০. আলকুরআন, ৫ : ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

«يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الظلمون»

"হে রাসুল! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থকে নাযিল করা হয়েছে তা, আর যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" অন্যদিকে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলেও আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন ব্যাখ্যা ও অনুধাবন করার জন্যেই নাযিল করেছেন। আল্লাহর বাণী :[২১]

«كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب»

'এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।' আলোচ্য আয়াতে যেমন কুরআন ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করার, কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার তাগিদ এসেছে তেমনি অপর আয়াতে কুরআন নিয়ে যারা চিন্তা–গবেষণা করে না তাদেরকে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী :[২২]

«افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো হয়েছে।' অতএব বলা যায়, কুরআনের সঠিক জ্ঞান ও তার বিশ্লেষণ জানার জন্য রাসুল [স] সর্বপ্রথম আদিষ্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানগণ আদিষ্ট। আমরা যেহেতু কুরআনের আহকামের অনুসারী সেহেতু কুরআনের উপর সংক্ষিপ্তভাবে ইমান রাখা ফরযে আইন আর বিস্তারিতভাবে ইমান রাখা ফরযে কিফায়া। তাই সাধারণভাবে তাফসির শিক্ষা করা উম্মাতের উপর ওয়াজিব, এর থেকে পিছিয়ে থাকা উম্মাতের জন্য সমীচীন নয়। মুসাইদ সুলাইমান বলেন:[২৩]

"تعلم التفسير واجب على الامة من حيث العموم فلا يجوز ان تخلوا الامة من عالم بالتفسير يعلم الامة معانى كلام ربها"

এই থিসিসের মূল লক্ষ্য ১০০–৪০০ হি. পর্যন্ত বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাঁদের অনুসৃত তাফসির পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা। এ কারণে আমার গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। "বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ [১০০–৪০০ হি.] জীবন ও তাফসির পদ্ধতি।" হিজরি প্রথম শতকের শুরু হয় সাহাবিদের যুগ থেকে এবং তার বিস্তৃতি তাবেয়িদের যুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এশতকে কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসির লিখিত হয়নি, তাফসির সংশ্লিষ্ট ভাষ্যসমূহকে আলাদাভাবে সংকলনও করা হয়নি। এশতকে তাফসির সংকলিত বা সম্পাদিত হয়েছে মাত্র। এ কারণে হাদিসের সাথে এতদ সংক্রান্ত আলোচনা মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়। হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে তাফসির

---

২১. আলকুরআন, ৩৮ : ২৯

২২. আলকুরআন, ৪৭ : ২৪

২৩. মুসাইদ সুলাইমান, উসুলুত তাফসির, দাম্মাম : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি., পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় সংযোজিত হয়। সাহাবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে কুরআন সুন্নাহের জ্ঞান বিকশিত হয়। সাধারণ মানুষকে কুরআনের জ্ঞান দান করার জন্য তাঁরা মসজিদে মসজিদে কুরআনের দরস দিতেন এবং নিজেরা আয়াত সম্পর্কে পরস্পর মতবিনিময় করতেন। কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন সম্পর্কিত নানাবিদ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তাঁরা ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময়ে সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই তাফসির চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তবে সুয়ূতীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সময়ে দশজন সাহাবি তাফসিরে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁরা হলেন– চার খলিফা, ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কাব, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, যায়েদ বিন সাবিত ও আবু মুসা আলআশআরী রাদিআল্লাহু আনহুম।[২৪] চার খলিফার মধ্যে প্রথম তিন জনের থেকে কম বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের থেকে কম বর্ণনা পাওয়া যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, পূর্বেই তাঁরা ইনতিকাল করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে চতুর্থ খলিফা আলি [রা]–এর বর্ণনা বেশি পাওয়া যায়।[২৫] অন্যান্য সাহাবি থেকেও তাফসির সংশ্লিষ্ট হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই বর্ণনার সংখ্যা খুবই স্বল্প। এক্ষেত্রে আনাস বিন মালেক ; আবু হুরাইরা ; আবদুল্লাহ বিন ওমর ; জাবির বিন আবদুল্লাহ ; আবদুল্লাহ বিন আমর আলআস ও উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকাহ [রা]–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৬] রাসুল পত্নী হযরত উম্মে সালমা [রা]–এর নামও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা তিনিও হযরত আয়শা [রা]–এর ন্যায় কুরআনের জ্ঞান ও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।[২৭] তবে সাহাবিদের মধ্যে হযরত আলি, ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কাব ও ইবনে আব্বাসের [রা] অবদান সবচেয়ে বেশি। আর এই চার জনের মধ্যে দু জনের ভাষ্য সংরক্ষিত আছে।

সাহাবিগণ কুরআনের তাফসির বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসির ; হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির ও নিজস্ব ইজতিহাদ ও গবেষণা দ্বারা কুরআনের তাফসির। তবে এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম তথা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির পদ্ধতিটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। খালিদ আবদুর রহমান আলইক বলেন :[২৮]

"فان قال قائل فما احسن طرق التفسير ؟ فالجواب ان اصح الطريق فى ذلك ان يفسر القران بالقران"

'কেউ যদি প্রশ্ন করে তাফসিরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি কোন্‌টি? সেক্ষেত্রে জওয়াব হচ্ছে, কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির করা পদ্ধতিই সর্বোত্তম।' [২৯] ইমাম আবু হানিফাসহ অনেক আলিমের মতে, সাহাবিদের তাফসির যদি الامور الغيبة এর ন্যায় রায়মুক্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে حكم المرفوع কার্যকর হবে এবং এ ধরনের তাফসিরের উপর আমল করা ওয়াজিব। ইবনে তাইমিয়াও এই মতের সাথে একমত পোষণ করেন।[৩০] ইমাম যারকাশীর মতেও সাহাবিদের

---

২৪. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫ ; ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসির*, রিয়াদ মাকতাবাতুত তাওবা, ৫ম সংস্করণ ১৪২০ হি., পৃ. ২৬

২৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫ ; ড. সুবহি সালিহ, *উলুমুল কুরআন*, প্রফেসর গোলাম আহমদ হারিরী অনূদিত, দিল্লী : তাজ কোম্পানী ১৯৮৮ খ্রি. ৪১৩

২৬. প্রফেসর গোলাম আহমদ হারিরী, *তারিখে তাফসির ওয়া মুফাসসিরিন*, ফয়সালাবাদ : মালিক সন্স পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ৬৫

২৭. সিরাতুর রাসুল, *মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল (ওয়ারিস কামিল অনু:)* ভূমিকা : মুহাম্মাদ ইসমাইল পানিপথী, পৃ. ৩৪

২৮. খালিদ আলইক, *আলফুরকান ওয়াল কুরআন*, দামিশক ; আলহিকমা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪/১৪১৪ হি., পৃ. ৬৩১

২৯. বি: দ্র: অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায়

৩০. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণীয়। কেননা তাঁরা রাসুল [স]–এর খুব কাছে থেকে কুরআন নাযিলের অবস্থা ও কার্যকারণ প্রত্যক্ষ করেছেন।[৩১] তাই এঁদের তাফসির গুরুত্বের দাবি রাখে। এ ছাড়াও সাহাবিগণ সতর্কতার সাথে তাফসির করতেন। কুরআনের ব্যাপারে কথা বলতে সাবধানতা অবলম্বন করতেন। অজানা বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা করাকে গুনাহের কাজ মনে করতেন। হযরত আবু বকর [রা] কে কুরআনের তাফসির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন :[৩২]

"اى ارض تقلنى واى سماء تظلنى اذا قلت فى القران برأى او بما لا اعلم"

"আমি যদি কুরআনে আমার মনগড়া কিছু বলি কিংবা আমি জানি না বা প্রত্যক্ষ করিনি তেমন কিছু যদি কুরআনে প্রক্ষিপ্ত করি, তাহলে কোন্ জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে এবং কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে?"

এ শতকে সাহাবিদের ন্যায় তাবেয়িদের মধ্যে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে সাইদ ইবনে যুবায়ের ও আবুল আলিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুফিয়ান সাওরী বলতেন, চারজন থেকে তোমরা জ্ঞানার্জন করো, সাইদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ, ইকরামা ও দাহহাক [রা]।[৩৩]

হিজরি প্রথম শতকের পর দ্বিতীয় শতকের সূচনা হয়। এ শতকের তাফসির চর্চায় তাবেয়িগণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা তাফসির বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য সাহাবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে তাঁরা সাহাবিদের সাথে ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে মুসলিম জাহানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান প্রচার–প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৩৪]

"يشترك التابعون رح مع الصحابة رض فى اهم التفسير الا انهم نظرا لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع الفتوحات الاسلامية جدت اسس اخرى"

এভাবে তাবেয়িদের কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানাহরণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং সাহাবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় মক্কা, মদিনা ও ইরাকে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মক্কায় তাফসির কেন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই মক্কায় তাফসির চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ কারণে মক্কাবাসী তফসিরের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। ইবনে তাইমিয়া বলেন :[৩৫]

"اعلم الناس بالتفسير اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس"

"মক্কাবাসী কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসির জ্ঞানের অধিকারী। কেননা তাঁরা ইবনে আব্বাসের শিষ্য।" তাঁদের প্রচেষ্টায় তাফসির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়েই তাফসিরের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইবনে আব্বাসের শিষ্যদের মধ্যে সাইদ ইবনে জুবায়ের ; মুজাহিদ, ইকরামা, তাউস ও আতা বিন রাবাহ [রা]–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআনের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াত সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ভাবন করা ছিল তাঁদের অন্যতম তাফসির পদ্ধতি।

৩১. যারকাশী, আলবুরহান, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০১/১৪২২, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭

৩২. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪

৩৪. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৩৫. মুকাদ্দামা ইবনে তাইমিয়া ফি উসুলিত তাফসির, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

উবাই বিন কাব [রা]–এর প্রচেষ্টায় মদিনায় তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। তিনি নিয়মিত এ কেন্দ্রে তাফসিরের দরস দিতেন আর তাবেয়িগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাফসিরের জ্ঞানার্জন করতেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আলকুরাযী ও যায়েদ ইবনে আসলামের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। আর ইবনে মাসউদের [রা] ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইরাকে গড়ে উঠে আরো একটি তাফসির কেন্দ্র। তিনি এ কেন্দ্রে তাফসিরের দরস দিতেন আর ইরাকের জনগণ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দিতেন।[৩৬] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আলকামা, মাসরুক, আসওয়াদ, হাসান বসরী, কাতাদা ও উবায়দা [র]–এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৭] সুয়ুতী বলেন :[৩৮] উপরে বর্ণিতরা হচ্ছেন পূর্ববর্তী মুফাসসির। বেশির ভাগ ভাষ্য তাঁরা হয় সাহাবা থেকে শুনেছেন বা গ্রহণ করেছেন। এঁদের পর এমনও তাফসির গ্রন্থ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে, যেগুলোতে সাহাবি এবং তাবেয়ি উভয়েরই ভাষ্য একত্রিত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, শোবা ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, আবদুর রাজ্জাক, আদাম ইবনে আবি আয়াস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, রাওহ ইবনে উবাদাহ, আব্দ ইবনে হামিদ, আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ প্রমুখের তাফসিরের কথা উল্লেখের দাবি রাখে।

এশতকের তাফসিরের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এ সময়ে তাফসির শাস্ত্রে ইসরাইলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটে। কেননা আহলি কিতাবদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বর্ণনা, ঘটনাবলী, অবস্থান ও কিচ্ছা–কাহিনী সাথেই নিয়ে আসছিলেন। তাফসির রচনার ক্ষেত্রে এসব প্রভূত প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এছাড়াও এ শতকে মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সনদভিত্তিক তাফসিরের ধারা প্রবর্তিত হয়। সনদের মাধ্যমে বক্তব্যের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা যাচাই বাচাই করা হয়।[৩৯] এশতকের মুফাসসিরগণ ৫টি পদ্ধতির আলোকে তাফসিরে প্রয়াসী হয়েছেন। এসব পদ্ধতি হচ্ছে– কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির, হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির, সাহাবিদের বক্তব্য দ্বারা কুরআনের তাফসির, তাবেয়িদের জ্ঞান–গবেষণা দ্বারা কুরআনের তাফসির এবং আহলে কিতাবের বর্ণনা দ্বারা কুরআনের তাফসির করা।[৪০]

তাবেয়িদের তাফসির গ্রহণ করা সম্পর্কে আলিমদের এক শ্রেণী মনে করেন যে, কুরআন নাযিলের সময় যেহেতু তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না, কুরআন নাযিলের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন অনবহিত সেহেতু তাঁদের তাফসির দলিল হিসাবে গ্রহণীয় নয়।[৪১] এ মর্মে শোবা ইবনুল হাজ্জাজ বলেন :[৪২] শরিআতের ফুরুর ক্ষেত্রে যেখানে তাঁদের বক্তব্য দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে তাফসিরের ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁদের বক্তব্য কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলিমদের মতে, তাঁদের তাফসির গ্রহণীয় হবে। কেননা তাঁরা সাহাবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বেশ সতর্কতার সাথে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাফসির অধ্যয়ন করতেন। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত জেনে–শুনে, বিচার–বিশ্লেষণ করে কুরআনের তাফসির করতেন। এ প্রসঙ্গে

---

৩৬. দিরাসাত ফিত তাফসির, পৃ. ৭৫

৩৭. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫

৩৯. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪০. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৪র্থ অধ্যায় দ্র:

৪১. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪২. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট তাবেয়ি মুফাসসির মুজাহিদের [র] বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতেন :[৪৩]

"عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات عن فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل اية منه واسأله عنها"

'আমি তিনবার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কুরআন ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে শিখেছি ও বুঝেছি। প্রত্যেকটি আয়াতকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে শুনে অধ্যয়ন করেছি।' আসকালানীর মতে :[৪৪] 'মুজাহিদ ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে কুরআন ত্রিশ বছর দাওর করেছেন এবং তিনবার তাফসির পড়েছেন।' এছাড়াও তাঁদের তাফসির যদি সন্দেহ মুক্ত হয় তবে তা গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। আর যে বক্তব্যে ইজমা হয়েছে তা দলিল হিসাবেও উপস্থাপনযোগ্য। মুসাইদ বলেন :[৪৫]

"ما اجمعوا عليه هذا يكون حجة"

হিজরি তৃতীয় শতকে তাফসিরের চর্চা, প্রচার, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। এশতকে মনীষীগণ তাফসির শিক্ষা ও চর্চার দিকে পূর্বের তুলনায় অনেক ব্যাপক ভিত্তিতে মনোনিবেশ করেন। এছাড়া এশতকে বহুবিধ ইসলাম বিরোধী ভাবধারা ও ফিতনা–ফাসাদের উদ্ভব হয়। ইসলামি খিলাফতকে চূর্ণ করে দিয়ে জাহেলিয়াতের সর্বপ্লাবী সয়লাবে ইসলামের নাম,–নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাহাবিদের উত্তরকালে একনিষ্ঠ তাবেয়িদের অক্লান্ত চেষ্টায়–সাধনা ও অভিনিবেশের ফলে ইসলাম উহার আদর্শিক বুনিয়াদকে মজবুত ও শক্তিশালী করে রাখতে সমর্থ হয়। মুসলিম সমাজে এই পর্যায়ে যেসব বাতিল চিন্তা ও মতবাদের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে বল্গাহীন বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রবল প্রবণতা। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস পর্যন্ত যাচাই করা শুরু হয়। যা মানুষের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের তুলাদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না, তা প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। এ সমস্ত বাতিল চিন্তাধারার প্রভাব থেকে তাফসির অভিজ্ঞানকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে হাদিসের আলোকে তাফসির রচিত হয়। এছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসির চর্চার অনুসৃত ধারানুযায়ী এশতকে অসংখ্য তাফসির রচিত হয়। এশতকে যেসব মনীষী তাফসির চর্চায় অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলকুফী [মৃ. ২৩৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম, *তাফসিরু আবি শায়বা*। শায়খ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ আলহানযালী আননিশাপুরী [মৃ. ২৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসির ইবনে রাহওয়াই। আবু হাতিম সাহল ইবনে মুহাম্মাদ সিজিস্তানী [মৃ. ২৪৮ হি.] তাঁর তাফসিরের নাম ইখতিলাফুল মাসাহিফ। শায়খ আবি মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে হাবিব [মৃ. ২৩৯ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *রাগাইবুল কুরআন*। বাকি ইবনে মাখলাদ আলকুরতুবী [মৃ. ২৮৬ হি.]। তাঁর গ্রন্থিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআন*। ইবনে হাযমের মতে, তাঁর তাফসির গ্রন্থের ন্যায় আজও কোন তাফসির রচিত হয়নি। আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী। [মৃ. ৩১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*। মুসলিম

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৪৪. তাবারী, *জামিউল বয়ান*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা:বি:, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ৩০

৪৫. মুসাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাহর কাছে তাঁর তাফসিরটি *'তাফসিরে তাবারী'* নামে পরিচিত। আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]।তাঁর তাফসিরের নাম *তাবিলাতুল কুরআন*।

হিজরি চতুর্থ শতকে তাফসির অভিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার শতক। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারা অবলম্বনে তাফসির রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আসার, বুদ্ধিভিত্তিক, আকিদা-বিশ্বাস ও সুফিতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনায় যেসব মনীষী তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফাসসির হলেন– আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আততাহাবী [মৃ. ৩২১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির আহকামুল কুরআন* ও *তাফসিরুল কুরআন।* মুহাম্মদ ইবনে বাহার আলইস্পাহানী [মৃ. ৩২২ হি.]। তাঁর তাফসিরের নাম জামিউত তাবিল। ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৩২৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মাসাদিরুল কুরআন*। আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আননাহহাস [মৃ. ৩৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *ইরাবুল কুরআন*। আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইবনে আসবাগ আলকুরতুবী [মৃ. ৩৪০ হি.] তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আহকামুল কুরআন*। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হাসান *আলমাওসেলী* [মৃ. ৩৫১ হি.]। মুতাযিলা আকিদার ভিত্তিতে বিরচিত তাঁর তাফসির গ্রন্থের নাম *শিফাউস সুদুর*। আহমাদ বিন আলি আবু বকর আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০ হি.]। হানাফী মতাদর্শের ভিত্তিতে ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ক তাঁর তাফসিরের নাম *আহকামুল কুরআন*। ইবনে আতিআহ আদদামিশকী [মৃ. ৩৮৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআন*। আবুল লাইস আসসামারকান্দী [মৃ. ৩৯৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *বাহরুল উলুম।* তবে মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি তাফসিরে সামারকান্দী নামে পরিচিত। আবু নসর মানসুর ইবনে আলি সাইদ [মৃ. ৩৫৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাজুল মাআনি ফি তাফসিরে সাবউল মাসানী*। আবুল হাসান ইবনে আলি ইবনে ইসা আর রুম্মানী [মৃ. ৩৮৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির রুম্মানী*।

হিজরি ১০০-৪০০ হি. পর্যন্ত তাফসির অভিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিজরি প্রথম শতকে তাফসিরের সূচনা হয়, দ্বিতীয় শতকে এর গোড়া পত্তন হয় এবং তৃতীয় শতকে এর উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাফসির চর্চার ইতিহাসে তৃতীয় শতক Golden Age হিসাবে খ্যাত। এ শতক থেকে ধারাবাহিক তাফসির রচনা শুরু হয়। মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] এ শতকে সনদভিত্তিক তাফসির রচনা করেন। তাই তাঁকে সনদভিত্তিক তথা সনাতনী ধারার তাফসির রচনার পথিকৃত বলা হয়। তারপর আবু মানসুর আলমাতুরিদী সনদভিত্তিক ধারার পরিবর্তে মতনভিত্তিক ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি এই মতনভিত্তিক ধারার পথিকৃত। পরবর্তীকালে মূলত এই দু'টো ধারাকে অবলম্বন করে তাফসির রচিত হতে থাকে। কালক্রমে সনদভিত্তিক তাফসিরের চেয়ে মতনভিত্তিক তাফসির জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দীর্ঘ ৩০০ শত বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক মনীষী কুরআন ব্যাখ্যায়, কুরআনের বিভিন্ন দিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন এবং তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে অভূতপূর্ব অবদানও রেখেছেন। অবশ্য এসব গবেষণা ও লেখালেখি সবই হয়েছে আরবিসহ অন্যান্য ভাষায়। বাংলাভাষায় এদের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। অথচ এ সময়কার প্রাত:স্মরণীয় মনীষীদের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্যে নি:সন্দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দিশারী স্বরূপ। এসব

Dhaka University Institutional Repository

কথা বিবেচনা করে আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় বস্তুটি নির্বাচন করি। গবেষণা কর্মে ব্রতী হতে না হতেই এই বিশাল জগতের মধ্যে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই এবং শিরোনামটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেই। বিষয়টি আরবি বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে উপস্থাপিত হলে আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান শিরোনাম পরিবর্তন না করে এই বিষয়টিতে গবেষণা করার আদেশ করেন। তাঁর আদেশ সে দিন অবনত মস্তকে মেনে নিলেও এর উপর গবেষণা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এ পর্যায়ে ধীরে ধীরে আমি এ বিষয়ের উপর তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহে ব্রতী হই। কাজটি দুরূহ জেনেও গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেই এবং মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকি। বিষয়টি যেহেতু কুরআন সংশ্লিষ্ট, তাই একাজে আল্লাহর রহমত আসবেই এই ভেবে গবেষণায় অগ্রসর হই। আজ যখন গবেষণ কর্মটি শেষ করতে যাচ্ছি তখন ড. মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের কথাটি খুবই মনে পড়ছে। সেদিন তিনি বলেছিলেন "তুমি এই বিষয়টি নিয়েই গবেষণা করবে, এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি, একাজটি তোমার দ্বারাই সম্ভব।" স্যারের সে দিনের কথাটি আমার কাছে অপছন্দ হলেও মহান আল্লাহ তাঁর কথাটিকে পছন্দ করেছিলেন বিধায় আমার মত একজন সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে দিয়ে কুরআনের এত বড় খেদমত করার সুযোগ করে দিলেন। আল্লাহর দরবারে কালিমাতুশ শোকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্য তাফসির বিষয়ে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকাল থেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়াসী হই। আব্বা আম্মার ইচ্ছাও ছিলো আমি যেন এই বিষয়ে পড়াশুনা করি। তাঁদের দোআ কবুল করে আল্লাহ আজ তা আমার দ্বারা বাস্তবায়িত করলেন। গবেষণার গুণাগুণের চেয়ে মহান প্রভুর সন্তুষ্টির প্রত্যাশাই বেশি করেছি। গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। গবেষণা পত্রটি সম্পন্ন করার জন্য অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমি যথাক্রমে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক শিরোনাম ও একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু যেহেতু ১০০–৪০০ হি. পর্যন্ত সীমিত তাই যুগ বিভাজন করতে প্রয়াস পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেক শতকের মুফাসসিরের মৃত্যু সাল হিসাবে শতক বিভাজন করেছি। যাঁদের মৃত্যু ১০০ হিজরির মধ্যে রয়েছে, তাঁদেরকে প্রথম শতকে স্থান দিয়েছি। এভাবে চতুর্থ শতক পর্যন্ত বিভাজন করেছি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৪ বছরের কম বেশির কারণে কোনো কোনো মুফাসসিরের আলোচনা আগে পরেও হয়েছে। অধিকাংশ আরবি গ্রন্থসমূহে শতক হিসাবে যুগ বিভাজনের পদ্ধতি না থাকার কারণে এ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থেই তাবকা হিসাবে বিভাজন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি নতুন একটি ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে *তাফসিরের পরিচয়* এবং তাফসির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ম–নীতির আলোচনা দ্বারা বিন্যাস করেছি। তাফসিরের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন গ্রন্থে তাফসির সংক্রান্ত আলোচনা একত্র করার চেষ্টা করেছি। কিছু, বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। তাফসির সংক্রান্ত আলোচনা কোথায় পাওয়া যাবে তাও একনজরে ১ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ৩ নং টীকায় সংযোজন করেছি। আশা করি এর দ্বারা পরবর্তী গবেষণার পথ সহজ হবে। প্রসঙ্গত এ অধ্যায়ে তাফসিরের হুকুম, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মূলনীতি ও শর্তাবলী, মুফাসসিরের অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা, মুফাসসিরের শর্তাবলী ও বর্জনীয়,

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরের আদব, মুফাসসিরদের পথ ভ্রষ্টতার কারণসহ বেশ কিছু বিষয় যা তাফসির ও মুফাসসিরের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও এ অধ্যায়ে যে বিষয়টি গুরুত্বের দাবি রাখে সেটি হচ্ছে 'তাবকাতুল মুফাসসিরিন বা মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস' প্রসঙ্গ। মুফাসসিরদের স্তর বলতে গিয়ে আমি পুরো তাফসির শাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। এক্ষেত্রে ১০০-৪০০ হি. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে বর্তমান পর্যন্ত যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাফসির চর্চা সম্পর্কে তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতির উপর আলোচনা পেশ করেছি। অবশ্য এ আলোচনা আমার মূল গবেষণার টীকায় সংযোজন করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি *তাফসিরের উৎস ও বিকাশধারা শিরোনামে* বিন্যস্ত। এখানে তাফসির অভিজ্ঞানের উৎসসমূহ ও বিকাশধারা সম্পর্কে স্ববিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির বিষয়ক নীতিমালা এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কুরআন চর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেছি। বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা প্রসঙ্গে এসে আমি বৃটিশ যুগ থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত যাঁরা কুরআনের অনুবাদ, তাফসির ও অন্যান্য গবেষণায় অবদান রেখেছেন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত সারণী সংযোজন করেছি। এতে কুরআন চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যাবে। সাথে সাথে এখানে ইংরেজি ভাষায় যাঁরা কুরআন চর্চা করেছেন তাঁদের অবদানও তুলে ধরেছি। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন চর্চার এসব তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, হয়তোবা এসব যুগে এমনও অনেকের নাম বাদ পড়েছে যাঁদের অবিস্মরণীয় অবদান আছে কিন্তু আমার তালিকায় স্থান পায়নি, সেক্ষেত্রে আমি অপারগতা প্রকাশ করছি। এ বিষয়টি এমন একটি বিষয় যার শুরু আছে শেষ নেই। এর উপর কিছু গবেষণা হলেও আরো অনেক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। এ ক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা কেউই হয়তো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করতে পারেননি। আর এটি সম্ভবও নয়। কেননা এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এছাড়াও এ অধ্যায়ে মুফাসসিরদের একটি যুগভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন করেছি। এতে তাফসিরের সূচনাকাল থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত তাফসির শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন এমন মনীষীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আমার বিষয়টি ৪০০ হি. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও এখানে আমি পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তালিকা দিয়েছি। এর দ্বারা তাফসির অভিজ্ঞানের একনজরে বিকাশধারা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। পরবর্তী গবেষকগণ এর থেকে প্রভূত উপকারী হবেন আশা করি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থেরও একটি তালিকা দিয়েছি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমি মুফাসসিরদের তালিকাটি বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন করেছি। শেষে সমকালীন প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও তাঁদের তাফসির গ্রন্থের তালিকায় এমন মুফাসসিরদের নাম স্থান পেয়েছে, যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের অনন্য অবদানের কথা ভেবে এই তালিকার সাথে সংযুক্ত করেছি। এই তালিকায় স্থান পেতে পারতো এমন হয়তো অনেকের নাম আমার অজ্ঞতার কারণে বাদ পড়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমার অক্ষমতাই দায়ী। প্রথম মুফাসসির ও তাঁর তাফসির সম্পর্কেও একটি আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। কে প্রথম তাফসির রচনা করেছেন এবং কোন্ তাফসিরটি প্রথম রচিত হয়েছে এ বিষয়টি উপস্থাপন করতে গিয়ে আমি কেবল বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংযোজন করেছি। কেননা কে প্রথম মুফাসসির তা বলা বেশ মুশকিল। যেহেতু এঁদের কারো তাফসির আজ আমাদের কাছে মওজুদ নেই। যদি মওজুদ থাকতো তবে এ বিষয়টি নির্ণয় করা বেশ সহজসাধ্য হতো।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় বিন্যস্ত হয়েছে *হিজরি প্রথম শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি* বিষয়ক শিরোনামে মূল আলোচনায়। এতে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্যে যাঁরা তাফসিরে অবদান রেখেছেন তাঁদের জীবনী স্থান পেয়েছে। এ শতকের তাফসিরকারদের যেহেতু তাফসিরের অস্তিত্ব কেবল বর্ণনা সূত্র ছাড়া মওজুদ পাওয়া যায় না সেহেতু এঁদের জীবনীর শেষে তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ও তাফসির পদ্ধতি না বলে অধ্যায়ের শুরুতেই এ শতকের তাফসিরের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছি। উল্লেখ করা যেতে পারে, অধুনাকালে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিসবতী তাফসির 'তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসিরি ইবনে আব্বাস' পাওয়া যাচ্ছে। লেবানন থেকে সম্প্রতি এটি প্রকাশিত হয়েছে। এই তাফসিরটি আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের [রা] রচিত বলে কথিত আছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটি কামুসুল মুহিতের লেখক ফিরোজাবাদীর সংকলিত। তিনি ইবনে আব্বাসের তাফসির অবলম্বনে এটি সংকলন করেন। ফিরোজাবাদীর সংকলনে কোনো মূল উৎসের কথা উল্লেখ না থাকায় অনেকেই এ তাফসিরটি ইবনে আব্বাসের [রা] কীনা এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে, এর অধিকাংশ রিওয়ায়িত মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আলসুদ্দী, মুহাম্মদ বিন সায়িব আলকালবী এবং আবু সালিহর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূত্রে বর্ণিত সকল রিওয়ায়িত দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। কেননা মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আলসুদ্দী ও কালবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।[৪৬] এ অধ্যায়ে সাহাবিদের সাথে তাবেয়িদের থেকেও ২/১ জনের জীবনী সংযোজিত হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে– আমি শতক বিভাজন করে অধ্যায় বিন্যাস করেছি। এতে অনেক তাবেয়ির জীবনীও এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়টি বিন্যস্ত। এখানে ৮টি পরিচ্ছেদে ৮ জন প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসিরের জীবনী স্থান পেয়েছে। কোনো গ্রন্থেই এঁদের জীবনীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না, তাই যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে তা দিয়েই তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত সাজাতে চেষ্টা করেছি। এশতকের মুফাসসিরদেরও যেহেতু কোনো ধারাবাহিক তাফসির মওজুদ নেই, সেহেতু প্রত্যেকের জীবনের শেষে তাঁদের তাফসির পদ্ধতি না বলে যৌথভাবে অধ্যায়ের শুরুতে এক জায়গায় সন্নিবেশ করেছি। তাফসির শাস্ত্রে এশতকে আরো অনেকের অবদান থাকলেও থিসিসের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বিস্তারিত জীবনী না বলে কেবল তাঁদের অবদানের কথা স্বীকার করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়টি হিজরি ৩য় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি শিরোনামের বিন্যস্ত। মাত্র দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে, তবে দু'টি পরিচ্ছেদে এমন দুইজন মুফাসসিরের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি স্থান পেয়েছে যাঁরা ধারাবাহিক তাফসির রচনার ক্ষেত্রে দুইজন দুই জগতের পথিকৃত। যাঁদের প্রত্যেকের জীবনীর বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা হতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার জানা মতে দেশ–বিদেশে বেশ কিছু গবেষণা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আমার সীমিত জ্ঞান দ্বারা যতটুকু সম্ভব আল্লামা তাবারী ও মাতুরিদীর জীবনালেখ্য ও তাঁদের অনুসৃত তাফসির পদ্ধতি সবিস্তার আলোচনা করেছি। অবশ্য এখানে বলা যেতে পারে,

---

৪৬. লামহাত ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

তাবারী সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে গবেষণা হচ্ছে মাতুরিদীর উপর তেমন কিছু গবেষণা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, তাঁর জীবনী ও কর্মের উপর ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার। তথ্য সংগ্রহের সমস্যার ভিতর দিয়েও আমি মাতুরিদীর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি উপস্থাপনের যতটুকু প্রয়াস পেয়েছি তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমানের। কেননা এ বিষয়ের উপর তিনি ব্যাপক গবেষণা করেছেন। আমি বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বিরক্ত করে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই এখানে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায় *হিজরি চতুর্থ শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি* দ্বারা বিন্যস্ত। এখানে হিজরি চতুর্থ শতকের বিখ্যাত তিনজন মনীষীর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে আল্লামা জাসসাসের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছি। কোনো চরিতকারই জাসসাসের বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করেননি, যা পাওয়া যায় তা খুবই সংক্ষিপ্ত। তদুপরি গবেষণার জন্য আমি আল্লামা জাসসাসের আহকামুল কুরআনের অনুবাদক মরহুম মাওলানা আবদুর রহীমের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁদের থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা আমি এই গবেষণায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে আহকামুল কুরআনের শেষাংশের অনুবাদেরত শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমানের থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি। তিনি জীবনীটি পড়ে যে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন তারই আলোকে সাজাবার চেষ্টা করেছি। জাসসাসের জীবনীর সাথে সাথে তার অনুসৃত তাফসির পদ্ধতিও তুলে ধরেছি। তবে আহকাম বিষয়ক তাঁর এই তাফসিরটি যেহেতু প্রায় ১২শত বছর পূর্বে রচিত, সেহেতু তাঁর বর্ণনা স্টাইল ও বাকপদ্ধতি অনুধাবন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবে তাফসির পদ্ধতি আলোচনা করার পর আমি ১০টি আয়াতের আহকাম বিষয়ক আলোচনা করে তাঁর তাফসিরের একটি নমুনা পেশ করেছি। এর দ্বারা তাঁর তাফসিরের উৎকর্ষতা সরাসরি প্রতিভাত হবে বলে আশা করি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আবুল লাইস আসসামারকান্দীর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি স্থান পেয়েছে। তাঁর অনবদ্য রচনার কালজয়ী সৃষ্টি বাহরুল উলুমের তাফসির পদ্ধতি উপস্থাপন করতে গিয়ে আমি তাঁর তাফসির অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরেছি। তাঁর তাফসির গ্রন্থটি ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা সংযুক্ত করেছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আবু জাফর আতত্বাহাবীর আলোচনা সন্নিবেশ করেছি। ইমাম তাহাবী হাদিস অভিজ্ঞানের অজানে বেশ পরিচিত একটি নাম। এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে, অনেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রিও নিয়েছেন কিন্তু তাফসির অভিজ্ঞানে এই মনীষীর যে অবদান আছে তা অজানা থেকে গেছে। আমি এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। তাফসিরের উপর তাঁর দু'টি গ্রন্থের আলোচনা পাওয়া যায়। একটির মওজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলেও অন্যটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ধান পাওয়া তাফসিরটি মুদ্রিত হয়নি। এর পাণ্ডুলিপি পাওয়াও দুষ্কর। পাওয়া গেলে তাঁর অনুসৃত তাফসির পদ্ধতি উদ্ধার করা যেতো। এ ক্ষেত্রে অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি চতুর্থ শতকের পর তাফসির শাস্ত্রের গতিধারা শিরোনামে সপ্তম অধ্যায়টি বিন্যস্ত। এখানে হিজরি চতুর্থ শতকের পর থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করেছি। এর দ্বারা তাফসির সাহিত্যের বর্তমান গতিধারা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। অবশ্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে চতুর্থ শতক পরবর্তী মুফাসসিরদের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেহেতু এ বিষয়টি আমার গবেষণার সময়ের মধ্যে পড়ে না সেহেতু কেবল একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসিরের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা পেশ করেছি। এ অধ্যায়ে বিন্যস্ত মুফাসসিরদের জীবনী ও তাফসির পদ্ধতির উপর গবেষণা করে ইতোমধ্যে দেশ–বিদেশে অনেকেই এম.ফিল, পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে এ বিষয়ে আরো প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে। বাংলা ভাষায়তো বটেই।

উপসংহার শিরোনামে আমার গবেষণা কর্মের শেষ কথা বলতে চেয়েছি। প্রসঙ্গত সেখানে তাফসির অভিজ্ঞানের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। কুরআনের কোনো গবেষণাই যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ও শেষ হতে পারে না তাই আমার অপরাগতার কথা স্বীকার করছি নির্দ্বিধায়। সবশেষে থিসিসে ব্যবহৃত এবং কিছু অব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জির তালিকা দিয়েছি। তালিকাটি বিষয়ভিত্তিক করতে আপ্রাণ চেষ্টার পরও কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। পরবর্তী গবেষণার কথা মাথায় রেখে থিসিসে ব্যবহৃত হয়নি অথচ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সহায়ক হতে পারে এমন অনেক গ্রন্থের তালিকা দিয়েছি। তবে এর পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়।

এই থিসিসে বাংলা একাডেমী ও ভারতের আনন্দ বাজার পাবলিশার্স কর্তৃক গৃহীত নতুন প্রমিত বানাননীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে অনেক বানানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হতে পারে। যেহেতু এই গবেষণা কর্মটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তাই বানানের ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছি।

বক্ষ্যমান থিসিসের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশের অনেক জ্ঞানী পণ্ডিতের থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছি। এঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব হুবিবুল ইসলাম হাওলাদার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলকুরআন বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়ার রহমান ও বায়তুল মামুর মাদ্রাসা, ঢাকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ লোকমান হাকিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া দেশের খ্যাতনামা কিছু প্রতিষ্ঠান থেকেও সহযোগিতা পেয়েছি। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরি, ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম লাইব্রেরি ও তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা লাইব্রেরির নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সেমিনার থেকেও সাহায্য নিয়েছি অনেক। এক্ষেত্রে নাসিরুদ্দীন ভাইর ঋণ পরিশোধ্য নয়। তিনি নানাভাবে আমাকে গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন। থিসিসি কম্পোজ ও লেজার প্রিন্টের ব্যাপারে আমি এ্যারোমা প্রিন্টিং পাবলিকেশনের সি.ই.ও জনাব সাইফ হাসান, পরিচালক জনাব সারোয়ার জাহান, কম্পোজ সেকশন ইনচার্জ জনাব ইকবাল হোসাইন ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রুফ রিডার মাওলানা রাশিদ আহমাদ ও মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ এর কাছে কৃতজ্ঞ। জনাব ইকবাল সাহেবের আন্তরিকতা না থাকলে হয়তো থিসিস আরো অনেক পরে আলোর মুখ দেখতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের অফিসার, আমার শ্রদ্ধাস্পদ বড় ভাই জনাব আবদুর রবের আন্তরিকতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যথাসময়ে গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য তাঁর ঋণ কোনদিন শেষ করা যাবে না। এছাড়াও ইডেন মহিলা কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা বিলকিস বানু ও লেকচারার রাশিদা আখন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা অত্র বিভাগে ক্লাশ নেয়া ও সেমিনার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে আমার গবেষণার নেপথ্যে আর্থিক আনুকূল্য প্রদান করেছেন। আইডিয়াল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জনাব ড. শামসুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কন্ট্রোলার জনাব বাহালুল হক মিরাজ নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে আর কতদিন লাগবে একথা বারবার স্মরণ করিয়ে আমার কাজের নিরন্তর গতি সঞ্চার করেছেন তাঁরা। জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মা ও সহধর্মীণী দৌলাতুন নিসা আমার গবেষণাকালীন সময়ে পাশে থেকে আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আলকুরআন সংশ্লিষ্ট কোনো গবেষকই গবেষণার কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছতে পারেননি। আরবি ভাষায় রচিত যেসব গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করেছি তার প্রায় অধিকাংশই গতানুগতিক ধারার। বিষয়ের গভীরে গিয়ে নতুন গবেষণায় কেউই প্রচেষ্টায় ব্রতী হননি বলে মনে হয়। তবে অধুনাকালের কিছু গবেষক এ ধারা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করি । ভবিষ্যতে আরো কেউ কুরআন গবেষণায় শামিল হয়ে নতুন নতুন গবেষণায় দিক উন্মোচন করবেন এটাই প্রত্যাশা। রাসুলের জীবদ্দশা থেকে আল্লাহর বাণীর মর্মোদ্ধারের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকবে। এর শুরু আছে শেষ নেই। তাইতো আল্লাহ তাআলার শাশ্বত ঘোষণা :[৪৭]

«قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا»

বিনীত

মোহা: নজরুল ইসলাম খান
গবেষক

৪৭. আলকুরআন, ১৮ : ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

সূচি নির্দেশিকা

- প্রত্যয়নপত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- উৎসর্গ vi
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- বানান রীতি প্রসজ্ঞা x
- সাল পরিবর্তনের নিয়ম xi
- ভূমিকা xii

প্রথম অধ্যায়

তাফসিরের পরিচয়

পরিচ্ছেদ – ১	:	তাফসির ও তাবিলের পরিচয়	৩০
পরিচ্ছেদ – ২	:	তাফসিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৪৭
পরিচ্ছেদ – ৩	:	তাফসিরের মূলনীতি ও মুফাসসিরদের শর্তাবলী	৫৪
পরিচ্ছেদ – ৪	:	তাফসির ও মুফাসসিরের শ্রেণী বিন্যাস	৬৩
পরিচ্ছেদ – ৫	:	মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস	৭২
পরিচ্ছেদ – ৬	:	মুফাসসিরদের অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা	৯১
পরিচ্ছেদ – ৭	:	মুফাসসিরদের পালনীয় নিয়মাবলী ও বর্জনীয় বিষয়াবলী	১০৭
পরিচ্ছেদ – ৮	:	মুফাসসিরগণের পথ ভ্রষ্টতার কারণ নির্ণয়	১২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাফসিরের উৎস ও বিকাশধারা

পরিচ্ছেদ – ১	:	তাফসিরের উৎস ও সূচনাকাল	১২৬
পরিচ্ছেদ – ২	:	তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারা ও বিভিন্ন ধারার উদ্ভব	১৪০
পরিচ্ছেদ – ৩	:	কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির বিষয়ক নীতিমালা	১৭৬
পরিচ্ছেদ – ৪	:	বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কুরআন চর্চা	১৮২
পরিচ্ছেদ – ৫	:	প্রথম মুফাসসির প্রসজ্ঞা	১৯৫
পরিচ্ছেদ – ৬	:	বিখ্যাত মুফাসসিরদের বিভিন্ন যুগ ও তাঁদের তাফসির গ্রন্থসমূহ	১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

হিজরি প্রথম শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি ২১৩–২২১

পরিচ্ছেদ – ১	:	হযরত আলি [রা]	২২২
পরিচ্ছেদ – ২	:	আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]	২২৬
পরিচ্ছেদ – ৩	:	উবাই বিন কাব [রা]	২৩২
পরিচ্ছেদ – ৪	:	আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]	২৩৪
পরিচ্ছেদ – ৫	:	সাইদ ইবনে জুবায়ের [র]	২৪২
পরিচ্ছেদ – ৬	:	আবুল আলিয়া [র]	২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি ২৪৬–২৫৪

পরিচ্ছেদ – ১ : মুজাহিদ ইবনে জাবর [র] ২৫৫
পরিচ্ছেদ – ২ : আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [র] ২৫৮
পরিচ্ছেদ – ৩ : তাউস বিন কায়সান [র] ২৬২
পরিচ্ছেদ – ৪ : হাসান বসরী [র] ২৬৪
পরিচ্ছেদ – ৫ : আতা বিন রাবাহ [র] ২৬৬
পরিচ্ছেদ – ৬ : কাতাদাহ বিন দিআমা [র] ২৬৮
পরিচ্ছেদ – ৭ : মুহাম্মাদ বিন কাব আলকুরাযী [র] ২৭০
পরিচ্ছেদ – ৮ : যায়েদ বিন আসলাম [র] ২৭১

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরি তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

পরিচ্ছেদ – ১ : আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আততাবারী ২৭৩
পরিচ্ছেদ – ২ : আবু মানসুর আলমাতুরিদী ২৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজরি চতুর্থ শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

পরিচ্ছেদ – ১ : আবু বকর আলজাসসাস ৩১৯
পরিচ্ছেদ – ২ : আবুল লাইস আসসামারকান্দী ৩৪৪
পরিচ্ছেদ – ৩ : আবুজাফর আততাহাবী ৩৫৪

সপ্তম অধ্যায়

হিজরি চতুর্থ শতকের পরে তাফসির শাস্ত্রের গতিধারা ৩৬৩

উপসংহার ৩৮৮

গ্রন্থপঞ্জি ৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
তাফসিরের পরিচয়

একনজরে

- তাফসির ও তাবিলের পরিচয়
- তাফসিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- তাফসিরের মূলনীতি ও মুফাসসিরদের শর্তাবলী
- তাফসির ও মুফাসসিরের শ্রেণী বিন্যাস
- মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস
- মুফাসসিরদের অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা
- মুফাসসিরদের পালনীয় নিয়মাবলী ও বর্জনীয় বিষয়াবলী
- মুফাসসিরগণের পথ ভ্রষ্টতার কারণ নির্ণয়

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

পরিচ্ছেদ : ১

তাফসির ও তাবিলের পরিচয়

তাফসিরের পরিচয়

আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার কালাম।[১] আর আল্লাহর কালামের অন্তর্নিহিত মর্মোদ্ধারের ভাষ্যগ্রন্থকে পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির বলে। আল্লাহর বাণী :[২]

«انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»

'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার'।

এ আয়াতে কুরআনের মর্মার্থ বুঝে আমল করার তাগিদ এসেছে। আর কুরআন বুঝে পড়ার জন্য তাফসিরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাসুলুল্লাহ [স] কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাফসিরের যে সূচনা করেছিলেন সাহাবিদের যুগে তার বুনিয়াদ গড়ে উঠে। মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান চর্চায় সর্বপ্রথম উৎকর্ষ সাধিত হয় কুরআনের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই। আমাদের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগটিই হচ্ছে কুরআনের তাফসির চর্চার যুগ। কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও তার চর্চার যাবতীয় শর্তাবলি এবং পরিবেশের সুষ্ঠুতা সে যুগে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এখানে তাফসিরের পরিচয় উপস্থাপন করছি।

অভিধানবেত্তাদের সন্নিকটে تفسير[৩] (তাফসির) শব্দটি একবচন, বহুবচন تفاسير (তাফাসির)। বাবে تفعيل –এর ক্রিয়ামূল। ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আলখালিদী বলেন :[৪]

التفسير مصدر على وزن تفعيل فعله الثلاثى "فَسَرَ" والفعل الماضى من المصدر "تفسير" مضعف بالتشديد وهو "فَسَّرَ".

অভিধান বিশেষজ্ঞগণ 'তাফসির' শব্দের উৎস বিশ্লেষণে মতানৈক্য করেছেন। যেমন–

---

১. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ৭৫; আরাফ, আয়াত : ১৫৮; তাওবা, আয়াত : ৬; কাহাফ, আয়াত : ১০৯; লুকমান, আয়াত : ২৭

২. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ২

৩. তাফসির শব্দটির মূল শব্দ ফাসারা (فسر) শিরোনামে দেখা যেতে পারে : লিসানুল আরব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৫; আলমিসবাহুল মুনির, পৃ. ১৮০; আসসিহাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১; আলমুফরাদাত, পৃ. ৬৩৬; আলমুজামুল ওয়াসিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৮; আলমুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আলাম, পৃ. ৫৮৩; তাহযিবুল লুগাহ, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪০৬; মুজমালুল লুগাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২১; মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; আলকুল্লিয়াত, পৃ. ২৬; আত তাহাযির, পৃ. ৩৬; আত তাহরির ওয়াত তানবির, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭; মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ৩৩৪; মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪; আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭; তাকী ওসমানী, উলুমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা ৮ম খণ্ড, পৃ. ; তাফসির আলবাহরুল মুহিত, ১ম খণ্ড পৃ. ১৩; তাফসিরুল খাযিন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; গারায়িবুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৫; কাওয়ায়িদুত তাফসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫; আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩; তাফসির রুহুল মাআনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; আওনুল কাবির, পৃ. ৫; মাবাহিস ফিততাফসিরিল মাওযুয়ী, পৃ. ১৫ ; উলুমুল কুরআন, পৃ. ৯১-৯২ ; উসুলুত তাফসির, পৃ. ১১ ; আততাফসিরুল মাওযুয়ী, পৃ. ১১ ; দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ১৪৮ ; উসুলুততাফসির, পৃ. ৭ ; ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ২০০-২০১ ; আলমুকাদ্দিমাতুল মুতামামাহ,পৃ. ৭ ; উসুল ফিততাফসির, পৃ. ৭ ; আততিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ৬৫-৬৬

৪. ড. সালাহ আবদুল ফাত্তাহ আলখালিদী, *আততাফসিরুল মাওযুয়ী*, জর্দান : দারুন নাফায়িস, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭/১৪১৮, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ঃ আল্লামা যারকাশী, আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম ও সিদ্দিক হাসান খান–এর মতে :[৫] تفسير (তাফসির) শব্দটি التفسرة (আততাফসিরা) শব্দমূল থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে রোগীর পেশাবের প্রতি লক্ষ্য করে রোগ নির্ণয় করা। এ কারণে তাফসিরকারকের আয়াতের অর্থ ও বিধান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করাকে تفسرة (তাফসিরা) বলে। প্রকৃতপক্ষে نظر الطبيب বা ডাক্তারের পর্যবেক্ষণ কথাটি الفسر (আলফাসরু) থেকে নেয়া হয়েছে।[৬]

ইবনে ফারিস বলেন :[৭] التفسير (তাফসির) শব্দটি فسر থেকে এসেছে। তিনি খলিল ইবনে আহমদের সাথে একমত হয়ে বলেন : الفسر : البيان। অর্থাৎ আলফাসরু অর্থ বর্ণনা করা। যা আরবদের উক্তি 'فسر الطبيب للماء اذا نظر اليه' থেকে এসেছে। বস্তুত ডাক্তার যেমন রোগীর রোগ পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পর রোগের ধরন সম্পর্কে অবগত হয়ে রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হন, তেমনি মুফাসসিরও আয়াতের শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আয়াতকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করতে সচেষ্ট হন। এজন্যই একে التفسير বলা হয়।

মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ–এর গ্রন্থকার বলেন :[৮]

الفسر والتفسرة : نظر الطبيب الى الماء وحكمه فيه

'আলফাসরু ও আততাফসিরা'–এর অর্থ হচ্ছে– পানির ও পানির হুকুমের দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি রাখা।'

÷ আযহারী লাইস থেকে বর্ণনা করে বলেন :[৯] প্রত্যেক বিষয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ যার দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাই ঐ বিষয়ের তাফসিরা। জাওহারী বলেন– التفسير من المولد।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লামা আলুসীর মতে :[১০] 'তাফসির' শব্দটি الفسر থেকে এসেছে। এর অর্থ বর্ণনা করা, উন্মোচন করা।

তৃতীয়ত ঃ তাফসির শব্দটি আরবদের উক্তি فسرت الفرس ، فسرته থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে– اجريته واعديته اذا كان به حصر لينطلق بطنه [১১]

÷ আলুসী আরো বলেন :[১২]

"ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى بل كل تصاريف حروفه ولا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن امعن النظر."

---

৫. যারকাশী, *আলবুরহান*, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭; ফাতহুল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪

৬. আসসিহাহ, ফাসারা শিরোনামে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১; লিসানুল আরব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৫; মুফরাদাত, পৃ. ৬৩৬; আলকামুস, পৃ. ৫৮৭; দেখুন : তাজুল আরুস-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃ, ৪৭০

৭. আসসাহিবী, পৃ. ৩১৪; তাজুল আরূস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০

৮. দেখা যেতে পারে : মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; মুজমালুল লুগাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২১

৯. তাহযিবুল লুগাহ, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; লিসানুল আরব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৫; কিতাবুল আইন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

১০. আলুসী, *রুহুল মাআনী*, পাকিস্তান : মাকতাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭, ২৮ ; মুহাম্মাদ বিন সালেহ আলউসাইমিন, *উসুল ফিততাফসির*, মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ ২০০১/১৪২২, পৃ. ২৩ ; আলি সাবুনী, *আততিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫/১৪০৫, পৃ. ৬৫

১১. আসসাবত, *কাওয়ায়িদুত তাফসির*, কায়রো : দারু ইবনে আফফান, ১ম সংস্করণ ১৪২১ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

১২. আলুসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; যারকাশী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত তিনটি অর্থ কাছাকাছি। আল্লাহর বাণী: احسن تفسيرا। প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ দুইটি একই অর্থ প্রকাশ করছে। আর তৃতীয় অর্থটিতে প্রকাশ্য ও উন্মুক্ত হওয়ার অর্থই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।[১৩] আবু হাইয়্যান বলেন :[১৪] তাফসির অর্থ প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা। ইবনে দুরাইদ[১৫] বলেন :[১৬] এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ডাক্তারের পরীক্ষিত পানিকে তাফসিরা বলে। এ যেন ক্রিয়ামূল দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। কেননা فعل এর ক্রিয়ামূল تفعلة ওযনে আসে। যেমন جرب تجربة، كرم تكرمة শব্দের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

চতুর্থত ঃ تفسير 'তাফসির' শব্দটি سفر 'সফর' শব্দের مقلوب বা উল্টানো রূপ। যা سفرالصبح।তথা প্রভাত আলোকিত হয়েছে থেকে গৃহীত। যার অর্থ الكشف।বা উন্মুক্ত করা। নারী যখন তার মুখমণ্ডল থেকে ওড়না সরিয়ে ফেলে তখন আরবরা বলেন : سفرت المرأة سفورة [১৭]
এ দৃষ্টিকোণ থেকে সফরকে সফর এ জন্যেই বলা হয় যেহেতু সফরের মাধ্যমেই সফরকারীর কাছে মানুষের চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।[১৮]

وعليه فيكون اشتقاقه من "التفسير" على قياس : جذب وجبذ وصعق وصقع .

এ বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে দুর্বল। কেননা আল্লামা আলুসী বলেন :[১৯]

والقول بانه مقلوب السفر مما لايسفر له وجه .

এ কারণে রাগেবের মতে : الفسر। শব্দটি বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর السفر। لابراز الاعيان للابصار [২০]

পঞ্চমত ঃ تفسير তাফসির শব্দটি ' فسرت النورة ' থেকে উৎকলিত। যখন نورة -এর উপর পানি প্রবাহিত করা হয় তখন তার একটি অংশ অন্য অংশ থেকে পৃথক হয়ে যায়। অনুরূপ আয়াতের তাফসিরের ফলে আয়াতের পৃথক অর্থ মুফাসসিরের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠে।[২১] এ অভিমতটি তুফী[২২] সমর্থন করেন। তবে এ অভিমতটি একটি দুর্বল অভিমত।[২৩]

তাফসির শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।[২৪] যেমন–

---

১৩. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. **দুরাইদ** : পূর্ণ নাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান বিন দুরাইদ আলআযদী আলবসরী। তিনি সাহিত্য, কাব্য ও অভিধান শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ইমাম ছিলেন। ৩২১ হি. সালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।
[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : সিয়ারু আলাম আননুবালা, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৯৬]

১৬. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮

১৭. সুয়ূতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লি : কুতুবখানা ইশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১; মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ : মাকাতাবা আলমাআরিফ, ২য় সংস্করণ ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৩৩৪; ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুততাফসির*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, ৫ম সংস্করণ ১৪২০ হি., পৃ. ৭

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. আলুসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ৪

২০. দেখা যেতে পারে : মুকাদ্দামাতু জামিউত তাফাসির, পৃ. ৪৭

২১. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯

২২. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আল ইকসির, পৃ. ১-২

২৩. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ; আহমদ হাসান ফারহাত, *ফি উলুমিল কুরআন*, আম্মান : দারু আমার, ১ম সংস্করণ ২০০১/১৪২১, পৃ. ২০১

২৪. বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য সরাসরি তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২৫] التفسير هو الايضاح والتبيين। 'তাফসির অর্থ সুস্পষ্ট করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা। আল্লাহর বাণী :[২৬]

«ولايأتونك بمثل الاجئناك بالحق واحسن تفسيرا»

'তারা আপনার কাছে এমন কোন বিস্ময়কর সমস্যা নিয়ে আসেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাকে আমি দান করিনি।'

- আলকামুস প্রণেতা বলেন :[২৭] التفسير هو الابانة وكشف المغطى। 'তাফসির হচ্ছে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা, আবৃত বস্তু উন্মুক্ত করা।'
- ইবনে ফারিস বলেন :[২৮]

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شئ وايضاحه . من ذالك الفسر، يقال فسرت الشئ فسرته .

'ফা, সিন ও রা (ف– س – ر) একটি শব্দ। যা কোন বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এর থেকেই الفسر। শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন বলা হয়– فسرت الشئ فسرته

- লিসানুল আরব গ্রন্থে আছে :[২৯]

الفسر البيان ؛ فسر الشئ يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسراً. فسره ابانه . والتفسير مثله . ثم قال الفسر كشف المغطى . والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ...

'الفسر। অর্থ বর্ণনা করা। فسرالشى يفسره ويفسره অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর তাফসিরের অর্থও অনুরূপ। অতঃপর তিনি আরো বলেন الفسر। অর্থ كشف المغطى বা আবৃত বস্তু উন্মুক্ত করা। কাজেই তাফসির হচ্ছে কঠিন শব্দের উদ্দেশ্য উন্মুক্ত করা।'

- আল্লামা রাগিব বলেন :[৩০] আরবি শব্দের যে মূল ধাতুতে ف ، س ، ر বর্ণ থাকে, তার অর্থ খোলা ও উন্মুক্ত করা বুঝায়। তার মতে, فسر শব্দটির মূল السفر এ শব্দটিকে পরিবর্তিত করে فسر করা হয়েছে। তিনি এ অভিমতের অনুকূলে কুরআনের বাণী উপস্থাপন করেন। আল্লাহ বলেন :[৩১] «والصبح اذا اسفر» 'শপথ প্রভাতের যখন তা প্রতিভাত হয়।' অনুরূপ হাদিসে এসেছে :[৩২] اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر আর এই সফরকে সফর বলা হয় এই জন্য যে, সফরের মাধ্যমে মুসাফিরের কাছে বিশ্ব মানবের অবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। سفر 'সফর' শব্দের ব্যবহার হয় কোন বস্তুকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করার অর্থে আর فسر 'ফাসরুন' শব্দের ব্যবহার হয় অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করার অর্থে।

---

২৫. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১৯৯৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩
২৬. আলকুরআন, *সুরা ফুরকান*, আয়াত : ৩৩
২৭. ফিরোজাবাদী, আলকামুসুল মুহিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০
২৮. মুজামু মাকায়িস আললুগাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪
২৯. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরূত: দার এহইয়া আততুরাস আলআরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪১৬হি./১৯৯৫ খ্রি. , ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬১
৩০. রাগিব ইস্পাহানী, *মুফরাদাত*, লাহোর : মাকাতাবা মুরতাযা, পৃ.
৩১. আলকুরআন, *সুরা মুদ্দাস্সির*, আয়াত : ৩৪
৩২. আলহাদিস, *তিরমিযী*, বৈরূত : দারুল কুতুব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

- যারকানী বলেন :[৩৩]

التفسير فى اللغة الايضاح والتبيين .

'আভিধানিক অর্থে তাফসির অর্থ স্পষ্ট করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা।' আল্লাহর বাণী :[৩৪]

«ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا»

'তারা আপনার কাছে এমন কোন বিস্ময়কর সমস্যা নিয়ে আসেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাকে আমি দান করিনি।'

- আবু হাইয়্যান বলেন :[৩৫]

التفسير فى اللغة : الاستبانة والكشف

'আভিধানিক অর্থে তাফসির অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা।'

- আল্লামা শিহাবুদ্দিন আলুসী বলেন :[৩৬]

التفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان والكشف .

'তাফসির শব্দটি বাবে তাফয়িল–এর ক্রিয়ামূল। যা فسر থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থ বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা।'

- কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন :[৩৭] 'মূল ف ، س ، ر বর্ণত্রয় থেকে তাফসির শব্দটি উদ্ভূত। فسر অর্থ উন্মুক্ত করা, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা।

- মান্না আলকাত্তান বলেন :[৩৮]

التفسير فى اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الابانة والكشف واظهار المعنى المعقول ، فعله : كضرب ونصر ، يقال فسرالشئ يفسر بالكسر ويفسره بالضم فسراً وفسره : ابانه ، والتفسير والفسر : الابانة وكشف المغطى .

'আভিধানিক দৃষ্টিতে তাফসির শব্দটি বাবে তাফয়িল এর الفسر। ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, খোলা, বুদ্ধিভিত্তিক অর্থ প্রকাশ করা। ক্রিয়ারূপে তাফসির শব্দটি বাবে ضرب ও نصر এতদুভয় থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয় فسرالشئ يفسر ويفسره فسراً وفسره, এর অর্থ হচ্ছে–সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। আর 'আততাফসির' ও 'আলফাসরু' অর্থ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা, আবৃত বস্তুকে উন্মুক্ত করা।'

- আবু হাইয়্যান [৩৯] বলেন :[৪০]

ويطلق التفسير ايضا على تعرية للانطلاق.

৩৩. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, বৈরুত : দারুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮ খ্রি./১৪০৯হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৪

৩৪. আলকুরআন, *সুরা ফুরকান*, আয়াত : ৩৩

৩৫. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

৩৬. আলুসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ৪

৩৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসির মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, পৃ. মুখবন্ধ

৩৮. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৩৯. **আবু হাইয়্যান ঃ** তাঁর পুরো নাম আসিরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে হাইয়্যান আল আন্দালুসী। আট খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'তাফসির বাহরে মুহিতের' লেখক। তিনি একাধারে হাদিসবেত্তা, সাহিত্যজ্ঞ ও মুতাকাল্লিম হওয়ার কারণে এর ছাপ তার তাফসির গ্রন্থে লক্ষণীয়। তিনি দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনাসূত্রকে দ্বিধাহীনচিত্তে অস্বীকার করেছেন। ৬৫৪ হিজরি সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪০. আবু হাইয়্যান, বাহরে মুহিত, বৈরুত : দারুল কুতুব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

- সালাব বলেন :[৪১]

تقول فسرت الفرس : عريته بنطلق فى حصره ، وهو راجع لمعنى الكشف ، فكانه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى.

'ভারবাহী পশুর গদি ফেলে দিয়ে পশুর পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করাকেও তাফসির বলে অভিহিত করা হয়। উন্মুক্ত করার ফলে খোলা ও প্রকাশের বিষয় পাওয়া যায়। কেননা সওয়ারীর জিন নামানোর পর পৃষ্ঠদেশ খুলে সামনে চলে আসে।'

- প্রফেসর মিঞা মনজুর আহমাদ–এর মতে :[৪২] আভিধানিক দৃষ্টিতে তাফসিরের মূল ধাতু হচ্ছে فسر 'ফাসারা' যার অর্থ খুলে দেয়া, বিশ্লেষণ করা, প্রকাশ করা। কোন গ্রন্থের উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করাকেই তাফসির বলে।

- আল্লামা সুয়ুতী বলেন :[৪৩]

التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف . ويقال هو مقلوب السفر . تقول اسفر الصبح : اذا اضاء . وقيل ماخوذ من التفسرة وهى اسم لما يعرف به الطبيب المرض .

'তাফসির শব্দটি বাবে তাফয়িলের الفسر। 'আলফাসরু' ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। অর্থ বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা। 'ফাসরু' শব্দটি السفر। শব্দের পরিবর্তিত রূপ। প্রভাত আলোকিত হলে বলা হয় اسفرالصبح কেউ কেউ বলেছেন, এ শব্দটি تفسرة থেকে নেয়া হয়েছে। যার সাহায্যে ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারে তাকে 'তাফসিরা' বলে।

তাফসিরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় প্রাজ্ঞ মুফাসসির ও ভাষাবিদদের থেকে বিভিন্ন উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। সুবিজ্ঞ মনীষীদের সেসব উক্তি এখানে তুলে ধরছি।

- আল্লামা যারকাশী বলেন :[৪৪]

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وبيان معانيه ، واستخراج احكامه وحكمه .

'তাফসির হলো– এমন বিদ্যা যাদ্বারা নবি মুহাম্মাদ [স]–এর উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাব কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ, তার আহকাম ও হিকমাত সমূহের তথ্য উদঘাটন করা যায়।'

- শিহাবুদ্দিন আলুসীর মতে :[৪৫]

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القران ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما ابهم فى القران ونحو ذلك .

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. প্রফেসর মিঞা মনজুর আহমাদ, *তারিখুত তাফসির ওয়া উসুলুত তাফসির*, লাহোর : ইলম কুতুব খানা, পৃ. ৭

৪৩. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১

৪৪. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

৪৫. আলুসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

'তাফসির এমন বিদ্যা যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এর বিষয়বস্তু, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের রীতি–নীতি ও সেসব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা এই শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য বিন্যাসের অবস্থার উদ্দেশ্য করা হয়। অনুরূপ কুরআনের আয়াতের নাসিখ–মানসুখ, শানে নুযুল এবং অস্পষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সেসব অর্থ উপলব্ধি করার জন্য তাফসির শাস্ত্র পরিশিষ্টের কাজ দেয়।

- যারকাশী বলেন :[৪৬]

علم يبحث فيه عن احوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .

'তাফসির এমন বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আলকুরআনুল কারীমের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।'

- আবু হাইয়্যান বলেন :[৪৭]

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القران ومدلولاتها واحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك .

'তাফসির এমন বিদ্যা যাতে কুরআনের শব্দাবলীর গঠন পদ্ধতি, এর প্রকৃত অর্থ ও নির্দেশাবলী, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।'

- আল্লামা জুরজানী বলেন :[৪৮]

التفسير فى الشرع توضيح معنى الاية وشانها وقصتها والسبب الذى نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.

'আয়াতের অর্থ, অবস্থা, কাহিনী ও শানে নুযুল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনাকে তাফসির বলে।'

- আল্লামা সুয়ুতী বলেন :[৪৯]

علم نزول الايات وشؤونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها وامرها ووعيدها ونهيها وعبرها وامثالها .

'তাফসির এমন বিদ্যাকে বলে যার মধ্যে কুরআনের আয়াতসমূহের অবতরণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং নাযিলের কারণ, এমনকি মাক্কী, মাদানী, মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসিখ, মানসুখ, খাস, আম, মুতলাক, মুকাইয়্যাদ, মুজমাল, মুফাস্সার, হালাল, হারাম, ওয়াদা, ওয়ীদ, আমর, নাহী এবং ইবরাত ও আমসাল ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা হয়।'

- আল্লামা তাফতাযানী বলেন :[৫০]

هو العلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الدلالة على المراد .

'তাফসির সেই বিদ্যার নাম, যার মধ্যে আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্যাবলী যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়।'

---

৪৬. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪

৪৭. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৪৮. শরিফ আলি, *কিতাবুত তারিফাত*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা ১৯৯৫ খ্রি. ,পৃ. ৬৩

৪৯. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২

৫০. আবদুল মালেক, কামুসুল মুসতালাহাত, কুমিল্লা : দারুল মাতাআ, ১৯৯৭. পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

- ইমাম মাতুরিদী বলেন :[৫১]

التفسير القطع على ان المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله انه عنى باللفظ هذا.

'তাফসির হলো মুফাসসিরের এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দের অর্থ এটাই। আল্লাহ তাআলা এ শব্দ দ্বারা এটাই বুঝিয়েছেন।'

- অধিকাংশ তাফসিরকারকের মতে :[৫২]

هوعلم باصول يعرف بها معانى كلام الله على حسب الطاقة البشرية .

'তাফসির হলো সেসব মূলনীতির জ্ঞানার্জন করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য মানবীয় জ্ঞানের সাধ্যানুযায়ী উপলব্ধি করা যায়।'

- হাজী খলিফা বলেন :[৫৩]

هو علم باحث عن معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية

'তাফসির এমন একটি বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী সঠিক ও নির্ভুল পন্থায় আল্লাহ তাআলার বাণী কুরআনের আয়াতসমূহের তাৎপর্য ও মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।'

- আল্লামা কাযী বায়যাবী বলেন :[৫৪]

هو علم بحث فيه معنى نظم القران بحيث الطاقة البشرية وبحسب مايقتضى القواعد العربية .

- ইমাম বাগবী বলেন :[৫৫]

هو علم الذى يعرف به فهم القران الكريم وادراك معانيه والكشف عن مقاصده ومراميه واستخراج احكامه وحكمه وتوضيح معنى الايات القرانية .

- ইসলামি পরিভাষায় তাফসিরের অর্থ হলো :[৫৬]

هو علم نزول الاية وسورتها واقاصيصها واشارات النازلة فيها .

- মুফতি আমিমুল ইহসান বলেন :[৫৭]

"علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العزيز القران المجيد من حيث نزوله وسنده وادابه والفاظه ومعانيه المتعلقة بالنظم والاحكام."

'তাফসির এমন বিদ্যা যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণের ধারা, সনদ, আদাব, শব্দসমূহ, আর বিধান ও বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

- খালিদ বিন উসমান আসসাবত বলেন :[৫৮] প্রাজ্ঞ আলিমগণ থেকে তাফসিরের অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তেরটি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে আমি যে সংজ্ঞাটিকে সর্বোত্তম মনে করেছি তা হচ্ছে: علم يبحث فيه عن احوال القران العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .

'তাফসির এমন বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আলকুরআনুল কারীমের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা।'

---

৫১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
৫২. শামসুল হক, *তাফসির শাস্ত্র পরিচিতি*, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৯৯, পৃ. ১০
৫৩. হাজী খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, বৈরুত : দারুল কুতুব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০
৫৪. কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী, *তাফসির বায়যাবী*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬
৫৫. দ্র: ইমাম বাগবী, *মাআলিমুত তানযিল*
৫৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ভূমিকা
৫৭. মুফতি আমিমুল এহসান, *আততানবির ফি উসুলিত তাফসির*, পৃ. ৪১
৫৮. আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

তাবিলের পরিচয়

تـأويـل তাবিল আরবি শব্দ। যা বাবে تـفـعـيـل তাফয়িল এর ক্রিয়ামূল। এ শব্দটি দুইটি ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন।[১] যেমন :

প্রথমত ঃ تـأويـل তাবিল শব্দটি الأوْل (আলআওলু) ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– الرجوع বা প্রত্যাবর্তন করানো।[২]

- কামুস প্রণেতা বলেন :[৩] ال الـيـه اولا ومـالا এর অর্থ–ফেরা, প্রত্যাবর্তন করানো। اول الـكـلام تـأويـلا وتـاولـه অর্থ হচ্ছে– পরিমাপ, ব্যাখ্যা।
- লিসানুল আরব প্রণেতার মতে :[৪] الاول হচ্ছে الرجوع বা প্রত্যাবর্তন করানো। ال الـشـى يـؤول اولا ومـالا অর্থ প্রত্যাবর্তন করানো। والت عـن الـشـئ অর্থ ফিরে আসা। যেমন হাদিসে এসেছে : من صـام الدهر فلا صـام ولا ال
  এখানে ولا ال অর্থ সে কল্যাণের দিকে ফিরে আসেনি।
- মান্না আলকাত্তান বলেন :[৫] هو الرجوع الى الاصـل মূলের দিকে ফিরে আসাকে تـأويـل তাবিল বলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিভাষায় تـأويـل الـكـلام দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

০১. تـأويـل الـكـلام কোনো কথাকে প্রকাশ করে বর্ণনা করা। অর্থাৎ যা বক্তার প্রতি অথবা যা বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়।

والكلام انـمـا يرجع ويـعـود الى حقيـقـة التى هى عـيـن الـمـقـصـود

এটা আবার দুই প্রকার। ইনশা ও খবর। আর ইনশা দ্বারা আমর বুঝায়।

অতএব تـأويـل الامـر দ্বারা আদিষ্ট কর্মকে বুঝায়। হযরত আয়শা [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :[৬]

«كـان رسـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم يـقـول فـى ركـوعـه وسـجـوده : سـبـحـانـك الـلـهـم بـحـمـدك الـلـهـم اغـفـرلـى ، يـتـأول الـقـران»

রাসুল [স] যে আয়াতের উপর ভিত্তি করে এই তাসবিহ পাঠ করেছেন সে আয়াতটি হচ্ছে :[৭]

«فـسـبـح بـحـمـد ربـك واسـتـغـفـر انـه كـان تـوابـا»

আর تـأويـل দ্বারা اذا وقـع عـيـن الـخـبـر বুঝায়। আল্লাহর বাণী :[৮]

«ولـقـد جـئـنـاهـم بـكـتـاب فـصـلـنـاه عـلـى عـلـم هـدى ورحـمـة لـقـوم يـؤمـنـون . هـل يـنـظـرون الا تـأويـلـه يـوم يـأتـى تـأويـلـه يـقـول الـذيـن نـسـوه مـن قـبـل قـد جـاءت رسـل ربـنـا بـالـحـق فـهـل لـنـا مـن شـفـعـاء فـيـشـفـعـوا لـنـا او نـرد فـنـعـمـل غـيـر الـذى كـنـا نـعـمـل»

---

১. আসসাহিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
২. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৩. কামুস, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১
৪. লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪
৫. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৬. আলহাদিস, বুখারী ও মুসলিম
৭. আলকুরআন, *সুরা নাসর*, আয়াত : ৩
৮. আলকুরআন, *সুরা আ'রাফ*, আয়াত : ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

০২. تأويل الكلام বলতে ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে বুঝায়। আল্লামা তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] তার তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

"القول فى تأويل قوله تعالى كذا كذا"

اهل التأويل এ আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেননা এদের কাছে তাবিল দ্বারা তাফসির উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত ঃ تأويل তাবিল শব্দটি الايالة (আলইয়ালা) ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে– السياسة বা রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি। কেননা তাবিলকারী তাবিলকৃত বক্তব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে যথাযথ স্থানে রেখে থাকে।[৯]

● আসাসুল বালাগাহ গ্রন্থে এসেছে :[১০]

"ال الرعية يؤولها ايالة حسنة وهو حسن الايالة"

'তিনি প্রজা সাধারণের উপর চমৎকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর তিনিই হচ্ছেন উত্তম প্রজাবৎসল প্রশাসক।'

উল্লেখ্য আলকুরআনে تأويل শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

ক. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্টকরণ অর্থে। আল্লাহর বাণী :[১২]

«فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله الا الله»

খ. শুভ পরিণতি অর্থে। আল্লাহর বাণী :[১৩]

«فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير واحسن تأويلا»

গ. স্বপ্নের পরিণাম অর্থে। আল্লাহ বলেন :[১৪]

«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث»

অন্যত্র বলেন :[১৫]

«قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتأويله»

আল্লাহ আরো বলেন :[১৬] « وما نحن بتأيل الأحلام بعالمين»

ইরশাদ হচ্ছে :[১৭] «انا انبئكم بتأويله»

কুরআনে এসেছে :[১৮] «هذا تأويل رؤياى من قبل»

---

৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
১০. যামাখশারী, *আসাসুল বালাগাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫
১১. আদ দামাগানী, *কামুসুল কুরআন*, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, দ্বিতীয়, সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ. ৫৮; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬
১২. আলকুরআন, *সুরা আলেইমরান* , আয়াত :৭; "যাদের অন্তরে বক্রতা-কুটিলতা রয়েছে কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টির ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আর তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"
১৩. আলকুরআন, *সুরা নিসা*, আয়াত : ৫৯; "তার পর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। আর এটাই উত্তম ও পরিণামে কল্যাণকর।"
১৪. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৬; "এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা।"
১৫. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৩৭; "ইউসুফ বলল : তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দেব।"
১৬. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৪০; "আর আমরা স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে পারদর্শীও নই।"
১৭. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৪৫; "আমি এ স্বপ্নের তাবীর সম্বন্ধে আপনাদেরকে খবর এনে দেব।"
১৮. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ১০০; "এ হলো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।"

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. কর্ম সম্পাদন অর্থে। আল্লাহর বাণী :[১৯]

« قل هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا »

আল্লাহ বলেন :[২০]

« ذالك تأويل مالم تستطع عليه صبرا »

ঙ. সংবাদ প্রকাশ অর্থে। আল্লাহ বলেন :[২১]

«هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تاويله»

আল্লাহ ইরশাদ করেন :[২২]

«بل كذبوا بما يحيطوا بعلمه ولمايأتيهم تأويله»

চ. আলমুল্‌ক অর্থে। আল্লাহ বলেন :[২৩]

«ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[২৪] «ومايعلم تأويله الاالله والرسخون فى العلم»

ছ. খাদ্যের বর্ণ বা রং অর্থে। আল্লাহর বাণী :[২৫]

«قال لايأتيكما طعام ترزقانه الانبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما »

জ. তাহকিক বা বিশ্লেষণ অর্থে। আল্লাহর বাণী :[২৬]

«يا ابت هذا تأويل رؤياى من قبل»

---

১৯. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৭৮; "তিনি বললেন : এখানেই সম্পর্কচ্ছেদ হলো আমার ও আপনার মাঝে। তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার প্রকৃত তত্ত্বকথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

২০. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৮২; "আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এ হলো তার প্রকৃত তত্ত্বকথা।"

২১. আলকুরআন, *সুরা আরাফ*, আয়াত : ৫৩. "তারা কি এখন শুধু এর পরিণামের প্রতীক্ষায় আছে? যেদিন এর পরিণাম প্রকাশ পাবে-------।"

২২. আলকুরআন, *সুরা ইউনুস*, আয়াত : ৩৯; "বরং তারা অস্বীকার করে সে বিষয়ে যার জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি এবং এখনো এর পরিণাম তাদের কাছে আসে নি।"

২৩. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াতাংশ : ৭; "তারা ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে।"

২৪. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াতাংশ; "আর তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর।"

২৫. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৩৭; "ইউসুফ বলল : তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দেব।"

২৬. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াতাংশ : ১০০; "হে আমার আব্বা! এ হলো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।"

Dhaka University Institutional Repository

তাবিলের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণেও মনীষীগণ মতানৈক্য করেছেন। মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী আলিম তাবিলকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেন।[২৭]

প্রথমত ঃ تفسير الكلام وبيان معناه তথা তাবিল হচ্ছে কালামের ব্যাখ্যা ও অর্থের বর্ণনা করা, চাই তা প্রকাশ্য কালামের সাথে মিল থাকুক বা নাই থাকুক। এ ক্ষেত্রে তাবিল ও তাফসির সমার্থবোধক হবে। তাবেয়ি মুফাসসির মুজাহিদ[২৮] [র] বলেন : ان العلماء يعلمون تأويله আলিমগণ কুরআনের তাবিল জানেন। এখানে তাবিল দ্বারা তাফসির বুঝাবে। বিখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা তাবারী[২৯] তাঁর তাফসিরে বলতেন : القول فى تأويل قوله تعالى كذا كذا অমুক আয়াতের তাবিল এরূপ واختلف اهل التأويل فى هذه الاية আহলে তাবিল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেছেন।' এসব ক্ষেত্রে তিনি তাবিল দ্বারা তাফসির বুঝানোরই প্রয়াস পেয়েছেন। [৩০]

দ্বিতীয়ত ঃ نفس المراد بالكلام তথা কালাম দ্বারা যা বুঝায় তাই তাবিল। কেননা কালাম কোন খবরের উপর নির্ভরশীল হলে যে কর্ম উদ্দেশ্য অথবা খবর দেয়া হচ্ছে, তাই তাবিল।[৩১]

অতএব বলা যায়, তাদের মতে তাবিলের পারিভাষিক সংজ্ঞা দু'টো হচ্ছে–[৩২]

(١) التأويل تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره او خالفه .

১. 'তাবিল বলতে বুঝায় আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা করা এবং উহার অর্থ বর্ণনা করা। চাই এ বর্ণনা তার প্রকাশ্য কালামের সাথে মিল থাকুক বা নাই থাকুক।

(٢) هو نفس المراد بالكلام .

২. 'কালামুল্লাহর উদ্দেশ্যগত অর্থই হচ্ছে তাবিল।

অপরদিকে মুতাআখখেরীন তথা পরবর্তী আলিমগণ তাবিলের সংজ্ঞায় বলেন :[৩৩]

هو صرف اللفظ عنى المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقترن به .

'কোন দলিলের ভিত্তিতে কোন শব্দের বলিষ্ঠ অর্থ ছেড়ে দুর্বল অর্থ গ্রহণ করাকে তাবিল বলে।'

জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে বলা হয়েছে :[৩৪]

التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .

'প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করে দুর্বল অর্থ গ্রহণ করাকে তাবিল বলে।'

কোন দলিলের ভিত্তিতে যদি এরূপ করা হয় তবে তা সঠিক। আর কোন কাল্পনিক দলিলের ভিত্তিতে যদি দুর্বল অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যার নিশ্চিত বা কাল্পনিক কোন প্রকার দলিলই যদি না থাকে তবে তা হবে আল্লাহর বাণীর অবমূল্যায়ন।

আল্লাহ তাআলার গুণাগুণ বিশিষ্ট মাসআলায় তাবিল সম্পর্কে যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, তা এ ধরনেই। কেউ কেউ এ ধরনের তাবিলের নিন্দা করে এর থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট। আবার কেউ কেউ এ ধরনের তাবিলের প্রশংসা করে তাবিল করাকে আবশ্যক বলে মনে করেছেন।[৩৫]

---

২৭. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭
২৮. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ৩য় অধ্যায় দ্র:
২৯. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ৫ম অধ্যায় দ্র:
৩০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭
৩১. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭
৩২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭
৩৩. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮
৩৪. জামউল জাওয়ামে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬;
৩৫. ইবনে তাইমিয়া, *আল একলীল ফিল মুতাশাবিহ ওয়াত তাবিল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫-১৭; কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির ও তাবিলের পার্থক্য

তাফসির ও তাবিল তাফসির অভিজ্ঞানের দু'টো প্রসিদ্ধ পরিভাষা। এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের জন্য মনীষীগণ এত বেশি মতবিরোধ করেছেন যাতে খুব সহজে অনুমেয় হয় যে, এ দু'টো কোন সুনির্দিষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত পরিভাষা নয়। যদি এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকতো তবে এত তীব্র মতবিরোধের কোন প্রয়োজন ছিল না। কোন কোন আলিম তাফসির ও তাবিলকে দু'টো আলাদা পরিভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তা ভিন্ন পরিভাষা হিসেবে বিশ্বব্যাপী কোন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এর ফলে প্রাচীনকাল থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত মুফাসসিরগণ সমার্থবোধক শব্দের ন্যায়ই ব্যবহার করে আসছেন। একটি অন্যটির স্থলেও ব্যবহার হচ্ছে অনায়াসে।[১]

তবে এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে।[২] অবশ্য এ পার্থক্য নিরূপণ করা বেশ জটিল ও কষ্টসাধ্য। যথার্থ পাণ্ডিত্য আর ঐশী সাহায্য না পেলে পার্থক্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাবিব নিশাপুরী বলেন :[৩]

"نبغ فی زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا اليه"

'আমাদের যুগে এমনও তাফসিরকারক আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদেরকে তাফসির ও তাবিলের মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা কোন সদুত্তর প্রদান করতেন না।'

তবে তাফসির ও তাবিলের পার্থক্য নিরূপণে তাফসিরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে তাঁদের অভিমতগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. উৎসগত ঃ তাফসির ও তাবিলের উৎসগত পার্থক্য হচ্ছে– تفسير 'তাফসির' শব্দটি فسر: سفر ও تفسرة ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত। আর تأويل 'তাবিল' শব্দটি اول অথবা الايالة থেকে উদ্ভূত।[৪]

২. **শাব্দিক অর্থগত ঃ** তাফসির শব্দের আভিধানিক অর্থ–বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা, অবিমুক্ত করা, উন্মিলিত করা ইত্যাদি। আর তাবিল শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করানো, ফিরানো, রাজনীতি–রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।[৫]

৩. **পরিভাষাগত ঃ** পরিভাষায় তাফসির বলতে বুঝায়–

علم باصول يعرف بها معانی كلام الله على حسب الطاقة البشرية .

'তাফসির হলো সেসব মূলনীতির জ্ঞানার্জন করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য মানবীয় জ্ঞানের সাধ্যানুযায়ী উপলব্ধি করা যায়।'[৬]

আর পরিভাষায় তাবিল হচ্ছে :[৭]

هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقترن به .

'কোন দলিলের ভিত্তিতে কোন শব্দের প্রবল অর্থ ছেড়ে দুর্বল অর্থ গ্রহণ করাকে তাবিল বলে।'

---

১. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, দেওবন্দ : যাকারিয়া বুক ডিপো, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬
২. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৪
৩. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩;
৪. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৭; আসসাবত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৯; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৭
৫. প্রাগুক্ত
৬. শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৭. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. অন্যান্য পার্থক্য : তাফসির বিশেষজ্ঞ উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন, আবু উবায়দা ও আলিমদের একটি দলের মতে :[৮] التفسير والتأويل بمعنى واحد فهما مترادفان.

'তাফসির ও তাবিল একই অর্থবোধক। এ দুটো সমার্থবোধক শব্দ।' উলুমুল কুরআনের বিশিষ্ট লেখক মান্না আলকাত্তান তাঁর গ্রন্থে শব্দ দু'টিকে مترادفان ও متقربان তথা সমার্থবোধক ও কাছাকাছি অর্থের শব্দ বলেছেন।[৯]

তিনি এ কথার সমর্থনে রাসুলুল্লাহর [স] ইবনে আব্বাসের [রা] জন্য দোআ করেছিলেন সে দোআটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস [র] কে রাসুলুল্লাহ [স] দোআ প্রসঙ্গে বলেছেন : اللهم فقه فى الدين وعلمه التاويل 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও এবং তাফসির শিক্ষা দাও।'[১০] রাসুলের [স] এই দোআ ইবনে আব্বাসের [রা] জীবনে বাস্তবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি তাফসির শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। রাসুলের [স] এই দোআয় যদিও তাবিল শব্দ উল্লেখ আছে, কিন্তু দোআর উদ্দেশ্য ছিল তাফসির শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস বলতেন :[১১] انا ممن يعلم تاويله অবশ্য আলিমদের একটি গোষ্ঠী তাফসির তাবিল সমার্থবোধক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।[১২] এ প্রসঙ্গে ইবনে হাবিব নিশাপুরী বলেন :[১৩]

'قد نبغ فى زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا اليه'

'আমাদের যুগে এমনও তাফসিরবেত্তা আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাদেরকে তাফসির ও তাবিলের মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা কোন সদুত্তর প্রদান করতেন না।'

❊ আল্লামা যারকানীর মতে :[১৪] শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। কাজেই উভয়ের মধ্যে النسبة التساوى সম্পর্ক বিদ্যমান।

৫. ইমাম মাতুরিদীর[১৫] মতে :[১৬] অকাট্যভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে জানা যায়, তাই তাফসির। এক্ষেত্রে তাফসিরকারককে নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে হয় যে, 'عنى باللفظ هذا' শব্দের অর্থ এটাই। আর আল্লাহ তাআলা এ অর্থই বুঝিয়েছেন। এরূপ কথার সমর্থনে নিশ্চিত দলিল পাওয়া গেলে তা সঠিক তাফসির। আর তা না হলে সেটা হবে নিজস্ব অভিমতের তাফসির– تفسير بالراى ।[১৭] শরিআতে এরূপ তাফসির নিষিদ্ধ।

---

৮. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯

৯. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮ ; আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম, *আননুকাতুল মুতাম্মামাহ*, রিয়াদ : মাকতাবা নাযার, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭/১৪১৮, পৃ. ৯ ; মুসাইদ বিন সুলাইমান, *উসুলুত তাফসির*, দাম্মান : দারুল ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি. পৃ. ৯৩

১০. আসকালানী, আল ইসাবা, মিসর : মুস্তফা আলবাবী, ১৩২৩ হি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩ ; ইমাম আহমদ, মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

১১. তাবারী থেকে উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬, হাদিস নং- ৬৬৩২

১২. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১

১৩. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩

১৪. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৭

১৫. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ৫ম অধ্যায় দ্র:

১৬. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১ ; কুল্লিয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬

১৭. রাসুল [স] বলেছেন : "من تكلم فى القران برأيه فاصاب فقد اخطا."

Dhaka University Institutional Repository

০৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন : 'তাফসির শব্দটি তাবিলের চেয়ে ব্যাপকার্থবোধক। সাধারণত তাফসির শব্দটি শব্দাবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়, আর তাবিল শব্দটি ব্যবহৃত হয় অর্থের জন্য। যেমন تأويل الرؤيا বা স্বপ্নের তাবির। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাবিল শব্দটি الكتب الإلهية বা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর তাফসির আল্লাহ প্রদত্ত ও অন্যান্য রচিত গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তাফসির একক শব্দাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর তাবিল অর্থ বাক্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[১৮]

বিরল ও দুর্লভ শব্দমালার ক্ষেত্রে তাফসির শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর তাবিল শব্দটি কখনো আম ও কখনো খাস শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[১৯]

০৭. আবু তালিব সালাবী বলেন :[২০] শব্দের মৌল ও রূপকার্থ বর্ণনা করাকে তাফসির বলে। আর শব্দের বাতেনী অর্থ বর্ণনা করাকে তাবিল বলে। উদ্দেশ্য উপস্থাপনকে তাবিল আর দলিল–প্রমাণের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য প্রকাশ করাকে তাফসির বলে।

০৮. মাহমুদ আলুসীর ভাষ্য মতে :[২১] ক্রমবিন্যাস ও ইবারত তথা রচনা থেকে যে অর্থ স্পষ্ট নির্গত হয় তা বর্ণনা করাকে তাফসির বলে। অপরদিকে ইবারত বা রচনা থেকে যে অর্থ ইঙ্গিতে বুঝা যায় তা বর্ণনা করাকে তাবিল বলে।

০৯. বাগবী ও কাওয়াশী বলেন :[২২] তাবিল হচ্ছে– আয়াত দ্বারা এমন ভাবার্থ গ্রহণ করা, যা সে আয়াতের মাঝে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধারণাটি আয়াতের পূর্বাপরের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী হবে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কোন আয়াতের শানে নুযুল এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রকাশ করাকেই বলা হয় তাফসির। উভয়ের মধ্যে النسبة التباين সম্পর্ক বিদ্যমান।

১০. কোন কোন তাফসিরকারের ভাষ্য মতে :[২৩] রেওয়ায়াতযুক্ত বিষয়কে তাফসির বলে। আর দিরায়াতযুক্ত বিষয়কে তাবিল বলে। উভয়ের মধ্যে النسبة التباين সম্পর্ক বিদ্যমান।

১১. মুতাআখেখরীনের প্রসিদ্ধ মতে :[২৪] তাফসির হলো এমন অর্থ বর্ণনা করা যা প্রকাশ্য ইবারত দ্বারা বোধগম্য হয়। আর তাবিল হলো এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা বোধগম্য হয়। উভয়ের মধ্যে তাবাউন সম্পর্ক বিদ্যমান।

১২. কেউ কেউ বলেছেন :[২৫] তাফসির হলো যার মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু তাবিল হলো যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে। এর মধ্যে একটির প্রকাশ্য দলিল–প্রমাণও থাকে।

---

১৮. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০, আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ; মুকাদ্দামা জামিউত তাফাসির, পৃ. ৪৭

১৯. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২

২০. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

২১. আলুসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪

২২. ইমাম বাগবী, *তাফসির বাগবী*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৮, যারকাশী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২

২৩. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২২২; মুজিয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬

২৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

২৫. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২২২

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আলআসবাহানী বলেন :[২৬] আলিমদের পরিভাষায় তাফসির হলো কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা করা, প্রকাশ্য ও কঠিন শব্দাবলীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। আর তাবিল হলো المجمل মুজমাল শব্দের ব্যাখ্যা করা।

১৪. আবু নাসর আলকুশাইরী বলেন : [২৭]

التفسير مقصور على الاتباع والسماع الاستنباط مما يتعلق بالتأويل.

১৫. কোন কোন সম্প্রদায় বলেছেন :[২৮] যা কুরআনে বিদ্যমান এবং যার সমর্থন সহিহ হাদিসে পাওয়া যায় তা–ই তাফসির। কেননা তার অর্থ প্রকাশ্য ও বিবৃত। এখানে কারো কোন ওযর আপত্তি কিংবা গবেষণার প্রয়োজন নেই। আর তাবিল হলো–

العلماء العاملون لمعاني الخطاب الماهرون في الادب والعلوم.

১৬. নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করাকে তাফসির বলে। আর অনিশ্চিতভাবে তথা দোদুল্যমানতার ব্যাখ্যাকে তাবিল বলে।[২৯]

১৭. তাফসির শব্দাবলীর মর্মার্থ বর্ণনা করাকে বলে। আর তাবিল ঐ মর্মার্থ থেকে নির্গত উপদেশ ও ফলাফলকে বলে।[৩০]

১৮. শব্দের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যাকে তাফসির বলে। অন্যদিকে বাক্যের সমষ্টিগত ব্যাখ্যাকে তাবিল বলে।[৩১]

১৯. শব্দের বাহ্যিক অর্থ বর্ণনা করাকে তাফসির বলে। অপরদিকে শব্দের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করাকে তাবিল বলে।[৩২]

২০. আহমদ হাসান ফারহাত–এর মতে তাফসির শব্দটি দুর্লব শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর তাবিল শব্দটি কখনো নির্দিষ্ট ও কখনো অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩৩]

সর্বোপরি তাফসির অকাট্য। যা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব করে। আর তাবিল অকাট্য নয়। যা কেবল আমলকে ওয়াজিব করে, ইলমকে নয়।

বস্তুত তাফসির ও তাবিলের পার্থক্য নিয়ে যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তার মূল কারণ হচ্ছে কুরআনে তাবিল শব্দের উল্লেখ। আলিমদের লেখনী ও ব্যবহারেও তা লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে মিশরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আমিন আলখাওলীর একটি মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাফসির তাবিলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন :[৩৪] "আমাদের মতে তার কারণ হলো কুরআনে তাবিল শব্দের উল্লেখ আছে। যেহেতু আলিমগণও একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, তাই শব্দটি মাযহাবসমূহের প্রবক্তাদের মুখে ও লেখনীতে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে।"

অবশ্য আল্লামা যারকাশী বলেছেন অন্য কথা। তিনি বলেন :[৩৫]

وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط .

'তাফসির তাবিলের মাঝে যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে, তার কারণ হলো তাফসির করার ক্ষেত্রে মানকুল তথা বর্ণনা সূত্রের উপর ভিত্তি করা হয়, আর তাবিলের ক্ষেত্রে গবেষণার উপর ভিত্তি করা হয়।'

২৬. প্রাগুক্ত
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. ত্বাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬
৩০. প্রাগুক্ত
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. আহমাদ হাসান ফারহাত, *ফি উলুমিল কুরআন*, আম্মান : দারু আম্মার, ১ম সংস্করণ, ২০০১/১৪২১, পৃ. ২১৩
৩৪. আমিন আলখাওলী, *আত তাফসির মুআলিমু হায়াতিহ*, বৈরূত : দারুল মুআল্লিমীন, ১৯৪৪ খ্রি:, পৃ. ৬
৩৫. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ২

তাফসিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তাফসির[১] এমন একটি অভিজ্ঞান যাতে মানুষের সাধ্যানুযায়ী আলকুরআনের কোন আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এটি শরিআতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষমানের একটি অভিজ্ঞান। মহাগ্রন্থ আলকুরআন এই অভিজ্ঞানের মৌল উৎসের অন্যতম। আর মুহাম্মাদ (স) এই কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা।[২] আলকুরআন আরবি ভাষায় নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। সাহাবিগণ এ কুরআন শ্রবণ করা মাত্রই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝতে পারতেন। তবে আয়াতের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম রাসুল (স) কে জিজ্ঞাসা করতেন। রাসুল (স) জিজ্ঞাসিত আয়াত বা কঠিন শব্দের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাহাবিদের সামনে উপস্থাপন করতেন। ফলে সাহাবিগণ তা সহজেই অনুধাবন করতেন।[৩] এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হলেও কালের পরিক্রমায় সময়ের দাবিতে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আজ তাফসির শাস্ত্র ইসলামি জ্ঞান গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মান্না আলকাত্তান বলেন :[৪]

"التفسير من اجل علوم الشريعة وارفعها قدرا وهو اشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة اليه لان موضوعه كلام الله تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة - ولان الغرض منه هو الاعتصام بالعرفة الوثقى والوصول الى السعادة الحقيقة - وانما اشتدت الحاجة اليه لان كل كمال دينى او دينوى لابد وان يكون موافقا للشرع وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله."

তাফসিরে জ্ঞান ব্যতীত আলকুরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তাই সুবিজ্ঞ আলিমগণ নিম্নোক্ত কারণে তাফসির শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছেন। কারণগুলো হচ্ছে—

০১. মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল মুহাম্মাদ (স)-এর উপর আলকুরআন নাযিল করে একটি সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেটি হচ্ছে রাসুল (স) যেন কুরআন মানুষের কাছে বর্ণনা করেন, অস্পষ্ট বিষয়কে মানুষের কাছে তাফসির করে বুঝিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :[৫]

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم»

"আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"

---

১. কেবল আলকুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে এ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাসুল (স)-এর আগমনের পূর্বে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় নি। পরবর্তী সময়ে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য এ শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। [দেখা যেতে পারে : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি./১৪১৬ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪]

২. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন,* বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ২৮৯

৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আত্তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন,* পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫; মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি., পৃ. ৩৩৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

৫. আলকুরআন, *সুরা নাহল,* আয়াতাংশ : ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দেয়া এ দায়িত্ব মহানবি (স) যথাযথভাবে পালন করতেন। তিনি কুরআনের শানে নুযুল, নাসিখ-মানসুখ আয়াত, সুরা ও আয়াতের ক্রম বিন্যাস পদ্ধতিসহ কুরআনের শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা করতেন।[৬]

০২. আল্লাহ তাআলা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার জন্যও সরাসরি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আল্লাহর বাণী :[৭] «كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب»

"এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।"

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না, গভীর চিন্তায় লিপ্ত হয় না তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :[৮]

«افلايتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

"তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো রয়েছে।"

০৩. আলকুরআনে এমন অনেক শব্দ বিদ্যমান যা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন্ আয়াতের কোন্ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবল ঐ আয়াতের তাফসির জানার মাধ্যমেই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কুরআনে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা তার প্রকৃত অর্থে (معنى حقيقى) ব্যবহৃত না হয়ে রূপক অর্থে (معنى مجازى) ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :[৯] «حتى اذا اتيا اهل قرية»

"অবশেষে যখন তারা কোন এক গ্রামবাসীর কাছে এলেন।"

এখানে "قرية" শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর বাণী :[১০]

«واسال القرية التى كنا فيها» "আর আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিন্দাদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম।"

এ আয়াতে "قرية" শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এ শব্দটি রূপক অর্থে (معنى مجازى) ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা "قرية" কে কোন প্রশ্ন করা যায় না, তাই এখানে "قرية" দ্বারা "اهل القرية" তথা জনপদের অধিবাসীকে বুঝানো হয়েছে।

৬. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসির মাযহারী*, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ১২

৭. আলকুরআন, *সুরা সাদ*, আয়াত : ২৯

৮. প্রাগুক্ত, *সুরা মুহাম্মাদ*, আয়াত : ২৪

৯. প্রাগুক্ত, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৭৭

১০. প্রাগুক্ত, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৮২

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ আল্লাহর বাণী :[১১] «يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»

"ওহে মুমিনগণ! তোমরা নবির জন্য রহমতের তরে দোআ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"

এ আয়াতে "الصلاة" শব্দটি আভিধানিক অর্থে[১২] ব্যবহৃত না হয়ে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ "قولوا اللهم صلى على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم"

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত قرية ও صلاة শব্দদ্বয় مفردات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কুরআনে অনেক مركب শব্দও রয়েছে যা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন الروح والعين শব্দদ্বয়। আবার جاء ও اسد-اتى ও قسورة সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন "قرء" শব্দটি "حيض" ও "طهر" উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ "بان" শব্দটিও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩]

০৪. আলকুরআনে অনেক মুতাশাবিহাত আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব আয়াতের মর্মার্থ তাবিল ছাড়া অনুধাবন করা যায় না, আর তাবিলের জ্ঞানার্জন করা মুফাসসিরের মধ্যে যারা জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান তাদের ব্যতীত সম্ভব নয়।[১৪]

০৫. আলকুরআনে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যার অর্থ আরবি ভাষাজ্ঞান ও আরবি ব্যাকরণে পারদর্শী ব্যতীত উদ্ধার করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে যাঁরা তাফসিরে পারদর্শী, আবরি কাওয়ায়েদ শাস্ত্রে জ্ঞান রাখেন কেবল তাঁরাই সেসব শব্দের মর্মার্থ বুঝতে পারেন।[১৫]

০৬. আলকুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্যই নাযিল করা হয়নি। কুরআনের জ্ঞানগবেষণায়, ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে ব্যাপৃত থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসুল (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে তাফসিরের জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার জন্য দোআ করেছিলেন।[১৬] রাসুল (স) বলেছেন ঃ[১৭]

---

১১. প্রাগুক্ত, *সুরা আহযাব*, আয়াত : ৫৬

১২. "الصلاة" শব্দটির কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন–

ক. দোয়া অর্থে (যখন এ শব্দটি মানুষের দিকে সম্পর্কিত হবে।] যেমন আল্লাহর বাণী :

«وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم»

খ. ক্ষমা অর্থে : [যখন এ শব্দটি ফিরিশতার দিকে সম্পর্কিত হবে।] যেমন আল্লাহর বাণী :

«ان الله وملائكته يصلون على النبى»

গ. রহমাত অর্থে : [যখন এ শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হবে।] যেমন আল্লাহর বাণী :

«اولئك عليهم صلواة من ربهم»

ঘ. দুরূদ অর্থে : [যখন এ শব্দটি রাসুলের [স] দিকে সম্পর্কিত হবে।]

«ان الله وملائكته يصلون على النبى يايها الذين امنوا صلوا عليه»

ঙ. কিরআত অর্থে : যেমন আল্লাহর বাণী : «ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت»

১৩. খালিদ বিন আবদুর রহমান আলইক, *আলকুরআন ওয়াল ফুরআন*, দামিশক : আলহিকমা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি./১৪১৪ হি. পৃ. ৩২৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. আসকালানী, *ইসাবা*, (আলহাদিস, উদ্ধৃত) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

"اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل" "হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাকে তাবিল বা তাফসিরের পদ্ধতি শিখাও।"

০৭. আলকুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা সংক্ষিপ্ত, যার ব্যাখ্যা রাসুল (স) তাঁর কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনের মাধ্যমে করে যান নি। এসব আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য তাফসিরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন।[১৮]

০৮. অনুরূপ আলকুরআনের বহু আয়াত কেবল রাসুল (স)-এর জন্যই খাস ছিল। এসব আয়াতের বিধান অন্যের উপর বর্তায় না। তাফসিরের জ্ঞান ছাড়া এসব আয়াতের অর্থ বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। বোঝার প্রচেষ্টা করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি।[১৯]

০৯. কোন মানুষ যখন কোন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে গ্রন্থের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই যেন মানুষ তা বুঝে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক তার জ্ঞানের গভীরতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সূক্ষ্ম বিষয়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করে থাকেন, যা স্বল্প জ্ঞানী সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই তাকে সহজ ও সাধারণের বোধগম্য -প্রকাশ করার জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।[২০]

১০. যিনি গ্রন্থ রচনা করেন অনেক সময় তার কাছে কোন বিষয় সহজ-সরল হওয়ার কারণে তিনি তা ছেড়ে দেন অথচ পাঠকের কাছে তা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ফলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম বলেন :[২১]

"وقد يقع فى التصانيف مالا يخلو منه بشرمن السهو والغلط وتكرار الشئ وحذف المهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك."

১১. তাফসির হচ্ছে সকল বিদ্যার মূল বা চাবিকাঠি। যা মানুষকে সংশোধন করার জন্য অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। কেননা কুরআনের সঠিক বুঝ আসে তাফসির অভিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাফসিরের জ্ঞান ব্যতীত বিদ্যার ধন ভান্ডারে পৌঁছা সম্ভব নয়। যারকানী বলেন :[২২]

"التفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التى احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لاصلاح البشر وانقاذ الناس واعزاز العالم . وبدون التفسير لايمكن الوصول الى هذه الكنوز الذخائر."

১২. আল্লাহর বাণী :[২৩]

«ومن يؤت الحكمة فقد اتى خيرا كثيرا»

"আর যাকে হিকমাত প্রদান করা হয় সে প্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।"

---

১৮. খালিদ বিন আবদুর রহমান আলইক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

১৯. প্রাগুক্ত

২০. শামসুল হক দৌলতপুরী, *তাফসির শাস্ত্র পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি., পৃ. ২১

২১. আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম, *আননুকতুল মুতাম্মিমা*, রিয়াদ : মাকতাবা নাযার মুস্তাফা আলবায, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৮ পৃ. ১৫

২২. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি./১৪০৯ হি., ২য় খন্ড, পৃ.৯

২৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াতে উল্লিখিত الحكمة দ্বারা তাফসিরকে বুঝিয়েছেন। যেমন–

"روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى معنى الحكمة التى جاءت فى قوله تعالى «ومن يؤت الحكة فقد اوتى خيرا كثيرا» انه قال : "هى التفسير." [২৪]

অতএব তাফসিরের জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া জরুরি।

১৩. এছাড়া কুরআনে এমন কিছু মাসআলা– মাসায়িল আছে যা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার জন্য তাফসির শাস্ত্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

১৪. কুরআনের মর্মবাণীকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্যও তাফসিরের জ্ঞানার্জন জরুরি।

১৫. সাহাবায়ে কেরাম সবসময় রাসুল (স) কে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন, সাহচর্যে থাকতেন প্রতিনিয়ত। এতদসত্ত্বেও যদি তাঁদের কুরআনের তাফসির জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রয়োজন আরো কয়েকগুণ বেশি হওয়ার কথা।[২৫]

তাফসির শাস্ত্রের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আর এই জন্যেই তাফসির অভিজ্ঞানকে দ্বীনের সকল বিদ্যার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিদ্যা বলা হয়ে থাকে। কেননা علم বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে। যেমন রসায়ন বিদ্যা একটি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, কারণ তার ফলাফল শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ রসায়ন বিদ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগে মাটিও স্বর্ণে পরিণত হতে পারে।

আল্লামা সুয়ুতী তাফসিরের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে বলেছেন :[২৬]

"القران انما نزل بلسان عربى فى زمن افصح العرب فكانوا يعلمون ظواهره واحكامه."

অতএব বলা যায়, ইসলামি জ্ঞানগবেষণা আর হিদায়াতের আলোর দিশা হিসাবে তাফসির অভিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২৪. যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
২৫. আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী, *তারিখুল কুরআন*, লাহোর : মাকতাবা মইনুল আদব, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ৩৯
২৬. যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

তাফসিরের হুকুম

যে জ্ঞান দ্বারা কালামুল্লাহর উদ্দেশ্যসমূহ যথাযথভাবে বোঝা যায়, সেই জ্ঞানকেই তাফসির বলে। কুরআন অবতীর্ণের পর থেকে কুরআন ব্যাখ্যার ধারার সূচনা হয়। প্রথমদিকে মৌখিকভাবে কুরআনের প্রয়োজনীয় শব্দ ও আয়াতের তাফসির করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা হাদিস গ্রন্থের সাথে ও পরে আলাদা শাস্ত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেও আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করার জন্যেই নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন :[১]

«كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب»

"এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।"

কুরআনের এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ও গবেষণার বিষয়। কুরআন যে উদ্দেশে নাযিল করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়াই ছিল রাসুল [স] মহান দায়িত্ব। তাইতো দেখা যায়, কুরআন নাযিলের পর রাসুল [স] নাযিলকৃত আয়াত উপস্থিত সাহাবিদের মাঝে তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং সাহাবিদের কোনো আয়াত বুঝতে সমস্যা দেখা দিলে তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সাহাবিদেরকে বলে দিতেন। আলকুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা তিনিই। আলোচ্য আয়াতে যেমন কুরআন ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করার, কুরআনের শব্দাবলির অর্থ বোঝার তাকিদ এসেছে তেমনি অন্য আয়াতে কুরআন নিয়ে যাঁরা চিন্তা–গবেষণা করে না তাদেরকে নিন্দাও করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:[২]

«افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

"তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো হয়েছে।" অতএব কুরআনের সঠিক জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যা জানার জন্য মুসলমানরাই আদিষ্ট।[৩] সাধারণভাবে তাফসির কুরআনের ব্যাখ্যামূলক জ্ঞানার্জন থেকে উম্মাতদেরকে পিছিয়ে থাকা সমীচীন নয়। মুসাইদ তাইয়্যার বলেন :[৪]

"تعلم التفسير واجب على الامة من حيث العموم فلايجوز ان تخلوا الامة من عالم بالتفسير يعلم الامة معانى كلام ربها."

এ কারণে সালফে সালেহীনদেরকে দেখা যায় যে, তাঁরা কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে আবশ্যক মনে করতেন। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত তাঁরা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ জেনে কুরআন অধ্যয়ন করতেন। আবু আবদুর রহমান সুলামী বলেন :[৫]

---

১. আলকুরআন, *সূরা সোয়াদ*, আয়াত : ২৯

২. আলকুরআন, *সূরা মুহাম্মদ*, আয়াত : ২৪

৩. দেখা যেতে পারে : তাফসির তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭

৪. মুসাইদ তাইয়্যার, *উসূলুত তাফসির*, দাম্মাম : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি., পৃ. ১৬

৫. উদ্ধৃত, তাফসির তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

"حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القران لعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزها حتى يتعلموا مافيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا."

ইবনে তাইমিয়া বলেন :[৬]

"والعادة تمنع ان يقرآ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذى هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودينانهم."

মোদ্দাকথা, আসমানী কিতাবসমূহের উপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা ফরযে আইন। আমরা যেহেতু কুরআনের আহকামের অনুসারী সেহেতু আমাদের জন্য কুরআনের উপর তাফসিলী ঈমান রাখা ফরযে কিফায়া। কুরআনের তাফসির শিক্ষা করা ফরযে আইন করা হলে মানুষকে জীবন ও জীবিকার সকল অবলম্বন ছেড়ে কেবল তাফসির চর্চায় ব্রতী হতে হবে, যা বাস্তব সম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতএব কুরআনের তাফসির শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া বলা যেতে পারে।

৬. মাজমুউল ফতওয়া, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৩

তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতি

তাফসির শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি বুঝার জন্য আরবি ভাষা, আরবি ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ইলমে হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।[১] এ সম্পর্কে অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আলকুরআনের তাফসির সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির আলোচনা সংযোজন করা হলো, যা ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়াও বুঝা যায়। এগুলো তাফসির শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি নয়। তবে এসব মূলনীতি উপেক্ষার ফলে তাফসিরের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়িয়ে পড়তে পারে।[২] মূলনীতিগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

এক. মাযাজ বা রূপকার্থে প্রয়োগ ঃ কুরআনে কোন কোন সময় শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রয়োগ না করে রূপকার্থে গ্রহণ করা হয়। যেমন شیر বা 'সিংহ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হিংস্র প্রাণী। কিন্তু কোন কোন সময় এ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে বীরত্ব ও সাহসিকতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'সিংহ পুরুষ' অথচ ঐ ব্যক্তি সিংহ নয়।[৩] এভাবে কুরআনের মধ্যে বহু শব্দ আছে, যা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থ থেকে রূপকার্য গ্রহণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ সর্বসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন, যেসব নীতিমালার আলোকে কোন শব্দকে আসল অর্থ থেকে রূপকার্থে গ্রহণ করা যাবে। এসব নীতিমালা হচ্ছে–

ক. যদি বুদ্ধি ও বাস্তবতার নিরিখে কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে রূপকার্থ গ্রহণ করা যাবে।

খ. প্রচলিত পরিভাষায় যদি কোন শব্দ মূল অর্থে ব্যবহার হওয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন রূপকার্থ গ্রহণীয়। যেমন আল্লাহ বাণী :[৪] «قليلا ما يؤمنون»
এ আয়াতাংশের قليل শব্দের মূল অর্থ কম, স্বল্প। কিন্তু এখানে এই অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এতে আয়াতের অর্থ হয় 'কাফিরগণ ঈমান তো আনে কিন্তু কম'। বস্তুত আয়াতের মূল অর্থ হবে "কাফিরগণ ঈমান আনেই না"।

গ. বক্তব্যের আগে পরে যদি কোথাও মূল অর্থ নেয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভবের কোন ইঙ্গিত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থ নেয়া যাবে। যেমন আল্লাহর বাণী :[৫]

«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»

---

১. তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা : আলজামিয়াতুস সিদ্দীকিয়া দারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪

২. মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল কিতাব, পৃ. ৪২২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২

৪. আলকুরআন, *সুরা আলহাক্কাহ*, আয়াত : ৪১ "খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান গ্রহণ করে।"

৫. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের মূল অর্থানুসারে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কুফরী গ্রহণের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের অনুমতি দিয়েছেন। [নাউযুবিল্লাহ] এতে ঈমান ও কুফর জায়েয মনে হয়, যা উদ্দেশ্য নয়। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– ঈমান ও কুফরের পরিণতির কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর মানুষের এই অধিকার আছে যে, সে কুফরীর পথে থাকবে বা ঈমান গ্রহণ করবে। কুফরীর পথ অবলম্বনের কারণে পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর ঈমান গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।[৬]

উল্লেখ থাকে যে, কোন বাক্যের যদি একাধিক অর্থ হয় এবং প্রত্যেকটির মূল অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণের কাছে প্রচলিত বাকরীতির কাছাকাছি অর্থ গ্রহণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যারকাশী বলেন :[৭]

"احدهما ان يكون احدهما اظهر من الأخر، فيجب الحمل على الظاهر الا ان يقوم دليل على ان المراد هوالخفى دون الجلى فيحمل عليه".

'আলকুরআনের একাধিক অর্থ হওয়ার এক প্রকার হলো– একটি অর্থ অন্য অর্থের মোকাবেলায় বেশি স্পষ্ট হবে। এ অবস্থায় যে অর্থটি বেশি স্পষ্ট হবে সে অর্থটিই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ যদি না পাওয়া যায় যে, এখানে বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে গুপ্ত অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রে গুপ্ত অর্থই গ্রহণ করতে হবে।'

দুই. বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের প্রয়োগ ঃ তাফসিরের গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতির মধ্যে এটিও একটি। কুরআন ও হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তা বর্ণনাভিত্তিক দলিল। আর যুক্তি–বুদ্ধি–বিবেক দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তা বুদ্ধিভিত্তিক দলিল হিসেবে বিবেচ্য।[৮] আধুনিককালের কোন কোন লেখক তাদের গ্রন্থাবলিতে কুরআন হাদিসের কোন বক্তব্য তাদের মতের বিরুদ্ধ হলেই, আকল বিরুদ্ধ বলেন এবং অহেতুক ব্যাখ্যা করেন।[৯] এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের উলামায়ে কেরাম ও তর্কশাস্ত্রবিদগণ তাদের গ্রন্থাবলিতে একটি নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, বর্ণনাভিত্তিক দলিল যদি বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের বিরোধী হয়, তবে বুদ্ধিভিত্তিক দলিল প্রাধান্য পাবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। আর বর্ণনাভিত্তিক দলিলের সনদ[১০] যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে তা বিশুদ্ধ নয় বলে বিবেচ্য হবে। আর সনদের দিক দিয়ে গ্রহণীয় হলে তবে বলতে হবে এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।[১১]

তাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী[১২] বলেন : বর্ণনাভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক দলিল চার শ্রেণীর। যেমন–

---

৬. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪
৭. যারকশী, *আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭
৮. উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
৯. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১
১০. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের *'তাফসিরের উৎস'* শিরোনামে টীকা ৫৪ দ্রঃ
১১. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১
১২. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. উভয়টি দলিল অকাট্য হবে। তবে এর কোন অস্তিত্ব হতেও পারে না। তা থাকতেও পারে না, কেননা সত্যবাদীদের কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব নয়।

খ. উভয়টি ধারণাজনিত হবে। এখানে উভয় দলিল সমন্বিত করার জন্য যদিও উভয় দলিলের বাহ্যিক অর্থ পরিহার করার অবকাশ থাকে কিন্তু আরবি ভাষার মূলনীতি অনুযায়ী শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই আসল। কাজেই বর্ণনাভিত্তিক দলিল বাহ্যিক অর্থের জন্য গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের ইঙ্গিত অর্থ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না।

গ. বর্ণনাভিত্তিক দলিল অকাট্য আর বুদ্ধিভিত্তিক দলিল ধারণা প্রসূত হবে। এখানে বর্ণনাভিত্তিক দলিলকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঘ. বুদ্ধিভিত্তিক দলিল অকাট্য এবং বর্ণনাভিত্তিক দলিল ধারণা প্রসূত হবে। এমতাবস্থায় বুদ্ধিভিত্তিক দলিল অগ্রগণ্য হবে এবং বর্ণনাভিত্তিক দলিলে তাবিল বা ব্যাখ্যা করা হবে। শুধু এখানে একটি স্থানে বুদ্ধিভিত্তিক দলিল বর্ণনাভিত্তিক দলিলের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। অন্যকোন স্থানে এ দাবি করা যাবে না।[১৩]

তিন. যুক্তির প্রয়োগ ঃ কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরিআতের আহকাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তার ধারক–বাহকরা নির্দ্বিধায় তাবিলও বিকৃতির খড়গ হস্ত চালিয়ে দিয়েছে। তারা বলছে, বর্তমান যুগে শরিআতের এসব বিধি–বিধানে কোন হিকমাত নেই।[১৪] [আল্লাহ ক্ষমা করুন] যেমন চোরের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :[১৫]

« السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما »

"চোর ও চোরনীর উভয় হাত কর্তন কর।"

পাশ্চাত্যের লেখকগণ চোরের এই শাস্তি সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে এ শাস্তিকে বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামি বিশ্বের পাশ্চাত্যের দোসর কিছু আধুনিকপন্থী লেখকও এর সমর্থন করে এর সংস্কারের দাবি তুলেছে। কেউ কেউ এও বলেছে যে, আলোচ্য আয়াতে চুরির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুঁজিপতি। আর হাত কর্তনের উদ্দেশ্য হলো কারখানা বাজেয়াপ্ত করা। তাদের মতে, আয়াতে চুরির শাস্তির কথা উদ্দেশ্য নয় বরং পুঁজিপতিদের সকল শিল্প–প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বুঝানো হয়েছে।[১৬]

পাশ্চাত্যের লেখকগণ মুক্তবুদ্ধির চর্চার বেড়াজালে সহোদর ভগ্নির সাথে ব্যভিচার, পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তে লাওয়াতাত [সমকামীতা], সুদ, জুয়া, মদ ইত্যাদিকে কোন না কোন অবস্থায় বৈধ করার চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছে। তারা বলে থাকে, বুদ্ধিগতভাবে বর্তমান যুগে এসব হারাম হওয়ার কোন কারণ আমাদের বুঝে আসে না।

কুরআনের পরিভাষায় তাদের এসব চিন্তা–চেতনা 'হাওয়া' তথা কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। আর কুরআনে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :[১৭]

---

১৩. আশরাফ আলী থানভী, *আলইনতিবাহাতুল মুফিদা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬, ৭৪

১৪. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০

১৫. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ৩৮

১৬. উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

১৭. আলকুরআন, *সুরা রাদ*, আয়াত : ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

"সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তবে আকাশ, জমিন ও তৎমধ্যকার সকল সৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।"

"আল্লাহ আরো বলেন :[১৮] "সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ দেয়া হেদায়াত পরিত্যাগ করে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে।"

যারা শরিআতের বিধি–বিধানে হিম্মাত খুঁজে পায় না, তাদের বক্তব্য কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী [র] বলেন :[১৯]

"لايحل ان يتوقف فى امتثال احكام الشرع اذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس فى معرفة كثير من المصالح ولكون النبى صلى الله عليه وسلم اوثق عندنا من عقولنا ولذلك لم يزل هذا العلم مصنونا به على غير اهله ."

বস্তুত ইসলাম মৌলভিত্তি প্রবৃত্তির অনুসারী আকল–বুদ্ধির উপরে নয় বরং ঐ আকল বা বুদ্ধির উপরই ইসলামের ভিত্তি, যা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের অনুসারী এবং নিজের কর্মের সীমারেখা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আর সঠিক ও সুস্থ বুদ্ধির সংজ্ঞা এটাই। এ কারণে মানুষের জন্য একান্ত জরুরি হচ্ছে– আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের [স] বাণীকে মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে স্বীয় বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকে এগুলোর অনুগত করবে। কুরআন হাদিসে বিবৃত বিষয়গুলোকে আত্মিক রোগের মহৌষধ মনে করে سمعنا واطعنا [আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম] বলে মেনে নিবে।[২০]

আল্লাহ বলেন :[২১]

"আর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করার পর আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের যুক্তিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে অসাড় এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

প্রখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল[২২] বলেন :[২৩]

"صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل کہ ، جد عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول"

'সৃষ্টির উষালগ্নে জিবরিল আমাকে এই বলল
যা যুক্তি–বুদ্ধির গোলাম হবে তা অন্তরে গ্রহণ কর না।'

১৮. আলকুরআন, *সুরা কাসাস*, আয়াত : ৫০

১৯. শাহওয়ালিউল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬*

২০. শাব্বির আহমাদ উসমানী, *আলআকল ওয়াল নাকল*, পৃ. ৯৫

২১. আলকুরআন, *সুরা শূরা*, আয়াত : ১৬

২২. আল্লামা ইকবাল ঃ আধুনিক মুসলিম জাহানের বলিষ্ঠ মুখপাত্র আল্লামা ইকবাল ছিলেন নবজাগরণের ভাষ্যকার। তাঁর দর্শন ও কাব্যগ্রন্থসমূহে নব্য মুসলিম সমাজের পথনির্দেশ রয়েছে। তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক, তাঁর কাব্যদর্শন বক্তৃতায় নবজাগ্রত মুসলিম জাতির জীবন চেতনার মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। তিনি ১৮৭৩ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "The Development of Metaphysics in Persia" শিরোনামে থিসিস লিখে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৫ সালে তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ 'আসসারে খুদী' প্রকাশিত হয়। তিনি সমকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ইনতিকাল করেন।

[বি: দ্র: ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৫৫৭-৫৮২]

২৩. তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরের শর্তাবলী

জ্ঞানার্জন ব্যতীত আলকুরআনে যেমন কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে তেমনি কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করা হয়েছে এ বিষয়ে। এ কারণে আলিমগণ মুফাসসিরের জন্য তাফসির করার ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বরং আশ্চর্য হতে হয় তাদের সম্পর্কে যারা কুরআনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ব্যতীত কুরআনের তাফসিরে ব্রতী হয়। এক শ্রেণীর লোক প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ছাড়া কুরআন ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করে, তারা নিজেদেরকে কুরআনের ব্যাখ্যা করার যোগ্য ব্যক্তি মনে করে এতে মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোজন করে, আর অপর এক শ্রেণীর লোকেরা ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার আশংকায় কুরআন ব্যাখ্যা করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে। তারা অজানা বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা করাকে গুনাহের কাজ মনে করেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা) কে কুরআন তাফসির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন :[১]

"اى ارض تقلنى واى سماء تظلنى اذا قلت فى القران برأيى او بما لا أعلم"

“আমি যদি কুরআনে আমার মনগড়া কিছু বলি কিংবা আমি জানি না বা প্রত্যক্ষ করিনি তেমন কিছু যদি কুরআনে প্রক্ষিপ্ত করি, তাহলে কোন্ জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে এবং কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে?”

কুরআনের ব্যাখ্যাকারদের জন্য আলিমগণ যেসব শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে কি একথা প্রমাণ করে যে, কুরআন নাযিল হয়েছে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য, আর তাই সকলের জন্যই কুরআন গবেষণা করা, কুরআনের ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব? না, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কুরআন দ্বারা মূলত কুরআন তিলাওয়াত করা সকল মুসলমানের হক একথা বুঝায়; কুরআনের ব্যাখ্যা করা সকল মুসলমানের হক একথা বুঝায় না। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র যে কেউ অধ্যয়ন করতে পারে তাই বলে সকলেই চিকিৎসা করে রোগীকে সুস্থ করতে পারেন না। সে জন্য তার বছরের পর বছর অধ্যয়ন ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা দরকার, তদ্রুপ আল্লাহর কুরআন সবাই তিলাওয়াত করতে পারলেও এ কুরআনের তাফসির সবাই করতে পারে না। এর জন্য গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা দরকার, কিছু শর্তাবলী পালন করাও আবশ্যক। তাই বিজ্ঞ আলিমগণ মুফাসসিরের জন্য যে শর্তাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

০১. **সঠিক আকিদা ঃ**[২] মুফাসসিরকে ইসলামের সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের অনুসারী হতে হবে।

"فان من انحرفت عقيدته يعتقد رأيا ثم يحمل الفاظ القران عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين."[৩]

---

১. ড. ফাহাদ বিন আবদুর রহমান বিন সুলাইমান আররুমী, *দিরাসাতুন ফি উলুমিল কুরআনিল কারিম*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, নবম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি./১৪২১ হি. পৃ. ১৬৬

২. আকিদা (عقيدة): এ শব্দটি আরবি ও একবচন, বহুবচনে আকাইদ (عقائد)ব্যবহৃত হয়। অর্থ ধর্ম বিশ্বাস বা বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (العقيدة)

৩. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির*, কুয়েত : দারুল কুরআন, প্রথম সংস্করণ ১৩৯১ হি. পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

অতএব মুফাসসির যখন তাফসির করবেন তখন তাকে ভ্রান্ত–আকিদা–বিশ্বাস থেকে দূরে থেকে তাফসির করতে হবে। কেননা মুফাসসির যদি কোন ভ্রান্ত মাযহাবের অনুসারী হন তবে তার তাফসিরে সে মাযহাবের প্রভাব পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। মাযহাব মানার ক্ষেত্রে যে সত্যাশ্রয়ী হতে পারে না, তাফসির করার ক্ষেত্রে সে সত্যাশ্রয়ী হবে কিরূপে? ভ্রান্ত এসব ফিরকার মধ্যে খারেজী, রাফেযী ও মুতাজিলাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪] এসব দল– মতের অনুসারী হয়ে কেউ তাফসির করলে তার তাফসিরে এসব মতাদর্শের প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। অতএব এসব আকিদা বর্জন করে মুফাসসিরকে সঠিক আকিদা–বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তাফসির করতে হবে।

০২. **প্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়া ঃ** প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে তাফসির করা অনুচিত। মুফাসসিরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে তাফসির করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা–

"ان الهوى يحمل صاحبه على نصرة مذهبه ولوكان باطلا ويصرفه من غيره ولوكان حقا."[৫]

০৩. **ইলমুল হাদিসে জ্ঞানী হওয়া ঃ** মুফাসসিরকে ইলমুল হাদিসে জ্ঞান রাখা জরুরি। কেননা হাদিস হচ্ছে আলকুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আলকুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে রাসুল (স) মানুষের মাঝে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতেন। আর রাসুল (স) সেক্ষেত্রে طريق الله –আল্লাহর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। মহান আল্লাহর বাণী :[৬]

«انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله»

"নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন সে অনুসারে যা আল্লাহ আপনাকে জানিয়েছেন।"

ইমাম শাফেয়ি [র] বলেন :[৭]

"كل ماحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القران"

"রাসুল [স] যেসব বিচার–ফায়সালা করতেন তা কুরআনের আলোকেই করতেন।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [র] বলেন :[৮] "السنة تفسير القران وتبينه"

"সুন্নাত (হাদিস) হচ্ছে আলকুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ।"

আল্লাহ বলেন :[৯] «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون»

"আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা ভেবে দেখে।"

রাসুল (স) বলেছেন :[১০] "الا انى اتيت القران ومثله معه"

---

৪. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৫. প্রাগুক্ত

৬. আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত : ১০৫

৭. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন,* বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি. পৃ. ৩৩০

৮. কুরতুবী, *আলজামে লি আহকামিল কুরআন,* বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯

৯. আলকুরআন, *সুরা নাহাল,* আয়াত : ৪৪

১০. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

"জেনে রাখ, আমি আলকুরআনসহ আগমন করেছি তার সাথে অনুরূপ আরো একটি গ্রন্থসহ (হাদিস)।"

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত কুরআন থেকে দেয়া যায়, যাতে প্রমাণিত হয় হাদিসই হচ্ছে আলকুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ সম্পর্কে –আল্লামা সুয়ুতী বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে।

০৪. **উসুলে তাফসির সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ঃ** উসুলে তাফসির এমন একটি মূলনীতি বিষয়ক অভিজ্ঞান যা কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং বিভ্রান্ত পথগুলো পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে দেয়। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[১১]

"هو العلم الذى يتوصل به الى الفهم الصحيح للقران ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة فى تفسيره."

তিনি আরো বলেন :[১২]

"هى القواعد والاسس التى يقوم عليها علم التفسير وتشمل مايتعلق بالمفسر من شروط واداب وما يتعلق بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج وما الى ذلك."

মুফাসসিরকে উসুলে তাফসির সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। কেননা–

"ان اصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير، فلابد للمفسر ان يكون عالما بالقرأت والناسخ والمنسوخ واسباب النزول ونحوها. [১৩]

অতএব এ বিষয়ের জ্ঞানার্জন ছাড়া তাফসিরে মনোনিবেশ করা সমীচীন নয়।

০৫. **আরবি ভাষাজ্ঞান থাকা ঃ** মুফাসসিরের আরবি ভাষাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আলকুরআনের অনেক বিষয় আরবি ভাষাজ্ঞান অর্জনের উপর নির্ভর করে। মুজাহিদ (র)[১৪] বলেন :[১৫]

"لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر ان يتكلم فى كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب."

এছাড়াও আরবি ভাষা জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট নাহু, সরফ, বালাগাত (মাআনী, বয়ান, বদী) ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্যও আরবি ভাষা জানা জরুরি। কেননা এগুলোর জ্ঞান ব্যতীত বাক্যের সৌন্দর্য রক্ষা করা, স্থানকালপাত্র ভেদে উল্লেখ করা বেশ কঠিন।

মান্না আলকাত্তান বলেন :[১৬]

"وهى علوم البلاغة الثلاثة المعانى والبيان والبديع من اعظم اركان المفسر. اذ لابد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز وانما يدرك الاعجاز بهذه العلوم."

অতএব এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন ছাড়া তাফসির করা যায় না।

---

১২. প্রাগুক্ত

১১. ড. ফাহাদ রুমী, *বুহুস ফি উসুলিত তাফসির ওয়া মানাহিজুহু*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি. পৃ. ১১

১৩. ড. ফাহাদ রুমী, *দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

১৪. দ্বিতীয় অধ্যায় দ্র:

১৫. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

১৬. উসুলুল ফিকহ টীকা দ্রঃ , ১ম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

০৬. উসুলুল ফিকহ–এ জ্ঞান রাখা ঃ উসুলুল ফিকহ–এ[১৬] জ্ঞান রাখাও অত্যাবশ্যক। আলকুরআন থেকে আহকাম উদ্ভাবন করার জন্য এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন জরুরি। খালিদ আলইক বলেন :[১৭]

"اذ به يعرف كيف تستنبط الاحكام من الايات ويستدل عليها ويعرف الاجمال والتبين والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ودلالة النص واشارته ودلالة الامر والنهى وغير ذلك."

০৭. উসুলুদ দ্বীন–এ জ্ঞান রাখা ঃ মুফাসসিরকে اصول الدين সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। আর اصول الدين বলতে علم التوحيد কে বুঝায়। এ সম্পর্কে ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[১৮]

"وهو (علم التوحيد) حتى لايقع فى أيات الاسماء والصفات فى التشبيه أو التمثيل او التعطيل."

০৮. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির করা ঃ মুফাসসিরের কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির শুরু করা বাঞ্ছনীয়। কেননা কুরআনের এমন অনেক আয়াত আছে যা এক স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আবার অন্য স্থানে তার ব্যাখ্যা স্বরূপ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মান্না আলকাত্তান বলেন :[১৯]

"ان يبدأ اولا بتفسير القران بالقران فما اجمل منه فى موضع فانه قد فصل فى موضع اخر وما اختصر منه فى مكان فانه قد بسط فى مكان أخر."

০৯. সাহাবিদের তাফসির অনুসরণ করা ঃ আলকুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যখন হাদিসে পাওয়া যাবে না তখন মুফাসসিরকে সাহাবিদের বক্তব্যের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা সাহাবিগণ কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এ বিষয়ে বেশি জানেন। মান্না আলকাত্তান বলেন :[২০]

"فاذا لم يجد التفسير من السنة رجع الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والاحوال عند نزوله. ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح."

১০. তাবেয়িদের তাফসির অনুসরণ করা ঃ আলকুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যখন কুরআন, হাদিস, সাহাবিদের বক্তব্যে পাওয়া যাবে না তখন মুফাসসিরকে তাবেয়িদের বক্তব্যের শরণাপন্ন হতে হবে। মান্না আলকাত্তান বলেন :[২১]

"فاذا لم يجد التفسير فى القران ولافى السنة ولافى اقوال الصحابة فقد رجع كثير من الائمة فى ذلك الى اقوال التابعين."

---

১৭. খালিদ আবদুর রহমান আলইক, *উসুলুত তাফসির ওয়া কাওয়ায়িদুহু*, বৈরূত : দারুন নাফায়িস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হি. পৃ. ১৮৭

১৮. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

১৯. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আর তাবেয়িদের মধ্যে তাফসির শাস্ত্রে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা বলেন– মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, আতা ইবনে রাবাহ, হাসান আলবসরী, মাসরূক, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, রবি বিন আনাস, কাতাদাহ, দাহ্হাক প্রমুখ। এসব তাবেয়ি সাহাবিদের থেকে তাফসিরের শিক্ষা লাভ করতেন।

১১. **বিশুদ্ধ নিয়াত করা ঃ** মুফাসসিরকে খালিস নিয়াতের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে এমন আন্তরিকতা সম্পন্ন ও আল্লাহভীরু হতে হবে যেন তাঁর প্রতিটি ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও কথাতেই নিয়াতের একনিষ্ঠতা ফুটে উঠে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তাঁকে তাফসির প্রণয়নে মনোনিবেশ করতে হবে।[২২]

১২. **ইলমুল কিরাত জানা ঃ** ইলমুল কিরাতের মূলনীতি ও পদ্ধতি জানাও মুফাস্সিরের জন্য আবশ্যক।[২৩]

১৩. **সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা ঃ** মুফাসসিরের সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও জরুরি। এর দ্বারা মুফাসসির তাফসির করার ক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য দেয়া উচিত তা বুঝতে পারেন খুব সহজে। অথবা নতুন কোন ব্যাখ্যাও তিনি শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে দিতে পারেন।[২৪]

১৪. **ইলমুল মুয়াহাবা ঃ** তাফসিরের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান না হলে তাফসির করা যায় না। এটা এমন জ্ঞান যা আল্লাহ তাআলা কেবল এর অনুশীলনকারীকেই দান করেন। যার অন্তরে বিদআত, দুনিয়ার ভালবাসা এবং গুনাহ করায় প্রবণতা আছে তাঁকে আল্লাহ তাআলা এই জ্ঞান দান করেন না।[২৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তাফসির করার ক্ষেত্রে মুফাসসিরের জন্য প্রোক্ত শর্তাবলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অতএব একজন মুসলমানের পক্ষে বক্তব্যের বিশুদ্ধতা বিচার না করে, মনের প্রশান্তি ব্যতীত তাফসির করা শোভনীয় নয়। সাথে اصول اللغة ও সুবিজ্ঞ আলিমদের মতামতের শরণাপন্ন হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

---

২২. সুয়ুতী, আলইতকান, *ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লী : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০

২৩. মুসা ইবরাহিম, *বুহুসুন মানহাজুহ ফি উলুমিল কুরআন*, আমহা: দারু আম্মার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি./১৪১৬ হি. ,পৃ. ১০৭

২৪. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

২৫. আবদুল আযিম আযযারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ফুতুব আলইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮ খ্রি./১৪০৯ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৪

তাফসিরের শ্রেণী বিন্যাস

তাফসিরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় তাফসিরের চর্চা মূলত দুইটি ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। যেমন–

এক. ইসনাদভিত্তিক ধারা ঃ তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হাদিস সংকলনের তাফসির অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে হয়। মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংগ্রহের নিয়ম অনুযায়ী সদনভিত্তিক তাফসির তাঁদের গ্রন্থে সংযোজন করেন। দ্বিতীয় শতক হিজরির প্রারম্ভ পর্যন্ত স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানরূপে তাফসির উদ্ভবের পূর্বে এগুলোই একমাত্র অবলম্বন ছিল। উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে এবং আব্বাসী শাসনের প্রথমদিকে তাফসির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানরূপে বিকাশ লাভ করে। হিজরি তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত স্বতন্ত্র তাফসির গ্রন্থ পরবর্তীকালে বিরচিত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃতির মাধ্যমে এবং তাবাকাত ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। এ সময়ের মুফাসসিরগণ হাদিসবেত্তাদের পদ্ধতি অবলম্বন করে সনদভিত্তিক তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন। কুরআনে বিভিন্ন দিকের[১] আলোচনায় সমৃদ্ধ ইসনাদভিত্তিক তাফসির কালক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্রমশ এ পদ্ধতির তাফসির মুসলিম বিধানের চলমানতায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয়।[২] এ পদ্ধতিতে তাফসির করে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন[৩]–

০১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল কাযবিনী, পরিচিত ইবনে মাজা নামে [মৃ. ২৭৫/৮৮৮];

০২. মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী [মৃ. ৩১০/৯২২];

০৩. আবু বকর ইবনে আল মুনযির মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আন নিশাপুরী [মৃ. ৩১৮/৯৩০];

০৪. আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আততামিমী, পরিচিত ইবনে আবি হাতিম নামে [মৃ. ৩২৭/৯৩৮];

০৫. আবুস শায়খ ইবনে হিব্বান আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর [মৃ. ৩৬৯/৯৭৯];

০৬. আবু লাইস নাসর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আস সামারকান্দী [মৃ. ত৭৩/৯৮৩];

০৭. আল হাকেম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ [মৃ. ৪০৫/১০১৪];

০৮. আবু বকর ইবনে মারদুবিয়া আহমদ ইবনে মুসা আল আসবাহানী [মৃ. ৪১০/১০৯৯];

---

১. যেমন আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও সূত্র, ভাষার ব্যাকরণ ও অলংকারিক বিশ্লেষণ, ফিকহী ও মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি, তাত্ত্বিক ও নৈতিক নীতিমালা ইত্যাদি।

[দেখা যেতে পারে : ড. এম. এম. রহমান, কুরআন পরিচিতি, পৃ. ২৩৪]

২. ড. এম. এম. রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, পৃ. ২৩৪

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

০৯. আবু ইসহাক আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আসসালাবী আন নিশাপুরী [মৃ. ৪২৭/১০৩৬];

১০. আবু মুহাম্মাদ আল হুসাইন ইবনে মাসউদ, পরিচিত আলফাররা ও আল বাগভী নামে [মৃ. ৫১০/১১১৬];

১১. আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক ইবনে গালিব ইবনে আতিয়া আল আন্দালুসী আল গারনাতী [মৃ.৫৪৬/১১৫১];

১২. আবুল ফিদা ইমামুদ্দিন ইসমাইল ইবনে আমর ইবনে কাসির আলবসরী, পরিচিত ইবনে কাসির নামে [৭০০–৭৭৪/১৩০০–১৩৭৩][৪]

দুই. ইসনাদ বিহীন মতনভিত্তিক ধারা ঃ হিজরি ষষ্ঠ শতকের পর ইসনাদমুক্ত পদ্ধতিতে তাফসির বিরচিত হতে থাকে। কালক্রমে ইসনাদভিত্তিক তাফসিরের পরিবর্তে ইসনাদমুক্ত তথা মতনভিত্তিক তাফসির জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইসনাদভিত্তিক তাফসিরের স্থান মতনভিত্তিক তাফসিরের দখলে চলে যায়। এই শ্রেণীর মুফাসসিরগণ তাফসির ও তাবিলের পার্থক্য বিবেচনা করে তাবিলের ভিত্তিতে তাফসির রচনায় ব্রতী হন। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, সিরাত, তাবাকাতের সূত্রাবলি ব্যবহার করেন এবং যুক্তি ও বিবেকের সমর্থনকে প্রয়োগ করেন।[৫] এ ধারার প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হলেন–[৬]

০১. ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]

০২. ইমাম ফখরুদ্দিন আররাযী [মৃ. ৫৪৪ হি.]

০৩. কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবী [মৃ. ৬৯১ হি.]

০৪. আবু আবদুল্লাহ আননাসাফী [মৃ. ৭০১ হি.]

০৫. আবুল হাসান আলি আলখাযেন [মৃ. ৭৪১ হি.]

০৬. আবু হাইয়্যান [মৃ. ৭৪৫ হি.]

০৭. নিযামুদ্দিন আননিশাপুরী [মৃ. ৯বম শতকের শুরু]

০৮. জালালুদ্দিন মহাল্লী [মৃ. ৮৭৪ হি.]

০৯. জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী [মৃ. ৯১১]

১০. আবুস সাউদ [মৃ. ৯৮২ হি.]

১১. শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.]

১২. শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু [মৃ. ১৩২৩ হি.]

১৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ রশিদ রিযা [মৃ. ১৩৫৪ হি.]

১৪. মুস্তাফা আলমারাগী [মৃ. ১৩৬৪ হি.]

---

৪. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লি : কুতুবখানা এশআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; আলফায়সী, *তারিখুত তাফসির*, পৃ. ৫৫–৫৭; ইবনে খাল্লিকান, *অফায়াত*, মিসর : মাতবাআতুন নাহদা আলমিসরিয়া, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২, ৩৩৩; ইয়াকুত, *মুজাম*, ১৮ তম খণ্ড, পৃ. ৪২

৫. ড. এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৬. এম. এম. শরীফ, *মুসলিম ফিলসফি*, ১ম খণ্ড, ২৪৫, ২৫০; ইবনে হাজার, *লিসানুল মিযান*, হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মাআরিফ, ১৩২৯ হি./১৯১১ খ্রি., ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০০–১০৩, ড: এম. এম. রহমান সম্পাদিত, *তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ*, বাগদাদ : ওযারাতুল আওকাফ, পৃ. ৮৫–৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ [মৃ. ১৩৭৭ হি.]

১৬. মাওলানা আকরম খাঁ [মৃ. ১৩৮৮ হি.]

১৭. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ [মৃ. ১৯৬৬ খ্রি.]

১৮. মাওলানা আবুল আলা মওদূদী [মৃ. ১৩৯৯]

● কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর মতে, কুরআনের তাফসির সামগ্রিকভাবে ছয়টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।[৭] যেমন–

এক. আহকাম বিষয়ক ঃ ফিকহী মাসআলা সংক্রান্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে এরূপ তাফসির গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। আলকুরআনের সমস্ত আয়াতে ফিকহী বিধি–বিধান আলোচিত হয়নি কেবল পাঁচশত আয়াতে আহকাম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফিকহী বিবয়ক তাফসির রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন–

ফকিহদের অবদান

১. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আহমদ ইবনে আলি আররাযী আলহানাফী ওরফে আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০/৯৮০];

২. আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া ফি বয়ানিল আয়াতিশ শাররিয়্যা, আহমদ ইবনে আলি আবি সায়িদ আলহানাফী ওরফে মোল্লাজিউন;

৩. আহকামুল কুরআন, ইমামুদ্দিন আবুল হাসান আলি আততাবারি আশশাফেয়ী ওরফে কিয়া আলহিরাসী [মৃ. ৫০৪/১১১০];

৪. আলকাওলুল ওয়াযিয ফি আহকামিল কিতাবিল আযিয, শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ আলহালাবি আশশাফেয়ী ওরফে আসসামিন [মৃ.৭৫৬/১৩৫৮];

৫. আহকামুল কুরআন, কাযি আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ আলমুআফিরি আলআন্দালুসী আলইশবিলি আলমালিকি ওরফে ইবনুল আরাবী [মৃ. ৫৪৩/১১৪৮];

৬. আলজামি লি আহকামিল কুরআন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আলআনসারি আলখাযরাজী আলকুরতুবী আলমালিকী [মৃ. ৬৭১/১২৭২];

৭. কানযুল ইরফান ফি ফিকহিল কুরআন, মিকদাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলহাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস সুয়রি;

৮. আহকামুল কিতাবিল মুবিন, আলি ইবনে মাহমুদ আশশানাফকী আশশাফেয়ী;

৯. আসছামারাত আলইয়ানিআ ওয়াল আহকামিল ওয়াযিহা আলকাতিআ, শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ [মৃ. ৮৩২/১৪২৮];

১০. আলইকলিল ফি ইসতিনবাতিত তানযিল, জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী আশশাফেয়ী [মৃ. ৯১১/১৫০৫]

৭. পানিপথী, তাফসির *মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা: ই.ফা.বা, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দুই. সাহিত্য বিষয়ক ঃ আলকুরআনের বিশুদ্ধ বর্ণনার স্টাইল, অলংকারিক ভাবাশৈলী প্রকাশভঙ্গি এ শ্রেণীর তাফসির গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর অবদান স্মরণীয়। তাঁর আলকাশশাফ গ্রন্থখানি এসব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

তিন. ইতিহাস বিষয়ক ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এসব তাফসির গ্রন্থে নবি–রাসুল ও তাঁদের অনুসারীদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে। যেমন– কাসাসুল কুরআন।

চার. অভিধান বিষয়ক ঃ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিরচিত এসব তাফসিরে আলকুরআনের শব্দার্থের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লামা রাগিব ইস্পাহানীর অবদান প্রাত:স্মরণীয়। তিনি আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মুফরাদাতিল আলফাযিল কুরআন' রচনা করে প্রশংসা অর্জন করেন।

পাঁচ. ব্যাকরণ বিষয়ক ঃ আলকুরআনের ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা এসব তাফসিরে স্থান পেয়েছে। ইমাম রাযির ই'রাবুল কুরআন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ছয়. আকিদা বিষয়ক ঃ এসব তাফসির কালাম বা আকিদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিরচিত। যেসব আয়াতে আকিদা বিষয়ক আলোচনা আছে তাই এসব তাফসিরের আলোচ্য বিষয়। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর মাফাতিহুল গায়ব [তাফসির কাবির] এ শ্রেণীভুক্ত তাফসির।

ইবনে আব্বাসের [রা] মতে, তাফসির চার প্রকার।[৮] যথা –

০১. تفسير لايعذر احد بجهالته : এমন তাফসির যার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

০২. تفسير تعرفه العرب بكلامها : এমন তাফসির যার ইল্‌ম আরবগণ তাঁদের নিজেদের প্রচলিত কথাবার্তার ভিত্তিতে অর্জন করতে সক্ষম।

০৩. تفسير يعلمه العلماء : এমন তাফসির যা কেবল সুবিজ্ঞ আলিমগণই জানেন। এক্ষেত্রে আলিমগণকে আরবি ভাষা এবং যথাযথ ই'রাব বা স্বরচিহ্ন প্রয়োগে সমর্থ হওয়া জরুরি।

০৪. تفسير لايعلمه الا الله : এমন তাফসির যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। যেমন–কিয়ামত লগ্নে সংঘটিত হওয়ার মত ঘটনাবলির সময়সূচি, মরিয়ম তনয় ঈসা [আ]–এর অবতরণ, পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়, ইসরাফিলের শিংগায় ফুঁক, কিয়ামতে নির্ধারিত সময়সূচি ইত্যাদি। আল্লামা তাবারী বলেন : "হযরত ইবনে আব্বাস [রা] তাফসির সম্পর্কে প্রথম প্রকার তাফসিরের [এমন তাফসির যার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়] অর্থ হলো কুরআনের ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করতে সমর্থ না হওয়া। ইবনে আব্বাস [রা] এই বলে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা কারো জন্যই জায়িয নয়। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চার ধরনের বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমন–

৮. তাবয়াসী, *মাজমাউল বয়ান*, ইরান : মাতবাআ আলইরফান, ১৩৩৩ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৯৮৮খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩–১৪

Dhaka University Institutional Repository

১. হালাল-হারাম সম্পর্কিত নিয়মাবলি, যার সম্বন্ধে অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়;

২. এমন তাফসির যা আরবগণ করে থাকেন;

৩. এমন তাফসির যা উলামায়ে কিরাম করে থাকেন;

৪. মুতাশাবিহ আয়াত যার তাফসির আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দাবি করে তবে সে মিথ্যাবাদী।[৯]

আল্লামা তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] তাফসিরের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন : কুরআনের মৌলিক তাফসির তিন প্রকার। প্রথম ও তৃতীয় প্রকার ইবনে আব্বাসের [রা] বর্ণনাকৃত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের সাথে মিল রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- এমন তাফসির যা কেবল রাসুলের [স] জন্য খাস, সাধারণ উম্মাতের জন্য নয়। তা হচ্ছে- ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া মানুষের জন্য জরুরি কিন্তু সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা ব্যতীত এগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম।[১০]

৯. তাবারী, *জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

১০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরদের শ্রেণী বিন্যাস

কুরআন গবেষণায় মুফাসসিরদের অবদান অনস্বীকার্য। সময়ের অনিবার্য দাবির প্রেক্ষপটে তাফসির শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পবিত্র কুরআনের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার কুরআন গবেষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ বিশ্বমানবতার হিদায়াতের উৎসে পরিণত হয়েছে। কুরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ নিয়ে এতবেশি গবেষণা, শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়নি একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়।[১] তাফসিরবেত্তাগণ কুরআন গবেষকদের সময়সীমা ও বিষয়বস্তুর নিরিখে মুফাসসিরদের শ্রেণী বিন্যাস করার প্রয়াস পেয়েছেন। আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১৮১০ খ্রি:] মুফাসসিরদেরকে দু'শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।[২] যেমন–

প্রথমত ঃ মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ। প্রাচীন মুফাসসির তথা সাহাবি ও তাবেয়িন যুগের মুফাসসিরগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৩] সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহর [স] হাতেই তাফসির দীক্ষা গ্রহণ করেন। সাহাবিগণ সে দীক্ষা তাবেয়িদের মাঝে পৌঁছে দেন। এভাবে পরবর্তীদের কাছেও পর্যায়ক্রমে তাফসিরের দীক্ষা পৌঁছতে থাকে। যার সূচনা আছে কিন্তু পরিসমাপ্তি নেই। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িদের সময় বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে তাফসির বিস্তার লাভ করে। সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন–

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] [মৃ. ১৩ হি.]
০২. হযরত ওমর ফারুক [রা] [মৃ. ২৪ হি.]
০৩. হযরত ওসমান গণী [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]
০৪. হযরত আলি মুরতাযা [রা] [মৃ. ৪০ হি.]
০৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] [মৃ. ৩৪ হি.]
০৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা] [মৃ. ৭৮ হি.]
০৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের [রা] [মৃ. ৭৩ হি.]
০৮. হযরত উবাই ইবনে কাব [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]
০৯. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত [রা] [মৃ. ৪৫ হি.]
১০. হযরত আবু মুসা আলআশআরী [রা] [মৃ. ৪৪ হি.]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের [রা] শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন–

১. আবু আবদুল্লাহ সাইদ ইবনে যুবায়ের ইবনে হিশাম আলকুফী আলআসাদী আলহাবশী [মৃ. ৯৫/৭১৪];
২. আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর আলমাক্কী আলমাখযুমী [মৃ. ১০৪/৭২২];
৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরিমা আলবারবারী আলমাগরিবী [মৃ. ১০৪/৭২২];
৪. আবু আবদুর রহমান তাউস ইবনে কায়সান আলইয়ামানী আলহিমিয়ারী আলজানাদী [মৃ.১০৬/৭২৪];
৫. আবু মুহাম্মাদ আতা ইবনে আবি বিরাহ আলমাক্কী আলকারাশী [মৃ. ১১৪/৭৩২]

১. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লি : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, পৃ. ১০৯
২. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসির মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা : ই.ফা.বা, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ১৬
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❖ আবদুল্লাহ বিন মাসউদের [রা] শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন–

আলকামা ইবনে কায়েস আননাখঈ [মৃ. ৬১/৬৮০]; মাসরূক ইবনে আলআজদা আলহামাদানী [মৃ. ৬৩/৬৮২]; আলআসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৭৫/৬৯৪]; আবু ইসমাইল মুররা ইবনে শুরাহিল আলহামাদানী [মৃ. ৭৬/৬৯৫]; আবু আমর আমির শুরাহিল আসশাবী আলহিমায়রী আলকুফী [মৃ. ১০৯/৭২৭]; আবু সায়িদ আলহাসান ইবনে আবিল হাসান ইয়াসার আলবসরী [মৃ. ১২–১১০/৬৩৩–৭২৩]; আবুল খাত্তাব কাতাদা ইবনে দিআমা আসসাদূসী [৬১–১১৭/৬৮০–৭৩৫]; শুরাইহ ইবনে আলহারিস আলকিন্দী [মৃ. ৭৮/৬৯৭]; ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ আননাখঈ [মৃ. ৯৫/৭১৩]; উবায়দা আসসালমানী [মৃ. ১০৪/৭২২]

দ্বিতীয়ত : মুতাআখখেরীন তথা পরবর্তী মুফাসসিরগণ। তাবে তাবেয়িন ও তাঁদের পরবর্তী তাফসিরকারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের তাফসির বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তাঁদের যুগে তাফসির শাস্ত্রের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে।[৪] সে যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন–

০১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ [মৃ. ১৯৮ হি.]
০২. ওয়াকী ইবনে আলজাররাহ আলকুফী [মৃ. ১৯৭ হি.]
০৩. শোবা ইবনে আলহুজ্জাজ [মৃ. ১৬০ হি.]
০৪. ইয়াযিদ ইবনে হারুন আসসুলমা [মৃ. ২১৭ হি.]
০৫. আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম [মৃ. ২১১ হি.]
০৬. আদম ইবনে আবি আইয়াস [মৃ. ২২১ হি.]
০৭. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই আল ইমাম আল হাফিয আন নিশাপুরী [মৃ. ২৩৮ হি.]
০৮. রাওহ ইবনে উবাদা [মৃ. ২০৫ হি.]
০৯. আবদুল্লাহ ইবনে হামিদ আল জুহানী
১০. আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ আলইমাম আলহাফিয আলকুফী [মৃ. ৩৩৫ হি.]
১১. সানিদ ইবনে দাউদ [মৃ. ২২০ হি.]
১২. ইবনে জারীহ [মৃ. ১৫০ হি.]
১৩. ইসমাইল সাদী ইবনে আবদুর রহমান [মৃ. ১২৭ হি.]
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে সাইব কালবী কুফী [মৃ. ১৪৬ হি.]
১৫. ইবনে কারনিয়াহ
১৬. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান [মৃ. ১৫০ হি.]
১৭. আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম দাইনুরী [মৃ. ২৭৬ হি.]
১৮. মুহাম্মাদ ইবনে সাওর [মৃ. ১৯০ হি.]
১৯. আবু হানিফা দিনুরী [মৃ. ২০৯ হি.] তাবে তাবেয়ি যুগের পরবর্তী যুগে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন :

০১. ইবনে জারির তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.]
০২. ফখরুদ্দিন রাযী [মৃ. ৬৬০ হি.]

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

০৩. জালালুদ্দিন মহাল্লী [মৃ. ৮৬৪ হি.]

০৪. জালালুদ্দিন সুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.]

০৫. ইবনে হিব্বান

০৬. ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির [মৃ. ৭৭৪ হি.]

০৭. শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.]

০৮. আবু হাইয়্যান [মৃ. ৭৪৫ হি.]

০৯. শাহ আবদুল আযিয দেহলবী [মৃ. ১৮২৪ খ্রি.]

১০. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১২২৪ হি.]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুফাসসিরদেরকে সাত শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।[৫] যেমন–

০১. **মুহাদ্দিস মুফাসসির ঃ** এ শ্রেণীর মুফাসসিরগণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য প্রসজ্গে বিনা বিচার–বিশ্লেষণে সব ধরনের ঘটনা একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা তথ্য সূত্রের কোন ভিত্তি না খুঁজে সূত্রবিহীন হাদিস, অপ্রাসজ্গিক ঘটনা, ইসরাইলি রেওয়ায়াত সবই জড়ো করেছেন। সত্যাসত্যের বিষয়টিও গৌণ ছিল। এভাবে যাঁরা তাফসির করেছেন এবং তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধিও অর্জন করেছেন এমন কয়েকজন মুফাসসির হলেন–

০১. আল্লামা জারীর তাবারী [র] [মৃ. ৩১০ হি.]

০২. নসর ইবনে মুহাম্মাদ সামারকান্দী [র] [মৃ. ৩৭৩ হি.]

০৩. আল হুসাইন আলবাগবী [র] [মৃ. ৫৪১০ হি.]

০৪. হাফেয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির [র] [মৃ. ৭৭৪ হি.]

০৫. জালালুদ্দিন সুয়ুতী [র] [মৃ. ৯১১ হি.]

০২. **মুতাকাল্লিমিন মুফাসসির ঃ** মুতাকাল্লিমিন মুফাসসিরগণ আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও তাঁর সিফাতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করেন। তবে তাঁরা তত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আল্লাহর অমর্যাদা ভেবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁরা এই নীতির ভিত্তিতে যেসব আয়াতের সাধারণ অর্থ আল্লাহর অমর্যাদাকর ভেবেছেন, ব্যাখ্যা প্রসজ্গে তা এড়িয়ে গেছেন, আর যাঁরা হুবহু সোজা অর্থ করেছেন, তাদের সমালোচনা করেছেন।

০৩. **উসূলি মুফাসসির ঃ** এ শ্রেণীর তাফসিরবেত্তাগণ কুরআনের আয়াত থেকে বিধি–বিধান বের করার প্রয়াস পান। আর সে ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তার স্বপক্ষে এবং তা থেকে আর যিনি যা করছেন বা করতে পারেন, তার বিপক্ষে দলিল–প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন।

০৪. **লুগাতি মুফাসসির ঃ** এ শ্রেণীর মুফাসসিরগণ কুরআনের আয়াতের ব্যাকরণিক দিক ও ভাবাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁরা ব্যাখ্যাকৃত আয়াতসমূহের স্বপক্ষের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের যাবতীয় উদাহরণ একত্রিত করে থাকেন। এক্ষেত্রে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ততটা বিবেচ্য নয়।

৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আলফাওযুল কাবির*, পৃ. ৪৪–৪৫

Dhaka University Institutional Repository

০৫. **আদবি মুফাসসির ঃ** আলকুরআনের অলংকারিক দিকগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআনের কোথায় কোন রহস্য বিদ্যমান আছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা এই শ্রেণীর মুফাসসিরদের কাজ। এসব বিষয়গুলোকে যথোপযুক্তভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা এঁদের তাফসিরে বেশ লক্ষণীয়।

০৬. **কারি মুফাসসির ঃ** কুরআনের এমন অনেক শব্দ রয়েছে যার পঠন–নীতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এসব পঠন–নীতির বিশ্লেষণ করা এ সময়ের মুফাসসিরদের কাজ। এঁরা তাঁদের বিভিন্ন শিক্ষাগুরুর কাছে বর্ণিত কিরাতই উদ্ধৃত করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন পঠন–নীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ করা পছন্দ করেন না।

০৭. **সুফিবাদী মুফাসসির ঃ** এ শ্রেণীর মুফাসসিরগণ কুরআনের আয়াতকে সুফিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির করেন। আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিষয়গুলো খুঁজে বের করেন সুফি মুফাসসিরগণ। কুরআনের যেখানেই এ ধরনের আয়াত দেখতে পান, তার ব্যাখ্যা করা মুফাসসিরের দায়িত্ব বলে মনে করেন তাঁরা। এরূপ কয়েকজন মুফাসসির হলেন–

০১. আবু মুহাম্মাদ সহল ইবনে আবদিল্লাহ আততুসতারী [মৃ. ২৭৩/৮৮৮ অথবা ২৮৩/৮৯১]

০২. মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী [মৃ. ৬৩৮/১২৪০]

০৩. নাজমুদ্দিন আবু বকর ইবনে আবদিল্লাহ [মৃ. ৬৫৪/১২৫৬]

০৪. আবু আবদুর রহমান আসসুলামী

০৫. আহমদ ইবনে ইবরাহিম নিশাপুরী

০৬. শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.]

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৫

মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস

তাবকাতুল মুফাসসিরিন বা মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস মূলত একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ স্তর বিন্যাস দ্বারা মুফাসসিরদের মর্যাদা বা তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা উদ্দেশ্য নয়। স্তর বিন্যাসে যাঁদের নাম বিদ্যমান তাঁরাই সঠিক, তাঁদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথাই গ্রহণযোগ্য, অন্যদের তাফসির গ্রহণযোগ্য নয় একথা ভাববার কোনো অবকাশ নেই। বরং এসব স্তর বিন্যাসে তাদের নামই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুবিজ্ঞ, অবিস্মরণীয়। স্তর বিন্যাসে যাঁদের নাম স্থান পেয়েছে তাঁরা প্রত্যেক যুগের দু'চারজন মাত্র। তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য মুফাসসির সে স্তরের মুফাসসির হিসেবে পরিগণিত হবেন। যাঁরা তাফসির করেছেন তাঁদের সকলের তালিকা প্রস্তুত করা বেশ দু:সাধ্য কাজ। মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাসে যাঁদের অবদান প্রাত:স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে আলইতকান গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা জালালুউদ্দিন সুয়ুতী,[১] তাফসিরে হাক্কানীর

১. **জালালুদ্দিন সুয়ুতী ঃ** যাঁর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে আরবীয় সভ্যতার আলেকজান্দ্রিয় যুগের সাহিত্যের প্রবণতা পরিস্ফুটিত হয়। তিনি হচ্ছেন হিজরি দশম শতকের খ্যাতিমান লেখক ও চিন্তানায়ক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী। কুরআন, হাদিস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রসহ অসংখ্য বিষয়ের পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি। তাঁর নাম আবদুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দিন, উপনাম আবুল ফযল। পিতার নাম আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন। তাঁর বংশধারা হচ্ছে– আবদুর রহমান জালালুদ্দিন ইবনে আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন ইবনে নাযেরুদ্দিন ইবনে উসমান ফখরুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাযিরুদ্দিন ইবনে সাইফুদ্দিন জাফর ইবনে আবু আসসালাহ আইয়ুব নাজমুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন ইবনে শায়খ হুসামুদ্দিন আসসুয়ুতী। তিনি ৮৪৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রি. মিসরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুয়ুত নামক এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুয়ুত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি সুয়ুতী নামে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, এর আবর্তে তাঁর আসল নামটি কালক্রমে ঢাকা পড়ে যায়। সুয়ুতীর বর্ণনানুযায়ী তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ বাগদাদের আলখুদাইরিয়া নামক একটি অখ্যাত পল্লীতে বসবাস করতেন, এ কারণে তাঁকে আলখুদাইরীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মাতা ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। আর পিতা সমকালীন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ও আসীউতের বিচারপতি। সুয়ুতীর পাঁচ বছর বয়সের সময়ে পিতা মারা গেলে তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। পিতৃহারা হওয়ার কারণে মাতা বুদ্ধিদীপ্ত ছেলের অতি শৈশবেই যথোপযুক্ত বিদ্যানুশীলনের সবধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রখর মেধার অধিকারী সুয়ুতী মাত্র আট বছর বয়সে আলকুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি সমকালীন সেইসব খ্যাতনামা আলিমদের সাহচর্য লাভ করেন, যাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর ছোঁয়ায় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে উমদাতুল আহকাম, মিনহাজুল উসুল, আলফিয়া ইবনে মালেক এবং কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবীর আলমিনহাজ গ্রন্থ মুখস্থ করে আলিমদের সামনে নিজেকে বিস্ময়কর মেধার অধিকারী হিসাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জালালুদ্দিন মহাল্লী থেকে তাফসির, আলবলকানীর কাছ থেকে ইলমে ফিকহ, মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত শামসুদ্দিন শায়রামীর কাছ থেকে সহিহ মুসলিম, আল্লামা তকিউদ্দিন শিবলীর থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি স্বদেশের সীমানা পেড়িয়ে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার জন্য বিদেশও সফর করেন। এ মর্মে তিনি শাম, হিজায, ইয়ামান, মরক্কো, দিমইয়াত প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তৎকালীন খ্যাতিমান আলিমদের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এভাবে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ইতিহাস ও কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু চিত্তের আকুল আবেগ নিয়ে ছোট থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসতেন।

শিক্ষার্থী জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার অবসরে তিনি লেখালেখি করতে থাকেন। শাইখুনিয়া মাদ্রাসার তাঁর শিক্ষক বলকানীর পরামর্শক হিসাবেও কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনাকালে শত্রুপক্ষের চক্রান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবন জ্ঞান গবেষণা ও প্রভুর আরাধনায় অতিবাহিত করার জন্য নীল নদের প্রান্তে অবস্থিত রওযা নামক স্থানে নির্জনবাস শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রচয়িতা আল্লামা আবদুল হক দেহলবী,[২] তারিখুত তাফসির গ্রন্থের রচয়িতা আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী অন্যতম মনীষা। তন্মধ্যে আল্লামা সুয়ুতী তাঁর সময়কাল পর্যন্ত আটটি স্তর উল্লেখ করেছেন।[৩] আল্লামা আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। আবদুল হক দেহলবী তাঁর সময়কাল পর্যন্ত নয়টি স্তর উল্লেখ করেছেন। তিনি নবম স্তরকে হিজরি নবম শতক থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। মুফাসসিরদের এত দীর্ঘ স্তরবিন্যাস আর কেউ করেননি। নিম্নে মোট চৌদ্দটি স্তর বিন্যাসিত হলো–

আল্লামা সুয়ুতীর গোটা জীবন ইসলামি জ্ঞান গবেষণায় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর তাহযিব-তামাদ্দুন বিকাশে জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ঐতিহাসিক ব্রুকলম্যানের মতে, এই সংখ্যা ৪১৫টি। আর ইকদুল জাওয়াহির-এর গ্রন্থকারের মতে, ৫৭৬টি। আল্লামা দাউদ মালেকী থেকে বর্ণিত আছে যে, সুয়ুতীর রচনাবলি পাঁচ শতেরও বেশি। এসব গ্রন্থ তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, জ্ঞানের গভীরতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. তাফসির জালালাইন ; ২. আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন; ৩. আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মাসুর; ৪. আলইকলিল ফি ইস্তিমবাতিত তানযিল; ৫. তাবকাতুল মুফাসসিরিন; ৬. তাবকাতুল মুহাদ্দিসিন; ৭. তারিখুল খুলাফা; ৮. হুসনুল মুহাদারাহ; ৯. আলমুযহির ফিল লুগাহ; ১০. জামউল জাওয়ামী; ১১. হাশিয়াতুত তাফসিরিল বায়দাবী; ১২. আলজামি ফিল ফারাইদ; ১৩. আসমাউল মুদাল্লিসিন; ১৪. মাজমাউল বাহরাইন ও ১৫. তাবাকাতু কুত্তাব ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। বিশাল কর্মময় জীবনের অধিকারী আল্লামা সুয়ুতী অবশেষে ৯১১হি./১৫০৫খ্রিস্টাব্দের ১৯ জামাদিউল উলা শুক্রবার ৬১ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। রওযা নামক স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

[বি:দ্র: তাফসির জালালাইন, মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, আলিফ]

২. **আবদুল হক দেহলবী ঃ** তিনি ৯৫৪ হি. মতান্তরে ৯৫৮ হিজরিতে ভারতবর্ষের দিল্লি নগরীর এক সুপ্রসিদ্ধ সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইফুদ্দিন ও দাদা আলাউল্লাহ ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফিসাধক। আবদুল হক দেহলবীর প্রাথমিক শিক্ষা দিল্লিতে শুরু হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। তৎকালীন সময়ে দিল্লি হাদিস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হওয়ার কারণে তিনি খুব অল্প বয়সে হাদিস অধ্যয়নে ব্রতী হন। অতপর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সামারকান্দ, বোখারাসহ প্রভৃতি স্থানে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেন। ৯৯৬ হি. সালে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেখানে আবদুল মোত্তাকী বোরহানপুরী মক্কীসহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস ও সুফিবাদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পারিবারিক সূত্রেই তিনি সুফিবাদে বিশ্বাস ও সুফি তরিকায় অনুশীলন করতেন-দীক্ষা দিতেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে ওয়াহাবী মতের ধারক মনে করতেন। কেননা তাঁর ওস্তাদ ছিলেন ওয়াহাবী মতালম্বী। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও আবেদ ছিলেন। শায়খ আবদুল হক দেহলবী মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লিতে খানকায়ে কাদিরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তাঁর সুফিবাদ তালিমের কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং পাশাপাশি এখানেই তিনি হাদিসের দরস আরম্ভ করেন। তিনি সমভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজেও ব্রতী হন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে– ১. সাদরুস সাআদাত গ্রন্থের ফারসি শরাহ 'আততারিকুল কাবির ও শারহি সিয়াতিল মুস্তাকিম ; ২. মিশকাত শরিফের ফারসি শরাহ 'আশিআতুল লুমআত ফিল মিশকাত' ; ৩. আলআকমাল ফি আসমায়ির রিজাল ; ৪. লুমআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতুল মাসাবিহ ; ৫. জামিউল বারাকাত মুনতাখাব শারহুল মিশকাত ; ৬. মা সাবাতা বিস সুন্নাহ ফি আয়্যামিস সুন্নাহ; ৭. আলহাদিসুল আরবাইন ফি উলুমিদ দীন ; ৮. তরজমাতুল আহাদিসুল আরবাইন ; ৯. দাসতুর ফায়দুল নুর ;১০. মাদারিজুন নবুওয়াত প্রভৃতি। সুদীর্ঘকাল হাদিসের খেদমত করার পর তিনি ১০৫২ হিজরিতে দিল্লিতে ইনতিকাল করেন।

[বি: দ্র : ড. আবদুর রশীদ, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত]

৩. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন,* দিল্লি : কুতুবখানা ইশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম স্তর

সাহাবি

শাস্ত্রবিদদের মতে, তাফসির হলো প্রকৃত অর্থ (حقيقة المراد) এবং সাহাবায়ে[১] কিরামই এ কাজের যোগ্য। কেননা তাঁরা নুযুলের সময় উপস্থিত থাকতেন এবং প্রত্যক্ষ করতেন নুযুলের উপলক্ষ ও কার্যকারণ। কখন, কোথায় এবং কোন প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে তা সে-ই বলতে পারে যে তখন উপস্থিত ছিল। এব্যাপারে তাকে বলতে হয় যে, "আমি প্রত্যক্ষ করেছি বা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছে। ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদীর মতে, তাফসির সাহাবিদের কাজ আর তাবিল শাস্ত্রবিদদের কাজ।[২]

আল্লামা সুয়ুতী বলেন, সাহাবিদের মধ্যে দশজন মনীষী তাফসির শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা হলেন-[৩]

---

১. **সাহাবি** ঃ সাহাবি শব্দটি আরবি ও একবচন। এর বহুবচন সাহাবা বা আসহাব। আভিধানিক অর্থ- সঙ্গি, সাথী, সহচর ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সাহাবা দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান সঙ্গী সাথীদের কথা বুঝালেও প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবন হাজার আসকালানি [র] সাহাবির একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, আর তা হচ্ছে- সাহাবি সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমানসহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছেন এবং ইসলামের ওপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

অতএব, যারা রাসুলের সঙ্গ লাভ করেছেন কিন্তু ইমান আনেনি তারা সাহাবি বলে গণ্য হবে না। যেমন আবু জাহল ও আবু লাহাবসহ মক্কার কাফিরবৃন্দ। এরা রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তাঁর প্রতি ইমান আনেনি। তাই এরা সাহাবি হওয়ার মত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর সাক্ষাৎ লাভ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবি বলে বিবেচিত হবেন, যিনি রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাৎ লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্বের কারণে রাসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম [রা]। তিনি অন্ধত্বের কারণে রাসুলকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি অথচ তিনি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ যারা ইমানসহ রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ করার পর ধর্মত্যাগী হয়েছেন আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন হযরত আশরাস ইবন কায়েস [রা] সহ আরো অনেক এরূপ সাহাবি। তবে সর্বশেষ শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবি বলে বিবেচিত হবেন না যিনি ইসলামে থেকে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। কিন্তু পরে ধর্মত্যাগী হয়ে মারা গেছে যেমন আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আলআসাদি।

হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে, আলোচ্য সংজ্ঞার আলোকে জ্বিন জাতিও সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোরআনে এমন কিছু জ্বিনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরআন শরিফ তিলাওয়াত শুনেও ইমান এনেছিলেন। তাই তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে অতীব মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন। সাহাবিদের সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। কেননা রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণপূর্বক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। তবে ইমাম আবু যারআ আররাযি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি হবে। এদের প্রত্যেকই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই যেসব সাহাবি কোন হাদিস বর্ণনা করেননি এদের সংখ্যা যে কত বেশি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ সমাজ গঠন করেছিলেন সাহাবিগণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিশিলিত জীবন গড়ায় তাঁদের আদর্শ অনুকরণের বিকল্প নেই। *[বি: দ্র: আবদুল মাবুদ আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ]*

২. আবু মানসুর আলমাতুরদী, *তাবিলাত আহল আসসুন্নাহ*, ড. এম.এম রহমান সম্পাদিত, বাগদাদ: ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩ খ্রি.,পৃ. ৫

৩. সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] [মৃ. ১৩ হি.]
০২. হযরত ওমর ফারুক [রা] [মৃ. ২৪ হি.]
০৩. হযরত ওসমান গণী [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]
০৪. হযরত আলি মুরতাযা [রা] [মৃ. ৪০ হি.]
০৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] [মৃ. ৩৪ হি.]
০৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা] [মৃ. ৭৮ হি.]
০৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের [রা] [মৃ. ৭৩ হি.]
০৮. হযরত উবাই ইবনে কাব [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]
০৯. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত [রা] [মৃ. ৪৫ হি.]
১০. হযরত আবু মুসা আলআশআরী [রা] [মৃ. ৪৪ হি.]

সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই কুরআনের তাফসির সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে আবার চারজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন–১. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]; ২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]; ৩. আলি [রা]; ৪. উবাই ইবনে কাব [রা]।

দ্বিতীয় স্তর

তাবেয়ি

সাহাবিদের পর তাবেয়িগণ তাফসির শাস্ত্রে অবদান রাখেন। তাবেয়িদের মধ্যে অনেকেই তাফসির শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তন্মধ্যে মক্কা কেন্দ্রের তাফসিরের প্রশিক্ষক আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও ইরাক কেন্দ্রের প্রশিক্ষক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]–এর শিষ্যদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাফসির শাস্ত্রের দুই দিকপাল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]–এর তত্ত্বাবধানে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তাফসিরবেত্তা হচ্ছেন–

❖ আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের [রা] শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন–

১. আবু আবদুল্লাহ সাইদ ইবনে যুবায়ের ইবনে হিশাম আলকুফী আলআসাদী আলহাবশী [মৃ. ৯৫/৭১৪];
২. আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর আলমাক্কী আলমাখযুমী [মৃ. ১০৪/৭২২];
৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরিমা আলবারবারী আলমাগরিবী [মৃ. ১০৪/৭২২];
৪. আবু আবদুর রহমান তাউস ইবনে কায়সান আলইয়ামানী আলহিমিয়রী আলজানদী [মৃ.১০৬/৭২৪];
৫. আবু মুহাম্মাদ আতা ইবনে আবি বিরাহ আলমাক্কী আলকারাশী [মৃ. ১১৪/৭৩২]

❖ আবদুল্লাহ বিন মাসউদের [রা] শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন–

১. আলকামা ইবনে কায়েস আননাখঈ [মৃ. ৬১/৬৮০];
২. মাসরূক ইবনে আলআজদা আলহামাদানী [মৃ. ৬৩/৬৮২];

Dhaka University Institutional Repository

৩. আলআসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৭৫/৬৯৪];
৪. আবু ইসমাইল মুররা ইবনে শুরাহিল আলহামাদানী [মৃ. ৭৬/৬৯৫];
৫. আবু আমর আমির শুরাহিল আসশাবী আলহিমায়রী আলকুফী [মৃ. ১০৯/৭২৭];
৬. আবু সারিদ আলহাসান ইবনে আবিল হাসান ইয়াসার আলবসরী [মৃ. ১২–১১০/৬৩৩–৭২৩];
৭. আবুল খাত্তাব কাতাদা ইবনে দামা আসসাদূসী [৬১–১১৭/৬৮০–৭৩৫];
৮. শুরাইহ ইবনে আলহারিস আলকিন্দী [মৃ. ৭৮/৬৯৭];
৯. ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ আননাখঈ [মৃ. ৯৫/৭১৩];
১০. উবায়দা আসসালমানী [মৃ. ১০৪/৭২২]।

তাবেয়িদের মধ্যে একদল মুফাস্সির তাফসির শাস্ত্রকে সংরক্ষণ ও প্রচার–প্রসারের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন যাঁদের অবদান আরো একটু বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের উদ্ধৃতি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এসব মুফাস্সির হচ্ছেন তিনজন। এরা হলেন– ১. মুজাহিদ ইবনে জাবর [মৃ. ১০৪ হি.]; ২.সাঈদ ইবনে জুবায়ের [মৃ. ৯৫ হি.]; ৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [মৃ. ১০৪ হি.]।

তৃতীয় স্তর

সাহাবি ও তাবেয়িদের ভাষ্য চয়ন

মুফাসসিরদের তৃতীয় স্তর তাবে তাবেয়িদের যুগ। কুরআনের তাফসির বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য এ যুগে ইলমে তাফসিরের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। এ যুগেই কুরআনের তাফসির প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ যুগের তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহাবি ও তাবেয়িদের ভাষ্য একত্রকরণ।[১] এ যুগের আলিমগণ পদ বিন্যাস কৌশলে তাফসির গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ তাফসিরবেত্তাগণ হলেন–[২]

০১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ [মৃ. ১৯৮ হি.]
০২. ওয়াকী ইবনে আলজাররাহ আলকুফী [মৃ. ১৯৭ হি.]
০৩. শোবা ইবনে আল হুজ্জাজ [মৃ. ১৬০ হি.]
০৪. ইয়াযিদ ইবনে হারুন আসসুলমা [মৃ. ২১৭ হি.]
০৫. আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম [মৃ. ২১১ হি.][৩]
০৬. আদম ইবনে আবি আইয়্যাস [মৃ. ২২১ হি.]
০৭. ইসহাক ইবনে রাহওয়াই আল ইমাম আল হাফিয আন নিশাপুরী [মৃ. ২৩৮ হি.][৪]
০৮. রাওহ ইবনে উবাদা [মৃ. ২০৫ হি.]

---

১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসির মাযহারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬

২. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ: আল মাআরিফ, পৃ. ২৫৫; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮- ৯; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩

৩. কোনো কোনো বর্ণনায় মৃত্যু ২১০ হিজরি সালের কথা উল্লেখ আছে। *[দ্র: আততানভীর ফি উসুলিত তাফসির]*

৪. **ইসহাক ইবনে রাহওয়াই :** নাম ইসহাক ইবনে ইবরাহিম। ইনি ইমাম বুখারী [র]-এর ওস্তাদ এবং শায়খ ফুযাইল ইবনে ফাইয়্যায ও ফজল ইবনে দাকীনের শিষ্য ছিলেন। তাঁর থেকে শায়খ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রেওয়ায়াত করেছেন। বহুগ্রন্থের রচয়িতা ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ২৩৮ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।
[দেখা যেতে পারে : আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী, তারিখুল কুরআন, লাহোর : মাকতাবা মুইনুল আদব, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ১০২]

Dhaka University Institutional Repository

০৯. আবদুল্লাহ ইবনে হামিদ আল জুহানী

১০. আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ আলইমাম আলহাফিয আলকুফী [মৃ. ৩৩৫ হি.][৫]

১১. সানিদ ইবনে দাউদ [মৃ. ২২০ হি.]

১২. ইবনে জারীহ [মৃ. ১৫০ হি.]

১৩. ইসমাইল সাদী ইবনে আবদুর রহমান [মৃ. ১২৭ হি.]

১৪. মুহাম্মাদ ইবনে সাইব কালবী কুফী [মৃ. ১৪৬ হি.]

১৫. ইবনে কারনিয়াহ

১৬. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান [মৃ. ১৫০ হি.][৬]

১৭. আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম দাইনুরী [মৃ. ২৭৬ হি.]

১৮. মুহাম্মাদ ইবনে সাওর [মৃ. ১৯০ হি.]

১৯. আবু হানিফা দিনুরী [মৃ. ২০৯ হি.]।

---

৫. **আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ ঃ** নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি শায়বাহ। মুসনাদ গ্রন্থের রচয়িতা আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক [র] থেকে রেওয়ায়াত করেন। আর তাঁর থেকে রেওয়ায়াত করেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম [র]। হিজরি ২৩৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। *[দেখা যেতে পারে : ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, পৃ. ১২৫]*

৬. **মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ঃ** পূর্ণ নাম আবুল হাসান মুকাতিল ইবনে সুলাইমান আল ইয়াযদী মারওয়াযী। প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুজাহিদ ও দাহহাক [র] তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি তাফসির শাস্ত্রের একজন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। ১৫০ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। *[দেখা যেতে পারে : ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম]*

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ স্তর

ইসনাদযুক্ত মুফাসসির

তাবে তাবেয়িনের পরবর্তী স্তরকে মুস্তফা আলমারাগী ইবনে জারিরের [মৃ.৩১০ হি.] স্তর বলেছেন। এই যুগের সময়সীমা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ যুগ আব্বাসীয় খিলাফত থেকে আরম্ভ করে অধুনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে বুদ্ধিভিত্তিক ও বর্ণনাধর্মী তাফসির রচনার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। মুস্তাফা আলমারাগী এ স্তরের ৭ জন প্রসিদ্ধ মুফাসসিরের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন–

০১. আলি ইবনে আবি তালহা [মৃ. ৩৪৩ হি.]
০২. ইবনু আবি হাতিম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আররাযী [মৃ. ৩২৭ হি.][১]
০৩. ইবনু মাজাহ আলহাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আলকাযবিনী [মৃ. ২৭৩ হি.][২]
০৪. ইবনু মারদুবিয়াহ আবু বকর আহমাদ ইবনে মুসা আল ইস্পাহানী [মৃ. ৪১০ হি.]
০৫. আবুস শায়খ ইবনে হাবান আল বুসতী [মৃ. ৩৫৪ হি.]
০৬. ইবরাহিম ইবনে আলমুনযির [মৃ. ২৩৬ হি.]
০৭. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.][৩]

পঞ্চম স্তর

ইসনাদমুক্ত মুফাসসির

মুস্তফা আলমারাগী বলেন :[৪]

"الف بعد هولاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الاسانيد"

পঞ্চম স্তরের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হচ্ছেন–

০১. আবু ইসহাক আযজুযায ইবরাহিন ইবনে আসসুরী আন নাহবী [মৃ. ৩১০ হি.][৫]
০২. আবু আলি আল ফারেসী [মৃ. ৩৭৭ হি.]
০৩. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলহাসান ওরফে আননুক্কাশ আলমুসেলী [মৃ. ৩৫১ হি.]
০৪. আবু জাফর আননাহহাস আননাহবী [র] আলমিসরী [মৃ. ৩৩৮ হি.]
০৫. মাক্কী ইবনে আবি তালিব আলকাইসী আননাহবী আলমাগরিবী [মৃ. ৪৩৭ হি.]
০৬. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইমার আলমাহদুবী [মৃ. ৪৩০ হি.][৬]

---

১. **ইবনু আবি হাতিম আবদুর রহমান :** তাঁর পূর্ণ নাম আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু মুহাম্মাদ ইদরিস ইবনে আবি হাতিম আততায়মী আল হানযালী। স্বীয় পিতাই তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। ৪ খণ্ডে বিভক্ত একখানি তাফসির গ্রন্থ ও একটি বৃহৎ মুসনাদ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ৩২৭ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। [বি: দ্র:

২. **ইবনু মাজাহ :** নাম মুহাম্মাদ; উপনাম আবু আবদিল্লাহ; নিসবতী নাম আররবী আল কাযবীনী। ইবনু মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত। ২০৯ হিজরি সালে মুসলিম অধ্যুষিত জ্ঞান চর্চার লীলাভূমি কাযবীন শহরে [বর্তমান ইরান] জন্মগ্রহণ করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ইবনু মাজাহ কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। হাদিস শাস্ত্রে অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তাফসির শাস্ত্রেও অবদান রাখেন। একজন সমালোচক হাফিয, সত্যবাদী এবং প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ২৭৩ হিজরি সালে ২২ রমযান সোমবার ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। [দেখুন : ইবনু মাজাহ আওর ইলমে হাদিস, পৃ. ১; মুহাদ্দিসিনে এযাম, পৃ. ২১৯; মুফাসসিলিন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফিন, পৃ. ১৩৬; আলামুল মুহাদ্দিসিন, পৃ. ২৭৭; আলহিত্তাহ, পৃ. ২৫৬]

৩. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায় দ্র:

৪. আহমাদ মুস্তফা আলমারাগী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫৫

৫. তাঁর লিখিত তাফসিরের নাম 'মাআনিউল কুরআন' *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : তাফসিরে মারাগী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০]*

৬. তাঁর লিখিত তাফসিরের নাম 'আততাফসির আল জামে লি উলুমিত তানযিল।'
[দেখা যেতে পারে : তাফসিরে মারাগী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০]

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ স্তর

এই স্তরের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হলেন–

০১. ইমাম গাযাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.]

০২. আবু মুহাম্মাদ হুসাইন মাহমুদ আলবাগবী [[মৃ. ৫১৬ হি.]

০৩. আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ আল ইস্পাহানী [মৃ. ৫৩৫ হি.]

০৪. ইবনে বারজান আবুল হাকাম আবদুস সালাম ইবনে আবদুর রহমান [মৃ. ৫৩৬ হি.]

০৫. আবুল কাসেম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে ওমর আযযামাখশারী আলখাওয়ারিযমী [মৃ. ৫৩৮ হি.][1]

০৬. আবুল কাসেম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ ওরফে রাগেব ইস্পাহানী [মৃ. ৫০২ হি.]

০৭. আবুল হাসান আলি ইবনে ইরাক খাওয়ারিযমী [মৃ. ৫৩৯ হি.]

---

১. **জারুল্লাহ যামাখশারী ঃ** আবুল কাসেম মাহমুদ বিন ওমর যামাখশারী বিশ্বখ্যাত কাশশাফ গ্রন্থের প্রণেতা। মক্কা নগরীর বাইতুল্লাহর সন্নিকটে দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে তাঁকে জারুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিবেশী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তবে তিনি জন্মস্থান যামাখশারের নিসবতী নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি ৪৬৭ হি. সালে পারস্যের খাওয়ারিযমের অন্তর্গত যামাখশার পল্লীতে ২৭ রজব জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পিতা ওমর তাঁর নাম রাখেন মাহমুদ। কিন্তু কালক্রমে তিনি যামাখশারী নামেই এমন খ্যাতি লাভ করেন যে, তাঁর মূল নাম অনেকের অজানা থেকে যায়। তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন সমাজের একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আর তাঁর মাতা ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পারিবারিক প্রভাবে তিনি অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠেন। পিতা কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। কিছু দিন পর মাতাও মারা যান। এতে যামাখশারীর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তবে এসব দু:খ-কষ্ট তাঁর জ্ঞানার্জনের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী যামাখশারীর পড়াশুনার হাতেখড়ি হয় পিতামাতার কাছেই। জন্মস্থান যামাখশারেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। এ সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। জ্ঞানানুশীলনের অদম্য বাসনা নিয়ে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের পাদপীঠ বুখারা, বাগদাদ, খুরাসান, হিজাযসহ মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের নগরীসমূহ পরিভ্রমণ করেন। এ সময়ে বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, আরবি সাহিত্য, নাহু, সরফ, বালাগাতসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। জ্ঞানান্বেষণের প্রতি তাঁর গভীর মনোনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানান্বেষণ ছিল জীবনের একমাত্র সাধনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আজও ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বিদ্যার্জনে তাঁর গভীর মনোযোগের কথা স্বীকার করে তিনি বলতেন: "জ্ঞানানুশীলন ও অধ্যয়নে রাত্রি জাগরণ আমার কাছে নর্তকী ষোড়শীর সাথে মধুর মিলন এবং তার বাঁকা কাঁধে ভালবাসার হাত রাখার চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক। দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়কে বোধগম্য করার প্রতি আমার স্বত:স্ফূর্ত অনুরাগ পরিবেশনকারিণীর পরিবেশিত সুধা পান করার চেয়েও মিষ্টি। কাগজের উপর কলমের খসখস আওয়াজ আমার কাছে প্রেমিকের ডাক এবং গানে মত্ত থাকার চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক। কাগজের বুক থেকে বালুকণা অপাসরণে আমার হাতের শব্দ যুবতীর ঢোলের শব্দ হতেও বেশি রুচিশীল।" জীবনীকারদের মতামত থেকে জানা যায় যে, যামাখশারীর একটি পা ভাঙ্গা ছিল। এর কারণ বিশ্লেষণে তাঁরা বিভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেন। কেউ বলেন, তাঁর পায়ে টিউমার হওয়ার কারণে পা কাটা হয়েছিল। কেউ বলেন, বরফের আঘাতে এক পা বিচ্ছিন্ন হয়েগিয়েছিল। আবার কেউ বলেন, এটা ছিল তাঁর মায়ের বদ দোআর ফল। জানা যায়, ছোট বেলায় চড়ুই পাখির পায়ে সুতা বেঁধে খেলা অবস্থায় চড়ুই পাখি মাটির গর্তে ঢুকে যায়। কিন্তু যামাখশারী সুতা টানতে থাকলে চড়ুই পাখির পা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। এতে তাঁর মা ব্যথিত হয়ে বলেন, তুমি পাখির পা যেভাবে বিচ্ছিন্ন করলে আল্লাহও তোমার পা সেভাবে বিচ্ছিন্ন করবেন। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে বুখারার যাত্রাপথে বাহনের থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে যায়। যামাখশারী আকিদাগত দিক থেকে মুতাযিলীপন্থী এবং মাযহাবী দিক থেকে হানাফী ছিলেন। তবে তিনি নিজেকে মুতাযিলী হিসাবে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। বন্ধু-বান্ধব সহপাঠীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে, "তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলতেন : দরজায় আবুল কাসেম মুতাযিলী এসেছেন।" এ কারণে তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি الحمد لله الذى خلق القران বলে 'কুরআন সৃষ্ট' এইভ্রান্ত আকিদার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাশশাফ গ্রন্থের সূচনায় এই বক্তব্য সংযোজিত হলে মুসলিম বিশ্বের আলিমদের প্রতিবাদের মুখে তিনি তা পরিবর্তন করে লিখেন : الحمد لله الذى جعل القران উল্লেখ্য মুতাযিলীদের কাছে جعل অর্থও خلق, তাই তিনি গ্রন্থের শুরুতে চতুরতার সাথে এটি সংযোজন করেন। জীবনীকারদের থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবনের শেষ দিকে মুতাযিলী মতবাদ ত্যাগ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতবাদ গ্রহণ করেন। অবশ্য অনেকে এটা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি কাশশাফ গ্রন্থে ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মতামতকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং অগ্রাধিকারও দিয়েছেন। যামাখশারী তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষা সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আলকাশশাফ গ্রন্থটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। মাত্র দুই বছরে সমাপ্ত করে এই গ্রন্থখানির গুণাগুণ মূল্যায়ন করে নিজেই বলেছেন :

ان التفاسير فى الدنيا بلا عدد* وليس فيها لعمرى مثل كشافى

ان كنت تبغى الهدى فالزم قرأته * فالجهل كالداء والكشاف كالشافى.

অপূর্ব শব্দ চয়ন, উপমার বৈশিষ্ট্য, অলংকারপূর্ণ বাক্য সন্নিবেশ ও ভাষাগত উৎকর্ষের কারণে এই গ্রন্থটি কেবল তাফসিরের জগতকেই অবাক করেনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জগতকেও সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। গ্রন্থখানির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ যেভাবে প্রশংসা করেছেন ঠিক সেভাবে এর সমালোচনাও করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে গ্রন্থখানি তাফসির অভিজ্ঞানের একটি মূল্যবান সংযোজন। তিনি ৫৩৮ হিজরিতে খাওয়ারিযমের জুরজানিয়া পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। সখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। জনৈক কবি তাঁর মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করে বলেন :

'فارض مكة تذرى الدمع مقلتها * حزنا لفراقة جارالله محمود'

[বি: দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ. ৪২৯-৪৮২]

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম স্তর

এ স্তরের বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ হলেন–

০১. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী [মৃ. ৬০৬ হি.][১]

০২. আবু মুহাম্মাদ রুযবাহান [মৃ. ৬০৬ হি.]

০৩. মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর আররাযী [মৃ. ৬০৬ হি.]

০৪. ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আলআনসারী [মৃ. ৬৭৪ হি.]

০৫. মুয়াফফাকুদ্দিন আহমাদ ইবনে ইউসুফ আলমাওসিলী [মৃ. ৬৮১ হি.]

০৬. কাজী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবী [মৃ. ৬৮৫ হি.][২]

---

১. **ফখরুদ্দিন রাযী ঃ** হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের খ্যাতিমান দার্শনিক মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী পারস্যের অন্তর্গত রায় নামক শহরে ৫৪৩ হি./১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম উমার, উপনাম আবু আবদিল্লাহ, উপাধি ফখরুদ্দিন। ইবনুল খতিব বা ফখরুদ্দিন রাযী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হচ্ছে- আবু আবদিল্লাহ ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনে আলি আততামিমী আলবিকরী আততাবারিস্তানী আররাযী আশশাফেয়ি। পিতামাতার স্নেহধন্য ইমাম রাযীর প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় বাসস্থান রায় নগরীতে শেষ হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি বুখারা, সামারকান্দ, মারাগাসহ সমকালীন প্রসিদ্ধ পাদপীঠে গমন করেন। ধর্মতত্ত্ব, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। খুব কম সময়ের ব্যবধানে ইমাম রাযী একজন সমকালীন পণ্ডিত ব্যক্তি ও চিন্তা নায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অধিবিদ্যা ও দর্শন তত্ত্বেও তাঁর পারদর্শিতার কথা জানা যায়।

ইমাম রাযী তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপসদের কাছ থেকে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর তিনি অধ্যাপনা ও দ্বীনি দাওয়াত কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে সমকালীন সমাজে একজন যশস্বী জ্ঞানবিদ হিসেবে সমাদৃত হন। বক্তৃতায় ছন্দময় বাক্য ব্যবহারে পারদর্শী ইমাম রাযী ছিলেন তৎকালীন যুগের এক শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবাবেগময়ী বক্তব্য দ্বারা তিনি শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ ও নয়ন অশ্রুসিক্ত করতে পারতেন। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্থানীয় জনগণের গভীর ভালবাসা পেয়েছিলেন। তিনি যেখানেই গমন করতেন সেখানেই অসংখ্য লোক এ কারণে তাঁর পিছু লেগে থাকতো। ইমাম রাযী ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী, আশআরী মতবাদে বিশ্বাসী এবং মুতাযিলী মতবাদের বিরোধী। মুতাযিলী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি দর্শন চর্চায় গভীর মনোনিবেশের কারণে অধিবিদ্যা নামে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় করার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। দর্শন চর্চার কারণে সমকালীন আলিমদের কাছে তিনি সমালোচিত হন এবং জীবনের শেষভাগে তা পরিত্যাগ করেন। এ কারণে তাঁকে আফসোস করতেও দেখা যায়। তিনি বলতেন : 'يا ليتني لم اشتغل بعلم الكلام وبكى' ব্যতিক্রমধর্মী রচনায় পারদর্শী ইমাম রাযীর জীবদ্দশায় অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর তাফসির সংক্রান্ত মাফাতিহুল গায়ব গ্রন্থটি বিশ্ব নন্দিত তাফসির গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁর এই তাফসির গ্রন্থটি ইমাম মাতুরিদীর [মৃ.৩৩৩ হি.] তাবিলাতুল কুরআনের ন্যায় Text Based পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এ কারণে ব্যক্তিগত বুদ্ধি প্রসূত অভিমতের প্রাধান্য এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচিত এ গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আয়াতের মধ্যে যুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং প্রশ্নসমূহের সমাধানের নিমিত্তে বিভিন্ন অভিমতের যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়াও আহকাম, আরবি ব্যাকরণগত বিষয় ও বালাগাত ফাসাহাত বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। কঠিন শব্দকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করা, দুর্বোধ্য শব্দকে বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর তাফসিরখানি পাঠ করলেই সহজে অনুমান করা যায়। তিনি ৬০৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন।

২. **কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী ঃ** তিনি ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী শিরাজের অন্তর্গত বায়যা শহরের অভিজাত পরিবারে আতাবেকী শাসনকর্তা আবু বকর ইবনে সাদ [৬১৩-৬৫৮ হি.] এ শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো জীবনীকার তাঁর সঠিক জন্ম সাল উল্লেখ করেননি। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল খায়ের/আবু সাইদ। উপাধি নাসিরুদ্দিন। পিতার নাম উমার। তবে তিনি কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী নামে সমধিক পরিচিত। পারিবারিক আভিজাত্য ও পেশাগত পরিচিতির কারণে বায়যাবীর জীবনের শুরুটাই ছিল ভিন্নতর। পুরুষানুক্রমে জ্ঞান চর্চা ও বিচারপতির পদ অলংকৃত করায় ৭ম শতাব্দীতে পারস্য তথা শিরাজ নগরীতে তাঁর পরিবারটি জ্ঞান চর্চায় পরিবার হিসাবে সামাজিকভাবে সমাদৃত হয়। পিতামাতা দু'জনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি থাকার কারণে বায়যাবীর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই সমাপ্ত হয়। সমকালীন প্রখ্যাত আলিমদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। উক্ত শিক্ষার জন্য তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় পাদপীঠ তাবরিযে গমন করেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথিতযশা জ্ঞানবিদদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর তিনি শিরাযের বিচারপতির পদ

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম স্তর

এ স্তরের প্রসিদ্ধ তাফসিরকারক হলেন–

০১. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আননাসাফী [মৃ. ৭১০ হি.][১]

০২. হাফেয ইমাদুদ্দিন ইবনে ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাসির [মৃ. ৭৭৪ হি.][২]

অলংকৃত করেন। ৬৮৩ হি. পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি পদ থেকে পদচ্যুতির কথা জানা যায়। বায়যাবী তাঁর তাফসির গ্রন্থ আনওয়ারুত তানযিল গ্রন্থখানি তৎকালীন সুলতানের কাছে প্রেরণ করে বিচারকের পদ ফিরে চান। তবে এই তথ্যটি কতটুকু সঠিক তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা ইমাম বায়যাবী আনওয়ারুত তানযিল জীবনের শেষ দিকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ইমাম বায়যাবীকে পদচ্যুত করা হয়নি বরং তিনি তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ আলকাতহাতাইর আদেশক্রমে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন।

ইমাম বায়যাবী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল' গ্রন্থখানি তাফসির অভিজ্ঞানের ব্যতিক্রমধর্মী মূল্যবান সংযোজন। হিজরি ৭ম শতকের মধ্যভাগে রচিত এ গ্রন্থটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার আলোকে রিওয়ায়িত ও দিরায়িতের একটি সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে আলকুরআনের ইজায সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াসী হয়েছেন। মুতাযিলী আকিদার প্রভাবমুক্ত এ গ্রন্থটি অনেকের কাছে মুখতাসারুল কাশশাফ হিসেবে পরিচিত। বস্তুত এটি কাশশাফ গ্রন্থের জবাবী গ্রন্থ। গ্রন্থের শুরুতে আলকুরআনের ইজায ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বায়যাবী তাঁর গ্রন্থটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির তাফসির হিসাবে পরিচিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে কুরআন বিল কুরআন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কিরাআত, ফিকহী মাসআলা, শব্দগত বিশ্লেষণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবি ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি গ্রন্থটি কুরআনের অতুলনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। মুসলিম বিশ্বে বিশেষত এশিয়া উপমহাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে। এর উপর গবেষণা করে অনেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি নিয়েছেন, অনেকে এখনও গবেষণায় নিরত আছেন।

তিনি ৬৮৫ মতান্তরে ৬৯১, ৬৯২ হিজরিতে আযারবাইযানের প্রসিদ্ধ নগরী তাবরিযে ইনতিকাল করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে তাঁর শায়খের পাশে সমাহিত করা হয়।

১. **নাসাফী :** তিনি তুর্কিস্থানের মাওয়ারাউন্নাহারের সাগদীয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত নাসাফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ এ শহরটিতে সমকালীন অনেক প্রতিভাধর জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। কোন চরিতকারই তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করেন নি। হানাফী ফকিহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতিমান পুরুষ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিমদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুল, তর্কবিদ্যা ও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের পর তিনি কিরমানের আলকুতবিয়া আসসুলতানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তাফসির ও হাদিস বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও তিনি ফিকহ শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আলমানার ও কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে এই ব্যুৎপত্তির বহি:প্রকাশ ঘটে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখালেখি লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে– ১. মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত্ তাবিল; ২. আলমানার; ৩. কাশফুল আসরার; ৪. কানযুদ দাকাইক; ৫. আলকাফী; ৬. আলওয়াফী; ৭. আলমানাফী; ৮. আলমুসাফফা; ৯. আলইতিকাদ ফিল ইতিকাদ; ১০. আলমুসতাসফা প্রভৃতি। তবে এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে মাদারিকুত তানযিল ও হাকায়িকুত তাবিল নামক অনন্য তাফসির গ্রন্থটি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার আলোকে রচিত এ তাফসিরখানি বায়যাবী ও কাশশাফের সংক্ষিপ্তসার মনে করা হয়। এ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদারও তীব্র সমালোচনা রয়েছে। চরিতকারদের ভাষ্য মতে, তিনি ৭১০হি./১৩১০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তবে হাজি খলিফার মতে, তিনি ৭১০ হি. সালে ইনতিকাল করেন। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর ইনতিকালে মুসলিম উম্মাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের একজন প্রজ্ঞাবান ধর্মতত্ত্ববিদকে হারায়।

[বিস্তারিত দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪]

২. **আল্লামা ইবনু কাসির :** ৭০০ হি./ ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া প্রদেশের দামিশকের উপকণ্ঠে বসরা (বর্তমানে উষা হুরান নামে পরিচিত) অঞ্চলে 'মাজদাল' নামক পল্লীতে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম ইসমাইল। উপনাম আবুল ফিদা, উপাধি ইমামুদ্দিন। জন্মস্থান, বংশ ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকে যথাক্রমে আলকুরাশী, আলবসরী ও আদদিমাশকী বলা হয়। তবে তিনি তাঁর পিতামহ ইবনু কাসিরের নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। উপমহাদেশে তাঁর মূল নামের চেয়ে এই নামই সমধিক পরিচিত। জন্মের তিন বছর পরে [৭০৩ হি.] ইবনু কাসিরের পিতা ইনতিকাল করেন। বড় ভাই আবদুল ওয়াহহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বড় ভাইর কাছেই। ভাই সম্পর্কে ইবনে কাসিরের মন্তব্য: "তিনি আমাদের সহোদর এবং আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ছিলেন।" ৭০৬ হিজরিতে শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বাগদাদে গমন করেন। ৭০৭ হিজরিতে সাত বছর বয়সে তিনি সপরিবারে দামিশক গমন করেন। ৭১১ হিজরিতে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

০৩. কুতুবুদ্দিন মাহমুদ ইবনে মাসউদ সিরাজী [মৃ.৭১০ হি.]

০৪. শরফুদ্দিন আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মুনির [মৃ. ৭৩৩ হি.]

০৫. শায়খ শরফুদ্দিন তিবী [মৃ. ৭৪৩ হি.]

০৬. শরফুদ্দিন ইবনে আবদুর রহিম [মৃ. ৭১০ হি.]

করেন। শায়খ বুরহান উদ্দিন ইবরাহিম বিন আবদুর রহমান আলফাযারী এর কাছ থেকে তিনি ইলমুল ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। সমকালীন নিয়মানুসারে শাফিয়া ও ইবনে হাজির মালিক-এর মুখতাসার গ্রন্থ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি হাদিসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সমকালীন প্রসিদ্ধ শায়খদের শরণাপন্ন হন। নাজমুদ্দিন আবুল হাসান আলি আবদুর রহমানের কাছে মুয়াত্তা; শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাসের কাছে বুখারী; নাজমুদ্দিন আসকালানীর কাছে মুসলিম; মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া আশ শায়বানীর কাছে আসসুনান লি দারাকুতনী; ইলমুদ্দিন আল জাবালীর কাছে মুসনাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তবে তিনি জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান মুযযী আশ শাফেয়ির কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। ইবনু তাইমিয়া [মৃ. ১২৩৮ খ্রি.] থেকে হাদিস শাস্ত্রের নানাবিদ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর তিনি মিসরের ইউসুফ খুতনী তিবি মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাঁকে হাদিসবেত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে ইবনু কাসির সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে গমন করে সমকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিতদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে কালজয়ী মুফাসসির হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইবনু কাসির অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। প্রথমে তিনি নজিবিয়্যাহ শিক্ষালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আল্লাহর বাণী : "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে কেবল আলিমগণ আল্লাহকে ভয় করেন" এ আয়াতখানির তাফসির পেশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত সুধীজন বিমোহিত হন। ৭৪৮ হিজরিতে তাঁর উস্তাদ শামসুদ্দিন যাহাবীর ইন্তিকালের পর তিনি উম্মুল সালিহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাদিসের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর তিনি ৭৫৬ হিজরিতে তিনি 'দারুল হাদিস আল আশরাফিয়া' প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন। অবশ্য এ পদে তিনি বেশি দিন চাকরি করেননি। ৭৬৭ হিজরিতে গভর্নর সাইফুদ্দিন মানকালী বুগার শাসনামলে আলজামিউল উমাবীতে ইলমুত তাফসিরের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হওয়া মর্যাদার ব্যাপার মনে করা হতো। তবে আসকালানীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত অধ্যাপক ছিলেন না। গভর্নর মানকালী বুগার আমন্ত্রণে তাফসির ক্লাসের সবক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনু কাসির সমকালীন শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন। ৭৫১ হিজরির শেষ দিকে গভর্নর আল তুনবুগা আন নাসিরীকে আহবায়ক করে অবতারবাদে বিশ্বাসী এক ধর্মদ্রোহীর বিচারের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, ইবনু কাসির এই কমিটির একজন বিচক্ষণ সদস্য ছিলেন। এই কমিটিতে তিনি অন্যান্য সদস্যের সাথে অংশগ্রহণ করে তদন্ত কাজে সহযোগিতা করেন। ৭৫২ হিজরিতে খলিফা আল মুতাদিদকে সাম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। খলিফা মানজাক দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য, অন্য আলিমদের সাথে ইবনু কাসিরও আহূত হয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

৭৬২ হিজরিতে খলিফা বায়দামুর বিদ্রোহ দমনের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ ইবনু কাসিরসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান আলিমদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হলে দামিশকের গভর্নর আমির মানজাক এর প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইবনু কাসিরের কাছে শরিআতের বিধান জানতে চান। তিনি আমিরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত 'রিবাতুল ইজতিহাদি ফি তালাবিল জিহাদ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আমির খুব খুশি হন এবং এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইবনু কাসির তালাকের মাসআলায় ইবনু তাইমিয়ার মত অনুসরণ করায় সমকালীন আলিমদের রোষানলে পরেন। তাঁরা ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তিনি এসব রাজাদেশ উপেক্ষা করলে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তবে অত্যাচার নির্যাতন যতই করা হোক তিনি তাঁর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত অসংখ্য গ্রন্থই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর ক্ষুরধার লেখনী শক্তি মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিস্ময়কর অহংকার। যুগ জিজ্ঞাসা ও সমকালীন চাহিদার প্রেক্ষিতে বিরচিত এসব গ্রন্থাবলি বিশ্ব মুসলমানের জন্য এক ব্যতিক্রম সংযোজন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া বেশ কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচ্ছে : ১. তাফসিরুল কুরআনিল আযিম; ২. রিসালাতু ফি ফাযায়িলিল কুরআন; ৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ৪. আততাকমিলাতু ফি মারিফাতিস সিকাত ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল (বিলুপ্ত); ৫. শরহু সহিহিল বুখারী (বিলুপ্ত); ৬. শরহুত তানবিহ লি আবি ইসহাক আস সিরাযী;৭. জিওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

০৭. বদরুদ্দিন যারকাশী [মৃ. ৭৯৪ হি.][৩]

০৮. সিরাজুদ্দিন আমর ইবনে আসালান বলকানী [মৃ. ৮০৫ হি.]

০৯. হাফিয ইবনে কাইয়েম কাওযী [মৃ. ৭৫০ হি.]

উম্মে সালামা ৮. বাইয়ু উম্মাহাতিল আওলাদ; ৯. আখবারু হুজুমিল আফরানজ আলাল ইস্কিন্দারিয়াহ; ১০. তাখরিজু আহাদিসি মুখতাসারি ইবন হাজিব; ১১. আল হালউ ওয়াস সুনানু ফি আহাদিসিল মাসানিদে ওয়াস সুনান; ১২. ইখতাসারু উলুমিল হাদিস; ১৩. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত; ১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল; ১৫. আল ফুসুল ফি ইখতিসারি সিরাতির রাসুল; ১৬. আসসিরাতুন নববিয়াহ; ১৭. তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ (অপ্রকাশিত);১৮. আলআহকামুল কাবির (বিলুপ্ত); ১৯. আলকাওয়াকিবুদ দুরারী ফিততারিখ (বিলুপ্ত); ২০. মামায়িলু রাসুলিল্লাহ [স]; ২১. মাওালিদু রাসুলিল্লাহ [স]; ২২. বুতলানু ওযইল যিযিয়া; ২৩. আলআহকামুল সগির ((বিলুপ্ত); ২৪. রিসালাতুল ফিস সিমাঈ; ২৫. আল ইজতিহাদ ফি তালাবিল জিহাদ; ২৬. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফি কাতলিল কিলাব; ২৭. ইখতিসারু কিতাবিল মাখদাল ইলা কিতাবিস সুনান লিল বায়হাকী (বিলুপ্ত); ২৮. আলহাওয়াশী আলা যিয়াদাতে মুসলিম [পাণ্ডুলিপি]; ২৯. আহাদিসুত তাওহিদ ওয়া রাদ্দিস শিরক; ৩০. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফিল মাহদী; ৩১. জুযউন ফি হাদিসে কাফফারাতিল মাজলিস; ৩২. সিরাতু উমর ইবনে আবদিল আযিয [র]; ৩৩. তরজমাতু শায়খিল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া;৩৪. সিরাতু সিদ্দিক ওয়াল ফারুক; ৩৫. সিরাতু মুনকালী বুগা আশশামসী;৩৬. মানাকিবুস শাফিয়ি; ৩৭. তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবিহ; ৩৮. আততারিখুল কাবির;৩৯. আততাফসিরুল কাবির;৪০. জামিউল মাসানিদ আল আশারা, ৪১. সিরাতুশ শায়খায়ন (বিলুপ্ত); ৪২. তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবিহ ফি ফুরুইশ শাফিয়্যা। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও ইবনু কাসিরের আরো গ্রন্থ আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। যুগ পরিক্রমায় তা বিলুপ্ত হয়েছে, অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি এসব গ্রন্থ। অবশেষে ৭৭৪ হিজরি সালের ২৩ শাবান বৃহস্পতিবার দামিশকে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। অবশ্য ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্য মতে, তিনি ৭৭৫ হিজরি [১৩৭৩ খ্রি.] সালে ইনতিকাল করেন।

[বিস্তারিত দ্র: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, জীবনী অংশখণ্ড.]

৩. **বদরুদ্দিন যারকাশী ঃ** উলুমুল কুরআন তথা কুরআনের বিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান গবেষণায় যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁদের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস আল্লামা বদরুদ্দিন যারকাশীর নাম শীর্ষে। তাঁর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ বিন বাহাদুর বিন আবদুল্লাহ আযযারকাশী বদরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ। তিনি হিজরি ৭৪৫ সালে তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত মিসরেই বসবাস করেন। তাঁর পিতা সমকালীন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গোলাম ছিলেন বিধায় শৈশবের দিনগুলো হাতের সোনালী কারুকার্য শিল্পের শিক্ষানবিস হিসেবে অতিবাহিত হয়েছে। বড় হয়ে তিনি আলেপ্পোর শায়খ শিহাবুদ্দিন আওযায়ী ও জামালুদ্দিন ইসনাবীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। দামিশকের শায়খ সালাহউদ্দিনের কাছ থেকে হাদিসে জ্ঞানার্জন করেন। দামিশকের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সিরাজুদ্দিন বালকীনির কাছ থেকে রওযা নামক গ্রন্থটির এক খণ্ড চেয়ে তার উপর হাশিয়া-প্রান্তটীকা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা-ই- সুধীজনের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হন। এতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা লেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ৪০টির মত গ্রন্থ রচনা এ কথারই প্রমাণ বহন করে। তবে তাঁর রচনাবলির মধ্যে অনবদ্য রচনা হচ্ছে– البرهان فى علوم القران এ গ্রন্থে তিনি আলকুরআনের প্রায় সমস্ত জ্ঞানের সংকলন করার প্রয়াস পেয়েছেন। জ্ঞানের এই প্রকার পদ্ধতিগুলো ৩৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে–

১. الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة -এটি সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালে দামিশক থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এরপরে এটির কয়েকটি পুনর্মুদ্রণও হয়।

২. اعلام الساجد باحكام المساجد -এ গ্রন্থটি মাকতাবা আসাফ ২ খণ্ডে ১১৪৮ হিজরি সালে প্রকাশ করে।

৩. البحر المحيط -এটি ৩ খণ্ডে প্রকাশিত একটি উসুলে ফিকহ-এর কিতাব। শাযরাতুয যাহাবের গ্রন্থকারের মতে, এ গ্রন্থে উসুলে ফিকহ বিষয়ে এত কিছু একত্রিত করা হয়েছে, যাকে কেউ আজও অতিক্রম করতে পারেনি। বইটি মিসরের দারুল কুতুব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. البرهان فى علوم القران –উলুমুল কুরআনের উপর একটি অনবদ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। এটি প্রথমে কায়রো থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে মিসরের দারুল কুতুব ও বৈরুতের দারুল কুতুব আলইলমিয়া ৪ খণ্ডে প্রকাশ করে।

৫. التذكرة فى احاديث المشهورة - এটি প্রসিদ্ধ হাদিসের একটি বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ।

৬. تشنيف المسامع بجمع الجوامع - এটিও উসুলে ফিকহ-এর কিতাব। মিসরের দারুল কুতুব থেকে ১৩২২ হি. সালে প্রকাশিত হয়।

৭. تفسير القران - এটি তার তাফসির সংক্রান্ত কিতাব। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী তাঁর ' حسن المحاضرة ' গ্রন্থে এটির উল্লেখ করেছেন। *[হুসনুল মুহাদারা ১/১৮৬]*

৮. تكملة شرح المنهاج للنووى - এ গ্রন্থটিরও উল্লেখ বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। যেমন শাযরাতুয যাহাব ৬/৩৩৫; তাবাকাতুশ শাফিয়া, পৃ. ১০৪; কাশফুয যুনুন, পৃ. ৩৪৫]

৯. التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح -এটি মিসরের দারুল কুতুব থেকে ১৯৩৩ সালে মুদ্রিত হয়। এছাড়া তার অন্য কিতাবগুলো হচ্ছে-

১০. خادم شرح الرافعى على الوجيز وخادم الروضة فى الفروع للنووى ;

Dhaka University Institutional Repository

নবম স্তর

০১. জালালুদ্দিন মহাল্লী [মৃ. ৮৬৪ হি.][১]
০২. আলি ইবনে আহমাদ মুহাইমী [মৃ. ৮৩৫ হি.]
০৩. মালিকুল উলামা শিহাবুদ্দিন [মৃ. ৮৩৫ হি.]
০৪. মোল্লা হুসাইন ওয়ায়েয কাশেফী [মৃ. ৯১০ হি.]
০৫. আবদুর রহমান ইবনে ওমর জালালুদ্দিন বলকিনী [মৃ. ৮১৮ হি.]
০৬. জালালুদ্দিন সুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.][২]
০৭. আবু তাহির ফিরোজাবাদী [মৃ. ৮১৭ হি.]

---

১১. خبايا الزوايا فى الفروع ; ১২. خلاصة الفنون الاربعة ;

১৩. الديباج فى توضيح المنهاج ; ১৪. الذهب الابريز فى تخريج احاديث فتح العزيز ;

১৫. ربيع الغزلان فى الادب ; ১৬. رسالة فى كلمة التوحيد ;

১৭. زهر العريش فى احكام الحشيش ; ১৮. سلاسل الذهب فى الاصول ;

১৯. شرح الاربعين النووية ; ২০. شرح البخارى ; ২১. شرح التنبيه فى فروع الشافعية للشيرازى ;

২২. شرح الوجيز فى الفروع للغزالى ; ২৩. عقود الجمان وذيل وفيات الاعيان لابن خلكان ;

২৪. الغرار السوافر فيما يحتاج اليه المسافر ; ২৫. فتاوى الزركشى ; ২৬. فى احكام التمنى (বার্লিন : ৫৪১০);

২৭. القواعد فى الفروع ; ২৮. اللالئ المنثورة فى الاحاديث المشهورة ; ২৯. لقطة العجلان وبلة الظمآن فى اصول الفقه ;

৩০. ما لا يسع المكلف جهله ; ৩১. مجموع فتاوى الزركشى فى الفقه الشافعى ;

৩২. المعتبر فى تخريج احاديث المنهاج والمختصر ; ৩৩. النكت على عمدة الاحكام ; ৩৪. النكت على ابن الصلاح ;

তিনি ৭৯৪ হি. সালের ১লা রজব শনিবার ইনতিকাল করেন। *[বিস্তারিত দ্র: আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন, জীবনী অংশ]*

১. **জালালুদ্দিন মহাল্লী ঃ** তিনি ৯৭১ হিজরি সালের শাওয়াল মাসে কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে তিনি কুরআন মাজিদ মুখস্থ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইলমে নাহু, ফারায়েজ ও অংক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি মানতিক, বয়ান ও ইলমুল বাদীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি প্রথমে কাপড়ের ব্যবসায় ও পরে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিচারপতির পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–১. তাফসির জালালাইন (দ্বিতীয়ার্ধ); ২. শারহুল মিনহাজ; ৩. শারহুল ওরাকাত; ৪. আলআনওয়ারুল মুদিয়া; ৫. আলকাওলুল মুফিদ ফিন নাইলিস সায়িদ; ৬. আত তিব্বুন নবুবী; ৭. কানযুর রাগিবীন; ৮. আল বাদরুত তালি ফি হিল্লি জামউল জাওয়ামি প্রভৃতি। তিনি ৮৬৪ হিজরি সালের ১৫ রামাদান শনিবার ইনতিকাল করেন।

[বি:দ্র: তাফসির জালালাইন, মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরূত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, আলিফ]

২. **জালালুদ্দিন সুয়ুতী ঃ** যাঁর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে আরবীয় সভ্যতার আলেকজান্দ্রীয় যুগের সাহিত্যের প্রবণতা পরিস্ফুটিত হয়, তিনি হচ্ছেন হিজরি দশম শতকের খ্যাতিমান লেখক ও চিন্তানায়ক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী। কুরআন, হাদিস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রসহ অসংখ্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি। তাঁর নাম আবদুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দিন, উপনাম আবুল ফযল। পিতার নাম আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন। তাঁর বংশধারা হচ্ছে– আবদুর রহমান জালালুদ্দিন ইবনে আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন ইবনে সাবেকুদ্দিন ইবনে উসমান ফখরুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাযিরুদ্দিন ইবনে সাইফুদ্দিন জাফর ইবনে আবু আসসালাহ আইয়ুব নাজমুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন ইবনে শায়খ হুমামুদ্দিন আসসুয়ুতী। তিনি ৮৪৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রি. মিসরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুয়ুত নামক এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুয়ুত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি সুয়ুতী নামে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, এর আবর্তে তাঁর আসল নামটি কালক্রমে ঢাকা পড়ে যায়। সুয়ুতীর বর্ণনুযায়ী তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ বাগদাদের আলখুদাইরিয়া নামক একটি অখ্যাত পল্লীতে বসবাস করতেন, এ কারণে তাঁকে আলখুদাইরীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মাতা ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। আর পিতা সমকালীন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ও আসীউতের বিচারপতি। সুয়ুতীর পাঁচ বছর বয়সের সময়ে পিতা মারা গেলে তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। পিতৃহারা হওয়ার কারণে মাতা বুদ্ধিদীপ্ত ছেলের অতি শৈশবেই যথোপযুক্ত বিদ্যানুশীলনের সবধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রখর মেধার অধিকারী সুয়ুতী মাত্র আট বছর বয়সে আলকুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি

Dhaka University Institutional Repository

০৮. শায়খ নুরুদ্দিন গাযরুয়ী [মৃ. ৯৭৫ হি.]
০৯. শায়খ ওয়ালি উদ্দিন ইরাকী [মৃ. ৮২১ হি.]
১০. আবু সাউদ মুহাম্মাদ ইবনে ইমাদী [মৃ. ৯৮২ হি.]
১১. ইমামুদ্দিন ইবরাহিম ইসফিরাইনী [মৃ. ৯৪৩ হি.]

দশম স্তর

০১ কাযী শাওকানী [মৃ. ১২৫৫ হি.]
০২. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১২৩৫ হি./১৮১০ খ্রি.][1]
০৩. শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী [মৃ. ১১৭৬ হি][2]

সমকালীন সেইসব খ্যাতনামা আলিমদের সাহচর্য লাভ করেন, যাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর ছোঁয়ায় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে উমদাতুল আহকাম, মিনহাজুল উসুল, আলফিয়া ইবনে মালেক এবং কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবীর আলমিনহাজ গ্রন্থ মুখস্থ করে আলিমদের সামনে নিজেকে বিস্ময়কর মেধার অধিকারী হিসাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জালালুদ্দিন মহাল্লী থেকে তাফসির, আলবলকানীর কাছ থেকে ইলমে ফিকহ, মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত শামসুদ্দিন শায়রামীর কাছ থেকে সহিহ মুসলিম, আল্লামা তকিউদ্দিন শিবলীর থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি স্বদেশের সীমানা পেড়িয়ে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার জন্য বিদেশও সফর করেন। এ মর্মে তিনি শাম, হিজায, ইয়ামান, মরক্কো, দিনইয়াত প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তৎকালীন খ্যাতিমান আলিমদের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এভাবে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ইতিহাস ও কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যায় তাঁর অনুসন্ধিৎসুচিত্তের আকুল আবেগ দিয়ে ছোট থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসতেন।

শিক্ষার্থী জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার অবসরে তিনি লেখালেখি করতে থাকেন। শাইখুনিয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষক বলকানীর পরামর্শক হিসাবেও কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনাকালে শত্রুপক্ষের চক্রান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবন জ্ঞান গবেষণা ও প্রভুর আরাধনায় অতিবাহিত করার জন্য নীল নদের প্রান্তে অবস্থিত রওযা নামক স্থানে নির্জনবাস শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। আল্লামা সুয়ুতীর গোটা জীবন ইসলামি জ্ঞান গবেষণায় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর তাহযিব-তামাদ্দুন বিকাশে জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ঐতিহাসিক ব্রুকলম্যান মতে, এই সংখ্যা ৪১৫টি। আর ইকদুল জাওয়াহির-এর গ্রন্থকারের মতে, ৫৭৬টি। আল্লামা দাউদ মালেকী থেকে বর্ণিত আছে যে, সুয়ুতীর রচনাবলি পাঁচ শতেরও বেশি। এসব গ্রন্থে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, জ্ঞানের গভীরতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. তাফসির জালালাইন ; ২. আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন; ৩. আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মাসুর; ৪. আলইকলিল ফি ইস্তিমবাতিত তানযিল; ৫. তাবাকাতুল মুফাসসিরিন; ৬. তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন; ৭. তারিখুল খুলাফা; ৮. হুসনুল মুহাদারাহ; ৯. আলমুযহির ফিল লুগাহ; ১০. জামউল জাওয়ামী; ১১. হাশিয়াতুত তাফসিরিল বায়যাবী; ১২. আলজামি ফিল ফারাইদ; ১৩. আসমাউল মুদাল্লিসিন; ১৪. মাজমাউল বাহরাইন ও ১৫. তাবাকাতু কুত্তাব ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। বিশাল কর্মময় জীবনের অধিকারী আল্লামা সুয়ুতী অবশেষে ৯১১হি./১৫০৫খ্রিস্টাব্দের ১৯ জামাদিউল উলা শুক্রবার ৬১ বছর বয়সের ইনতিকাল করেন। রওযা নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। *[বি:দ্র: তাফসির জালালাইন, মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরূত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, বা]*

১. **কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী ঃ** তিনি ১১৪৩ হি/ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত পানিপথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআন শরিফ মুখস্থ করেন। আর মাত্র ষোল বছর বয়সে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, উসুল ও মানতিক প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত শাহ ওয়ালি উল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। যাহেরী ইলমের পাশাপাশি তিনি বাতেনী ইলমও চর্চা করতেন। এ ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ আবিদ সুনামী নকশাবন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর কাছেই তিনি বাতেনী ইলম শিক্ষা করেন। নকশাবন্দীর ইনতিকালের পর তিনি মির্যা জানে জানান এর শরণাপন্ন হন। শাহ আবদুল গফুর মুহাদ্দিস দিহলবী তাঁকে সমকালীন 'বায়হাকী' বলে অভিহিত করতেন। হযরত মির্যা তাঁকে 'ইলমুল হুদা' উপাধিতে ডাকতেন। শরিআত ও তরিকাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি দ্বীন প্রচার, ফতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে– ১. আততাফসিরুল মাযহারী। বাংলা ও উর্দুতে এর তরজমা প্রকাশ হয়েছে ; ২. মালাবুদ্দা মিনহু; ৩. ইরশাদুত তালেবীন ; ৪. হুকুকুল ইসলাম ; ৫. ওয়াসিয়াত নামা; ৬. জাওয়াহিরুল কুরআন ; ৭. তাযকিরাতুল মাআদ ; ৮. আসসাইফুল মাসলুল ; ৯. রিসালাত দার হুরুমাত মুত্তা ; ১০. তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবুর প্রভৃতি। ১২২৫ হি. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। পানিপথে মির্যা মাযহারের থেকে প্রাপ্ত চাদর দ্বারা তাঁকে সমাহিত করা হয়। *[বি:দ্র: পানিপথী, তাফসির মাযহারী জীবনী অংশ]*

২. **শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঃ** তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফায়্যাদ আহমাদ কুতুবুদ্দিন। তিনি ১১১৪ হি. / ১৭০৩ খ্রি. দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক এক চরম দুর্যোগপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর জীবদ্দশায় উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম জাতি সত্তার উপর নেমে এসেছিল এক চরম দু:সময়। বিশেষত: এখানকার মুসলিমগণ কুরআন-হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে নানাবিধ কুসংস্কার ও

Dhaka University Institutional Repository

০৪. শাহ আবদুল কাদির দেহলবী [মৃ. ১২৩০ হি.]

০৫. শাহ আবদুল আযিয [মৃ. ১২২৭ হি.][৩]

০৬. শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.][৪]

অপসংকৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মুসলিম জাতিকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চরম অধ:পতন থেকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টার সাথে বিশেষত তিনি লেখনি হাতে নেন। শতাধিক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের চত্বরে পুনর্বাসিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ 'আলফাতহ আর রহমান'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ গ্রন্থ এ জন্যে প্রণয়ন করেন, যাতে সাধারণ মুসলমান আল্লাহর পবিত্র বাণী বুঝতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে সক্ষম হয়। এ অনুবাদ কাজকে সে সময় তৎকালীন তথাকথিত আলিম সমাজের কাছে বেশ সমালোচিত হয়েছিল। কেননা তাঁরা মনে করতেন কুরআনকে সাধারণ লোকের জ্ঞাত ভাষায় অনুবাদ করলে আলিমগণের মর্যাদা সাধারণ লোকদের নিকট লোপ পাবে। শাহ ওয়ালি উল্লাহর এ অনুবাদ কর্মের কারণে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে কুরআন শিক্ষার এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশে কুরআন চর্চা স্থায়ী ও ব্যাপকরূপ লাভ করে। তাঁর কুরআন বিষয়ক রচনাবলির মধ্যে কুরআন গবেষণার নীতি বিষয়ক "আল ফাওযুল কাবির" গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর রচনাবলির মধ্যে হাদিস বিষয়ক গ্রন্থ আলমুসওয়া (ইমাম মালেকের [র] মুয়াত্তা গ্রন্থের ব্যাখ্যা), হুজ্জাতুল্লাহ আলবালিগা (ধর্ম দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ), ইযালাত আলখিফা আন খিলাফাত আল খুলাফা (ফিকহ বিষয়ক), কুররাত আলআইনাইন (আকায়িদ বিষয়ক), আলকাওল আলজামিল (তাসাউফ), রিসালা দানিশমান্দী (শিক্ষানীতি বিষয়ক), আনফাস আল আরেফীন (ইতিহাস বিষয়ক) গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুদীর্ঘকাল জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত থাকার পর অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক ১১৭৬ হি./ ১৭৬৩ খ্রি. সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে দিল্লিতে ইনতিকাল করেন।

[বি: দ্র: ড. আবদুর রশীদ, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত]

৩. **আবদুল আযিয ঃ** তিনি ১৭৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাফসির ও হাদিসবেত্তা আবদুল আযিয ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর দাদার প্রতিষ্ঠিত দিল্লির মাদ্রাসায় রহিমিয়ায় ষাট বছর অধ্যাপনা করেন। পিতা শাহ ওয়ালি উল্লাহর ইনতিকালের পর আলকুরআনের নীতির আলোকে প্রকৃত ইসলামের পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন। ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফার্সি ভাষায় কুরআনের তাফসির (আংশিক) এক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান। শাহ ওয়ালি উল্লাহর ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁর সফল রূপকার। অধ্যাপনা, ধর্ম প্রচার ও লেখালেখির মাধ্যমে সমকালীন ইসলামি চিন্তা ধারার উপর সমূহ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ১৮২৪ সালে ইনতিকাল করেন। ইসলামি জ্ঞান গবেষণা ও ইসলামি আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

[বি: দ্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪]

৪. **মাহমুদ আলুসী ঃ** মাহমুদ আলুসী তাফসির জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর নাম মাহমুদ, উপনাম আবুস সানা, উপাধি শিহাবুদ্দিন। নিসবতী নাম আলুসী বা আলবাগদাদী। পিতার নাম আবদুল্লাহ সালাহউদ্দিন। তাঁর পুরো নাম আবুস সানা শিহাবুদ্দিন আসসাইয়েদ মাহমুদ আফিন্দী আলুসী বাগদাদী। আলুস ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইরাকের একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী নগরী। এখানে জন্ম হওয়ার কারণে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। আলুসী ১২১৭ হি./১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের বর্তমান ইরাকের বাগদাদের প্রখ্যাত আলুসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পায় চলে আসা নসবনামা আনুযায়ী আলুসীর পূর্বপুরুষগণ হযরত হাসান ও হুসাইনের [রা] বংশোদ্ভূত সাইয়েদ ছিলেন। ইরাকের শিক্ষা সংকৃতির ইতিহাসে আলুসী ও তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সালাউদ্দিন ছিলেন ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজক। তাঁর স্বীয় পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। অতপর তিনি সমকালীন বিভিন্ন প্রাজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে সুদূর উইরোপ থেকেও বাগদাদে শিক্ষার উদ্দেশে জ্ঞান পিপাসুদের আগমন ঘটত। সে সুবাদে তিনি উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে বাগদাদের প্রখ্যাত আলিমদের নিকট অল্প বয়সে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এছাড়াও শায়খ নকশাবন্দী ও আলি সুয়াইদী থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তালিম গ্রহণ করেন। মাত্র তের বছর বয়সে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টেনে তিনি মাত্র তের বছর বয়সে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থীর মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে খুব কম সময়ের ব্যবধানে একজন খ্যাতিমান তাফসিরবেত্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সমকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাগুরু, ইসলামি চিন্তানায়ক ও শীর্ষস্থানীয় তার্কিক হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হন। ১২৫০ হি. সালে এক আমন্ত্রিত সভায় বক্তৃতার সুবাদে শাহী দরবারের হানাফী মাযহাবের মুফতী নিযুক্ত হন। যদিও তিনি ব্যক্তিজীবনে পুরুষানুক্রমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ফতওয়া প্রদানের অবসরে তাফসির রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখালেখি জীবনের সূচনা করেন। অধ্যাপনা ও রচনাকর্মের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান গবেষণার যে খিদমত করে গেছেন তা আজও বিশ্ববাসীর জন্য অনন্য পাথেয় হিসেবে বিবেচিত। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি রচনা হচ্ছে– ১. তাফসির রুহুল মাআনী ; ২. আলনাফাহাতুল খিয়ালিয়া; ৩. আল ফাইযুল ওয়ারিদ আল মারসিয়াতি খালিদ ; ৪. গারাইবুল ইগতিরাব ওয়া নুযহাতুল আলবাব ; ৫. আততিরায আলমুযাহহাব ; ৬. নিসওয়াতুশ শুমুল ; ৭. কাশফুত তুররাহ ; ৮. নুযহাতুল গাওয়াস ফি আওহামিল খাওয়াস ; ৯. শারহুস সুল্লাম ফিল মানতিক ; ১০. ফিল শারাবে ইলা মাওদায়িল হাল ; ১১. হাশিয়া আল শারহিল মুযাল্লাফ আলা কুতরিন নাদা; ১২. সুফরাতুয যাদ; ১৩. তাযিবুল মামলুকাতিল বাতিনিয়া ; ১৪. নাজমুল আলাল ফিল হিকাম ওয়াল আমসাল ও ১৫. আল ফাওয়ায়িদুল ফিকরিয়া লিল মাকাতিবুল মিসরিয়া প্রভৃতি। তিনি ১২৭০ হি. সালের ২৫ যুলকাদা শুক্রবার ইনতিকাল করেন। কারখ নামক মহল্লার মারুফ কারখীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। *[বি: দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২-৩৬২]*

Dhaka University Institutional Repository

০৭. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান [মৃ. ১৩০৭ হি.]

০৮. সুলাইমান জামাল [মৃ. ১২০০ হি.]

০৯. নওয়াব কুতুবদ্দিন খান [মৃ. ১২৬৫ হি.]

১০. মৌলভী ফায়যুল হাসান [মৃ. ১২৬৫ হি.]

১১. আহমাদ মোল্লাজিউন [মৃ. ১১৩০ হি.][৫]

একাদশ স্তর

০১. শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান [মৃ. ১৩৩৯ হি.][১]

০২. মাওলানা আবদুল হক দেহলবী [মৃ. ১৯০০ খ্রি.][২]

০৩. আল্লামা রশিদ রিযা মিসরী [মৃ. ১৩৫৪ হি.][৩]

---

৫. **মোল্লাজিউন ঃ** তাঁর মূল নাম শায়খ আহমাদ ইবনে আবু সাইদ। তবে তিনি সাধারণ্যে মোল্লাজিউন নামেই সমধিক পরিচিত। জিউন শব্দটি হিন্দি। বাংলায় যার প্রতিশব্দ হচ্ছে জীবন। তিনি ১০৪৭ সালে ভারতের লাখনৌ এলাকার আমেঠী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃত সিদ্দিকী বুযুর্গগণের অন্যতম অধ:স্তন পুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষ মক্কার অধিবাসী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষায় পর জ্ঞানাহরণের জন্য দেশের দূর ও নিকট শহর ও জনপদে পরিভ্রমণ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। বড় বড় আরবি কাসিদা তিনি শ্রবণ করা মাত্র মুখস্থ বলতে পারতেন। ৫৮ বছর বয়সে হজব্রত পালন করার প্রাক্কালে মদিনা শরিফে অবস্থানকালে তিনি 'নুরুল আনওয়ার' গ্রন্থটি রচনা করেন। আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া ফি বয়ানিল আয়াতিশ শারইয়্যাহ কিতাবটিও তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাবের অন্যতম। তিনি ১১৩০ সালে দিল্লীতে ইনতিকাল করেন। *[বি: দ্র: নুরুল আনওয়ার, ভূমিকা অংশ]*

১. **মাহমুদুল হাসান ঃ** দেওবন্দের অধিবাসী মাহমুদুল হাসানের উপাধি 'শায়খুল হিন্দ'। এ নামেই তাঁর সমধিক পরিচিতি রয়েছে। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর আলকুরআনের অনুবাদ বিজ্ঞ মহলের কাছে বিশুদ্ধ বলে আজও বিবেচিত হচ্ছে। তবে তিনি এই কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁরই সুযোগ্য শাগরিদ শাব্বির আহমাদ ওসমানী তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ১৩৩৯ হি.সালে ইনতিকাল করেন। *[বি: দ্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড]*

২. **আবদুল হক দেহলবী ঃ** তিনি ৯৫৪ হিজরি মতান্তরে ৯৫৮ হিজরিতে ভারতবর্ষের দিল্লি নগরীর এক সুপ্রসিদ্ধ সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইফুদ্দিন ও দাদা আলাউল্লাহ ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফিসাধক। আবদুল হক দেহলবীর প্রাথমিক শিক্ষা দিল্লিতে শুরু হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। তৎকালীন সময়ে দিল্লি হাদিস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হওয়ার কারণে তিনি খুব অল্প বয়সে হাদিস অধ্যয়নে ব্রতী হন। অতপর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সামারকান্দ, বোখারাসহ প্রভৃতি স্থানে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেন। ৯৯৬ হি. সালে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেখানে আবদুল মোত্তাকী বোরহানপুরী মক্কীসহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস ও সুফিবাদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পারিবারিক সূত্রেই তিনি সুফিবাদে বিশ্বাস ও সুফি তরিকায় অনুশীলন করতেন-দীক্ষা দিতেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে ওয়াহাবী মতের ধারক মনে করতেন। কেননা তাঁর ওস্তাদ ছিলেন ওয়াহাবী মতালম্বী। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও আবেদ ছিলেন। শায়খ আবদুল হক দেহলবী মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লিতে খানকায়ে কাদিরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তাঁর সুফিবাদ তালিমের কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং পাশাপাশি এখানেই তিনি হাদিসের দরস আরম্ভ করেন। তিনি সমভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজেও ব্রতী হন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে– ১. সাদরুস সাআদাত গ্রন্থের ফারসি শরাহ 'আততারিকুল কাযিম ও শারহি সিরাতিল মুস্তাকিম ; ২. মিশকাত শরিফের ফারসি শরাহ 'আশিআতুল লুমআত ফিল মিশকাত' ; ৩. আলআকমাল ফি আসমায়ির রিজাল ; ৪. লুমআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতুল মাসাবিহ ; ৫. জামিউল বারাকাত মুনতাখাব শারহুল মিশকাত ; ৬. মা সাবাতা বিস সুন্নাহ ফি আয়্যামিস সুন্নাহ; ৭. আলহাদিসুল আরবাইন ফি উলুমিদ দীন ; ৮. তরজমাতুল আহাদিসুল আরবাইন ; ৯. দাসতুর কায়দুন নুর ;১০. মাদারিজুন নবুওয়াত প্রভৃতি। সুদীর্ঘকাল হাদিসের খেদমত করার পর তিনি ১০৫২ হিজরিতে দিল্লিতে ইনতিকাল করেন। *[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. আবদুর রশীদ, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত]*

৩. **রশিদ রিযা ঃ** তিনি আধুনিক খ্যাতনামা মুফাসসির, চিন্তানায়ক ও সমাজ তত্ত্ববিদ। ১৮৬৫ সালে ত্রিপোলী সিরিয়ার কালমুন নামক ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিরিয়ায় শিক্ষায়তনে শায়খ হুসাইন আলজাসসাসের কাছে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। এই শায়খের কাছ থেকে তিনি মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। এরপর তিনি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বিখ্যাত সংস্কারক হবনে তাইমিয়ার সংস্কার ও শিক্ষানীতির প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি কায়রো গমন করে সাংবাদিকতার সাথে জড়িয়ে পড়েন। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু আলআযহার ইউনিভার্সিটিতে যে দারস দিতেন তিনি তা ধারাবাহিকভাবে আলমানার পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। অল্প দিনের মধ্যে গোটা মুসলিম জাহানে কুরআনের এ উদাত্ত বাণী ছড়িয়ে পড়ে। শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে এ পত্রিকাটি সমকালীন যুগে সাহসী ভূমিকা পালন করে। মুফতি আবদুহুর ইনতিকালের (১৯০৫ খ্রি.) পর রশিদ রিযা উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

০৪. মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ইবনে হাসান [মৃ. ১৯০৫ খ্রি.][৪]

০৫. মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দী।

দ্বাদশ স্তর

০১. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী [মৃ. ১৩৬২ হি.][১]

০২. মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী[১৩৬৯ হি.][২]

পত্রিকায় কুরআনের তাফসির লেখা অব্যাহত রাখেন। পরে তিনি সুরাভিত্তিক তাফসির লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কুরআনের তাফসির সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সুরা ইউসুফের ১০১ নং আয়াতের–

«رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين»

তাফসির লেখার সময় তাঁর জীবন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যায়। অবশেষে তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম উস্তাদ বাহযাতুল বাইতার অবশিষ্ট সুরাগুলোর তাফসির সম্পূর্ণ করে সাইয়েদ রশিদ রিযার নামে প্রকাশ করেন। বিশ্ববাসীর কাছে সেটিই আজ তাফসিরুল মানার হিসেবে পরিচিত। এই নন্দিত তাফসিরখানি ছাড়াও তাঁর আরো বেশ কিছু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– আলখিলাফাতু আও ইমামাতুল কুবরা ; খুলাসাতু সিরাতিন নাবাবিয়াহ; তরহাতুন নাসারা ; তারিখুল ইমাম ; আলমুসলিহ ওয়াল মুকাল্লিদ ; আলমানার ওয়াল আযহার ; আলওয়াহইউল মুহাম্মদী ; মাওলিদুন নববী ;নিদাউল ইলাল জিনসিল লাতিফ ইত্যাদি। দার্শনিক, চিন্তানায়ক, সুবক্তা, সাংবাদিক, তাফসির ও হাদিসবেত্তা রশিদ রিযা ১৩৫৪ হি./১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাফসিরুল মানার বিশ্ববাসীর কাছে আজও অমর কীর্তি হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। *[বি: দ্র: তাফসিরুল মানার, জীবনী অংশ]*

৪. **মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু** ঃ তিনি মিসরের এক পল্লীতে ১৮৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কুরআন হিফয করেন। পরে উক্ত শিক্ষার জন্য আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি তাসাউফ চর্চাও করেন। পরে জামালুদ্দিন আফগানীর অনুপ্রেরণায় মুসলিম সমাজের সংস্কারক ও প্রবর্তক হিসেবে নিজেকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারের উক্ত পদস্থ কর্মকর্তাদের অন্যায় অপরাধের প্রতিবাদ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মিসরের প্রখ্যাত লেখক উসমান আমিন বলেন : নৈতিক চরিত্রের শিক্ষক মুফতি আবদুহু তাঁর তালিম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের বহু দোষ, নানা কুসংস্কার এবং শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক মুসলিম জাতির সামাজিক মান-সম্মানকে ক্রমাগত উন্নত ও জাগ্রত করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি মিসরের মুফতিয়ে আজমের পদ অলংকৃত করেছিলেন। অধ্যাপনা, ধর্ম, রাজনীতি ও ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী দায়িত্বের অবসরে জ্ঞান দর্শনের বিভিন্ন শাখাকে মৌলিক অবদানে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. আলইসলাম ওয়ার রাদ্দু আল মুভাক্বিদীহি ; ২. আলইসলাম ওয়ান নাসরানিয়া মাআল ইলমি ওয়াল মাদিনা ; ৩. মুকতাবানুস সিয়াসাত, ৪. শরহু নাহাজুল বালাগা; ৫. রিসালা আততাওহিদ ; ৬. ইসলাহুল মাহাকিমিস শরিয়াহ ; ৭. শারহু মাকামাতি বদিউজ্জামান হামাদানী ; ৮. আলওরাওয়াতুল ওসকা প্রভৃতি। বস্তুত আবদুহুর উদারতা ও কুসংস্কারমুক্ত মানব প্রীতিকে সমকালীন মিসরীয় আলিমগণ মেনে নিতে না পারায় তাঁর জীবন দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই তার গোটা জীবন সংগ্রাম ও আন্দোলনে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। *[বি: দ্র: ড. ফাহাদ রুমী, মানহাজুল মাদরাসা, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ,পৃ. ১২৪-১৬৯, ড. মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মুজিযা]*

১. **আশরাফ আলী থানবী** ঃ তিনি ভারতের বর্তমান উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে ১২৮০ হি./১৮৬২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্সী আবদুল হকের দিক দিয়ে তিনি হযরত ওমর ফারুক [রা]-এর সাথে এবং মাতার দিক থেকে তিনি হযরত আলি [রা]-এর সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমে কুরআন অধ্যয়ন করার পর তৎকালীন ফারসি ভাষা পণ্ডিত মাওলানা ওয়াজেদ আলির কাছে ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ফারসি ভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এছাড়াও তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, মানতিক, কিরআত, জোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৩১৫ হি. থেকে প্রায় ১৪ বছর কানপুর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য তিনি এই উপমহাদেশে হাকিমুল উম্মাত বা জাতির দার্শনিক আখ্যায় সুপরিচিত হন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে– ১. বায়ানুল কুরআন; ২. কাসদুস সাবিল ; ৩. তাজবিদুল কুরআন ; ৪. ফুরউল ইমান ; ৫. বেহেশতী যেওর ; ৬. নাশরুত তিব ; ৭. ইসলাহুল নিসা ; ৮. জামালুল কুরআন ; ৯. হায়াতুল মুসলিমীন ; ১০. কালিমাতুল হক প্রভৃতি। তিনি ১৯৪৩ খ্রি. / ১৩৬২ হি. সালে ইনতিকাল করেন। *[বিস্তারিত দ্র: উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড পৃ. ৭৯০]*

২. **শাব্বির আহমাদ উসমানী** ঃ তিনি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পিতা মাওলানা ফজলুর রহমানের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর হাফিয আযিযের কাছে কুরআন ও উর্দু সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। মুন্সী মনযুর আহমাদ মাওলানা ইয়াসিনের কাছে ফার্সি ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১২২৫ সাল পর্যন্ত দারুল উলুম মাদ্রাসায়

Dhaka University Institutional Repository

০৩. আল্লামা ইদ্রিস কান্দুলবী [মৃ. ১৩৯৪ হি.]

০৪. মুফতি মুহাম্মাদ শফী [মৃ. ১৩৯৬ হি.][৩]

০৫. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ [মৃ. ১৩৭৭ হি.][৪]

০৬. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী [মৃ, ১৯৫৭ খ্রি.][৫]

০৭. সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ [শাহাদাত ১৯৬৬ খ্রি.][৬]

অধ্যয়ন করে হাদিস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সেখানকার শায়খদের মধ্যে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার পর তিনি দারুল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৬-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত দেওবন্দের দারুল উলুমের সদর মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর উলামায়ে হিন্দের সদস্য, পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, মুসলিমলীগে যোগদান ও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে ইসলামি আইন প্রস্তাব পাস করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনন্য। ১৯৪৯ খ্রি. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। করাচিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। *[বি: দ্র: মুফতুর রহমান, পৃ. ২০৯-২১৪]*

৩. **মুফতি মুহাম্মাদ শফী ঃ** তিনি ভারতের দেওবন্দ শহরে ১৩১৪ হি. / ১৮৯৬ খ্রি. ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুযোগ্য পিতা মাওলানা ইয়াসিনের তত্ত্বাবধানে দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে পিতার নিকটেই তিনি উর্দু, ফারসি, অংক, জ্যামিতি ও প্রাথমিক আরবি শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৫ হি. সালে তিনি দরসে নিজামীর কোর্স সমাপ্ত করেন। যাহেরী জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি বাতেনী জ্ঞানও চর্চা করতেন। এজন্য তিনি শায়খুল হিন্দ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইনতিকালের পর থানবীর হাতে পুন:বায়আত গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪৯ হি. সালে প্রধান মুফতি হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৩৬২ সালে অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৫ খ্রি. জমিআতে উলামা ইসলামের সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রি. সাল থেকে পাকিস্তানের করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রি. পাকিস্তান 'ল' কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রি. কেন্দ্রীয় জমিআতে উলামার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রি. রেডিও পাকিস্তানের 'মাআরিফুল কুরআন' নামক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি দারুল উলুম করাচির প্রতিষ্ঠাতা। তার লিখিত ফতওয়ার সংখ্যা ৭৭, ১৪৪টি। পাকিস্তানের 'মুফতিয়ে আজম' পদও অলংকৃত করেন তিনি। কাদিয়ানী ফিৎনা রোধেও তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁর ১৬২টি গ্রন্থের মধ্যে অমরকীর্তি হচ্ছে উর্দু ভাষায় রচিত তাফসির মাআরিফুল কুরআন। এ তাফসিরে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার সমন্বয় লক্ষণীয়। তিনি ১৩৯৬ হি. / ১৯৭৬ খ্রি. ইনতিকাল করেন।

[বিস্তারিত দ্র: তাফসির মাআরিফুল কুরআনের মুকাদ্দিমা, জীবনী অংশ]

৪. **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ঃ** তিনি ১৮৮৮ খ্রি. পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পিতা মুহাম্মাদ খায়রুদ্দিনের সাথে কলকাতার আগমন করেন। নিজ গৃহে অধ্যয়ন করে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আরবি, ফারসি, উর্দু, দর্শন, ইতিহাস ও ইসলামি সাহিত্যের পাঠ সমাপ্ত করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। ভারতের মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের তিন তিন বার (১৯২৩, ১৯৩৯, ১৯৪৬) সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশ্ব বরেণ্য আলিম মাওলানা আযাদ গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে কুরআনের উর্দু অনুবাদ ও তাফসির গ্রন্থ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। *[বিস্তারিত দ্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬]*

৫. **হুসাইন আহমাদ মাদানী ঃ** তিনি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত উনাও জেলার বাগরমৌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও সমকালীন চিন্তানায়ক ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। ১৮৯৮ সালে পিতার সাথে মদিনায় হিজরাত করেন। প্রায় আঠার বছর সেখানে হাদিসের দারস দেয়ার ফলে তিনি شيخ العرب والعجم উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯৫৭ সালে ইনতিকাল করেন।

[বি:দ্র: শায়খ হুসাইন আহমাদ মাদানী : রাজনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, জুন ১৯৮৩, পৃ. ২১৩-২৪৭]

৬. **সাইয়্যেদ কুতুব ঃ** তিনি মিসরের আসিউত-এর অন্তর্গত মুশাহ নামক পল্লীতে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায়তনে তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি ঘটে। মায়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে শৈশবেই কুরআন মুখস্থ করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মেধা, স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি সমকালীন আলিমদেরকে বিস্মিত করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কায়রোস্থ দারুল উলুমে ভর্তি হন। এখানে থেকে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য, তাফসির, হাদিস, কালাম, দর্শন, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি এ প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি ১৯৫১ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এরপর কর্নেল নাসেরের সরকার তাঁর উপর যুলুম নির্যাতন শুরু করেন। তাঁর উপর অমানসিক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তারই এক সহকর্মী বলেন : "নির্যাতনের পাহাড় তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁকে আগুনে ছাঁকা দেয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, তাঁর মাথার উপর কখনো অত্যন্ত গরম পানি

Dhaka University Institutional Repository

০৮. মাওলানা আবুল আলা মওদূদী [মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.][৭]

০৯. মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী[৮]

১০. শায়খ আবদুল হাদী মক্কী।

আবার কখনো অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানি ঢালা হতো, লাথি, চর, বেত্রাঘাত ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁকে নির্যাতন করা হতো, কিন্তু তিনি ছিলেন ইমান ও ইয়াকীনে অবিচল-নির্ভীক।" ১৯৫৫ সালে বিচারের নামে প্রহসনমূলক পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৬৪ সালে ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের সুপারিশক্রমে মুক্তি পান। এক বছর অতিবাহিত না হতেই ক্ষমতা দখলের অপবাদে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সাথে সহোদর চার ভাই বোন ও বিশ হাজার নেতা কর্মীও গ্রেফতার হন। তবে এসব নির্যাতন জেল-জরিমানা তাঁকে আল্লাহর পথ থেকে সামান্য বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি জেলে বসেও দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিতেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বখ্যাত তাফসির ফি যিলালিল কুরআন রচনা এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতে নাসের সরকারের মন একটুও বিগলিত হয়নি। পক্ষান্তরে নামমাত্র বিচার অনুষ্ঠান করে ১৯৬৬ সালে সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাঁকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হয়। (انا لله وانا اليه راجعون) ইসলামের অকুতভয় সৈনিক সাইয়েদ কুতুব আনন্দ চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে সেদিন ফাঁসির আদেশ মেনে নিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে– ১. তাফসির ফি যিলালিল কুরআন ; ২. আততাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন ; ৩. আল আদালাতুল ইজতিমাইয়া ফিল ইসলাম ; ৪. দারাসাতে ইসলামিয়্যা ; ৫. আসসালামুল আলামী ওয়াল ইসলাম ; ৬. মুশাহিদুল কিয়ামাতি ফিল কুরআন ; ৭. মাআলিম ফিত তারিখ ; ৮. নাহনু মুজতামিউ ইসলামী ; ৯. আলশাতিউল মাজহুল ; ১০. কাফিলাতুর রাকিক ; ১১. হুলমুল ফাজরী ; ১২. আশওয়াক ; ১৩. তিফলে মিনাল কারিয়া ; ১৪. মুদিনাতুল মাশহুর ; ১৫. কাসাদুন দিনিয়াহ ; ১৬. আননাকদুল আদাবী উসুলুহু ওয়া মানহাজাহু ; ১৭. আল আতইয়াফুল আরবাআ ; ১৮. মহিমাতুশ শায়ির ; ১৯. আমেরিকা আল্লাতি রাইয়াতু ; ২০. কিতাব ওয়া শাখসিয়াত ; ২১. হাযাদ দীন ; ২২. মারিকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসমালিয়াহ ; ২৩. আলজাদিদ ফিল মাহফুযাত ; ২৪. খাসায়িসুত তাসাওউর আলইসলামী ; ২৫. মুকাওয়ামাতুত তাসাউর আলইসলামী প্রভৃতি।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইশতিশহাদ ও মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন পৃ. ৩৭৩]

৭. **আবুল আলা মওদূদী ঃ** তিনি ১৯০৩ খ্রি. সালে হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) অর্ন্তগত আওরঙ্গাবাদ শহরের মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সাইয়েদ আহমাদ হাসানের তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসা ফাওকানিয়াতে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি আরবি সাহিত্য, নাহু-সরফ, মানতিক, ফিকহ, ফারাইদ, রসায়ন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সমকালীন আলিমদের থেকেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে মদিনা পত্রিকা এবং পরে তাজ ও আল জমিয়াত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তরজমানুল কুরআন নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পান। ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এর আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে বিশ্ব নন্দিত তাফসির গ্রন্থ 'তাফহিমুল কুরআন' রচনা শুরু করেন। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালে সামরিক আদালতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। আন্দোলনের ফলে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অমর কীর্তি হচ্ছে তাফহিমুল কুরআন। এটি ১৯৪৩ থেকে ১৯৭২ সাল। এই প্রায় ৩০ বছরে লেখা সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে। এছাড়াও আলজিহাদ, সিরাতে সরওয়ারে আলম, পর্দা ও ইসলাম, তরজমায়ে কুরআন মজিদ তাঁর রচনাবলির অন্যতম। *[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাওলানা মওদূদী, একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন]*

৮. **সানাউল্লাহ অমৃতসরী ঃ** তিনি অমৃতসরের অধিবাসী শায়খুল হিন্দের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। আহলে হাদিসের অনুসারী সানাউল্লাহ একজন বিখ্যাত তার্কিক ও লেখক ছিলেন। তিনি তাফসির সানায়ী শিরোনামে একটি তাফসির রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর বেশ কিছু রচনা রয়েছে।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তারিখুত তাফসির, আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী]

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৬

মুফাস্‌সিরদের অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসির করতে চায়, তার পনেরটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে তার পক্ষে তাফসির করা বৈধ হবে না।[১] নিম্নে মুফাস্‌সিরের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পঝেঝর্ক আলোকপাত করা হলো–

এক. علم اللغة বা অভিধান শাস্ত্র ঃ একজন মুফাসসিরের অভিধান শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পারদর্শী তথা অভিধান বিশারদ হওয়া জরুরি। কেননা الفاظ مفردات –এর ব্যাখ্যা এবং مدلولات বা উপলব্ধ অর্থ গঠনের দিক–অভিধান শাস্ত্রের মাধ্যমেই জানা যায়। অভিধানের সাহায্যে বুঝে নেয়া যায় যে, অমুক مفرد বা একক শব্দকে কোন অর্থের জন্য ব্যবহর করা হয়েছে। কুরআনের বিশিষ্ট ভাষ্যকার মুজাহিদ [রা] বলেন :[২]

"لايحل لاحد يؤمن بالله واليوم الأخر ان يتكلم فى كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب."

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য علم اللغة তথা আরবি অভিধানে ব্যুৎপত্তি অর্জন ব্যতীত নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসির করা বৈধ নয়।"

মুফাসসিরের জন্য علم اللغة জানতে হবে। অভিধান দ্বারা সাধারণ জ্ঞান অর্জন জরুরি তা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা অভিধান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তথা একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ, সমার্থবোধক শব্দ, শব্দের উৎস, প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে।[৩]

দুই. علم النحو[৫] বা ব্যাকরণ শাস্ত্র ঃ মুফাসসিরের জন্য علم النحو তথা আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা অত্যাবশ্যক। কেননা ভাষাগত ত্রুটি, আরবি ভাষা লিখন ও পঠনের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশে আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে।[৬]

উহার উদ্ভাবন, বিন্যাস ও বিকাশের কৃতিত্ব বসরা শহরের আরবি ভাষাবিদ পণ্ডিতদের প্রাপ্য। আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভাবক আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী।[৭] আর এই শাস্ত্রের

---

১. সুয়ুতী; *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন,* দিল্লি : এশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, তা: বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪

২. যাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসির,* পাকিস্তান : *এদারাতুল কুরআন,* তা: বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

৩. গোলাম আহমদ হারিরী, *তারিখে তাফসির ওয়াল মুফাসসিরিন,* ফয়সালাবাদ: তাজ কোম্পানী, তা: বি:, পৃ. ২৪২

৫. علم النحو : এর শাব্দিক অর্থ হচেছ- রীতি-নীতির জ্ঞান। তবে প্রচলিত অর্থে এর দ্বারা আরবি ব্যাকরণকে বুঝায়। পরিভাষায় যে শাস্ত্র পাঠ করলে আরবি ভাষা বলতে ও লিখতে পারা যায় এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর শেষের অবস্থা জানা যায়, তাকে ইলমে নাহু (علم النحو) বলে। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শব্দ ও বাক্য كلمة وكلام অর্থের শব্দের বিভিন্ন অবস্থা ও বাক্যের গঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতিই এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আর নির্ভুলভাবে আরবি ভাষা পড়া, বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করা এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। *[দেখা যেতে পারে : হিদায়াতুন নাহু, মুযাক্কিয়াতুন নাহু]*

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩১

৭. আব্দুল আসওয়াদ আদদুআলিকে আরবি ব্যাকরণের আবিষ্কর্তা মনে করা হয়। উমাইয়া রাজবংশের শাসনকালে তিনি বসরায় ইনতিকাল করেন। ব্যাকরণের মূলনীতিগুলো তিনি হযরত আলি [রা]-এর কাছে শিখেছেন। জানা যায়, তিনি হযরত আলি [রা]-এর কাছে যেসব নিয়ম শিখেছিলেন তার কোনটিই প্রকাশ করেননি, যদিও জিয়াদ তাকে এমন কিছু রচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে সেটি জনসাধারণের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং আলকুরআন বুঝার ব্যাপারে তাদের সক্ষম করে তুলতে পারে। তিনি প্রথমে তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন জনৈক পাঠকের কণ্ঠে কুরআনের বাণী : «ان الله برئ من المشركين ورسوله» তিলাওয়াত করার সময় শেষ শব্দ 'রাসুলুহু'-এর স্থলে 'রাসুলিহি' তিলাওয়াত করতে শুনলেন, তখন তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেছিলেন : "আমি কখনো ভাবিনি অবস্থা এত খারাপ হতে পারে।" এরপর তিনি জিয়াদের কাছে ফিরে যান এবং বলেন : "আপনি যা আদেশ করেছেন আমি তাই করবো।" আর এ থেকেই আরবি ব্যাকরণে উদ্ভব হয়। *[দেখা যেতে পারে : আর.এ. নিকলসন, আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১৮]*

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচয়িতা ঈসা ইবনে উমার আস সাকাফী [মৃ.১৪৯/৭৬৬] আরবি ব্যাকরণের বিশাল আয়তনকে শুধু মৌলিক ও প্রাথমিক সূত্রাবলীর মধ্যে ইবনে মালিক [র] তাসহিল গ্রন্থে এবং আল্লামা যামাখশারী [র] মুফাসসাল গ্রন্থে আলোচনা সীমাবদ্ধ করেন।[৮]

আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র এমন যা অবস্থা ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে অর্থের মধ্যেও বিভিন্নতা আসে। অভিধান বিশারদ আবু উবাইদ হাসান আল বসরী[৯] [র] সর্ম্পকে বর্ণনা করেন:[১০]

"انه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قرأته فقال حسن فتعلمها فان الرجل يقرأ الاية فيعي بوجهها فيهلك فيها."

'তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : কেউ যদি আরবি সাহিত্যে এ জন্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করে যে, সে বিশুদ্ধভাবে কথোপকথন করতে পারবে এবং বিশুদ্ধ কিরআত পাঠে সক্ষম হবে–এরূপ মানুষের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন : তাকে আরবির জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন মানুষ কুরআন পাঠ করছে,আর ভুল অর্থ করে নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।"

তিন. علم الصرف বা শব্দ রূপান্তর বিদ্যা ঃ মুফাসসিরদের জন্য علم الصرف বা শব্দ রূপান্তর বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক। কেননা ভাবাগত ত্রুটি ঘটবার পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশে علم الصرف এর সৃষ্টি করা হয়। শব্দের পরিবর্তন, রূপান্তর এবং শব্দের গঠন এ বিদ্যার মাধ্যমেই জানা যায়। আল্লামা যামাখশারী বলেন : আল্লাহ তাআলার বাণী :[১২] «يوم ندعوا كل اناس بامامهم» –এর তাফসির প্রসেজ্ঞ বলেন যে, আয়াতে امام শব্দটি ام বা মা শব্দের বহুবচন। কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে তাদের পিতৃ নামে নয় বরং মাতৃ নামে সম্বোধন করা হবে। এ তাফসির সম্পূর্ণ ভুল, আর এ ভুলের কারণ হলো মুফাসসিরের علم الصرف এ জ্ঞান না থাকা। এই অজ্ঞতার কারণেই امام কে ام–এর বহুবচন মনে করেছেন। ইবনুল ফারিস[১৩] বলেন :[১৪]

---

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.

৯. **হাসান আলবসরী ঃ** প্রথম হিজরি শতকের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, ইমামুল মুফাসসিরীন, ইসলামের অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনের অগ্রসেনানী হাসান আলবসরী ২১/৬৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াদী আলকুরায় প্রতিপালিত হয়ে তিনি পরবর্তীকালে বসরায় বসবাস করেন। সেখানে নৈতিকতা, ধর্মপরায়ণতা বিদ্যাবত্তা এবং বাগ্মিতার জন্য তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। তিনি সাহসিকতার সাথে ইয়াযিদের খিলাফত অস্বীকার করেন। হাদিস বর্ণনায়ও তাঁর খ্যাতি সুপরিব্যাপ্ত। সকলেই বিশ্বাস করেন যে, তাঁর মূল সূত্র আনাস ইবনে মালেক (রা) হলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্তরজন বদরী সাহাবিদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সূফী মতবাদের ক্রমবিকাশে তাঁর স্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে সাংসারিক ভোগ বিলাস অনুপ্রবেশ করলেও তিনি কঠোর সংযম এবং ধর্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। সুফীগণ তাঁকে একজন প্রথম যুগের সুফী হিসাবে গণ্য করেন এবং সুন্নীদের ন্যায় তাঁরাও প্রায়শ: তাঁর মত উদ্ধৃত করেন। মুতাযিলাগণও তাঁকে তাঁদের অন্যতম ব্যক্তি বলে মনে করেন। তিনি ১১০ হি. সালের ১লা রজব, ৭২৮ সালের ১০ অক্টোবর বসরায় ইনতিকাল করেন।

[বি: দ্র : ফিহরিস্ত, পৃ. ১৮৩ : ইবনে সাদ, ৭ম খণ্ড,পৃ. ১৩৩; ইবনে খাল্লিকান, পৃ. ১৫৫]

১০. প্রফেসর গোলাম আহমদ হারিরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

১১. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত,

১২. আলকুরআন, *সূরা ইসরা*, আয়াত : ৭১

১৩. তিনি একজন প্রখ্যাত আরবি অভিধান বিশারদ ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হুসাইন আহমদ। মুজমাল, সাহিবী তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।

১৪. ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

"ومن فاته السعظم (وحد) مثلا كلمة مبهمة فاذا صرفناها اتضحت بمصادرها."

যে ব্যক্তি علم الصرف এর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, সে জ্ঞানের একটি বড় অংশ থেকে অজ্ঞ থেকে গেল। যারকাশীর [র] ভাষ্য মতে :[১৫] কোন ভাষা জানার ক্ষেত্রে علم الصرف এর প্রয়োজনীয়তা علم النحو চেয়েও বেশি, কেননা علم الصرف–এর মধ্যে কোন শব্দের মূল সত্তার প্রতি লক্ষ্য করা হয় আর علم النحو তে গুরুত্ব দেয়া হয় এর আনুষজ্গিক বিষয়ের উপর। সুতরাং তাফসিরের জন্য এই শাস্ত্র অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন।

চার. علم الاشتقاق **বা শব্দ উৎস বিদ্যা ঃ** মুফাসসিরদের জন্য علم الاشتقاق–এর উপর জ্ঞানার্জন বাঞ্ছনীয়। কেননা এই শাস্ত্রের সাহায্যে কোন শব্দের উৎসগত অর্থ থেকে বিভিন্ন অর্থ কিভাবে নির্গত হয় তা জানা যায়। কোন اسم বা বিশেষ্য যখন দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মূলধাতু (مادة) থেকে নিষ্পন্ন হয় তখন তার অর্থও ভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ مسح শব্দকে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ শব্দটি কি سياحة মূলধাতু থেকে এসেছে না مسح থেকে এসেছে? যদি سياحة থেকে আসে তবে এর অর্থ হবে 'ভ্রমণকারী'। আর مسح থেকে আসলে এর অর্থ হবে 'স্পর্শকারী' অর্থাৎ যার স্পর্শে রোগী আরোগ্য লাভ করে। অর্থের এই যে ভিন্নতা তা মূলত اشتقاق বা উৎস ভিন্ন হওয়ার কারণেই। علم الاشتقاق সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে কুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে শব্দের মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব। এ জন্যেই এই বিদ্যাকে মুফাসসিরদের জন্য অত্যাবশ্যক করা হয়েছে।[১৬]

আলকুরআনে আল্লাহ বলেন :[১৭] «واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا»

«واقسطوا ان الله يحب المقسطين»

প্রথম আয়াতের 'قسط' শব্দটি ثلاثى مجرد বা তিন বর্ণের বিশেষ বাব–এর শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে– যুলুম বা অত্যাচার।

দ্বিতীয় আয়াতে اقسطوا। শব্দটি বাবে ইফয়াল (اقساط) বা তিন বর্ণে সীমাবদ্ধ নয় এমন বাব থেকে এসেছে। যার অর্থ ইনসাফ বা ন্যায় বিচার। এখানেও اشتقاق তথা বাব ভিন্নতার কারণে একই শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচার থেকে ন্যায়–বিচারে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৮]

পাঁচ. علم القرأت **বা পঠন বিদ্যা ঃ** মুফাসসিরদের জন্য علم القرات তথা পঠন বিদ্যায় জ্ঞান থাকা জরুরি। যে শাস্ত্রে আলকুরআনের শব্দসমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি, আয়াতসমূহের পঠনরীতির সম্পর্কে যে মতবিরোধ বিদ্যমান তা জানা যায়, তাকে علم القرأت বলে।[১৯] তাফসির রচনার জন্য এই বিদ্যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লামা সুয়ুতী [র] বলেন :[২০]

400503

১৫. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭

১৬. ড. যাহাবী, [রা], প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

১৭. আলকুরআন, সূরা জ্বিন, আয়াত : ১৫; সূরা হুজুরাত, আয়াতাংশ : ৯; "অত্যাচারীরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে" "ন্যায় বিচার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন।"

১৮. যারকাশী, *আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন, বৈরুত: দারুল জিল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

১৯. আবদুল আযিম যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৮ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

২০. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা উম্মাতের জন্য ফরযে কিফায়া। এই বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আবু আমর ইবনুল আলা আলবসরী [মৃ. ১৫৪/৭৭০]। তবে আল্লামা সুয়ুতীর [র] মতে, হারুন ইবনে মুসা আলআওয়ার সর্বপ্রথম এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। তিনি লিখেন :[২১]

"وهو اول من تتبع وجوه القرات والفها وتتبع الشاذ منها وبحث على اسناده"

ছয়. اسباب النزول **বা শানে নুযুল সম্পর্কীয় বিদ্যা ঃ** মুফাসসিরের জন্য শানে নুযুল[২২] সম্পর্কীয় বিদ্যা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যা। এ বিদ্যায় মুফাসসিরকে পারদর্শী হতে হয়। কুরআনের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গাম ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য শানে নুযুল সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞানার্জন করা একটি অপরিহার্য শর্ত। এর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লামা যারকানী [র] বলেন :[২৩] "শানে নুযুল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে খুব সহজে শরিআতের বিধি-বিধানসমূহের অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন আল্লাহর বাণী :[২৪] "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না।"

এ আয়াতখানির শানে নুযুল জানা না থাকলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআনে যেখানে মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, সেখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেতে নিষেধাজ্ঞার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের জবাব উক্ত আয়াতের শানে নুযুলের মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আলি [রা] বলেন, ইসলামে মদপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে কোন একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ [রা][২৫] কয়েকজন সাহাবিকে খাওয়া-দাওয়ার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে আরবদের ঐতিহ্য অনুযায়ী সবাই মদপান করেছিলেন। এরই মধ্যে নামাযের সময় সমাগত হলে এক সাহাবি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ইমামতি করেন এবং কিরআত পড়তে গিয়ে ভুল করেন। তখন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উপরোক্ত আয়াতখানি নাযিল হয়।[২৬]

শাহ ওয়ালি উল্লাহ [র][২৭] মুহাদ্দিসে দেহলভি (র) বলেন :[২৮] যেসব হাদিস ও রেওয়ায়াত প্রকৃতপক্ষেই আয়াত ও সুরার শানে নুযুল হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে সেগুলোর পূর্ণ জ্ঞানার্জন

---

২১. প্রাগুক্ত

২২. আলকুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমিতে বিদ্যমান যে ঘটনা বা প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আয়াত নাযিল হয়, তাই শানে নুযুল।

২৩. যারকানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

২৪. আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত: «ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى»

২৫. **আবদুর রহমান ইবনে আওফ [রা] ঃ** আশারা মুবাশশারার সদস্য, রাসুলের (স) সাহাবি আবদুর রহমান রাসুলুল্লাহর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আবদু আমর ও আবদু কাবা তাঁর জাহেলী যুগের নাম। তিনি আমুল ফিল বা হাতির বছরের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর [রা]-এর সাথে গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। মক্কা থেকে হাবশায় আবার মক্কা থেকে মদিনায় এই দুইবার হিজরত করার কারণে তাকে *সাহিবুল হিজরাতাইন* বলে। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনাও করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি ৩১ টি আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি ৩২ হিজরি সালে ৭৫ বছর, মতান্তরে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (স) থেকে সরাসরি এবং উমার [রা] থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। *[বি: দ্র: কান্দলুভী, হায়াতুস সাহাবা]*

২৬. হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনু কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ১ম খণ্ড দ্র:

২৭. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় দ্র:

২৮. শাহওয়ালী উল্লাহ, *আলফাওযুল কাবির,* পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

করা মুফাসসিরের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। এতদসম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান ব্যতীত তাফসির শাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করা কোন মতেই জায়িয হবে না।

তিনি আরো বলেন :[২৯]

"وانما شرط المفسر امران : الاول ما تعرض به الايات من القصص والثانى ما يختص العام من القصة او مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر فلا يتسر المقصود من الايات بدونها"

"মুফাসসিরদের দু'টি বিষয়ে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য শর্ত। প্রথমটি হচ্ছে– ঐসব ঘটনা যেগুলোর প্রতি কুরআনের আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে পর্যন্ত এসব ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন না হবে, সে পর্যন্ত কুরআনের আয়াতসমূহের ইঙ্গিত উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– কুরআনে বর্ণিত কোন ঘটনায় অনেক সময় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ আয়াতের শানে নুযুল দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সেই আয়াতে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়। এভাবে অনেক সময় আয়াতের বাহ্যিক অর্থে সে বিষয়টি অনুমিত, প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য না হয়ে অন্য কোন বিষয় উদ্দেশ্য হয়। এ ধরনের সকল রেওয়ায়াত ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ব্যতীত কুরআনের মর্মোদ্ধার করা বেশ কঠিন।

শানে নুযুলের উপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] শিষ্য হযরত ইকরামা [র] [মৃ. ১০৭/৭২৫] এই গ্রন্থে তিনি তাঁর ওস্তাদ থেকে শ্রুত যাবতীয় তথ্য সংযোজন করেছেন।[৩০]

সাত. علم البيان বা ভাব প্রকাশের বিদ্যা ঃ মুফাসসিরদের জন্য ইলমে বয়ানে[৩১] পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। কেননা এ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য বক্তব্যকে বিভিন্ন পন্থতিতে প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ কোন পন্থতি শব্দের অর্থকে সরাসরি প্রকাশ করবে আর কোন পন্থতি সরাসরি অর্থ প্রকাশ করবে না বরং বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা প্রকাশ পাবে, তা এ বিদ্যার মাধ্যমেই জানা যায়। তাই এ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া মুফাসসিরের জন্য বাঞ্ছনীয়।

আট. علم البديع বা বদী বিদ্যা ঃ মুফাসসিরের জন্যেও ইলমুলবাদীতে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। আলকুরআনের বিভিন্ন রূপ রচনা সৌন্দর্য আরবি ভাষায় যা বালাগাত[৩২] নামে পরিচিত হয়ে

---

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১৩

৩১. ইলমে বয়ান (علم البيان) -এর ইলম (علم) অর্থ জানা,বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। আর বয়ান (البيان) অর্থ বর্ণনা দেয়া বা প্রকাশ করা। অতএব এর সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে- ভাব প্রকাশের জ্ঞান বা বিদ্যা। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়, বয়ান এমন এক বিদ্যার নাম, যার প্রতি লক্ষ্য রাখলে একটি ভাব ও বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিবৃত করা যায়।
[আহমাদ হাশেমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ৩১]

৩২. **বালাগাত ঃ** বালাগাত (البلاغة) শব্দের অর্থ পৌছা বা শেষ প্রান্ত। অর্থকে পূর্ণতায় পৌছে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় ইহা এমন একটি বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে বক্তা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী ভুল-ত্রুটি ছাড়া বক্তব্য উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়। আরবি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দাবলীর অর্থসমূহ নিয়ে আলোচনা করা এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।
[বি: দ্র: আহমাদ হাশেমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ৩১]

Dhaka University Institutional Repository

থাকে এবং উহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরবি ভাষায় যা ইজায[৩৩] নামে পরিচিত। এর পর্যালোচনার প্রয়োজনে যে তিনটি বিদ্যা উৎপত্তি ঘটেছে তন্মধ্যে ইলমুল বাদী[৩৪] অন্যতম। এ বিদ্যায় ভাষার শব্দালংকার ও অর্থালংকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রটি ইলমুল বায়ান ও ইলমুল মাআনীর[৩৫] আনুষঙ্গিক শাস্ত্র বলে পরিগণিত হয়।[৩৬] তাফসিরকারদের জন্য এ বিদ্যা অর্জন করা অত্যাবশ্যক ।

নয়. **علم المعانى বা উদ্দেশ্যগত বিদ্যা ঃ** মুফাসসিরের জন্য ইলমুল মাআনী বিষয়ে দক্ষ হওয়া জরুরি। আলকুরআনের একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা সৌন্দর্য ও বর্ণনা-সৌকর্য প্রমাণিত করার উদ্দেশ্য ইলমুল মাআনীর উদ্ভব হয়। এ বিদ্যা দ্বারা আরবি শব্দে ঐ অবস্থা জানা যায়, যার কারণে শব্দগুলোকে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক করা হয় অতপর বাক্যের আকৃতি ভিন্ন হওয়ার কারণে পরিবর্তন হয়ে থাকে।[৩৭] তাফসির করার জন্য এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

দশ. **علم الناسخ والمنسوخ বা নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত বিদ্যা ঃ** মুফাসসিরকে নির্ভুল তাফসির করার জন্য নাসিখ-মানসুখ[৩৮] বিদ্যায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ বিদ্যার মাধ্যমে

---

৩৩. **ইজায ঃ** ইজায (اعجاز) শব্দটি আজয (عجز) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ কোন কিছু করতে অক্ষম বা অপারগ হওয়া। যেহেতু অনন্য আলকুরআনের উপর নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সুউচ্চ হর্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এর ভাবধারা ও রচনারীতিকে আয়ত্তাধীনে আনা পৃথিবীর মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত, তাই এই অতুলনীয় পদ্ধতিকে বলা হয় 'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের অলৌকিকতা। ইজাযের এই পরিভাষার উদ্ভব কখন কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা বেশ মুশকিল। তবে একথা সত্য যে, এটা কোন মনুষ্য আবিষ্কৃত বিষয় নয়। হিজরি ১ম ও ২য় শতকে ইজায শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। হিজরি ৩য় শতকের প্রথম ভাগে আলি বিন যায়ন 'আততাবারী 'আলউসলুব আল বালাগাহ' নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তবে এ গ্রন্থের কোথাও তিনি ইজায শব্দটি ব্যবহার করেননি। সম্ভবত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [মৃ. ২৪১ হি.] সর্বপ্রথম নবি-রাসুলদের জন্য মুজিযা শব্দের ব্যবহার করেন। ইবনে ইয়াযিদ আলওয়াসেতী [মৃ. ৩০৬ হি.] তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ইজাযুল কুরআন' নামক গ্রন্থে ইজায শব্দের ব্যবহার করেন। এরপর থেকে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেহেতু পুন:পুন: চ্যালেঞ্জ ঘোষণা সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করতে নিখিল বিশ্বের জিন ও ইনসান অপারগ হয়েছে এবং আরবি ভাষায় একেই বলা হয়েছে 'فهم يعجزون عنه' তাই আল্লামা তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] উক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন 'ইজায' শব্দকে। আলকুরআনের এই বাকপদ্ধতি ও রচনাশৈলীই শুধু অনুকরণীয় এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠলো, তখন তার সমালোচনা শাস্ত্রের সীমাবদ্ধগণ্ডী অতিক্রম করে গেলো। বস্তুত এই বাকপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সাহিত্য বিচারকগণ যে বিশাল সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্ট করেছেন, তারই নাম হচ্ছে 'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের আলংকারিক অসাধারণত্বের বিচার।

[বি: দ্র: ইজাযুল কুরআন, ইমাম বাকিল্লানী]

৩৪. **ইলমুল বাদী ঃ** بديع এ শব্দটি بدع الشئ থেকে এসেছে। কোন নমুনা ছাড়া নির্মাণকে بديع বলে। এটি কখনো اسم فاعل অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী : «بديع السموات والارض» সুরা আনআম আয়াত: ১০১, বাকারা আয়াত : ১১৭ পরিভাষায় بديع বলতে বুঝায় : هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التى تزيد الكلام حسنا وطلاوة بهاء ورونقا بعد مطابعته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. *[বি: দ্র: জাওয়াহিরুল বালাগাহ, পৃ. ২৫-২১৬]*

৩৫. **ইলমুল মাআনী ঃ** এখানে ইলম (علم) অর্থ জ্ঞান, অবগত হওয়া, উপলব্ধি করা। আর মাআনী (معانى) শব্দটি মানা (معنى) এর বহুবচন। অর্থ উদ্দেশ্য বা যার উপর শব্দ পতিত হয়। সম্মিলিত অর্থ উদ্দেশ্যগত জ্ঞান। পরিভাষায় ইহা এমন একটি বিদ্যার নাম যা দ্বারা আরবি শব্দের ঐ অবস্থাসমূহ জানা যায়, যার মাধ্যমে অবস্থার চাহিদানুযায়ী শব্দ ব্যবহার করা যায়।

[বি: দ্র: আহমাদ হাশেমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ৩১]

৩৬. কুরআন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

৩৭. আহমাদ হাশেমী, *জাওয়াহিরুল বালাগাহ,* বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ৩১

৩৮. **নাসিখ-মানসুখ ঃ** নসখ (نسخ) শব্দের অর্থ বাতিল করা, পরিবর্তন করা, স্থলাভিষিক্ত করা, স্থানান্তর করা। পরবর্তী শরয়ি দলিল দ্বারা পূর্ববর্তী হুকমে শরয়ি রহিত করাকে নসখ বলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে সেটি নাসিখ আয়াত, আর যে আয়াতকে রহিত করা হয় সেটি মানসুখ আয়াত। আলকুরআনের ৪৩টি সুরায় কোন নাসিখ-মানসুখ আয়াত নেই। ৩৫টি সুরায় শুধু মানসুখ আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য নসখের বিধান নির্দিষ্ট করেছেন। এ বিধান অন্য কোন উম্মাতের উপর প্রচলিত ছিল না। এ বিধানে বান্দার নানাবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা বিদ্যমান। শরিআতের বিধান সহজ করা, যুগোপযোগী নির্দেশ প্রদান করা এসব উপকারিতার মধ্যে অন্যতম।

[দেখা যেতে পারে : সুয়ুতী, আলইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ ২৭]

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের কোন আয়াত মুহকাম এবং কোন আয়াত মুহকাম নয়, তা জানা যায়। নাসিখ ও মানসুখের জ্ঞান ব্যতীত মুফাসসির তাফসির করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে মুফাসসির মানসুখ আয়াতের বিধান কার্যকর করবেন, যা নি:সন্দেহে গোমরাহীর কাজ। এতে যেমন মুফাসসির নিজে ভ্রান্ত হবেন তেমনি অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করার দায়ে পরকালে দায়ী হবেন, যা কারোরই কাম্য নয়। আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতীর [র] মতে, কুরআনে মোট উনিশটি মানসুখ আয়াত রয়েছে।[৩৯] তবে শাহ ওয়ালি উল্লাহর [র] মতে পাঁচটি।[৪০]

এগার. علم القصص বা কাহিনী শাস্ত্র ঃ আলকুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী ও ঘটনাবহুল বর্ণনাকে ইলমুল কাসাস বলে। এ সমস্ত কাহিনীতে হক ও বাতিলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং আল্লাহর অনুসারী ও শয়তানের অনুগতদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ মানব জাতির পথ নির্দেশনার উদ্দেশে উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের মৌলিক বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে; অধিকন্তু অতীত জাতিসমূহের সৎ ও অসৎ কাজের পরিণাম ও পরিণতিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।[৪১] মুফাসসিরের জন্য এ জ্ঞানের আবশ্যকতা এ জন্যে যে, এর দ্বারা কোন আয়াতের অস্পষ্ট বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বাপর ঘটনা জানা না থাকলে তাফসির করতে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয়।

বার. علم اصول الفقه বা উসূল শাস্ত্র ঃ উসূলে ফিকহ[৪২] সম্পর্কে জ্ঞানার্জন মুফাসসিরের জন্য

---

৩৯. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২

৪০. (১) «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرن الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين»
[আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৮০]

(২) «ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون»
[আলকুরআন, *সূরা আনফাল*, আয়াত : ৬৫]

(৩) «لا يحل النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن»
[আলকুরআন, *সূরা আহযাব*, আয়াত : ৫২]

(৪) «يايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذالك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم»
[আলকুরআন, *সূরা মুজাদালাহ*, আয়াত : ১২]

(৫) «يايها المزمل . قم الليل الا قليلا- نصفه او انقص منه قليلا» [আলকুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল*, আয়াত : ১-৩]

৪১. ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৮

৪২. **উসূলে ফিকহ ঃ** اصول الفقه-এর উসূল (اصول) শব্দটি 'আসল' (اصل) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মূল, ভিত্তি, উৎপত্তিস্থল, শিকড়, ধাতু ইত্যাদি। অর্থাৎ যে বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাকে আসল বলে। ইংরেজিতে একে Root, Foundation, Reason, original. বলে; তবে পরিভাষায় আসল (اصل) শব্দটি প্রমাণ (الدليل); সাধারণ নিয়ম (القاعدة العامة); অগ্রগণ্য (الراجع); ও পূর্বাবস্থা বা স্বভাব (الاستصحاب) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ফিক্‌হ (الفقه) শব্দের অর্থ গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্মজ্ঞান, ব্যুৎপত্তি সূক্ষ্মদর্শিতা। পারিভাষিক অর্থ ইসলামি শরিআত সম্পর্কিত জ্ঞান, গবেষণার সাহায্যে ইসলামি শরিআতের বিধানসমূহ তার উৎস থেকে নির্গত করার শাস্ত্র, ইসলামি আইন শাস্ত্রের সমষ্টি। অতএব উসূলে ফিক্‌হ (اصول الفقه) অর্থ আইন শাস্ত্রের ভিত্তি, আইনের মূলনীতি বা আইন তত্ত্ব। পরিভাষায় উসূলে ফিক্‌হ এমন কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করার নাম, যা দ্বারা মানুষ ফিক্‌হ শাস্ত্রের হুকুমসমূহকে উহাদের বিস্তারিত প্রমাণাদি দ্বারা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী বলেন : যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে ফিকহ শাস্ত্রের সকল শাখা সম্পর্কে এবং তার অনুকূলে প্রদত্ত দলিল-প্রমাণ, তার অবস্থা ও তা প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাকে উসূলে ফিক্‌হ বলে। মুহিব্বুল্লাহ ইবনে আবদুস শাকুর বিহারী [মৃ. ১১১৯ হি.] বলেন : যে নীতিমালার জ্ঞান ফিক্‌হ শাস্ত্রের আইনসমূহ দলিল-প্রমাণ দ্বারা উদঘাটন করতে সাহায্য করে তাকে উসূলে ফিক্‌হ বলে। বাদরান আবুল আয়নাইন বলেন : উসূলে ফিক্‌হ এইরূপ কতকগুলো মূলনীতি এবং প্রতিপাদ্যের সমষ্টি যেগুলোর সাহায্যে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরিআতের ব্যবহারিক বিধান নির্গত করা হয়। শরিআতের মূল উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত দলিল-প্রমাণসমূহ এবং কিভাবে ঐ সকল দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা দলিল-প্রমাণ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে অগ্রাধিকার নির্বাচন করা হয়েছে সে সকল বিষয় অধ্যয়নই উসুলে ফিক্‌হ-এর আলোচ্য বিষয়। *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী, আলমাহসুল ফি ইলমি উসুলিল ফিক্‌হ; ড. তাহা জাবির আলওয়ানী, রিয়াদ; ইমাম ইবনে সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৯ হি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪; আহমদ মোল্লাজিউন, নুরুল আনওয়ার]*

Dhaka University Institutional Repository

জরুরি। কেননা এই মূলনীতি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কুরআনের আয়াত থেকে মাসআলা-মাসায়িল ও হুকুম-আহকাম উদ্ভাবন করা হয়।

এর দ্বারা হুকুম-আহকাম ও কিয়াসী[৪৩] মাসায়িলের উপর দলিল কায়েমের পদ্ধতি জানা যায়। এছাড়াও এর দ্বারা আম,[৪৪] খাস,[৪৫] আমর,[৪৬] নাহী[৪৭] ইত্যাদি বিষয়েও অবগত হওয়া যায়। আর এসবই তাফসিরের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে অজানা থাকলে তাফসির করা যায় না।

তের. علم الاحاديث **বা হাদিস অভিজ্ঞান :** মুফাসসিরের জন্য হাদিস অভিজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক। কেননা সাহাবিগণের কাছে কোন আয়াতের মর্ম অস্পষ্ট মনে হলে রাসুলের (স) কাছে সে আয়াতের তাফসির জানতে চাইতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্পষ্ট আয়াতের তাফসির করতেন। যেমন-[৪৮]

عن عدى بن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى.

এছাড়াও হাদিস কুরআনের মুজমাল[৪৯] ও মুবহাম স্থানসমূহের তাফসির করে থাকে। আর

---

৪৩. **কিসাস :** কিসাস আরবি শব্দ। এর অর্থ ন্যায্য বদলা, প্রতিশোধ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে স্বেচ্ছায় অন্যায় হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যার ইসলামি বিধানকে কিসাস বলে। আলকুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- "নর হত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধানকে বিধিবদ্ধ করা হল।"

ইসলাম শান্তি ও ন্যায়বিচারের ধর্ম। যে কোন জুলুম অত্যাচারের প্রতিকারে ইসলাম আপোষহীন। জীবনের নিরাপত্তার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দানের জন্য ইসলাম নরহত্যাকে কঠোর পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং একটি নরহত্যা বা জীবনহানিকে গোটা মানবতাকে হত্যার নামান্তর বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং কেউ যদি সজ্ঞানে নরহত্যা করে তাহলে ইসলামের নির্দেশ হল হত্যাকারীকেও হত্যা করতে হবে। তবে এ হত্যার বদলা বা কিসাস কার্যকর করার অধিকারী ইসলামী আদালত। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ইচ্ছে করলে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। তবে তারা কিসাস না নিয়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করেও দিতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে কিসাসের বিধান কঠোর কিংবা অমানবিক মনে হতে পারে। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে এটাই নরহত্যার যথাযথ প্রতিফল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত।" নরহত্যার বিনিময়ে যদি প্রকাশ্য দিবালোকে একটি কিসাস কার্যকর করা যায় তাহলে হাজার খুনীর রক্তনেশা স্তিমিত হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। ইসলামের দণ্ডবিধি কার্যকর আছে বলেই সউদি আরবে খুন খারাবির ঘটনা সবচেয়ে কম। ইসলামের এ বিধানের অনুপস্থিতিতে আজ সারা বিশ্বে হত্যার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।

৪৪. **আমঃ** আম ঐ শব্দকে বলে, যা একই প্রকৃতিভুক্ত একাধিক শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে।

[বি: দ্র: আলওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহ, পৃ. ৩০৫]

৪৫. **খাস :** খাস ঐ শব্দকে বলে, যা এককভাবে একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে। *[বি: দ্র : নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৬৭]*

৪৬. **আমর :** বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে অন্য কাউকে 'তুমি কর' বলে সম্বোধন করাকে আমর বলে।

[বি: দ্র : নুরুল আনওয়ার, পৃ. ১০২]

৪৭. **নাহী :** বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে অন্যকে 'করনা' বলে সম্বোধন করাকে নাহী বলে।

[বি: দ্র : নুরুল আনওয়ার, পৃ. ১০৫]

৪৮. সহিহ বুখারী, তাফসির অধ্যায় দ্র:

৪৯. **মুজমাল :** মুজমাল (مجمل) এমন বক্তব্যকে বলে যার মধ্যে বহু অর্থের সম্ভাবনার কারণে প্রকৃত অর্থ এমন সন্দেহপূর্ণ ও জটিল হয়ে পড়ে যে, যা নিছক সাধারণ ভাষ্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। বরং প্রথমে জিজ্ঞাসা, অন্বেষণ ও চিন্তা-ভাবনার পর উদ্দিষ্ট অর্থ বোধগম্য হয়। যেমন আল্লাহর বাণী : «ان الانسان خلق هلوعا» এ আয়াতে هلوعا শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে বুঝা যায় না, কেননা এ শব্দটি মুজমাল। কিন্তু পরবর্তী আয়াত «اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا» দ্বারা এর অর্থ বোঝা যায়।

[দেখা যেতে পারে মোল্লাজিউন, নুরুল আনওয়ার, পৃ. ১২]

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণেই মুফাসসিরের علم الحديث সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা ইলমুল হাদিস ব্যতীত কুরআনের তাফসির কল্পনা করা যায় না।

চৌদ্দ. علم الكلام বা কালাম শাস্ত্র ঃ নির্ভুল তাফসির করার জন্য মুফাস্‌সিরের জন্য ইলমুল কালামে[৫০] ব্যুৎপত্তি অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

পনের. علم الدونى বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ঃ আল্লামা সুয়ুতী এ জ্ঞানটি মুফাসসিরদের জন্য অপরিহার্য বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে :[৫১] হতে পারে আপনার স্মরণে একথা গুমরে মরবে, এ ধরনের জ্ঞানের সম্পৃক্ততা তো কেবল আল্লাহ প্রদত্ত। এ ক্ষেত্রে মানুষের কী বা থাকতে পারে। এর প্রত্যুত্তরে বলতে হয়, আপনার এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। এ জ্ঞানার্জনের উপায় অবশ্যই আছে, আর তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করা।

আল্লামা যারকাশী বলেন:[৫২] তখনই কোন মানুষের উপর প্রকাশিত হয়, যখন তার মন–মানসিকতা সকল বিদআত, হিংসা–বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তির দাসমুক্ত এবং দুনিয়া বিমুখিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। কেউ যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে বা দুর্বল ঈমানের অধিকারী হয় অথবা কোন অজ্ঞ মুফাসসিরের ভাষ্য বিশ্বাস করে, যা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির উপর দৃঢ়চিত্ত থাকে, এমতাবস্থায় তার উপর আল্লাহর ওহির ভেদ কোনভাবেই প্রকাশিত হতে পারে না, এসবই হচ্ছে অন্তরায়। তবে কোনটি বেশি কঠিন কোনটি শক্ত।

যে ব্যক্তি অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী আমল করে সে ব্যক্তি এই علم الدونى তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হন। আল্লাহ বলেন :[৫৩] "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন।"

---

৫০. **ইলমুল কালাম ঃ** কালম (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বাণী। পরিভাষায় যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামি আকিদা ও ঈমান সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে ইলমুল কালাম (علم الكلام) বা কালাম শাস্ত্র বলে। ইহাকে ইলমে আকাইদ বা ইলমে তাওহিদও বলে। ইহাকে ইলমে কালাম এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণীকে কেন্দ্র করে এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। অথবা, আল্লাহ তাআলার কালামই এই শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। আর ইলমে তাওহিদ এই জন্যে বলা হয় যে, এই শাস্ত্রে তাওহিদ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ-ই-এই শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইলমে আকাইদ নামকরণ উহার প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। কেননা ইসলামি আকাইদ ও ঈমানই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কালাম শাস্ত্রকে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র বলা হয়েছে। কেননা ঈমান ও আকিদা যেমন ধর্মের মূল ভিত্তি, তেমনি ঈমান ও আকিদা সম্পর্কীয় শাস্ত্রও সকল শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাই উহা সকল শাস্ত্রের উর্ধ্বে। মাওয়াকিফ ও আকাইদে নাসাফী এই শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ।

[বি: দ্র: ইসলামী বিশ্বকোষ]

৫১. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৮২ «واتقوا الله يعلمكم الله»

Dhaka University Institutional Repository

আলআদওয়াতুল মুফাসসির

আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ বাণীসমষ্টি। আর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে পরিভাষাগত দিক থেকে তাফসির বলে। ইসলামি জীবন পরিচালনার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা তাফসিরের জ্ঞান ব্যতীত কুরআন মজীদের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করা যায় না। বলা যায়, তাফসির সকল বিদ্যার মূল বা চাবিকাঠি স্বরূপ। যা মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। আর এই তাফসিরে পান্ডিত্য বা পারদর্শিতা অর্জন করার জন্য এমন কিছু বিষয় আছে যা একজন মুফাসসিরের জানা অত্যাবশ্যক। এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন ছাড়া যথার্থ তাফসির করা সহজসাধ্য নয়। ادوات المفسر এমনই একটি বিষয়। যে বিষয় জ্ঞান রাখা ব্যতীত সঠিক তাফসির করা অসম্ভব। ادوات বা সরঞ্জাম হলো حرف ও এর সাদৃশ্যপূর্ণ ظرف فعل , اسم সমূহ। আল্লামা সুয়ুতী আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়ে যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. الهمزة বা হামযা। এটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন (ক) الاستفهام বা প্রশ্নবোধক অর্থে। আল্লাহর বাণী :
الم نشرح لك صدرك ১ ; (খ) نداء قريب বা নিকটবর্তী আহ্বান অর্থে। আল্লাহর বাণী : [২]

২. احد তা واحد শব্দ হতে اسم اكمل যথা– أيحسب ان لن يقدر عليه احد [৩]

৩. اذ তা اسم ظرف زمان যথা– فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا [৪]

৪. أذا তা مفاجاة (আশ্চর্য) ও غير مفاجاة উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।
যথা : فالقها فاذا هى حية تسعى [৫]

৫. إذن তা اسم ظرف جزاء এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা– ان يأتنى اذن اليك [৬]

৬. أف এ শব্দটি অস্থিরতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা– فلا تقل لهما اف [৭]

৭. أل তা اسم موصول بمعنى الذى معرفة ও زائده এ তিনভাবে ব্যবহৃত হয়।
যথা : الزيد الضارب (الذى ضرب) كاكما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول [৮]

৮. الا (بالفتح والتخفيف) তা تخصيص وتنبيه ও غرض অর্থে ব্যবহৃত হয়।
যথা : الا انهم هم السفهاء [৯]

---

১. আলকুরআন, *সূরা আলামনাশরাহ*, আয়াত : ১
২. আলকুরআন, *সূরা যুমার*, আয়াত : ৯
৩. আলকুরআন, *সূরা বালাদ*, আয়াত : ৫
৪. আলকুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত: ৪০
৫. আলকুরআন, *সূরা তাহা*, আয়াত : ২০
৬. সুয়ুতী *আলইতকান*, দিল্লী : ইশাআতে ইসলাম কুতুব খানা
৭. আলকুরআন, *সূরা ইসরা*, আয়াত : ২৩
৮. আলকুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল*, আয়াত : ১৫
৯. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

৯. ألا (بالفتح والتشديد) তা حرف تخصيص যথা– الا يسجد

১০. إلا (بالكسر والتشديد) তা حرف استثناء যথা– فشربوا

১১. الان তা اسم زمان حاضر যথা– الان حقف الله عنكم [১০]

১২. إلى তা حرف جار যথা– اتموا الصيام إلى الليل [১১]

১৩. اللهم তা মূলতঃ يا الله ছিল। حرف ندا –কে বিলোপ করে তার পরিবর্তে শেষে ميم مشدد নেয়া হয়েছে, যথা– اللهم اغفرلى

১৪. أم এটি حرف عطف তা متصلة ও منقطعة দু ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– ألهم ارجل يمشون بها ام لهم أيد يبطشون بها، أأنذرتهم ام لم تنذرهم [১২]

১৫. أما (بالفتح والتشديد) ঃএটি حرف شرط যথা– فاما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم [১৩]

১৬. إما (بالكسر والتشديد) ঃ এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. ابهام যেমন– واخرون مرجون لامر الله امايعذبهم واما يتوب عليهم [১৪]

খ. تخيير যেমন– اما أن تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا [১৫]

১৭. أن (بالكسر والتخفيف) তা, কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. شرط যেমন– ان ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف [১৬]

খ. نافية যেমন– ان الكافرون إلا فى غرور [১৭]

গ. زائده যেমন– ما ان ذهبنا

ঘ. تعليل (কারণ বর্ণনা করা) যথা– اتقوا الله ان كنتم مؤمنين [১৮]

১৮. أن (بالفتح والتخفيف) তা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. مصدر যথা– وان تصوموا خيرلكم [১৯]

খ. مفسره যথা– فاوحينا اليه ان اصنع الفلك بأعيننا [২০]

গ. زائده যথা– ولما ان جاءت رسلنا [২১]

ঘ. شرطية যথা– خرجوا عليه ان تضل احداهما ان صدوكم عن المسجد الحرام

ঙ.তাশদীদ হতে তাখফীফ যথা– أفلايرون ان لايرجع اليهم قولا علم ان سيكون [২২]

---

১০. আলকুরআন, *সুরা আনফাল*, আয়াত : ৬৬
১১. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৭
১২. আলকুরআন, *সুরা ইয়াসিন*, আয়াত : ১০
১৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৬
১৪. আলকুরআন, *সুরা তওবা*, আয়াত : ১০৬
১৫. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৮৬
১৬. আলকুরআন, *সুরা আনফাল*, আয়াত : ৩৮
১৭. আলকুরআন, *সুরা মুলুক*, আয়াত : ২০
১৮. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ৫৭
১৯. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৪
২০. আলকুরআন, *সুরা মু'মিনুন*, আয়াত : ৩৮
২১. আলকুরআন, *সুরা আনকাবুত*, আয়াত : ৩৩
২২. আলকুরআন, *সুরা তাহা*, আয়াত : ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯. إن (بالكسر والتشديد) ঃ তা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

ক. تاكيد ও تحقيق যেমন– ان الله غفور رحيم [২৩]

খ. تعليل যেমন– استغفروا الله ان الله غفور رحيم [২৪]

গ. نعم (হাঁ) অর্থে যেমন– إن هذان لسان حران

২০. ان (بالفتح والتشديد) এটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন–

ক. تاكيد অর্থে যথা– ليعلموا ان الله على كل شئ قدير

খ. لعل অর্থে যথা– وما يشعركم انها اذا جاءت لايؤمنون

২১. انى তা استفهام ও شرط –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– انى يحيى هذه فانى يؤفكون

২২. "ا" এটি হরফে জার। তা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

ক. شك বা সন্দেহ যেমন– قالوا لبثنا يوما اوبعض يوم

খ. الابهام على السامع যেমন– وانا اواياكم لعى هدى اوفى ضلال مبين

গ. التخيير بين المعطوفين যেমন– فكفارته اطعام عشرة مساكين اوكسوتهم [২৫]

২৩. اولى যথা– اولى لك فأولى [২৬]

২৪. اى (بالكسر والسكون) এটি نعم–এর উত্তরে ব্যবহৃত হয়।যথাঃ ويستنبؤنك أحق هو قل إى وربي[২৭]

২৫. أى (بالفتح والتشديد) তা কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. شرطية যথা– والحسنى فله الاسماء تدعوا ايا ما عدوان على فلا قضيت ايماالاجلين [২৮]

ক. استفهامية যথা– أيكم زادته هذه ايمانا [২৯]

২৬. ابا মুজাজের মতে তা اسم ظاهر জমহুরের মতে তা ضمير যেমন– فاياى فارهبون [৩০]

২৭. ايان তা اسم استفهام زمان যথা– ايان مرساها [৩১]

২৮. اين কোথায় এটি اسم استفهام مكان যথা– فاين تذهبون[৩২]

---

২৩. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৭৩
২৪. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৯৯
২৫. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ৮৯
২৬. আলকুরআন, *সূরা কিয়ামাহ*, আয়াত : ৩৪
২৭. আলকুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত : ৫৩
২৮. আলকুরআন, *সূরা ইসরা*, আয়াত : ১১০
২৯. আলকুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত : ১২৪
৩০. আলকুরআন, *সূরা নাহাল*, আয়াত : ৫১
৩১. আলকুরআন, *সূরা নাযিয়াত*, আয়াত : ৪২
৩২. আলকুরআন, *সূরা তাকবির*, আয়াত : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

২৯. الباء এটি হরফে জার। তা বার অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ হলো الصاق যথা– امسحوا برؤسكم [৩৩] অর্থাৎ الصقوا المسح

৩০. بل (বরং) তা حرف اضراب যথা– اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون [৩৪]

৩১. بلى (হাঁ, নিশ্চয়) যথা– ماكنا نعمل من سؤ بلى

৩২. بئس (মন্দ) যথা– بئس الرجل زيد

৩৩. بين (মাঝে) যথা– وجعلنا بينهما زرعا [৩৫]

৩৪. التاء (শপথের অক্ষর) যথা– تالله

৩৫. تبارك (বরকতময়) এ শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সম্পর্কে ব্যবহার করা বৈধ নহে।

৩৬. ثم (অতঃপর) যথা– خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها [৩৬]

৩৭. ثم (بالفتح) (স্থান) যথা– واذا لرأيت ثم وقرى

৩৮. جعل (করা) যথা– وجعل الظلمات والنور [৩৭]

৩৯. حاشا (পবিত্রতা) যথা– حاش لله ما علمنا عليه [৩৮]

৪০. حتى (পর্যন্ত) যথা– سلام هى حتى مطلع الفجر [৩৯]

৪১. حيث (যখন) যথা– من حيث لاترونهم [৪০]

৪২. دون (ব্যতীত) যথা– اتخذوا من دونه الهة [৪১]

৪৩. ذو (মালিক) যথা– وفوق كل ذى علم عليم [৪২]

৪৪. رويد (ছেড়ে দাও) তা رود এর تصغير যথা– رويد زيدا

৪৫. رب (অনেক সময়, সাধারণত) যথা– ربما يود الذين كفروا [৪৩]

৪৬. السين (অবিলম্বে) যথা– سيقول السفهاء [৪৪]

৪৭. سوف (অচিরে) যথা– سوف تعلمون [৪৫]

৪৮. سواء (সমান) سواء عليهم [৪৬]

৪৯. ساء (মন্দ) যথা– ساء ماتعلمون [৪৭]

৫০. سبحان (পবিত্র) যথা– سبحان الله [৪৮]

৩৩. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ৬
৩৪. আলকুরআন, *সূরা আম্বিয়া*, আয়াত : ২৬
৩৫. আলকুরআন, *সূরা কাহাফ*, আয়াত : ৩২
৩৬. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত : ১
৩৭. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত : ১
৩৮. আলকুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত : ৫১
৩৯. আলকুরআন, *সূরা কাদর*, আয়াত : ৫
৪০. আলকুরআন, *সূরা আরাফ*, আয়াত : ১৮২
৪১. আলকুরআন, *সূরা কাহাফ*, আয়াত : ১৫
৪২. আলকুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত : ৭৬
৪৩. আলকুরআন, *সূরা হাজার*, আয়াত : ২
৪৪. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৪২
৪৫. আলকুরআন, *সূরা হুদ*, আয়াত : ২৯
৪৬. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ৬
৪৭. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ৬৬
৪৮. আলকুরআন, *সূরা সাফফাত*, আয়াত : ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৫১. ظن (ধারণা) যথা– ان ظنا ان يقيما حدود الله [৪৯]

৫২. على (ওপর) যথা– على رئسه

৫৩. عن (হতে) যথা– فليحذر الذين يخالفون عن امره

৫৪. عسى (সম্ভবত) যথা– عسى ان تكرهوا شيئا

৫৫. عند (নিকট) যথা– وعندنا كتاب حفيظ

৫৬. غير (ব্যতীত) যথা– غير المغضوب عليهم [৫০]

৫৭. الفاء (অতঃপর) যথা– فوكزه موسى فقضى عليه

৫৮. فى (মধ্যে) যথা– غلبت الروم فى ادنى الارض

৫৯. قد (অবশ্যই) যথা– قد افلح المؤمنون

৬০. الكاف (তাশবীহ, মত) যথা– وله الجوار المنشئات في البحركالاعلام

৬১. كاد (নিশ্চয়ই) যথা– وماكاديفعل

৬২. كان (হওয়া) যথা– كانوا اشرمنه قوة

৬৩. كأن (যেন) যথা– كأن زيدا اسد

৬৪. كأين (অনেক) যথা– وكأين من نبى قتل معه ربيون

৬৫. كذا (এরূপ) যথা– كذا عرشك

৬৬. كل (সমস্ত) যথা– كل نفس ذائقة الموت [৫১]

৬৭. كلا وكلتا (উভয়) যথা– كلتا الجنتين اتت احدهما اوكلاهما

৬৮. كلا (কখনও না) যথা– كلا سوف تعلمون [৫২]

৬৯. كم (কত) যথা– وكم من ملك فى السموات

৭০. كى (যাতে) যথা– كى لايكون دولة [৫৩]

৭১. كيف (কিভাবে) যথা– يصوركم فى الاحارم كيف يشاء [৫৪]

---

৪৯. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ২৩০
৫০. আলকুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত : ৭
৫১. আলকুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১৮৫
৫২. আলকুরআন, *সূরা তাকাসুর*, আয়াত : ৩
৫৩. আলকুরআন, *সূরা হাশর*, আয়াত : ৭
৫৪. আলকুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, আয়াত : ৬

Dhaka University Institutional Repository

৭২. الـلام (জন্য) যথা– الحمد لله [৫৫]

৭৩. لا (না) যথা– لا اله الا هو [৫৬]

৭৪. لات (হরফে নফী) যথা– ولات حين مناص [৫৭] মূলতঃ ছিল ولات الحين حين مناص

৭৫. لاجرم (কোন অপরাধ নেই) যথা– ولاجرم لهم عملهم

৭৬. (بالتشديد) لكن (তবে) যথা– وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا [৫৮]

৭৭. (بالتشديد) لكن (কিন্তু) যথা– ولكن كانوهم الظالمين

৭৮. لدى (নিকট) যথা– لدى زيد

৭৯. لعل (সম্ভবত) যথা– لعلكم تفلحون [৫৯]

৮০. لم (জযম দাতা হরফ) যথা– لم يلد ولم يولد [৬০]

৮১. لما (যখন) যথা– لما يدخل الايمان فى قلوبكم

৮২. لن (নসবদাতা হরফ) যথা– لن يخلقوا ذبابا [৬১]

৮৩. لو (যদি) যথা– قل لو كان البحر مدادا [৬২]

৮৪. لولا (যদি) যথা– لولا انه كان من المسبحين [৬৩]

৮৫. لوما (যখন) যথা– لوما تأتينا بالملائكة [৬৪]

৮৬. ليت (আকাঙ্ক্ষাবোধক হরফ) যথা– يقول الكافر ياليتنى كنت ترابا [৬৫]

৮৭. ليس (না) যথা– ليس لهم طعام الامن ضريع [৬৬]

৮৮. ما (কি) যথা– وما عند الله باق [৬৭]

৮৯. ماذا (কি?) যথা– ويسئالونك ماذا ينفقون [৬৮]

৯০. متى (কখন) যথা– متى نصر الله

৯১. مع (সাথে) যথা– ودخل معه السجن

---

৫৫. আলকুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত : ১
৫৬. আলকুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১
৫৭. আলকুরআন, *সূরা সোয়াদ*, আয়াত : ৩
৫৮. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১০২
৫৯. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৯
৬০. আলকুরআন, *সূরা, ইখলাস*, আয়াত : ৩
৬১. আলকুরআন, *সূরা হজ্জ*, আয়াত : ৭৩
৬২. আলকুরআন, *সূরা কাহাফ* আয়াত : ১০৯
৬৩. আলকুরআন, *সূরা সাফফাত*, আয়াত : ১৪৩
৬৪. আলকুরআন, *সূরা হাজার*, আয়াত : ৭
৬৫. আলকুরআন, *সূরা নাবা*, আয়াত : ৪০
৬৬. আলকুরআন, *সূরা গাশিয়া*, আয়াত : ৬
৬৭. আলকুরআন, *সূরা নাহাল*, আয়াত : ৯৬
৬৮. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

৯২. من (হরফে জার) যথা– ما ننسخ من اية[৬৯]

৯৩. من (জিজ্ঞাসা সূচক অব্যয়, কে?) যথা– وله من السموات والارض

৯৪. مهما (জযমদাতা হরফ) যথা– مهما تذهب اذهب

৯৫. النون (অক্ষর) যথা– فلما رأيته اكبرنه

৯৬. التنوين (দু'যবর, দু'জের দু'পেশ) যথা– مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات

৯৭. نعم (হাঁ) যথা– نعم اذهب غدا

৯৮. الهاء (যমীর) যথা– قال له صاحبه

৯৯. ها (সাধারণ, ধর, গ্রহণ কর) যথা– هاؤم اقرؤا كتابيه

১০০. هات (দাও, আন) যথা– هاتوا برهانكم

১০২. هلم (এদিকে আস) যথা– هلم زيدا

১০৩. هنا (এখানে) যথা– انا ها هنا قاعدون

১০৪. هيت (তাড়াহুড়া) যথা– هيت زيد اى بادر زيد

১০৫. هيهات (আকাঙ্ক্ষা) যথা– هيهات هيهات لما توعدون[৭০]

১০৬. الواو (একটি অক্ষর) যথা– والله ربنا ماكنا مشركون

১০৭. الويل (ধ্বংস) যথা– ولكم الويل[৭১]

১০৮. يا (ওহে!) যথা– ياالله

---

৬৯. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১০৬

৭০. আলকুরআন, *সূরা মুমিনুন*, আয়াত : ৩৬

৭১. আলকুরআন, *সূরা আম্বিয়া*, আয়াত : ১৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৭

মুফাসসিরদের পালনীয় নিয়মাবলী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :[১] 'যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে সঠিক ইলম ব্যতীত কোন কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।' রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাণী দ্বারা মূলত তাফসিরকারকদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা যেন তাফসিরের নিয়মাবলী না জেনে-শুনে তাফসির করতে প্রবৃত্ত না হন এই সতর্কবাণী হাদিসে বিদ্যমান। তাই আল্লামা সুয়ুতী [র] আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে তাফসিরকারকের জন্য যেসব নিয়মাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন , তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।[২]

এক. যমির ব্যবহার ঃ যমির[৩] ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা। মুফাসসিরকে এ নিয়মটি জানতে হবে। আল্লাহর বাণী :[৪]

«اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما»

এখানে 'هم' যমিরটি পঁচিশটি ইসমে যাহেরের[৫] স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

দুই. যমিরটি নিকটবর্তী ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যমির প্রত্যাবর্তন করার এ সাধারণ নিয়মটি মুফাসসির জেনে তাফসির করবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :[৬]

«وكذالك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض»

এখানে شياطين الانس والجن প্রথম মাফউল[৭] কিন্তু একে مؤخر করা হয়েছে। যাতে هم যমিরের নিকটবর্তী হয়।

তিন. যমিরগুলো مرجع বা প্রত্যাবর্তন স্থল-এর অনুকূল হবে। যখন একটি বাক্যে অনেক যমির থাকে তখন বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য مرجع টি اسم হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :[৮]

«ان اقذ فيه فى التابوت فاقذ فيه فى اليم»

উক্ত আয়াতে যমিরের মারজা মুসা [আ]। অবশ্য কেউ কেউ প্রথম যমিরের মারজা মুসা [আ] ও দ্বিতীয় যমিরের মারজা তাবুতকে বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়, এটা আরবি ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত।

---

১. আলহাদিস. *সুনান আবি দাউদ*, কায়রো : দারুল কলম, তা:বি:, পৃ. ৩৪১

২. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪

৩. **যমির ঃ** আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, আমার, আমাদের, তোমার, তোমাদের, তার, তাদের, আমাকে, আমাদেরকে, তাকে, তাদেরকে বুঝানোর জন্য আরবি ভাষায় যেসকল শব্দ ব্যবহার করা হয়, উহাদেরকে 'যমির' বলে।

৪. আলকুরআন, *সুরা আহযাব*, আয়াত : ৩৫

৫. প্রকাশ্য বিশেষ্য

৬. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ১১৩

৭. **মাফউল ঃ** আরবি শব্দ। অর্থ যা করা হয় বা কৃত। পরিভাষায় এমন বিশেষ্যকে মাফউল বলে, যার উপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয়।

৮. আলকুরআন, *সুরা ত্বয়াহা*, আয়াত : ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

চার. جمع مؤنث যদি ذوات العقول হয়, তবে তার যমির অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবচন হয়ে থাকে। চাই উক্ত শব্দ جمع مؤنث [৯] হোক جمع قلت বা جمع كثرت হোক । যেমন : আল্লাহর বাণী :[১২]

«والوالدات يرضعن اولادهن»

«المطلقات يتربصن بأنفسهن»

আর আল্লাহর বাণী :[১৩] ازواج مطهرة এখানে مطهرة একবচন বলা হয়েছে, এখানে مطهرات তথা বহুবচন বলা হয়নি।

পাঁচ. যমিরের মধ্যে যদি শব্দ ও অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি হয়, তাহলে প্রথমে শব্দ হিসেবে যমির নিতে হবে, এরপর অর্থ হিসেবে যমির নিতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :[১৩]

«ومن الناس من يقول امنا بالله (ثم قال) وماهم بمؤمنين» এখানে প্রথমে يقول এর মধ্যে যমিরটি 'من' হিসেবে একবচন নেয়া হয়েছে। অতপর وماهم بمؤمنين এর মধ্যে 'هم' যমিরটি 'هن' এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে বহুবচন নেয়া হয়েছে।

ছয়. পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ প্রসঙ্গে জ্ঞাত হওয়া তাফসিরকারকের তাফসির করার নীতিমালার অন্যতম। ফায়েল[১৪] যদি প্রকাশ্য ও مؤنث حقيقى [১৫] হয় এবং ফেল [১৬] ও ফায়েলের মাঝে কোন প্রকার ফাসেলা না হয়, তাহলে ফেলকে مؤنث লওয়া ওয়াজিব। যেমন– ضربت مريم

সাত. একবচন ও বহুবচন জানা মুফাসসিরের আবশ্যকীয় নিয়ামবলীর অন্যতম। আলকুরআনে কোন কোন ইসমকে শুধু একবচন আর কোন কোন ইসমকে একবচন ও বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়। মেযন– الارض শব্দটির বহুবচন (ارضون) কঠিন হওয়ার কারণে তা বহুবচনরূপে ব্যবহার হয় না। অন্যদিকে السماء শব্দটি এক ও বহুবচন উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :[১৭] «والسماء ذات البروج»

«لله مافى السموات والارض»

---

৯. **জমআ মুয়ান্নাস :** স্ত্রী লিঙ্গের বহুবচনের শব্দ।

১০. **জমআ কিল্লাত :** যে বহুবচন দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্যকোন কিছুর তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানো হয়, তাকে জমআ কিল্লাত (جمع قلت) বলে।

১১. **জমআ কাসরাত :** যে বহুবচন দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোন কিছুর এগার বা ততোধিক সংখ্যা বুঝানো হয়, তাকে জমআ কাসরাত (جمع كثرت) বলে। কেউ কেউ বলেছেন, যে বহুবচন দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোন কিছুর তিন থেকে ততোধিক সংখ্যা বুঝানো হয়, তাকে জমআ কাসরাত (جمع كثرت) বলে।

১২. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত :১৩৭, ২২৮

১৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ৮

১৪. **ফায়িল :** فاعل আরবি শব্দ, অর্থ কথা বা কর্ম সম্পাদনকারী। পরিভাষায় এমন প্রত্যেকটি বিশেষ্যকে বলে যার পূর্বে একটি ক্রিয়া বা ক্রিয়া বিশেষণ থাকবে এবং এ ক্রিয়া বা ক্রিয়া বিশেষণটি উক্ত বিশেষ্য দ্বারা সংগঠিত হওয়া হিসেবে ঐ বিশেষ্যটি মুসনাদ হবে, ঐ বিশেষ্যটিকে কর্ম হিসেবে উহার ক্রিয়া বা ক্রিয়া বিশেষ্যটি পতিত হবে না।

অথবা, শুধু ক্রিয়াকে (فعل) নিয়ে কে বা কি দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে ফায়িল (فاعل) বলে।

১৫. **মুয়ান্নাস হাকিকী :** যে اسم বা বিশেষ্য দ্বারা বাস্তবে স্ত্রী বুঝায়, তাকে মুয়ান্নাস হাকিকী (مؤنث حقيقى) বলে। চাই مؤنث বা স্ত্রী লিঙ্গের চিহ্ন পাওয়া যাক অথবা না যাক। যেমন : مريم (মারইয়াম), فاطمة [ফাতিমা]।

১৬. **ফেল :** فعل আরবি একবচনের শব্দ, অর্থ কর্ম সম্পাদন করা। পরিভাষায় যে পদ অন্য কোন পদের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং যার মধ্যে তিন কালের কোন এককাল পাওয়া যাবে তাকে فعل বা ক্রিয়া বলে।

১৭. আলকুরআন, *সুরা বুরুজ*, আয়াত : ১; *সুরা বাকারা* , আয়াত : ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আট. বহুবচনের মোকাবেলায় বহুবচন নেয়া। আল্লাহর বাণী :[১৮]

«حرمت عليكم امهاتكم»

«فاجلدوهم ثمانين جلدة»

নয়. এমন কিছু শব্দ আছে যাদেরকে সমার্থক মনে হলেও বাস্তবে তা সমার্থক নয়। যেমন– جاء - اتى শব্দ দুইটির অর্থ এক হলেও উদ্দেশের দিক দিয়ে উভয়টি ভিন্ন। যেমন جاء ক্রিয়াটি ব্যক্তিত্ব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যথা– جاء حسن قميصه আর اتى ক্রিয়াটি معنى এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যথা– اتى امر الله [১৯]

দশ. প্রশ্ন ও উত্তরের নিয়ম জানা প্রয়োজন। কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া। তবে কোন কোন সময় প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য কোন বিষয়ের দেয়া হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী :[২০]

«يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج»

এখানে চাঁদের আকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল অথচ উত্তর দেয়া হলো চাঁদের উপকারিতা সম্পর্কে।

এগার. প্রশ্নটি উত্তরের বাক্যটির মধ্যেই থাকবে। যেমন– قال : انا يوسف . انك لانت يوسف এখানে উত্তর বাক্যের انا শব্দটিই প্রশ্ন বাক্যের انت শব্দ।

বার. উত্তর বাক্যটি প্রশ্ন বাক্যের মত হবে। অর্থাৎ প্রথমটি যদি جمله اسميه [২১] হয় তাহলে দ্বিতীয়টিও جمله اسميه হতে হবে। আল্লাহর বাণী :[২২]

«من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى انشاها»

তের. ক্রিয়া দ্বারা সম্বোধন করা ইসম দ্বারা সম্বোধন করার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কোন কোন সময় ইসম দ্বারা সম্বোধন করার চেয়ে ক্রিয়া দ্বারা সম্বোধন বেশি শক্তিশালী হয়। আল্লাহর বাণী:[২৩] «هل من خالق غير الله يرزقكم»

আলোচ্য আয়াতে يرزقكم ক্রিয়া উল্লেখ না করে رازقكم উল্লেখ করলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হতো না।

চৌদ্দ. কোন বিষয়কে আবশ্যক করতে হলে পেশ বিশিষ্ট মাসদার বা ক্রিয়ামূল ব্যবহার করতে হয়। আল্লাহর বাণী :[২৪] فامساك بمعروف أوتسريح باحسان

পনের. আতফ[২৫] সম্পর্কীয় নিয়ম জানা আবশ্যক। আল্লাহর বাণী :[২৬] «اذا جاء نصرالله والفتح»

এখানে এক শব্দকে অন্য শব্দের এরাবের উপর আতফ করা হয়েছে।

---

১৮. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত : ২৩

১৯. আলকুরআন, *সূরা নুর*, আয়াত : ৪

২০. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৯

২১. **জুমলা ইসমিয়া ঃ** যে বাক্যটি اسم বা বিশেষ্য দ্বারা শুরু হয়, তাকে জুমলা ইসমিয়া (جمله اسميه) বলে। যথা : حسن عالم হাসান জ্ঞানী ব্যক্তি।

২২. আলকুরআন, *সূরা ইয়াসিন*, আয়াত : ৭৮, ৭৯

২৩. আলকুরআন, *সূরা ফাতির*, আয়াত : ৩

২৪. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ২২৯

২৫. **আতফ ঃ** দুইটি শব্দ বা বাক্যকে আতফে বর্ণমালা (حروف العطف) এর সাহায্যে সংযুক্ত করাকে আতফ (عطف) বলে। আতফের বর্ণগুলো হচ্ছে لكن، لا، بل، اما، ام، أو، حتى، ثم، فاء، واو ইত্যাদি।

২৬. আলকুরআন, *সূরা নাছর*, আয়াত : ১

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরদের বর্জনীয় বিষয়াবলী

আলকুরআন আল্লাহর কালাম।[১] এ কালামের যাঁরা ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা মুফাস্‌সির বা কুরআনের ভাষ্যকার। মুফাসসিরগণ তাফসির রচনা প্রসঙ্গে কিছু উৎসের কথা বলেছেন। এসব উৎসের ভিত্তিতেই তাফসির রচিত হয়ে আসছে। তবে উৎসগুলোর কিছু উৎসকে মুফাসসিরগণ গ্রহণীয় উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং কিছু উৎস এমন আছে যা বর্জনীয় তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। মুফাসসিরগণ এসব বর্জনীয় বিষয়গুলোকে তাফসির করার সময় পরিহার করার কথা বলেছেন। কেননা কোন কোন মানুষ এগুলোকে তাফসির শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি মনে করে ভুলের শিকার হতে পারেন এবং ভুল বুঝার কারণে সময় বিশেষ পথভ্রষ্টও হতে পারেন।[২] মুফাসসিরের জন্য বর্জনীয় বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

এক. ইসরাইলী বর্ণনাসূত্র ঃ এ প্রসঙ্গে আল্লামা যারকানী বলেন :

"هى الروايات التى نقلت عن اسلم من اليهود بعد ما كثروا وظهر امرهم لما دخلوا الاسلام"

'যে সকল তথ্য, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাকে ইসরাইলিয়াত বা ইসরাইলি বর্ণনা বলে।'[৩] হিজরি প্রথম শতকের শেষলগ্নে মুসলিম গবেষকগণ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী সম্পর্কে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহুদিদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। প্রাচীন সভ্যতার ঘটনাবলী সম্পর্কে আরবদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে আহলি কিতাবের[৪] লোকদের প্রদত্ত তথ্য ও বর্ণনাসূত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ মনে

---

১. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ৭৫; *সুরা আরাফ,* আয়াত : ১৫৮; *সুরা তাওবা,* আয়াত : ৬; *সুরা কাহফ,* আয়াত: ১০৯; *সুরা লুকমান,* আয়াত : ২৭

২. তাকী ওসমানী, *উলূমুল কুরআন,* করাচি : *মাকতাবা দারুল উলূম, ১৪১৫ হি.* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১

৩. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান,* বৈরুত: দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫; তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

৪. **আহলি কিতাব ঃ** যারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী এবং উহার অনুসারী তাদেরকে আহলি কিতাব বলে। যেমন ইয়াহুদিগণ তাওরাতে এবং খ্রিষ্টানগণ ইনজিল কিতাবের বিশ্বাসী এবং অনুসারী। অবশ্য এ কিতাবে তারা বিকৃতি করেছে। তবে আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী ও অনুসারী হওয়ার কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে এরা মুশরিক ও কাফিরদের অপেক্ষা শ্রেয়। এদের সাথে বিশেষ ব্যবহার করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে মুসলমান কোন ইয়াহুদি বা খ্রিস্টানের অনিষ্ট করে, কিয়ামতের দিন আমিই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।' আলকুরআনে মুসলিমদের জন্য কিতাবীদের খাদ্য আহার করা এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

«اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى اخدان ومن يكفر بالايمان فقط حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين»

'আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো পবিত্র বস্তুসমূহ। আহলি কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুমিন নারী এবং আহলি কিতাবের সতী-সাধ্বী নারী, যখন তোমরা তাদের মহর প্রদান কর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা উপপত্নীরূপে গ্রহণের জন্য নয়। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে ঈমান তার কর্মফল অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [*সুরা মায়িদা,* আয়াত : ৫] মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া কর দিলে যিম্মী হিসাবে কিতাবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের মুসলমানদের ধন-সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত তোমাদের রক্তের মত। অর্থাৎ মুসলমানদের ধন-সম্পদ এবং জীবনের কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে যেভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেভাবে যিম্মী কিতাবীদের ধন-সম্পদ এবং জীবনের কোন ক্ষতি হলেও অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনিভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও তারা পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটানো অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তাঁদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করাও রাষ্ট্রের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাঁদেরকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করা যায় না। অবশ্য তাঁদের কেউ যদি স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে আর জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না।

[বি: দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। ইসলাম গ্রহণকারী একজন ইয়াহুদি পন্ডিত কাবুল আহবার[৫] এ ধরনের বর্ণনার অগ্রপথিক। পরবর্তীকালে এসব বর্ণনা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আরবরা তাদের ভুল বুঝতে পারে।[৬] অধুনাকালের অনেক তাফসির গ্রন্থে এ ধরনের ইসরাইলী বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে প্রফেসর আবদুর রহমানের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :[৭]

An example may beleited, the stories of Adam and Eve, Harut and Marut, prophet Yousuf, the building of the Kabah, the killing of the Jalut by prophet Daud, the ark of noah, the corrution of the Israelites of the companions of the cave (Ashab at Kahf) Dhul qaranain, the Gogond the magog, the Queen of sheva Bilqis, etc.

তাফসির সাহিত্যে ইসরাইলী বর্ণনার অনুপ্রবেশের একটি বিশেষ কারণ ছিল। আর তা হচ্ছে রাসুলের (স) একখানি হাদিস। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :[৮] 'একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। বণি ইসরাইল হতে বর্ণনা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা প্রচারকারী জাহান্নামী।'

আল্লামা ইবনে কাসিরের মতে : ইসরাইলী বর্ণনার বিধান তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১. যেসব ইসরাইলী বর্ণনা কুরআন ও হাদিসের নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে।[৯]
২. যেসব ইসরাইলী বর্ণনা কুরআন ও হাদিসের নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।[১০]

---

৫. **কাবুল আহবার :** এর পূর্ণ নাম কাব ইবনে মাতে হিমআরী। তবে তিনি কাবুল আহবার বা কাবুল হিবর উপাধিতে প্রসিদ্ধ। ইয়ামানের অধিবাসী কাবুল আহবার ইয়াহুদি পণ্ডিতদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জাহেলী ও ইসলামি দুই যুগই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য তার হয়নি। পরবর্তীকালে হিজরি ১২ সালে হযরত ওমর [রা]-এর খিলাফতকালে মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বর্ণনা সূত্রকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করা হলেও আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ কাওসারী তার কোন কোন বর্ণনার ভিত্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হযরত ওমর [রা] মসজিদে আকসা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলে লোকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, মসজিদটি বাইতুল মুকাদ্দাসের সাখরাকে সামনে রেখে না কি পিছনে রেখে নির্মাণ করা হবে? এতে কাবুল আহবার সাখরাটিকে সামনে রেখে মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিলে ওমর [রা] রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন: "ইয়াহুদির বাচ্চা তোমার মধ্যে এখনো ইয়াহুদিয়্যাতের প্রভাব রয়ে গেছে।" আমি সাখরাটিকে পিছনে রেখে মসজিদ বানাবো, সাখরাটিকে সামনে রেখে যেন নামায পড়তে না হয়। এ ঘটনার পর কাবুল আহবারের মনে ওমরের [রা] প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এমনকি তিনি ওমর [রা] কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে ওঠা-বসা করতেও লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত আহলি কিতাবের কোন কোন কিতাবের সূত্র মতে, তিনি ওমর [রা] হত্যা করা হতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এসব বিক্ষিপ্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর, আবু যার, হুযাইফা, ইবনে আব্বাস ও মুআবিয়া [রা] সহ অনেকেই তাঁর প্রতি নির্ভর করতেন না। কেননা বিশ্লেষণে জানা গেছে, তার অধিকাংশ বর্ণনাই ইসরাইলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। যথোপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : মাকালাতুল কাওসারী, পৃ. ২২, ৩৩, ৩৪; আলইসরাইলিয়াত আসারুহা ফিত তাফসির, পৃ. ১৭২, ১৮৩]

৬. *বিস্তারিত দেখা যেতে পারে :* মুহাম্মাদ আবু শাবা, *আলইসাইলিয়াত ওয়াল মওজুআত ফিল কুতুব আততাফসির]*

৭. ড. আবদুল ওয়াহিদ, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রনথাগার, অপ্রকাশিত, পৃ. ৭৪]

৮. সহিহ আলবুখারী, প্রাগুক্ত

৯. যেমন ফেরাউনের নদী বক্ষে নিমজ্জিত হওয়া, মুসা [আ]-এর তূর পাহাড়ে গমন, যাদুকরদের সাথে তার মোকাবেলা হওয়ার ঘটনা। এসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য কেননা এগুলো কুরআন-হাদিস সমর্থিত।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : তাকী ওসমানী, উলুমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১]

১০. যেমন হযরত সোলায়মান [আ] জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে [আল্লাহ ক্ষমা করুন] মূর্তি পুজায় লিপ্ত হয়ে পড়েন।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : বাইবেল, কিতাব সালাতিন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-১৩]

Dhaka University Institutional Repository

৩. যেসব ইসরাইলী বর্ণনা কুরআন ও হাদিসের নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা সত্য বা মিথ্যা কোনটাই প্রমাণিত হয়নি।[১১]

প্রাজ্ঞ মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসরাইলি বর্ণনাগুলোর বিধান হচ্ছে–

- আল্লামা ইবনে কাসির বলেন :[১২] "বণি ইসরাইলের বর্ণনাগুলো কেবল ধর্মীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা যায়, তা থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারে না।"
- ইবনে খালদুনের মতে :[১৩] "ইসরাইলি বর্ণনায় শুদ্ধাশুদ্ধি, গ্রহণীয়–বর্জনীয় সব ধরনের বর্ণনা আছে। তাদের বর্ণনা শরিআতের বিধি–বিধানের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বলে মুফাসসিরগণ সেগুলোর গ্রহণ ও বর্জনে সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এই বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্টরা ধর্মের দিক থেকে খ্যাত ছিল, লোকদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিল। আর এ কারণে তাদের বর্ণনাগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"
- মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :[১৪]

  "ইয়াহুদিগণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ ও কিংবদন্তিগুলোকে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনায় অথবা কুরআনের তাফসিরে ঢুকাইয়া দিতে তাফসিরের একদল রাবী কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমাদের তাফসিরকারগণের অনেকেই এই শ্রেণীর রেওয়ায়েতগুলোকে নিজেদের তাফসিরে বিনা বিচারে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এই রেওয়ায়েতগুলোই আজ সাধারণ তাফসিরের প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছে। ইহা আমাদের আবিষ্কৃত কোন অভিনব তত্ত্ব নহে। মুসলমান সমাজের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলিমগণ দীর্ঘকাল হইতে এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছেন।"

দুই. সুফিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ঃ মানুষের পরমাত্মাকে জানার আকাঙ্ক্ষা চির নতুন। তাই মানুষ অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুগে যুগে মানুষ আপন অন্তরের অন্তস্থলে পরম প্রিয়জনকে খুঁজে বের করেছে এবং তার সাথে অন্তরের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পরম সত্তাকে জানার এই প্রয়াসকে দর্শনের ইতিহাসে মরমীবাদ নামে

---

১১. আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, এ প্রকারের ইসরাইলী বর্ণনায় বিধান সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
– قل ربى اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل – فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا»

"অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন ; তাদের চতুর্থজন তাদের কুকুর। এ কথাও বলবে : তারা পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠজন ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে : তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না।"

[আলকুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ২২]

আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হলো যে, এরূপ স্থলে আমাদের কি করা উচিত। আল্লাহ তাআলা এখানে তিনটি কথা বললেন। দুইটিকে তো দুর্বল বলে মীমাংসা করলেন তার তৃতীয়টির উপর দুর্বলতার ফয়সালা দিলেন না। এর দ্বারা জানা গেল যে, এটা সঠিক। কেননা এটা যদি অসত্য হতো তাহলে ঐ দুইটির মতো এটাকেও অগ্রাহ্য করা হতো। আবার সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করা হলো যে, তাদের [আসহাবে কাহফ] সংখ্যা জেনে কোন লাভ নেই। কাজেই ওর পিছনে লেগে থাকা উচিত নয় এবং মানুষকে একথা বলা উচিত যে, তাদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। এমন খুব কম লোকই আছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : তাফসিরে ইবনে কাসির, আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির, ঢাকা, মুখবন্ধ, পৃ. ৪৪]

১২. ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, মুখবন্ধ, পৃ. ৪২

১৩. ইবনে খালদুন, *আলমুকাদ্দিমা,* মিসর : আলমাতবাআতুল আমিরিয়াহ, তা:বি:, পৃ. ২৪

১৪. মাওলানা আকরম খাঁ, *তাফসিরুল কুরআন,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাত। আর মরমীবাদ মুসলিম দর্শনে সুফিবাদ[১৫] নামে পরিচিত।[১৬]

যুগ পরিক্রমায় সুফিগণ কুরআনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বিদ্যমান।[১৭] তাঁরা কুরআনের আয়াতের অধীনে এমন কিছু কথা বর্ণনা করেছেন যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাফসির মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আয়াতের বাহ্যিক ও বর্ণিত অর্থের পরিপন্থী হয়ে থাকে।[১৮] এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :[১৯] «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار»

"তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর।"

আলোচ্য এ আয়াতের অধীনে সুফিগণ বলেছেন : "قاتلوا النفس فانها تلى الانسان"

'তোমরা নাফসের সাথে যুদ্ধ কর, কেননা এটা মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী।'

---

১৫. **সুফিবাদ ঃ** মরমীবাদ মুসলিম দর্শনে সুফিবাদ বা তাসাউফ (تصوف) নামে খ্যাত। সুফি শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বলা হয় এ শব্দটি মতান্তরে আহলুস সুফফা (اهل الصفة) ; সাফ (صاف) ; সাফা (صافا) ; সুফ (صوف) ইত্যাদি শব্দ থেকে এসেছে। তবে অধিকাংশের মতামত শেষোক্তটির [সুফ থেকে এসেছে] পক্ষে। কেননা সুফ অর্থ পশম, আর পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণ বিলাস ব্যসনের পরিবর্তে সাদাসিদা পোশাক পরিধান করতেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে একদল মুসলমান গোড়া মতবাদ পরিত্যাগ করে অনাড়ম্বর কৃচ্ছ্রতার পথ অবলম্বন করেন। তাঁরা পার্থিব জাঁকজমক পরিবর্জন করে সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন। এই পশমী পোশাক পরিধানকারীরা মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে সুফি নামে পরিচিত। সুফিবাদ অনুসারে আল্লাহ প্রেমময়, তিনি আমাদের প্রেমাস্পদ, প্রেমই ধর্ম। আল্লাহ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন- তিনি নৈর্ব্যক্তিক ও অজ্ঞেয় সত্তা নন। প্রজ্ঞার সাহায্যে যে আল্লাহর ধারণা পাওয়া যায় সে আল্লাহ পরম ধীশক্তি, তিনি মানুষের হৃদয়ের আবেদন চরিতার্থ করতে অক্ষম। সুফিবাদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই শূন্যতা ভরে দিয়েছে। সুফিবাদে মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্ত:স্থলে তার মাশুকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছে। বিশ্বখ্যাত মরমী সাধক কবি মাওলানা রুমির নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোর মধ্যে সুফিদের অন্তর্দর্শনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে :

ক্রুশ ও খ্রিষ্টান জগত তন্ন তন্ন করে খুঁজিলাম
তিনি ক্রুশের উপর নহেন।
পূজ মণ্ডপ, প্রাচীন বৌদ্ধ মাঠে গমন করলাম
সেখানেও তাঁর সাক্ষাৎ মিলিল না।
হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করিলাম
তিনি সেই পর্বত উপত্যকার মধ্যে নাই।
আমি আমার কলবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম,
তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম- তিনি অন্য কোনখানে নাই।

[Persian Mystics, Allama Rumi, Davis Headland's]

সুফি দর্শনের মূল সুর হলো আল্লাহ, যিনি একমাত্র পরমসত্তা। আল্লাহই একমাত্র সত্তা। এই জগত এক পরম সুন্দরের প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ থেকে নি:সৃত হয়েছে। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছে। সৃষ্টি এক ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া كن فيكون "হও ! হয়ে গেল, হাদিসে কুদসীতে আছে : 'আমি গুপ্ত সম্পদ এবং আমি প্রকাশ পেতে ইচ্ছা করলাম। কাজেই আমি জগত সৃষ্টি করলাম, যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি।' কুরআনে বলা হয়েছে : 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো।' কুরআনের পথ অনুসরণ করে সুফিরা এই পরিদৃশ্যমান জগতকে আল্লাহর শক্তির মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করেন। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সুফিবাদের উদ্ভব হয় বলে সাধারণত অনুমিত হয়ে থাকে। এই ভ্রান্ত অনুমানের জন্য কেউ কেউ সুফিবাদকে গ্রীক দর্শনের সাথে সম্পর্কিত ও অনৈতিহাসিক। বস্তুত সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের মতই পুরাতন। [Dr. Syed M. Nadvi, Muslim Thought and its Sources, P. 75] ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে সুফি উপাধী প্রথম প্রকাশ পায় খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই সময় কুফার শিআ কিমিয়াবিদ রাসায়নিক আলজাবির ইবনে হাইয়ান এবং উক্ত শহরেরই স্বনামখ্যাত মরমী আবু হাসিম ব্যক্তিগতভাবে সুফি উপাধীতে ভূষিত হন।

১৬. ড. রশিদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া : সাহিত্য সোপান, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪৭

১৭. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ২য় অধ্যায় দ্র:

১৮. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭;

১৯. আলকুরআন, *সুরা তাওবা*, আয়াত : ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

সুফিদের এই বক্তব্যকে কেউ কেউ তাফসির মনে করেছেন, অথচ এ বক্তব্য কুরআনের কোনো আয়াতেরই তাফসির নয়।[২০] তবে সুফিগণ প্রকৃত উৎস থেকে উৎসারিত বাহ্যিক অর্থ ও বিষয়বস্তুর উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখেন। কিন্তু তাঁরা আয়াত পাঠ করার সময় তাঁদের অন্তরে যে নৈসর্গিক ভাবাবেগের উন্মেষ ঘটে সেই অব্যক্ত মূর্ছনা সুরটিকেও তারা এর সাথে সংযোজন করে নেন। অতএব উপরোক্ত উদাহরণে সুফিগণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আয়াতে কাফিরদের সাথে জিহাদ[২১] তথা যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা এখানে প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফিরদের সাথে জিহাদ তথা যুদ্ধের নির্দেশ উক্ত আয়াতের মূল দাবি। এর সাথে মানুষকে এ বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে যে, তার সবচেয়ে নিকটবর্তী শত্রু হলো তার অবাধ্য নাফস।[২২] এ নাফসই তাকে

---

২০. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

২১. **জিহাদ ঃ** জিহাদ (جهاد) শব্দটি আরবি। যা جهد শব্দ থেকে গৃহীত। আভিধানিক অর্থ- পরিশ্রম করা, সাধনা করা, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো, সংগ্রাম করা, আন্দোলন করা প্রভৃতি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণে- বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর নাম জিহাদ। অন্যভাষায় ধর্ম রক্ষার্থে এবং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করাকেও জিহাদ বলে। অহেতুক কাটাকাটি হানাহানির অর্থ ইসলামি জিহাদ নয়। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম, তাই কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই এই জিহাদ। মূলত আল্লাহর দ্বীনকে বিশ্বের বুকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ব্যক্তির সার্বিক যোগ্যতা ও কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোর নাম জিহাদ।

ইসলামে জিহাদ সাধারণত দুই প্রকার- ১. জিহাদে জাহেরি ও ২. জিহাদে বাতেনি। জাহেরি শব্দের অর্থ প্রকাশ্য। ইসলামের চিরশত্রু কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, মুনাফিকচক্র সর্বদা ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত। তারা চায় ইসলামি শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে খোদাদ্রোহী রাজত্ব কায়েম করতে। ইসলামের শত্রু খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টারত হওয়াকে জিহাদ বা প্রকাশ্য জিহাদ বলে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফের অনেক স্থানে এ জিহাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং মুজাহিদের মর্যাদা উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা ইমান আনে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে জিহাদ করে।"

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে চায় মানুষকে অপকর্মে নিয়োজিত করে জাহান্নামের বাসিন্দায় পরিণত করতে। অনুরূপ মানুষের অন্তরে রয়েছে কুপ্রবৃত্তি। শয়তানের প্ররোচণায় কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। ফলে তার সকল কাজ ক্রমে ক্রমে গর্হিত কাজের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং সে হতে থাকে অপকর্মের হোতা। ইবলিস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে নিজকে খোদায়ী পথে ফিরিয়ে রাখাকে জিহাদে বাতেনি বা অপ্রকাশ্য জিহাদ বলে। এ জিহাদ সম্পর্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে হিজাদ হল বৃহত্তর জিহাদ।"

[বি: দ্র: আবদুল হাফিয আবদ রাব্বিহি, ফালসাফাতুল জিহাদ ফিল ইসলাম, মিসর : মাতবাআতুল কাহিরা, তা:বি:, পৃ. ১২৫]

২২. **নাফস ঃ** নাফস (نفس) আরবি শব্দ, একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে আনফুস انفس বা নুফুস نفوس কুরআনে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কলব বা অন্তর অর্থে। আল্লাহর বাণী : ان النفس ؛ اما ابرى نفسى ؛ وما تهوى النفس ربكم اعلم فى نفوسكم ؛ ونعلم ما توسوس به نفسه، لامارة بالسو [যথাক্রমে *সুরা নজম,* আয়াত : ১; *সুরা ইউসুফ,* আয়াত : ৫৩ ; *সুরা কাফ,* আয়াত : ১৬ ; *সুরা ইসরা,* আয়াত : ২৫ ; ইনসান বা মানুষ অর্থে। আল্লাহর বাণী : ان النفس بالنفس [*সুরা মায়িদা,* আয়াত : ৪৫; انه من قتل نفسا بغير نفس *সুরা মায়িদা,* আয়াত : ২৩] রূহ অর্থে। আল্লাহর বাণী : والملائكة باسطوا ايديهم [*সুরা আনআম,* আয়াত : ৯৩] الله يتو فى الانفس حين موتها [*সুরা যুমার,* আয়াত : ২৪] গায়েব অর্থে। আল্লাহর বাণী : تعلم مافى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৬] শাস্তি অর্থে। আল্লাহ বাণী : يحذركم الله نفسه [*সুরা আলেইমরান,* আয়াত : ২৮,৩০] الأم বা মাতা অর্থে। আল্লাহর বাণী : لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا [*সুরা নুর,* আয়াত : ১২] তোমাদের থেকে অর্থে। আল্লাহর বাণী : لقد جاءكم من انفسكم [*সুরা তাওবা,* আয়াত : ১২৮] পরস্পর হত্যা অর্থে । আল্লাহর বাণী : فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم [*সুরা বাকারা,* আয়াত : ৫৪] এভাবে প্রাথমিক যুগের আরবি কাব্যে নাফস (نفس) শব্দটি আত্মা অথবা ব্যক্তি বুঝানোর জন্য আত্মঘটিত পদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহে সংযোজিত করে দেয়া হয় ফলে সেই রূহ-ই-এলাহি 'হাকিকাতে মুহাম্মাদীয়া' রূপে প্রকাশ পায় এবং সেই কারণেই তিনি الانسان الكامل তথা পূর্ণমানবে পরিণত হন। এই রূহ হচ্ছে মানবীয় নাফসের একটি সুনির্দিষ্ট স্বভাব এবং এর পাঁচটি পরিচিতি বিশেষণ রয়েছে। যেমন- ১. হায়ওয়ানিয়া বা জৈব; ২. আম্মারা বা অন্যায় আদেশকারী ; ৩. লাও-ওয়ামা বা ভর্ৎসনাকারী; ৪. আলমুলহিমা বা স্বত:প্রবৃত্ত; ৫. মুতমাইন্না বা প্রশান্ত। আর ঐশী গুণরাজি যখন নাফসের মধ্যে প্রতিভাত হয় তখন সেই নাফসের অধিকারীর নাম পরিজ্ঞাত পরম সত্তার নাম, গুণ ও সত্তায় পরিণত হয়।

[বি: দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় ও অসৎ কাজে জড়িত করতে প্রলুব্ধ করে। কাজেই কাফিরদের সাথে জিহাদের পাশাপাশি নাফসের সাথেও জিহাদ করা অত্যাবশ্যক।[২৩] সুফিদের এ ধরনের পরিশুদ্ধ চেতনায় উদ্ভাসিত বাণীর সংযোজন করেছেন আল্লামা শিহাবুদ্দিন আলুসী[২৪] তাঁর সুবিখ্যাত তাফসিরে রূহুল মাআনি গ্রন্থে। তিনি সুফিদের উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :[২৫]

"আলকুরআনে সুফি সম্রাটদের যেসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে তা মূলত ঐ সূক্ষ্ম বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে, যেগুলো মারেফাতপন্থীগণের নিকট প্রকাশিত হয়। আর এইসব ইঙ্গিত এবং পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের মধ্যে যা বাস্তবিকই হয়ে থাকে। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা অতীব সহজ। সুফিগণ এ বিশ্বাস করেন না যে, জাহেরী ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বাতেনী ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। কেননা এটাতো মুলহিদ (স্বধর্মত্যাগী) কাফিরদের বিশ্বাস, যারা সামগ্রিকভাবে শরিআতকে অস্বীকার করার একটা বাহানা বানিয়ে রেখেছে, এ ধরনের বিশ্বাসের সাথে আমাদের সুফি–সাধকের কোন সম্পর্ক নেই। আর তাদের প্রতি এরূপ ধারণা কি করেইবা সম্ভব যেখানে তারা বলেন যে, সর্বপ্রথম কুরআনের বাহ্যিক তাফসির অর্জন করতে হবে।"

আল্লামা সুয়ুতী–এর মতে, সুফিগণের উক্তিসমূহ নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাপেক্ষে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[২৬]

১. সুফিদের বক্তব্যকে কুরআনের তাফসির মনে না করে তাদের বক্তব্যকে পরিশুদ্ধ চেতনায় উদ্ভাসিত বাণীর মর্যাদা দেয়া হবে। তাই তাদের বক্তব্যকে তাফসির মনে করা পথভ্রষ্টতার শামিল হবে। ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামি এ ধরনের উক্তি সংবলিত *'হাকায়িকুত তাফসির'* শিরোনামে যে তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন সে সম্পর্কে আল্লামা ওয়াহেদি মন্তব্য করেন: "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখবে যে, এটি কুরআনের তাফসির সে কাফির হয়ে যাবে।"[২৭]

২. তাদের বক্তব্য কুরআনের কোন আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য অথবা শরিআতের কোন স্বীকৃত মৌলনীতির বিরোধী না হলে সঠিক বলে বিবেচ্য হবে।[২৮]

৩. তাদের বক্তব্য তখনই গ্রহণীয় হবে যতক্ষণ না তা কুরআন বিকৃতির পর্যায়ে না পৌঁছায়। কুরআনের শব্দ পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে কোনো উক্তির প্রকাশ ঘটালে তা হবে পথভ্রষ্টতার শামিল।[২৯]

৪. প্রাচীনকালে ফিরকায়ে বাতিনিয়া নামে একদল ধর্মদ্রোহী লোক ছিল। তাদের দাবি ছিল, কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ যা বুঝে আসে, তা বাস্তবে আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রতিটি শব্দ দ্বারা বাতেনী উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এটাই কুরআনের আসল তাফসির। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণকারী সর্বসম্মতভাবে কাফির। সুতরাং সুফিদের কোনো বক্তব্যের বিষয়ে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করলে তাও বাতেনিয়াত বলে পরিগণিত হবে।[৩০]

---

২৩. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮

২৪. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ দ্র:

২৫. শিহাবুদ্দিন আলুসী, *তাফসীরু রুহুল মাআনী*, পাকিস্তান : মাকতাবা এমদাদিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭

২৬. সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪

২৭. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত সুফিগণ পবিত্র কুরআনের মর্মকথার উদ্ভাবন করেছেন, যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী নয়। কেউ কেউ তাদের বাতেনিয়াত বলে যে অভিযুক্ত করেছেন তাও সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুস সালাহ এর একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন :[৩১]

"ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الايهام والالباس"

"এতদসত্ত্বেও আফসোস! তারা যদি এ ধরনের কথা নকল করতে গিয়ে এত অসতর্ক উদাসীন না হতেন তবে কতই না ভাল হতো। কেননা এতে ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়।"

তিন. বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির ঃ নিজস্ব অভিমত, অনুমান, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে বিরচিত তাফসিরকে تفسير بالرای বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির বলে।[৩২] এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন আবু মুসলিম ইস্পাহানী [৩৩], আবু বকর আসুম, আবুল কাসেম বলখী ও কাফফাল কবির।[৩৪]

কুরআনের তাফসিরে নিজের মতামত ব্যক্ত করার কোন সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে রাসুল (স) বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :[৩৫] "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ব্যতীত কোন কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন :[৩৬] "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতকে প্রকাশ করে, সে যদি সঠিক কথা বলে তবুও সে ভুল করল।"

আল্লামা মাওয়ারদি বলেন, কোন কোন চরমপন্থী বিদ্বান ব্যক্তি আলোচ্য হাদিসের আলোকে কুরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-গবেষণা অবৈধ বলে মনে করে। এমনকি শরিআতের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেক পবিত্র কুরআন থেকে কোন মর্মবাণী প্রমাণ করাও বৈধ মনে করে না। তাদের এই ধারণা ভুল। কেননা পবিত্র কুরআনে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আল্লাহ তাআলা অনুপ্রাণিত করে বলেছেন :[৩৭]

«افلايتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? তবে কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ আছে?" জমহুর আলিমদের মতে, কুরআন ও হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে আলোচ্য হাদিসের অর্থ এই নয় যে, কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেক কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। বরং উক্ত হাদিসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- কুরআনের তাফসিরের জন্য সর্বসম্মত ও স্বীকৃত যে মৌলিক নীতিমালা রয়েছে, সেসব কিছুকে উপেক্ষা করে শুধু বিবেক-বুদ্ধির ভিত্তিতে যে তাফসির করা হবে তা অবৈধ ও প্রত্যাখ্যাত। এভাবে তাফসির করতে গিয়ে যদি কেউ সঠিক সিদ্ধান্তও নেয় তবুও সে ভুল করল।[৩৮]

---

৩১. প্রাগুক্ত, সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪

৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৩৫১

৩৩. প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, পিতা বাহার ইস্পাহানী। অবশ্য ইমাম যাহাবী তাঁর পিতার নাম আলি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একাধারে লেখক, ব্যকরণবিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক দার্শনিক ছিলেন। *(বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : ড. আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭)*

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. আলহাদিস, *সুনানু আবি দাউদ*, সুয়ুতী, *আলইতকান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯ থেকে উদ্ধৃত।

৩৬. আলহাদিস, সুনান আবি দাউদ,

৩৭. আলকুরআন, *সুরা মুহাম্মাদ*, আয়াত : ২৪

৩৮. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, বুদ্ধিভিত্তিক তাফসিরের বৈধতা নিয়ে প্রাজ্ঞ আলিম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ যে মতবিরোধ করেছেন তার মোদ্দাকথা এই যে, বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির ঐ সময় হারাম বা নিষিদ্ধ যখন মুফাসসির সঠিক প্রমাণ ছাড়া দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, আয়াতের অর্থ ইহাই অথবা যখন মুফাসসির ভাষাগত মৌলনীতি ও শরিআতের বিধি–নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাফসির করার ধৃষ্টতা দেখায় অথবা যখন মুফাসসির বিদআতের[৩৯] স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে।[৪০]

---

৩৯. **বিদআত ঃ** বিদআত (البدعة) আরবি শব্দ। অর্থ অভিনবভাবে তৈরি কোন বস্তু। আর ধর্মীয় মতে- ধর্মে নতুন বিষয় সংযোজন। বা এর অর্থ হলো كون الشئ بلا مثال قبله এ জন্যেই কোন বস্তু যদি পূর্ব নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করা হয় তবে তাকে বিদআত বলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলাকে বাদী (بديع) বলা হয়। আল্লাহর বাণী: «بديع السموات والارض» [*সূরা বাকারা,* আয়াত : ১১৭] পরিভাষায় যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় ছিল না, পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বিদআত বলে। কেউ কেউ বলেছেন : هى الاحداث بعد القرون الثالثة شيئا তিন যুগের পর যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাই বিদআত। ইমাম নববী বলেন : যে জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী যুগে উহার দৃষ্টান্ত নেই, তাই বিদআত। বিদআতের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে বড় বড় দুইটি দলের উদ্ভব হয়। একটি হচ্ছে রক্ষণশীল দল। অতীতে প্রধানত হাম্বলীগণ এবং বর্তমানে ওয়াহাবীগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে, মুমিনদের কর্তব্য হলো ইত্তেবা বা তাঁবেদারী, সুন্নার অনুসরণ-নতুন কিছু করা নয়। অপর দলটি পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বীকার করেন এবং শিক্ষা দেন যে, বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্নভাবে ভাল ভাল বিদআত এবং এমনকি প্রয়োজনীয় বিদআত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ির (র) মতে, যা কিছু অভিনব এবং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সাহাবিদের কথা ও কাজের পরিপন্থী তাই বিদআত, উহাই বিপথে চালিত করে। তবে কোন কোন অভিনবত্ব, যা ঐগুলোর প্রতিকূল নয়, তা প্রশংসনীয় বিদআত। আরো বিশদ শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নব প্রবর্তনগুলোকে ধর্মীয় অনুশাসনের পাঁচটি নিয়মে বিভক্ত করা হয়। যথা : ১. আলবিদআতুল ওয়াজিবা। যেমন- কুরআন বুঝার জন্য আরবি ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন, যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও অযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বর্জন, জাল হাদিস থেকে সহিহ হাদিসগুলো পৃথককরণ, ধর্মীয় আইন লিপিবদ্ধকরণ ও ধর্মবিরোধীদের মতবাদ খণ্ডন; ২. আলবিদআতুল মুহাররাম। যেমন- ইসলামের হুকুম বিরোধী সকল ধর্ম বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা। কাদেরিয়া ও জাবারিয়াদের ধর্মাদর্শ। ৩. আলবিদআতুল মানদুবা। যেমন- মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষালয় তথা মাদ্রাসা স্থাপন করা। এসব কাজ রাসুলের যুগে না করা হলেও কাজগুলো মূলত ভালো ও প্রশংসনীয়। ৪. আলবিদআতুল মাকরূহা। যেমন- মসজিদ ও কুরআনকে অলংকৃত করা। অবশ্য এটা ইমাম শাফেয়ি (র) ও তার অনুসারীদের মত। হানাফীদের মতে, এসব কাজ মুবাহ। ৫. আলবিদআতুল মুবাহা। যেমন- উত্তম পানাহারের মধ্যে প্রাচুর্য করা। এটা জায়েয আছে। আহলে হাদিসের মতে, বিদআতের কোন শ্রেণীভেদ নেই। বিদআত বিদআতই। তবে ভালো কাজ শরিআতের পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া হয় সেটা. من سن سنة فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

বিদায়া ও নিহায়া প্রণেতার মতে, বিদআত দুই প্রকার। যথা : ১. বিদআতে হুদা (بدعة هدى) এটা এমন বিদআত যার সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ নিষেধ না করে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। তবে তাঁরা একাজ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ ধরনের কাজগুলো নব-আবিষ্কৃত হলেও ভালো; ২. বিদআতে দালালাহ (بدعة ضلالة) এটা এমন বিদআতকে বলে, যা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের [স] নির্দেশের বিপরীত।

[দেখা যেতে পারে : কিতাবুল হাওয়াদিস ওয়াল বিদআ, আবু বকর আল তারতুশী ও মিরকাতুল মাফাতিহ]

৪০. সম্পাদনা পর্ষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯০, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরের আদবসমূহ

যিনি নিজেকে كلام الله (আল্লাহরবাণী–আলকুরআন)–এর ব্যাখ্যাতা হিসেবে নিয়োজিত করেন তাঁর মর্যাদা যে সবার শীর্ষে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণে كلام الله –এর মর্যাদা যে সাধারণ কোন বক্তার বক্তব্যের ন্যায় নয় তা অবগত হওয়াও তাঁর জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। মুফাসসির যে আয়াতের অর্থ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সে আয়াত দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন তা আমরা জানতে পারি এ কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়, সবার পক্ষে এমন কথা বলাও সমীচীন নয়। বরং এর জন্য মুফাসসিরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান হওয়া জরুরি। শুধু আরবি ভাষাজ্ঞান জানাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম যারকাশী বলেন :[১]

"كتاب الله بحره عميق وفهمه دقيق لايصل الى فهمه الا من تبحر فى العلوم وعامل الله بتقواه فى السر والعلانية واجله عن مواقف الشبهات واللطائف والحقائق لايفهمها الامن القى السمع وهو شهيد."

এ বক্তব্যে আল্লামা যারকাশী আলকুরআনকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন, এ মহা সমুদ্র থেকে মণি–মাণিক্য তারাই অর্জন করতে পারবে যাদের মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারী আছে, যারা সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত। এদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন। এরা আল্লাহর দৃষ্টি দিয়েই প্রত্যক্ষ করেন, আল্লাহর শ্রবণ শক্তি দিয়েই শ্রবণ করেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[২]

«ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا وما يذكر الا اولوا الالباب»

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় সেতো প্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।"

আল্লাহর বাণীর মর্ম অনুধাবন করার জন্য মুফাসসিরের জন্য যেমন কতগুলো আবশ্যকীয় শর্তাবলী রয়েছে তেমনি কুরআন বুঝার জন্য কিছু আদবও রয়েছে, যা মুফাসসির অনুসরণ করবেন। আদবগুলো হচ্ছে–

০১. **এখলাস ঃ** মুফাসসিরকে এখলাস তথা একনিষ্ঠতা নিয়ে তা তাফসির প্রণয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা হবে তাফসির প্রণয়নের উদ্দেশ্য। দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা পদে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তার উদ্দেশ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত যে কেউ প্রত্যাশা করবে সে ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিমজ্জিত হবে। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৩]

"بان يريد بعلمه وجه الله وان يطلب رضاه ولا ينبغى بذلك جاها ولا منصبا فان ابتغى غير ذلك ضل واضل."

১. যারকাশী, আলবুরহান *ফি উলুমিল কুরআন,* বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০১ খ্রি./১৪২২ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০

২. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ২৬৯

৩. ড. ফাহাদ বিন আবদুর রহমান বিন সুলাইমান আররুমী, *দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআনিল কারিম,* রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, নবম সংস্করণ ২০০০ খ্রি./১৪২১ হি., পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

০২. **সচ্চরিত্র ঃ** সচ্চরিত্র মানুষের জীবনের একটি মূল্যবান সম্পদ। শোভাযোগ্য না হলেও এ মূল্যবান সম্পদটির সংবাদ থাকে প্রতিটি মানুষের কাছে। চরিত্রবান ব্যক্তির মর্যাদা থাকে সবার শীর্ষে। চরিত্রবান ব্যক্তির কথা, কাজ ও বদান্যতায় আলোকিত হয় সমাজের প্রতিটি স্তর। মুফাসসিরের মধ্যে এই গুণ বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান থাকা খুবই জরুরি। কেননা–

"هذا مما يجذب النفوس اليه واذا انجذبت اليه اقبل عليه السمع والبصر." [৪]

০৩. **সত্য প্রকাশ করা ঃ** সত্য প্রকাশ করার মাঝে আছে মাহাত্ম্য, আর তা গোপন করায় আছে গুনাহ। সত্য প্রকাশ করাকে জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তা গোপন করাকে বিতাড়িত শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়–

"افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، والساكت عن الحق شيطان اخرس." [৫]

০৪. **আমল করা ঃ** মুফাসসির নিজে আমল করবেন অন্যকেও আমলের উপদেশ দিবেন। তিনি নিজে আমল না করলে অন্যকে আমল করার উপদেশ দিলে তারা শুনবে না। তেমনি নিজে খারাপ আমল থেকে বিরত না থাকলে অন্যরাও তার নিষেধাজ্ঞা মানবে না। মানুষ যদি লক্ষ্য করেন যে, তিনি যা বলেন তা নিজে আমল করেন না তবে তারা মুফাসসিরের সত্য কথাও পরিত্যাগ করবে।[৬]

০৫. **সুন্দর নিয়াত ঃ** নিয়াতের বিশুদ্ধতাও জরুরি। কেননা "انما الاعمال بالنيات" কোন কাজের সফলতা ও বিফলতা তার নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ব্যাখ্যা করা একটি মহৎ কাজ, এ কাজে নিয়াত বিশুদ্ধ না হলে কাজে সফলতা পাওয়া যায় না, এই জ্ঞান চর্চার দ্বারা পরকালীন মুক্তি আশা করা যায় না, এর দ্বারা শুধু দুনিয়ার সফলতাই কামনা করা যায়। অথচ একজন মুফাসসিরের এমন আশা করা অবাঞ্ছনীয়। পারলৌকিক মুক্তিই তাফসির প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।[৭]

০৬. **যোগ্যকে প্রাধান্য দেয়া ঃ** তাফসির করার ক্ষেত্রে কোন যোগ্য মুফাসসির যদি তার চেয়েও ভাল তাফসির করেন তবে তাঁকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁর বক্তব্য রেফারেন্স হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে।[৮]

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি., পৃ. ৩৩২

৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৮

মুফাসসিরগণের পথ ভ্রষ্টতার কারণ নির্ণয়

তাফসির অভিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যাতে মনোনিবেশ করতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এটি এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যেখানে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতীত অনুপ্রবেশ করা রীতিমত বিপজ্জনক, আশংকাজনকও বটে। কেননা তাফসির অভিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতীত তাফসির করা সুস্পষ্ট গোমরাহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতীত তাফসির চর্চা করে তারা নি:সন্দেহে গোমরাহী ও সর্বনাশা বিপদে নিমজ্জিত আছে। এদের চেয়ে হতভাগা আর কারা হতে পারে? যারা যথেষ্ট শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেও পারলৌকিক সাফল্যের দ্বার স্পর্শ করতে পারে না। তাই যেসব কারণে একজন মুফাসসির তাফসির করার প্রাক্কালে গোমরাহীতে পতিত হতে পারে সেসব কারণ বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক।

আলকুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ হলো স্বীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য না করে নিজের খেয়াল খুশি মোতাবিক কুরআনের অপব্যাখ্যা করা। অধুনাকালে গোমরাহীর এ কারণটি ব্যাপকতা লাভ করেছে। কেবল আরবি ভাষা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই কুরআনের তাফসির করা যায় এমন একটি ভুল ধারণারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে ইদানিংকালে। যখন যেভাবে যা বুঝে আসে তাই কুরআনের তাফসির বলে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ এসব সুস্পষ্ট গোমরাহী ব্যতীত আর কিছুই না। কেননা এমন কোন জ্ঞান বা বিষয় নেই যে বিষয়ের পাণ্ডিত্য কেবল ভাষাজ্ঞানার্জনের দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রন্থ অধ্যয়ন করে যেমন চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দাবি করা যায় না, তেমনি শুধু ভাষাজ্ঞান অর্জনের দ্বারা মুফাসসির হওয়া যায় না, তাফসির করা যায় না। এর জন্য নিরলস জ্ঞান-সাধনা, একাগ্রচিত্তে ইসলামি জ্ঞান-গবেষণা, বিশেষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর অধ্যবসায় প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সাধারণ বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য যেখানে গভীর অধ্যবসায় ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় সেখানে কুরআনের তাফসিরের মত একটি মহাজ্ঞান সাগরতুল্য বিষয়কে কেবল আরবি ভাষা শিক্ষার দ্বারা তা কি করে অর্জন করা সম্ভব?

আলকুরআন মানব রচিত গ্রন্থের ন্যায় কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। পার্থিব সকল গ্রন্থের বিপরীতে কুরআনের একটি নিজস্ব স্টাইল আছে, আছে ব্যতিক্রমধর্মী একটি বর্ণনা রীতি। অতএব কুরআনের কোন আয়াতের মর্ম অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পঠন-রীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা। এছাড়াও শানে নুযুল তথা আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা অপরিহার্য। কেননা আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ব্যতীত আয়াতের সঠিক মর্মোদ্ধার করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত কুরআনের বহু দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ (স)-এর উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহর (স)-এর কোন তাফসির বা ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে কি না তা পর্যালোচনা করা। যদি থেকে থাকে তবে তা পর্যালোচিত বর্ণনা সূত্রের তথা রেওয়ায়াতের সর্বসম্মত মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয় কিনা সে দিকে লক্ষ্য করতে হবে। এমনকি কুরআন নাযিলের প্রাক্কালে উপস্থিত সাহাবিগণ কি বুঝে ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তাও জানতে হবে। এব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ থাকলে তা কিভাবে নিরসন করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া।

বস্তুত কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার কালাম। তিনি তাঁর কালামের গোপন রহস্য ও পরিচয় এমন ব্যক্তির নিকট উন্মুক্ত করেন না যে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত। কাজেই আলকুরআনের তাফসিরের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক, আনুগত্য, আল্লাহভীতি এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া অত্যাবশ্যক।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কুরআনের তাফসিরের জন্য শুধু আরবি ভাষার সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে জ্ঞানার্জন জরুরি। বিষয়গুলো হচ্ছে– علم اصول التفسير (তাফসিরের মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান); علم اصول الفقه (ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান); علم النحو (নাহুর জ্ঞান); علم الصرف (ছরফের জ্ঞান); علم اللغات (অভিধানগত জ্ঞান); علم البلاغة (অলংকার শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান); علم الادب (সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান) এছাড়াও আল্লাহভীতি, তাকওয়া–পরহেজগারী ও আত্মিক পাক পবিত্রতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া ব্যতীত কেউ তাফসির করতে পারে না। কেননা কেউ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কুরআনের তাফসির করে সে ব্যক্তি জাহান্নামী। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স) বলেছেন :[১] "من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত: কুরআনের কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।

একটি ভুল বুঝাবুঝির অবসান

মহান আল্লাহ তাআলার বাণী :[২] «ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر» 'আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।' আলোচ্য আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আলকুরআন একটি সহজ গ্রন্থ; এর তাফসিরের জন্য এতো সব বিশাল জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন নেই। যে কেউ এ গ্রন্থ পাঠ করে তার বক্তব্য বুঝতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবি বিভ্রান্তি ও জ্ঞানের অপরিপক্কতারই পরিচায়ক। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের অস্পষ্ট ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। মূল ব্যাপার হচ্ছে আলকুরআনের আয়াতসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকারের আয়াতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনাবলী ও উপদেশমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– পার্থিব জীবনের স্থায়িত্বহীনতা, জান্নাত–জাহান্নামের অবস্থা, আল্লাহভীতি, আখিরাতের চিন্তা, জীবনের অন্যান্য সাধারণ বিষয়াবলী এবং সত্য ও বাস্তব বিষয়সমূহের কথাবার্তা বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের আয়াতসমূহ সত্যিই সহজবোধগম্য। আরবি ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এ সমস্ত আয়াত সহজে বুঝতে পারে এবং কোনরূপ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ছাড়াই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। এসব আয়াত থেকে মর্মোদ্ধার করার জন্য তাফসিরের প্রয়োজন হয় না, এমনকি কুরআনের কোন নির্ভরযোগ্য অনুবাদ পড়েও উপদেশ গ্রহণ করা যায়। আলকুরআনের এসব আয়াতের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত আল্লাহর বাণী প্রযোজ্য। এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি।

১. আলহাদিস, *সুনানু আবি দাউদ*, আলইতকান ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯ হতে উদ্ধৃত।

২. আলকুরআন, *সূরা কামার*, আয়াত : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতে উল্লিখিত للذكر তথা 'উপদেশ গ্রহণের জন্য' শব্দ দ্বারা সে বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো শরিআতের হুকুম-আহকাম, আইন-কানুন, আকিদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয় সংবলিত। এসব আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করে এর থেকে শরিআতের বিধিনিষেধ ও মাসআলা-মাসায়িল উদ্ভাবন করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় ও দক্ষতাপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। এ কারণে দেখা যায় সাহাবিদের মাতৃভাষা আরবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কুরআনের শিক্ষার নিমিত্ত সুদীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (স)-এর সংস্পর্শে থেকেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র) ইমাম আবদুর রহমান সুলামী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) সহ অন্যান্য যে সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে বলেছেন যে, তাঁরা রাসুলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে যখন দশটি আয়াত শিক্ষা করতেন তখন তাঁরা এসব আয়াত সম্পর্কিত যাবতীয় ইলমী ও আমলী বিষয়গুলো আয়ত্ত করতেন। যতক্ষণ না তাঁদের পূর্ণ আয়ত্তে আসতো ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সামনে অগ্রসর হতেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলতেন :[৩] "تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا" "আমরা কুরআন, ইলম এবং আমল এক সাথেই শিখেছি"। তাই ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সুরা বাকারা আয়ত্ত করতে দীর্ঘ আট বছর ব্যয় করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের মধ্যে কেউ সুরা বাকারা ও আলে ইমরান শিক্ষা করতে পারলে তিনি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতেন।[৪]

সাহাবায়ে কেরাম আরবি ভাষা, সাহিত্য, কবিতায় পূর্ণ পান্ডিত্য অর্জন করার পরও কেন সুরা বাকারা শিখতে আট বছরের প্রয়োজন হলো? অতএব বুঝা যাচ্ছে তাঁরা শুধু কুরআন পড়ে মুখস্থ করেননি বরং তারা কুরআনের ইলম ও আমল দু'টোই-অধ্যয়ন করতেন, কুরআনের সত্যিকারের আলিম হওয়ার জন্য রাসুলের (স) কাছে প্রশিক্ষণ নিতেন। তাঁরা কেবল আবরি ভাষা জ্ঞানের উপরই নির্ভর করতেন না। তাই বলা যায়, সাহাবে কেরাম যেখানে আবরি ভাষা জ্ঞানের পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে তাফসির করতেন না সেখানে কুরআন নাযিলের হাজার হাজার বছর পর সাধারণ কিছু আরবি ভাষা শিখে তাফসির করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা বড়ই অন্যায়, ইলমে দ্বীনের সাথে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করার নামান্তর। আর এদের সম্পর্কেই রাসুল (স) কঠিন বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছেন :[৫] "من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار". "যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত: কুরআনের কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।"

কেউ না জেনে শুনে শুধু ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কুরআনের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ না করুক এটাই সময়ের দাবি, আমাদের প্রত্যাশা।

---

৩. উদ্ধৃত : তাফসির তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০

৪. সুয়ুতী *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন, কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম,* তা.বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬

৫. আলহাদিস, সুনানু আবি দাউদ, আলইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯ হতে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

আলকুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে গোমরাহীর দ্বিতীয় কারণ হলো কুরআনকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায় বানানো। অর্থাৎ মানুষ তার মন–মস্তিষ্কে প্রথম থেকেই কিছু নিজস্ব মতাদর্শ নির্ধারণ করে নেয় এবং কুরআনকেও তার সেই মতাদর্শের আলোকে বানানোর চেষ্টা করে। নিজস্ব চিন্তা–চেতনার ভিত্তিতে কুরআনকেও নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) এগুলো চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাতিলপন্থীরা ও বাহ্যিক পূজারীরা সমকালীন দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কুরআনের তাফসিরের মধ্যে এই ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআনের শব্দ ও বাক্যকে ভেঙ্গে নিজ নিজ মতাদর্শের অনুকূলে ব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা করেছে। কুরআনের ক্ষেত্রে এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করা চরম ধৃষ্টতা ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচ্য।

আলকুরআন বিশ্বমানবতার হিদায়াতের প্রধান উৎস। হিদায়াতের কানায় কানায় পরিপূর্ণ আলকুরআন বিভিন্ন স্থানে নিজেকে ‘হিদায়েত কিতাব’ হিসেবে উল্লেখ করেছে। হিদায়েত অর্থ হলো ‘যে ব্যক্তির গন্তব্যস্থলের পথ জানা নেই তাকে পথ প্রদর্শন করা’। কাজেই আলকুরআন থেকে হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য হলো পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় সকল কিছু হতে মানুষের মন–মস্তিষ্ক মুক্ত রাখতে হবে। অত:পর অন্তরে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন হিদায়াতের জন্য যে পথের নির্দেশনা দিবে তাই আমার কল্যাণের জন্য সঠিক পথ। তা আমার সীমিত জ্ঞান–বুদ্ধি গ্রহণ করুক বা না করুক। এ বিশ্বাস নিয়ে মানুষ এগুতে থাকলে হেদায়াত লাভে সফল হতে পারবে নি:সন্দেহে।

অন্যদিকে কেউ যদি নিজ জ্ঞান–বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে পূর্ব থেকেই নিজ মস্তিষ্কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে নেয় এবং কুরআনকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়তে শুরু করে তবে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, এ ব্যক্তি কুরআন হিদায়াত লাভের জন্য অধ্যয়ন করেনি সে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার জন্য অধ্যয়ন করেছে। এসব লোকের ভাগ্যে হিদায়াত লাভ সম্ভব হয় না। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন :[৬] «يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا» “আল্লাহ কুরআন দ্বারা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেন এবং অনেক মানুষকে হিদায়াতও দান করেন”।

অতএব কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য নিজের মনকে সত্যানুসন্ধানীর ন্যায় আলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং কুরআন বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানাহরণ করা অত্যাবশ্যক।

আলকুরআনের তাফসির সম্পর্কিত তৃতীয় গোমরাহী হলো সমকালীন দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার প্রতি মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়ে কুরআনের দিকে ধাবিত হওয়া এবং কুরআনের তাফসিরের ব্যাপারে এই চিন্তাধারা বা মতাদর্শকে সত্য মিথ্যার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা। গোমরাহী এই কারণটি মূলত দ্বিতীয় গোমরাহীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্বভাবতই এসে যায়। কিন্তু অধুনাকালে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে এটি মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় আকার ধারণ করায় এ কারণটিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র হচ্ছে।

ইসলামের ইতিহাসে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেক যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব

৬. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছে যারা কুরআন ও হাদিসে পান্ডিত্য অর্জন ছাড়াই সমকালীন দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ধাবিত হয়েছে। যাদের মন-মস্তিষ্কে দর্শন এমনভাবে চেপে বসেছে যে, তারা আর গোমরাহীর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এমতাবস্থায় যখন তারা কুরআনের দিকে ফিরে এসেছে তখন কুরআনের বক্তব্যকে তাদের মতাদর্শের বিপরীত মনে হয়েছে, কুরআনকে বিকৃত ও পরিবর্তন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আলকুরআনের ব্যবহৃত শব্দাবলীকে নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্যশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। গ্রীক দর্শনে যারা মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন তারাই মূলত কুরআনকে এ দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার প্রয়াস পান। এদের মধ্যে এমন কিছু নিষ্ঠবান লোকও ছিলেন যারা গ্রীক দর্শনকে অপ্রতিরোধ্য মনে করতেন। কুরআন ও হাদিসের উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত তাফসির এই দার্শনিক চিন্তা স্রোতের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। কাজেই তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাফসির পরিবর্তন করতে চাইলেন যা গ্রীক দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। বলাবাহুল্য এটা ছিল কুরআন, হাদিস ও ইসলামের সাথে এক ধরনের মূর্খতাসুলভ বন্ধুত্বের আচরণের ন্যায় একটি অবিবেচ্য আচরণ। দৃঢ়চিত্ত আলিম সমাজ বসে থাকেননি, তাঁরা গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত কুরআন ও হাদিসের অর্থগত বিকৃতি সাধনকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য ঐকমত্য হলেন। তাঁরা গ্রীক দর্শনের গোমরাহীগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় দলিল-প্রমাণ দ্বারা ঐ সব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। আলিমদের অবস্থান ছিল আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার কালাম এই বক্তব্যের পক্ষে। তাঁর বর্ণিত সকল তথ্য ও তত্ত্বই অপরিবর্তনশীল। কুরআনে আল্লাহ তাআলা যে বর্ণনা দিয়েছেন আর রাসুল (স) থেকে কুরআনের যে সুস্পষ্ট তাফসির প্রমাণিত হয়েছে তা সর্বকালের সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয়। অথচ দর্শন ও বিজ্ঞানের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগের পর যুগ মানবীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে আসছে। এক যুগে যে মতবাদ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছাদিত করতে সক্ষম হয়েছিল, এক যুগ পরে হয়তো সেই মতবাদ মানুষ মুখে নিতেও লজ্জাবোধ করছে। উত্থান পতনের এই চরম পরিণতি দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা কুরআন এমন কিতাব যা মানুষকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েরও দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আর মানবীয় চিন্তা, জ্ঞান-গবেষণা আলকুরআনের কাছেও আসতে পারেনি। এরূপ কল্পনা করাও কুফরীর শামিল।

আলকুরআনের তাফসির সম্পর্কিত চতুর্থ গোমরাহী হলো আলকুরআনের বিষয় বস্তুকে ভ্রান্ত মনে করা। অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক আলকুরআনের বিষয়বস্তুকে যথাযথ না বুঝে আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় তা অনুসন্ধান করে বেড়ায়। যেমন কেউ কেউ কুরআনে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বের করতে সচেষ্ট হয় এবং বিজ্ঞানের থিওরী কুরআন দ্বারা প্রমাণ করতে চায়। কুরআনে যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে এটা কুরআনের ত্রুটি (نعوذ بالله) বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হলো পবিত্র আলকুরআনের আসল বিষয় বিজ্ঞান নয়। আলকুরআনে যে স্থানে বিশ্ব জগতের তাত্ত্বিক আলোচনা এসেছে তা মূলত আনুষঙ্গিক আলোচনা হিসাবেই এসেছে। কাজেই আলকুরআনের কোন স্থানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গেলে তাতে সন্দেহাতীতভাবে ঈমান রাখতে হবে।

আলকুরআন অবতীর্ণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :[৭]

«قد جاءكم من الله نور وكتب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم»

৭. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি ও একটি সমুজ্জ্বল কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতিক্রমে, আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল–সঠিক পথে।"

আল্লাহ বলেন :[৮]

«كتاب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذربه وذكرى للمؤمنين»

"এটি একটি কিতাব, আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে, আর এটি মুমিনদের জন্য উপদেশ।"

আল্লাহর নবী :[৯]

«تلك ايت الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين . الذين يقيمون الصلاة ،يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم يوقنون»

"এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত, যা হিদায়াত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"

আল্লাহ বলেন :[১০]

«انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاله الدين»

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব আপনি বিশুদ্ধ চিত্তে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন।"

আল্লাহ বলেন :[১১]

«تنزيل العزيز الرحيم - لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غفلون»

"এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে প্রবল প্রতাপশালী পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে আপনি সতর্ক করেন এমন লোকদেরকে, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল রয়ে গেছে।"

আল্লাহ বলেন :[১২] «وكذالك نفصل الايت ولتستبين سبيل المجرمين»

"আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এবং এতে অপরাধীদের পথও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।"

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আলকুরআনের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা তথা মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক সামগ্রিক জীবন পরিচালনার জন্য উৎসাহ প্রদান করা। কাজেই কুরআনে যদি বিজ্ঞানের কোন বিষয় বর্তমান না থাকে তাতে কুরআনের মধ্যে ত্রুটি আছে একথা প্রমাণ করে না।

---

৮. আলকুরআন, *সুরা আরাফ*, আয়াত : ১

৯. আলকুরআন, *সুরা লুকমান ;* আয়াত : ১

১০. আলকুরআন, *সুরা যুমার*, আয়াত : ২

১১. আলকুরআন, *সুরা ইয়াসিন*, আয়াত : ৫–৬

১২. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাফসিরের উৎস ও বিকাশধারা

একনজরে

- তাফসিরের উৎস ও সূচনাকাল
- তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারা ও বিভিন্ন ধারার উদ্ভব
- কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির বিষয়ক নীতিমালা
- বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কুরআন চর্চা
- প্রথম মুফাসসির
- বিখ্যাত মুফাসসিরদের বিভিন্ন যুগ ও তাঁদের রচিত তাফসির গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ১

তাফসিরের উৎস

তাফসিরের উৎস তাফসির শাস্ত্রের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে মাধ্যমগুলোর সাহায্যে আমরা আলকুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা অবগত হতে পারি, তাই তাফসিরের উৎস।[১] আলকুরআনের আয়াত দুই শ্রেণীর। এক প্রকার মুহকাম[২] যা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। আরবী ভাষায় দক্ষ যে কোন পাঠক তা পড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারে। এসব আয়াতে কোন মতবিরোধ নেই। এসব আয়াতের তাফসিরের উৎস হলো আরবি ভাষার অভিধান। এর মর্মোদ্ধারে আরবি ভাষায় সুবিজ্ঞ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুর প্রয়োজনীয়তা নেই।[৩]

দ্বিতীয় প্রকার মুতাশাবিহ[৪] যা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক। এসব আয়াতের মর্মোদ্ধার করার জন্য ব্যাখ্যা ও আয়াতের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট জানার প্রয়োজন হয়। অথবা আয়াতের দ্বারা যদি কোন সূক্ষ্ম আইনগত বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় অথবা কোন গভীর তত্ত্ব আহরিত হয় তবে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য কেবল ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং এজন্য আরো অনেক কিছু জানা অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে তাফসিরের উৎস মোট ছয়টি।[৫]

এক. আলকুরআন ঃ আলকুরআন বিন্যাস পদ্ধতিতে একই বিষয়ের আয়াতসমূহ বিভিন্ন জায়গায় স্থান পেয়েছে। তাই কুরআনের ব্যাখ্যাকারদের কর্তব্য হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে আয়াতসমূহ একত্রিত করা, পূর্বাপর অন্যান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী আয়াতের আলোকে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গাম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর এ কারণেই প্রাজ্ঞ আলিমদের মতে, তাফসিরের প্রথম উৎস আলকুরআন। কেননা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি আরেকটির ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৬]

আল্লাহর বাণী :[৭] "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন, সেসব লোকের পথ, যাদের প্রতি নিআমত বর্ষণ করেছেন"। এ আয়াতে আল্লাহর নিআমতপ্রাপ্ত লোকদের সুস্পষ্ট কোনো পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এ আয়াতটির ব্যাখ্যা অন্যত্র দেয়া হয়েছে। যেখানে নিআমতপ্রাপ্ত লোকদের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :[৮] "তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের উপর আল্লাহ তাআলা নিআমত প্রদান করেছেন। তারা হচ্ছেন- নবিগণ, সত্যবাদীগণ, শহিদগণ এবং সত্যনিষ্ঠগণ।"

---

১. তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, করাচি : মাকতাবা দারুল উলুম, ১৪১৫ হি. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

২. محكم [মুহকাম] আরবি শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে- মজবুত বা সুদৃঢ়, পরিভাষায় কুরআন মাজিদের ঐসব আয়াতকে মুহকাম বলা হয়, যেগুলোর ভাষা সুস্পষ্ট, সন্দেহমুক্ত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। *[দেখা যেতে পারে : নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৮৭]*

৩. যারকাশী, *আলবুরহান*, বৈরুত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০১/১৪২২, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১; সুয়ুতী, *আলইতকান*, দিল্লি: কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩

৪. **মুতাশাবিহ ঃ** متشابه [মুতাশাবিহ] আরবি শব্দ। অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ, অস্পষ্ট। পরিভাষায় অতীব অস্পষ্টের কারণে যে আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া জানা যায় না, তাকে মুতাশাবিহ বলে। [বি: দ্র: নুরুল আনওয়ার, পৃ. ১২]

৫. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫

৬. সয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫

৭. আলকুরআন, সুরা ফাতিহা, আয়াত : ৫-৬ « اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم»

৮. আলকুরআন, *সুরা : নিসা*, আয়াত : ৬৯ «يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين»

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন : "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।' এখানে صادقين বা সত্যবাদীদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কুরআনের অন্য একটি আয়াতে সত্যবাদীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :[৯] "পূর্ব এবং পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে তোমাদের কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবিদের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য অর্থ দান করলে। সালাত প্রতিষ্ঠা করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে। অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই হল সত্যাশ্রয়ী এবং এরাই আল্লাহভীরু।' এ আয়াতে صادقين বা সত্যবাদীদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা সত্যবাদী কারা তা খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়।

এমনিভাবে আল্লাহ আরো বলেন :[১০] "অনন্তর আদম [আ] তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাক্য শিখলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর তাওবা[১১] কবুল করলেন।'

উক্ত আয়াতে হযরত আদম [আ] তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে যেসব كلمات বা বাক্য শিখলেন তার বর্ণনা দেয়া হয়নি। كلمات বা বাক্যগুলো কি ছিল তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে। তাই দেখা যায় আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন :[১২] "তারা(আদম ও হাওয়া [আ]) বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি; আপনি আমাদের ক্ষমা না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" অবশ্য كلمات বা যেসব বাক্য হযরত আদম [আ] কে তাওবার উদ্দেশে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? সে সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবি[১৩] ও

---

৯. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ১৭৭

«ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتب والنبين واتى المال على ذوى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأس، والضراء وحين البأس. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون»

১০. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : "فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب عليه"

১১. **তাওবা ঃ** توبة [তাওবা] আরবি শব্দ। যা تاب [তাবা] থেকে উৎকলিত। অর্থ প্রত্যাবর্তন, অনুতাপ, অনুশোচনা, অন্যায়, অপরাধ তথা গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করাকে তাওবা বলে

[দেখা যেতে পারে : আলকুরআন, সুরা ৪, আয়াত : ১৭, ১৮; সুরা ৯: আয়াত : ১০৪; আলকামুস আলফিকহী]

১২. আলকুরআন, *সুরা আরাফ,* আয়াত : ২৩

«فقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»

১৩. **সাহাবি ঃ** সাহাবি শব্দটি আরবি ও একবচন। এর বহুবচন সাহাবা বা আসহাব। আভিধানিক অর্থ- সঙ্গি, সাথী, সহচর ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সাহাবা দ্বারা রাসুল [স] এর মহান সঙ্গি সাথীদের কথা বুঝালেও প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবন হাজার আসকালানি [র] সাহাবির একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, আর তা হচ্ছে- সাহাবি সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ [স] এর প্রতি ঈমানসহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছেন এবং ইসলামের ওপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

অতএব, যারা রাসুলের সঙ্গ লাভ করেছেন কিন্তু ঈমান আনেনি তারা সাহাবি বলে গণ্য হবে না। যেমন আবু জাহল ও আবু লাহাবসহ মক্কার কাফিরবৃন্দ। এরা রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাই এরা সাহাবি হওয়ার মত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর সাক্ষাৎ লাভ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবি বলে বিবেচিত হবেন,যিনি রাসুলের [স] সাক্ষাৎ লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্বের কারণে রাসুলকে [স] দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম [রা]। তিনি অন্ধত্বের কারণে রাসুলকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি অথচ তিনি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ যারা ঈমানসহ রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ করার পর ধর্মত্যাগী হয়েছেন আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসুলের সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন হযরত আশরাস ইবন কায়েস [রা] সহ আরো অনেকে এরূপ সাহাবি । তবে সর্বশেষ শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবি বলে বিবেচিত হবেন না যিনি ইসলামে থেকে রাসুলের [স] সাক্ষাৎ লাভ করেছে। কিন্তু পরে ধর্মত্যাগী হয়ে মারা গেছে যেমন আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল আসাদি।

Dhaka University Institutional Repository

তাবেয়িদের[১৪] বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্যে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবই ছিল হযরত ইবরাহিম [আ]-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসিরবেত্তা আল্লামা জারির তাবারী[১৫] (মৃত. ৩১০ হি.) ও ইবনে কাসির[১৬] (মৃত. ৭৭৪ হি.]-এর অভিমত তাই।[১৭]

তবে হযরত ইবনে আব্বাসের [রা][১৮]-এর অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ,[১৯] যা কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।[২০]

تفسير القران بالقران তথা কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসির কুরআনের পঠন-রীতি বা কিরআত-এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কুরআনের কোন বিষয় এক পঠন-রীতিতে অস্পষ্ট থাকলেও অন্য পঠন-রীতি অনুযায়ী সেই অস্পষ্ট অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহর বাণী :[২১] “তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে নাও, নিজেদের মাথা মাসেহ করে নাও এবং পা ধৌত করে নাও।”

আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে উক্ত আয়াতখানির অনুবাদ এভাবেও হতে পারে যে, “তোমরা স্বীয় মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং স্বীয় মাথা মাসেহ কর এবং পা ধৌত কর।” অথবা আয়াতের অনুবাদ এভাবেও করা যায় যে, “তোমরা নিজেদের মাথা এবং পা মাসেহ কর”। কিন্তু অন্য পঠন-রীতি অনুসারে وارجلكم (লাম বর্ণে যের যুক্ত) এর স্থলে وارجلكم (লাম বর্ণে যবর যুক্ত) পঠিত হয়। এই পঠন-রীতি অনুসারে “নিজেদের পা ধৌত কর” ছাড়া অন্য কোন অনুবাদ হতেই পারে না। অতএব দ্বিতীয় পঠন-রীতি স্পষ্ট করে দিল যে, প্রথম পঠন-রীতিতেও পা ধৌত করার বিধান দেয়া হয়েছে।[২২]

হাদিস বিশেষজ্ঞদের মতে, আলোচ্য সংজ্ঞার আলোকে জ্বিন জাতিও সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোরআনে এমন কিছু জ্বিনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যাঁরা রাসুলের [স] কোরআন শরিফ তিলাওয়াত শুনেই ইমান এনেছিলেন। তাই তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে অতীব মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন। সাহাবিদের সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। কেননা রাসুলের [স] জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণপূর্বক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। তবে ইমাম আবু যারআ আররাযি বলেছেন, রাসুল [স] যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন যাঁরা তাকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি হবে। এঁদের প্রত্যেকই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই যেসব সাহাবি কোন হাদিস বর্ণনা করেননি এঁদের সংখ্যা যে কত বেশি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত রাসুল [স] যে আদর্শ সমাজ গঠন করেছিলেন সাহাবিগণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিশিলিত জীবন গড়ায় তাঁদের আদর্শ অনুকরণের বিকল্প নেই। *[বি: দ্র: আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসুলের জীবন কথা, পৃ.]*

১৪. **তাবেয়ি ঃ** تابعى [তাবেয়ি] একবচন আরবি শব্দ। বহুবচন تابعون [তাবিঈন]। অর্থ অনুসরণকারী; রাজার অনুসরণকারী; গুরুর শিষ্য; কোন মতবাদের অনুসারী। হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায় যাঁরা রাসুল [স] -এর সাহাবিদের পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তি তাঁদেরকে তাবেয়ি বলা হয়। অর্থাৎ যারা হযরত [স]-এর পরবর্তী যুগের লোক অথবা যাঁরা হযরত [স]-এর সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না। তবে তাঁরা কোন সাহাবির সাথে পরিচিত ছিলেন, তারাই তাবেয়ি। প্রাথমিক যুগের একজন বিখ্যাত তাবেয়ি হচ্ছেন হাসান আলবসরী [র] [মৃ. ১১০ হি.] হাদিস শাস্ত্রে তাবেয়ি শব্দটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাবেয়িদের যুগ উত্তম যুগ নি:সন্দেহে। রাসুল [স] বলেছেন : "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"
[দেখা যেতে পারে : বুখারী, মুসলিম, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম]

১৫. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায় দ্র:

১৬. **ইবনে কাসির ঃ** বিস্তারিত দ্র: অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ, মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস অধ্যায়, পৃ...

১৭. মুফতি মুহাম্মদ শফী, *তাফসির মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ৫৮

১৮. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায় দ্র:

১৯. মুফতি মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত

২০. আলকুরআন, *সুরা আরাফ*, আয়াত : ২৩

«ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»

২১. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ৬

«اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين»

২২. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭;

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য উপরোক্ত আয়াতখানির পঠন–রীতি মুতাওয়াতির[২৩] পঠন–রীতির অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাওয়াতির পঠন–রীতির আলোকে যে তাফসির করা হয় তাদ্বারা অকাট্যতা প্রমাণিত হয়। মাশহুর[২৪] তথা প্রসিদ্ধ পঠন–রীতি দ্বারা যদিও প্রত্যয়মূলক (علم اليقين) জ্ঞান অর্জিত হয় না তথাপিও তাফসির শাস্ত্রে এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু শায[২৫] কেরাত সম্পর্কে গবেষকগণ মতবিরোধ করেছেন। তাফসির শাস্ত্রে কেউ এ কেরাতের বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিলেও এগুলো খবরে ওয়াহিদ[২৬] এর মর্যাদা রাখে।[২৭] কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসির করার আরো একটি পদ্ধতি হচ্ছে– যে আয়াতখানির তাফসির করা হবে সে আয়াতখানির পূর্বাপর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

---

২৩. **মুতাওয়াতির ঃ** متواتر [মুতাওয়াতির] শব্দটি تواتر [তাওয়াতুর] শব্দমূল থেকে এসেছে। যা اسم فاعل -এর সিগাহ। আভিধানিক অর্থ ধারাবাহিকতা, একের পর এক আসা, বিরামহীন ইত্যাদি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় যে হাদিস এত বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব, তাকে হাদিসে মুতাওয়াতির বলে। "من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান ঠিক করে নেয়।' এ হাদিসটি মুতাওয়াতির হাদিস, এ হাদিসটি মতান্তরে ৪০,৬১ ও ৭০ জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। এঁদের অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি ছিলেন। মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা علم اليقين তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। এ কারণে এর উপর আমল করা অত্যাবশ্যক। এ হাদিস অস্বীকারকারী কাফির বলে বিবেচ্য। মুতাওয়াতির হাদিস বিষয়ক সংকলনের মধ্যে জালালুদ্দিন সুয়ুতীর "الازهار المتناثرة فی الاخبار المتواترة" ও নবাব সিদ্দিক হাসান আল কানুজীর "الحرز المكنون من لفظ المعصوم والمامون" গ্রন্থ দু'খানি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

[দেখুন : তাইসিরু মুস্তালাহিল হাদিস; আলকামুসুল মুহিত; উলুমুল হাদিস ওয়া মুসতালাহুহু; মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ; আল হাদিসুন নববি]

২৪. **মাশহুর ঃ** مشهور [মাশহুর] শব্দটি شهرة الامر থেকে নিষ্পন্ন। যা اسم فاعل -এর সিগাহ। আভিধানিক অর্থ প্রসিদ্ধ বা বিস্তৃতি লাভ করা। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে দুইয়ের অধিক সংখ্যা দ্বারা সীমিত তাকে মাশহুর হাদিস বলে। "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه العباد" এ হাদিসখানি মাশহুর হাদিস। প্রত্যেক যুগে এ হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুইয়ের অধিক। আল্লামা মোল্লাজিউনের মতে, এ হাদিস দ্বারা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না, পথভ্রষ্ট বলা যাবে। তবে আল্লামা জাসসাসের মতে, মাশহুর হাদিস মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে এর দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে বিবেচ্য। কেউ কেউ এর দ্বারা শান্তিপ্রদ জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। *[দেখা যেতে পারে : মুজামুল ওয়াসিত; শারহু নুখবাতিল ফিকার; নুরুল আনোয়ার; গায়াতুল উসুল]*

২৫. **শায ঃ** شاذ শায শব্দটি اسم فاعل [ইসমে ফায়িলের] সিগাহ। আভিধানিক অর্থ পৃথক হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় যদি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর কোন হাদিস অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদিসের বিরোধী হয়, তবে তাকে শায বলে। এই হাদিস দুই প্রকার। যথা : ১. الشاذ فی السند ও ২. الشاذ فی المتن রাসুল্লাহর বাণী : كان يقصر فی السفر ويتم ويفطر ويصوم. এ হাদিসখানির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু হাদিসখানির সনদ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত সনদের সাথে বিরোধী। হাদিসবেত্তাদের সন্নিকটে শায হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য, গ্রহণযাগ্য নয়।

[দেখা যেতে পারে : তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস; মানহাজুন নাক্দ]

২৬. **খবরে ওয়াহিদ ঃ** خبر واحد [খবরে ওয়াহিদ] এর خبر [খবর] শব্দের অর্থ সংবাদ। আর واحد [ওয়াহিদ] احد আহাদুন থেকে যা احد [আহাদ] শব্দের একবচন। আভিধানিক অর্থ এক, একক। উসুলে হাদিসের পরিভাষায়, যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ও সনদ মুতাওয়াতির হাদিস অপেক্ষা কিছুটা কম, তাই খবরে ওয়াহিদ। এই হাদিস তিন প্রকার। যথা- ১. মাশহুর [সংজ্ঞা ২৪ নং টীকা দ্র:] ২. আযিয : কোন স্তরেই যদি বর্ণনাকারীদের সংখ্যা দুইজনের কম না হয়, তবে তাকে হাদিসে আযিয বলে। ৩. গরিব : কোন স্তরে যদি বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মাত্র একজন হয়, তবে তাকে হাদিসে গরিব বলে। খবরে ওয়াহিদ ইসলামি শরিআতের দলিল হিসেবে গণ্য। যেমন আল্লাহর বাণী : «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» [সুরা তাওবা, আয়াত : ১২২] আয়াতে طائفة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি অভিধানে যা এককের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। খবরে ওয়াহিদ যদি দলিল না হতো, তবে যে ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞানার্জন করে তাকে ভীতি প্রদর্শনের কোন অর্থ হতো না। এছাড়াও রাসুল [স] বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়ের ও শরয়ী বিধান কার্যকর করার জন্য দূত প্রেরণ করতেন, যদি খবরে ওয়াহিদ শরিআতের দলিল না হতো, তবে রাসুল [স] এভাবে একজন করে দূত প্রেরণ করতেন না। খবরে ওয়াহিদের উপর ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব করে। আলিমদের ঐকমত্যে ফতওয়া, হুকুম ও সাক্ষ্য এই তিন ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা অত্যাবশ্যক।

[দেখুন: মুজামুল ওয়াসিত ; হাদিস সংকলনের ইতিহাস (মাওলানা আব্দুর রহীম); আল ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিক্‌হ ; সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা]

২৭. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

করা। এতে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন উম্মাহাতুল মুমিনিনদের[২৮] প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে:[২৯] "আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগের প্রথা অনুযায়ী বে–পর্দায় বেড়িও না।" যারা শরিয়াতের মৌলনীতি সম্পর্কে অনবহিত তাদের কেউ কেউ এ আয়াতটি উম্মাহাতুল মুমিনিনদের জন্য খাস, অপরাপর নারীর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাদের এ দাবি ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। কেননা উপরোক্ত আয়াতখানি নাযিলের পূর্বে ও পরে উম্মাহাতুল মুমিনিনদেরকে লক্ষ্য করে আরো কিছু বিধান নাযিল হয়েছে।[৩০] যে বিধানগুলোর মধ্যে এমন একটি বিধানও নেই যে, যা কোন যুক্তিশীল ব্যক্তি এসব বিধানকে উম্মাহাতুল মুমিনিনদের জন্য খাস বলতে পারে। আলকুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদিস ছাড়াও কুরআনের পূর্বাপর প্রেক্ষাপটের সাথেও সংগতিপূর্ণ নয়। বস্তুত: এ সকল নারীর ক্ষেত্রে সমভাবে বিবেচ্য। উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মর্যাদা ও দায়িত্বের প্রতি সচেতনতার করণে তাঁদেরকে খেতাব করা হয়েছে।[৩১]

আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপটের আলোকে তাফসির করা হলে সে তাফসির হয় স্বচ্ছ, অকাট্য ও সন্দেহাতীত।[৩২] অবশ্য কোন কোন সময় এরূপ তাফসির স্পষ্ট হয় না। তাই এ ধরনের তাফসির গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধ হতে পারে।[৩৩] تفسير القران بالقران তথা কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসির আলকুরআনের বহু স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে কোন কোন তাফসিরবেত্তা এ বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তাফসির গ্রন্থও রচনা করেছেন। ঐসব তাফসির গ্রন্থে প্রতিটি আয়াতের তাফসির অন্য কোন আয়াত দ্বারা করার প্রচেষ্টা বেশ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জাওযী এর অবদান অনস্বীকার্য।[৩৪] সাম্প্রতিককালে শায়খ মুহাম্মদ আমিন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতি লিখিত "আদওয়াউল বায়ান ফি ঈযাহিল কুরআন বিল কুরআন" নামে আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫]

দুই. আলহাদিস ঃ তাফসিরের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রাসুল [স]–এর হাদিসসমূহ। রাসুল [স] কে এ পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল তিনি যেন কথায় ও কর্মে আলকুরআনের আয়াতসমূহের তাফসির করেন। যেমন হযরত ইবরাহিম [আ] প্রার্থনা জানিয়েছিলেন :[৩৬] "হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি

---

২৮. **উম্মাহাতুল মুমিনিন ঃ** امهات المؤمنين [উম্মাহাতুল মুমিনিন] আরবি শব্দ। যার امهات [উম্মাহাত] শব্দটি বহুবচন। অতএব এর সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে, মুমিনদের মা। এর দ্বারা রাসুল [স]-এর সহধর্মীনীদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাসুল [স]-এর ১৩ জন সহধর্মীনী ছিলেন। এরা হচ্ছেন- ১. খাদিজা; ২. সাওদা ; ৩. আয়েশা ; ৪. হাফসা ; ৫. যয়নাব বিনতে খোজায়মা ; ৬. উম্মে সালমা; ৭. যয়নাব বিনেত জাহাশ; ৮. জুয়াইরিয়া; ৯. মায়মুনা; ১০. উম্মে হাবিবা; ১১. সাফিয়া; ১২ মারিয়া কিবতী ও ১৩. রায়হানা [রাদিআল্লাহু আনহুম] *[দেখুন : হায়াতুস সাহাবা, মহিলা সাহাবি; আসাহহুস সিয়ার; ইসলামি বিশ্বকোষ]*

২৯. আলকুরআন, *সুরা আহযাব*, আয়াত : ৩৩ «وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى»

৩০. ক. "বিনম্র স্বরে কথা বলো না" [আলকুরআন]
খ. "সৎ কাজ করো"
গ. "সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর" [আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ৪৩]
ঘ. "আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আনুগত্য কর" [আলকুরআন, *সুরা তাগাবুন*, আয়াত: ১২]

৩১. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮, ২৮৯

৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫

৩৫. মুখতার শানকীতি, *আদওয়াউল বায়ান ফি ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন*, কায়রো : মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৫/১৪১৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৩৭

৩৬. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত: ১২৯

«ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم»

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবেন, হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।" আলোচ্য আয়াতে রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এছাড়া আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[৩৭] "আর আমি আপনার উপর এজন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেসব কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে"। আরো ইরশাদ হচ্ছে :[৩৮]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের মাঝ থেকেই একজন রাসুল পাঠালেন তিনি তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন; যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল"।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। গোটা বিশ্ববাসীকে তিনি কুরআনের হিদায়াত এবং এর তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করে সে মোতাবেক জীবন পরিচালনার তাগিদ দিবেন। আর বিশ্ববাসী সে নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে জাগতিক ও পারত্রিক মুক্তি নিশ্চিত করবেন। কুরআনের এসব আয়াতের আলোকে বলা যায়, রাসুল [স]-এর শিক্ষা তাফসিরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যেমন আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে বলেন :[৩৯] "আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ করেনি।" আলকুরআনের এ আয়াত শ্রবণ করার পর একজন সাহাবি জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে এমন কে আছেন, যার ইমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ নেই?

এর জবাবে রাসুল [স] বললেন, এখানে যুলুম দ্বারা الشرك। বা অংশীবাদকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন :[৪০] "হে বৎস! তুমি শিরক করো না, নি:সন্দেহে শিরক হচ্ছে মহা পাপ"।

ইবনে তাইমিয়া [র] বলেন :[৪১] রাসুল [স]-এর কোন হাদিস যদি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌছে, তাহলে তাকেই আলকুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এ সংক্রান্ত বিশুদ্ধ হাদিসের সংখ্যা কম। মাওযু[৪২] হাদিস অসংখ্য প্রচলিত রয়েছে।[৪৩]

তিন. সাহাবিদের ভাষ্য ঃ আলকুরআনের তাফসিরের উৎস হিসাবে হাদিসের ভাষ্যের পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে সাহাবিদের উক্তি ও অভিমত। তাঁরা ছিলেন কুরআনের ভাষাভাষী, কুরআনের অবতরণ ও সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।[৪৪]

---

৩৭. আলকুরআন, *সুরা নাহল,* আয়াত : ৪ «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم»

৩৮. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান,* আয়াত : ১৪৬

«لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين»

৩৯. আলকুরআন, *সুরা আনআম,* আয়াত : ৮২ " الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم "

৪০. আলকুরআন *সুরা লুকমান,* আয়াত : ১৩ «يابنى لا تشرك بالله - ان الشرك لظلم عظيم»

৪১. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯

৪২. মাওযু ঃ الموضوع [মাওযু] শব্দটি وضع [ওয়াদউন] থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ, বানানো, রাখা, তৈরি করা ইত্যাদি। হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায়, মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্যকে রাসুলের [স] নামে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়াকে মাওযু হাদিস বলে। আলি ও মুআবিয়া [রা] -এর দ্বন্দ্বের কারণে হিজরি দ্বিতীয় শতকে মাওযু হাদিসের উৎপত্তি হয়। শিআ সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ইরাকে বসে এই জাল হাদিস তৈরী করার দু:সাহস দেখায়। *[দেখুন : কাওয়ায়েদুত তাহদিস]*

৪৩. ডঃ আবদুল ওয়াহিদ, *পিএইচ.ডি থিসিস,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপকাশিত।

৪৪. মুফতী উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

৪৫. ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামী [র] একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ি।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবিগণ আরবি ভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা রাসুলের [স] কাছে সকলের মত কুরআন অধ্যয়ন করতেন। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান সুলামী[৪৫] [র] বলেন :[৪৬] সাহাবিদের যাঁরা আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, যেমন উসমান ইবনে আফফান [রা], আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] ও অন্যরা তাঁরা আমাদের বলেছেন যে, তারা যখন রাসুল [স]–এর কাছে দশটি আয়াত শিক্ষা করতেন, যতক্ষণ না এই আয়াতগুলোর সামগ্রিক ইলমী ও আমলী বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পেরেছেন ততক্ষণ তারা সামনে অগ্রসর হতেন না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা] আট বছরে সুরা বাকারা মুখস্থ করেন।[৪৭] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা]–এর স্মৃতি শক্তি কি এতই দুর্বল ছিল যে, সুরা বাকারা মুখস্থ করতে আট বছর সময় লাগবে? না, এই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এই জন্যেই হয়েছিল যে, তিনি কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআনের সংশ্লিষ্ট জ্ঞানও অর্জন করেছেন।[৪৮] হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] বলেন:[৪৯] সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। কুরআনের এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি যে সম্পর্কে আমি জানি না যে, এটি কার সম্পর্কে কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাই, যিনি কুরআন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন, আর আমার বাহন সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তবে অবশ্যই আমি তার কাছে গমন করবো।

তাফসিরের উৎস হিসেবে সাহাবিদের ভাষ্য গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পরিদৃষ্ট হয়। যেমন–

- কেউ কেউ বলেছেন :[৫০] কুরআনের তাফসির কেবল সাহাবায়ে কিরাম থেকেই হওয়া উচিত। এ মতটি সম্পর্কে আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে[৫১] উক্ত মতটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। গ্রন্থকারের মতে, আয়াতের নসখ ও নুযুল সংক্রান্ত বিস্তারিত ঐতিহাসিক পরম্পরা সম্পর্কিত সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহ সনদ[৫২] স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- আলিমদের একাংশের মতে :[৫৩] তাফসিরের ক্ষেত্রে সাহাবিদের অভিমত গ্রহণ করতেই হবে–এটা জরুরি নয়। কেননা এ ব্যাপারটি সবার জানা কথা যে, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সাহাবা এবং তাবেয়িদের পরস্পর মেলামেশা হতো। আর এ ব্যাপারটিও জানা যে,

---

৪৬. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬

"حدثنا الذين كانوا يقرءون القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم - انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل"

৪৭. সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬ "اقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين"

৪৮. উবাইদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৪৯. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩

"والذى لا اله غيره ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ، ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتيته"

৫০. আবু হাইয়্যান, *আলবাহরুল মুহিত*, মিসর : ১৯১০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫

৫১. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮

৫২. **সনদ ঃ** سند [সনদ] শব্দটি একবচন, বহুবচন হচ্ছে اسانيد [আসানিদ]। অর্থ নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় হাদিস বর্ণনার সূত্রকে সনদ বলে। অথবা, হাদিসের মূল বক্তব্যে পৌঁছার বর্ণনা পরম্পরাকে সনদ বলে। হাদিসের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও শরিআতকে মিথ্যা ও প্রতারণার সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য সনদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

[দেখা যেতে পারে : আলমুজামুল ওয়াসিত ; মুকাদ্দামাতুশ শায়খ; নুযহাতুন নাযার]

৫৩. সহিহ আলবুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০০; ফাতহুল বারী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদি সম্প্রদায় ইবরানি বা হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করতো আর মুসলমানদেরকে পড়ানোর জন্য আরবি ভাষায় অনুবাদ করতো।

কোন মাসআলার ক্ষেত্রে যদি সাহাবি ও তাবেয়িদের অভিমতের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাহাবিদের অভিমতই প্রাধান্য পাবে। কেননা সাহাবিগণ তাবেয়িদের চেয়ে আহলে কিতাব থেকে কমই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫৪]

তবে তাফসিরের উৎস হিসেবে সাহাবিদের অভিমত–ভাষ্য নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণীয়।[৫৫]

ক. তাফসিরের উৎস হিসেবে সাহাবিদের অভিব্যক্তি ইলমুল হাদিসের মূলনীতি অনুযায়ী নিরীক্ষণ হওয়া আবশ্যক।

খ. কোন আয়াতের তাফসির যদি রাসুল [র] থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত না হয়, তখন সাহাবিদের ভাষ্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে রাসুলের [স] বর্ণিত তাফসির ও সাহাবিদের ভাষ্যের মধ্যে যদি বৈপরিত্য পরিদৃষ্ট হয়, তবে সাহাবিদের ভাষ্য গ্রহণীয় হবে না।

গ. রাসুল [স] থেকে যদি কোন তাফসির নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত না থাকে, আর সাহাবিদের বর্ণনাকৃত তাফসিরে যদি কোন বিরোধ দেখা না যায়, তখন সাহাবিদের বর্ণনা গ্রহণীয় হবে।

ঘ. রাসুলের [স] বর্ণনাকৃত তাফসিরের সাথে যদি সাহাবিদের তাফসিরের বৈপরিত্য দেখা যায়, সেক্ষেত্রে উভয় তাফসিরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করতে হবে। সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হলে এর উপরই আমল করা হবে। আর সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হলে তখন মুজতাহিদ ব্যক্তি দলিল–প্রমাণের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ অভিমতটিকে গ্রহণ করতে পারবেন।

চার. তাবিয়েদের অভিব্যক্তি ঃ তাফসিরের চতুর্থ উৎস হিসেবে তাবেয়িদের অভিব্যক্তি–অভিমত বিবেচ্য। তবে তাফসির শাস্ত্রে তাঁদের অভিমত উৎস হিসেবে গ্রহণীয় কী–না এব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। যেমন কোন তাবেয়ি যদি সাহাবি থেকে তাফসির উদ্ধৃত করেন তা প্রকারান্তরে সাহাবিদের তাফসির হিসেবেই ধর্তব্য হবে। আর সাহাবিদের তাফসির গ্রহণীয়। আর তাবেয়ি যদি নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে, আর তা যদি অন্য কোন তাবেয়ির বক্তব্যের বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে তাবেয়ির অভিমত দলিল হিসেবে গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় তাফসিরের অন্যান্য উৎসের[৫৬] ভিত্তি ও শরিআতের[৫৭] দলিল–প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর তাবেয়ির তাফসির অন্য কোন তাবেয়ির তাফসিরের মাঝে বিরোধ না হলে তাঁর তাফসির দলিল হিসেবে গ্রহণীয় এবং এরূপ তাফসিরের অনুসরণ করা আবশ্যক।[৫৮]

---

৫৪. সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮

৫৫. যারকাশী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২; সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৭৮

৫৬. তাফসিরের অন্যান্য উৎস হচ্ছে- আলকুরআন, আলহাদিস, সাহাবিদের ভাষ্য, আরবি অভিধান ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি।

৫৭. **শরিআত ঃ** শরিআতের অর্থ হচ্ছে অনুসরণীয় সুস্পষ্ট পথ। পরিভাষায় ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুনকে বুঝায়। শরিআত হলেন মহান আল্লাহ তাআলা এবং প্রদর্শক হলেন রাসুল মুহাম্মদ [স]। মানুষের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরের জীবনেও যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুর বিধান ইসলামি শরিআতের প্রতিপাদ্য বিষয়। মূলত মুসলিম ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতিকে শরিআত বলে। এর সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুন কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে নির্ধারিত। আর এগুলোই শরিআতের মূল উৎস। *[দেখুন : ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম]*

৫৮. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. আরবি অভিধান ঃ আরবি ভাষা একটি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ ভাষা। এ ভাষার এক একটি শব্দ বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনি একটি বাক্যেরও একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। আলকুরআনের ভাষা আরবি। আলকুরআনের যেসব শব্দ একাধিক অর্থে ব্যহৃত হয়, তা জানার জন্য আরবি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে অভিধানের উপর নির্ভর করে এ থেকে মর্মার্থ নির্ধারণ করা বিভ্রান্তির কারণ হবে।[৫৯] এ কারণে কেউ কেউ আরবি অভিধানকে তাফসিরের স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।[৬০] এমনকি ইমাম মুহাম্মদ[৬১] [র]–এর দিকে একথাটিকে আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি শুধু আরবি ভাষার মাধ্যমে কুরআনের তাফসির করাকে অপছন্দনীয় মনে করতেন।[৬২] কিন্তু আল্লামা যারকাশী আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে বলেন : "ইমাম মুহাম্মদ [র]–এর উদ্দেশ্য তাফসিরের ক্ষেত্রে আরবি অভিধানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন আয়াতের বাহ্যিক সহজবোধ্য অর্থকে পরিত্যাগ করে এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ যেগুলো কম ব্যবহৃত এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবল আভিধানিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হয়।" উল্লেখ্য যে, কুরআন আরবি ভাষায় আরবদের সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে। বিধায় যেখানে কুরআন, সুন্নাহ অথবা সাহাবিদের ভাষ্যের মাঝে কোন শব্দের তাফসির বিদ্যমান না থাকে, সেখানে আয়াতের এমন তাফসির করা হবে যা আরবদের সাধারণ পরিভাষা বলা মাত্রই দ্রুত বুঝে আসে। এ ক্ষেত্রে আরবি পদ্য সাহিত্যের কোন পংক্তিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে এমন কোন কম ব্যবহৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে ভুল হিসেবে বিবেচ্য। অভিধানে হয়তোবা এরূপ অর্থ লিপিবদ্ধ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় তা পরিত্যাজ্য।[৬৩] এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। হযরত মুসা [আ]–এর সম্প্রদায় যখন তাঁর কাছে পানির আবেদন করলো তখন আল্লাহ তাআলা মুসা [আ] কে নির্দেশ দিলেন :[৬৪] "আপনার লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করুন।" আরবি ভাষায় পারদর্শী কোন ব্যক্তির সামনে এ বাক্যটি বলার সাথে সাথে সে অনায়াসে বুঝে নিবে যে, এখানে আল্লাহ লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব, এ বাক্যটির এ অর্থটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ অভিধানের অসমর্থিত সূত্রের উপর ভিত্তি করে দাবি করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হবে "লাঠির সাহায্যে কংকরময় প্রান্তরে ভ্রমণ করুন"।[৬৫]

তিনি اضرب [ইযরিব] এর অর্থ 'আঘাত করো' এর স্থলে 'ভ্রমণ করো' এবং الحجر [আলহাজার]–এর অর্থ 'পাথরের' স্থলে কংকরময় প্রান্তর বর্ণনা করেছেন। এরূপ বর্ণনা

---

৫৯. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. **ইমাম মুহাম্মদ [র] ঃ** তিনি ১৩২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শিষ্য। হানাফী মাযহাবের বিকাশ ধারা তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খলিফা হারুনুর রশিদের রাজত্বকালে [১৭০/৭৮৬-১৯০/৮০৯] তিনি বিচারপতি ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদকে একত্রে ফিকহী পরিভাষায় সাহেবাইন বলে। তিনি ১৮৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।
[দেখা যেতে পারে : ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ও ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ]

৬২. তাকী উসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৬৩. যারকাশী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০

৬৪. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ৬ «واضرب بعصاك الحجر»

৬৫. স্যার সৈয়দ আহমদ খান, *তাফসিরুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

অসমর্থিত, সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।[৬৬] ইমাম আহমাদ [র][৬৭] অভিধানের সাহায্যে এ ধরণের তাফসির–ই বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।[৬৮]

ছয়. পরিশুদ্ধ বিবেক–বুদ্ধি ঃ পরিশুদ্ধ বিবেক–বুদ্ধি একটি মহৎগুণ। দুনিয়ার প্রতিটি কাজ–কর্মে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি তাফসির শাস্ত্রের একটি উৎস হিসেবে বিবেচ্য। কেননা পূর্বোল্লেখিত উৎসসমূহের দ্বারা উপকৃত হতে হলেও এগুণটি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ উৎসটি পূর্বোক্ত উৎসগুলোর পরিপূরক হিসেবে বিবেচ্য। এ উৎসটিকে একটি আলাদা উৎস হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে–যেহেতু আলকুরআন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যময় তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর, সেই বৈচিত্র্যময় কুরআনের তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান, চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে তার উৎকর্ষ সাধন করা। কুরআনের তথ্যানুসন্ধান, চিন্তা ও গবেষণার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। আল্লাহ যাকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞা দান করবেন সেই কুরআনের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করে পরিশুদ্ধ বিবেক–বুদ্ধির আলোকে জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। কুরআনের ভাষ্যকার[৬৯] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা]–এর জন্য রাসুল দোআ করেছিলেন :[৭০] "হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাফসিরের জ্ঞান দান কর!" রাসুলুল্লাহর এই দোআ পরিশুদ্ধ বিবেক–বুদ্ধি গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই বিবেক–বুদ্ধি অবশ্যই শরিআতের মৌলনীতির সাথে কোন অবস্থায়ই সাংঘর্ষিক হবে না।

---

৬৬. যারকাশী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১

৬৭. **ইমাম আহমাদ [র] ঃ** ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ১৬৪ হিজরি সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফেয়ির [র] বাগদাদের শিষ্যদের মধ্যে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদান শুরু করেন। এ সময়েই তিনি ফিক্হ গবেষণার নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর সময়কালে [৮৩৩-৮৪২ খ্রি.] 'কুরআন কাদিম' তথা অবিনশ্বর কুরআনের পক্ষে রায় দেয়ায় তাঁকে জেলখানায় আটক করা হয়। সেখানে অমানসিক অত্যাচারের পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি ৪০ হাজার হাদিস সংবলিত 'মাসনাদ' নামে একখানি হাদিস লিখেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। কুরআন ও বিশুদ্ধ সনদযুক্ত হাদিসের অনুসারী, হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ২৪১ হিজরি সালের ১২ রবিউল আউয়াল ৭৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। *[দেখা যেতে পারে : আলমাওসুআতুল ইসলামিয়া]*

৬৮. তাকী ওসমানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০

৬৯. **কুরআনের ভাষ্যকার ঃ** এই দোআটি বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] জন্য রাসুল [স] করেছিলেন। ইবনে আব্বাসের পাণ্ডিত্য, কুরআনের ব্যাখ্যায় তাঁর অসামান্য অবদানের প্রেক্ষিতে রাসুল [স] বলেছিলেন: نعم ترجمان القران انت 'তুমি কুরআনের কতইনা উত্তম ভাষ্যকার।'

[দেখা যেতে পারে : আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন; আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন]

৭০. "اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل"

Dhaka University Institutional Repository

তাফসিরের সূচনাকাল

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাসুলকে [স] তাঁর কওমের ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছেন। যেন রাসুল স্পষ্টভাবে তাদের কাছে আল্লাহর ফরমান স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারেন। আল্লাহ বলেন :[১]

«وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم»

'আমি পাঠিয়েছি প্রত্যেক রাসুলকে তার কওমের ভাষায় যেন সে স্পষ্টভাবে তাদের কাছে বর্ণনা করতে পারে।'

কুরআন আরবি ভাষায় নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। আল্লাহ বলেন :[২]

«انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون»

'নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।' আল্লাহ আরো বলেন :[৩] «انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون» 'নিশ্চয়ই আমি করেছি একে আরবি কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।' আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :[৪]

«وانه لتنزل رب العالمين . نزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين .

'নিশ্চয়ই এ কুরআন রাব্বুল আলামিনের নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত ফিরিশতা জিবরাইল একে নিয়ে এসেছেন। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। [তা নাযিল করা হয়েছে] পরিষ্কার আরবি ভাষায়।'

কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার কারণে আরবি ভাষাভাষী লোকদের তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়নি। নিরক্ষর আরবরাও কুরআন শুনেছে ও বুঝেছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসুল [স] তা সাহাবিদেরকে আবৃত্তি করে শুনাতেন, আর সাহাবিগণ তা অনুধাবন করে তদানুযায়ী আমল করতেন। কোনরূপ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে তাঁরা রাসুলের শরণাপন্ন হতেন, তাঁর কাছে আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জেনে নিতেন। কোনরূপ রূপক অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁরা রাসুলকে প্রশ্ন করতেন না। আলকুরআনের ২৯টি সুরার প্রারম্ভে ১৪টি হরফ 'হুরুফে মুকাত্তাআত' তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণ হিসেবে পরিচিত। কোনো সাহাবি এ বিষয় রাসুলের [স] কাছে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন এবং তিনি তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এমন প্রমাণ দেয়া বেশ কঠিন। কেননা তাঁরা মনে প্রাণে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন, মেনে চলতেন জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে।

১. আলকুরআন, *সুরা ইবরাহিম*, আয়াত : ৪

২. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ২

৩. আলকুরআন, *সুরা যুখরুফ*, আয়াত : ৩

৪. আলকুরআন, *সুরা শুআরা*, আয়াত : ১৯২-১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তবে যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়া আমলী জেন্দেগীতে সমস্যা দেখা দিত কেবল সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সাহাবিগণ প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কখনো আয়াতের শব্দ, বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করতেন, রাসুল [স] তা ব্যাখ্যাকারে তাঁদের মাঝে উপস্থাপন করতেন। আলকুরআন জানার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের এ প্রক্রিয়াটিই পরিভাষাগত দিক থেকে তাফসির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৫]

সুরা ইউসুফের ২নং আয়াত[৬] «انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون» দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনের মর্মার্থ বুঝে তদানুযায়ী আমল করার জন্য ইহা নাযিল হয়েছে। কুরআনের আয়াত দুই ধরনের। মুহকাম বা সুস্পষ্ট আর মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক। সাহাবিগণ মুহকাম আয়াতের অর্থ জানতেন। তদুপরি কোন আয়াতের মর্মার্থ ও আনুষঙ্গিক বিষয় বুঝতে না পারলে রাসুল [স] কে জিজ্ঞাসা করতেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৭]

«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا»

'মানুষের মধ্যে তার উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্ব করা ফরয যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।'

এ আয়াতখানির বক্তব্য যদিও সুস্পষ্ট তদুপরি সাহাবিগণ এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে রাসুল [স] কে প্রশ্ন করেন :

"افى كل عام فسكت فقالوا يارسول الله افى كل عام قال لا ولوقلت نعم لوجبت"-

'হে আল্লাহর রাসুল! হজ্বের এ নির্দেশ কি প্রতি বছরের জন্য? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন : আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা প্রতি বছর অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যেত।[৮]

রাসুল [স] সাহাবিদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যে উত্তর দিলেন তা মূলত আল্লাহ তাআলার হুকুমেই দিয়েছেন। কেননা রাসুল [স] কুরআনের মর্মার্থ সাহাবিদেরকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আদিষ্টও ছিলেন।

আল্লাহ বলেন :[৯]

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم »

'আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'

আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশানুযায়ী রাসুল [স] সুরা ও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট, নাসিখ ও মানসুখ আয়াত, সুরা ও আয়াতের ক্রমবিন্যাস পদ্ধতিসহ কুরআনের শব্দ ও বাক্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করতেন।[১০]

---

৫. ড. এম. এম রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ , পৃ. ২২৫, ২২৬

৬. আয়াতের অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'

৭. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াতাংশ : ৯৭

৮. আবু ইসা তিরমিযী, *জামে আততিরমিযী*, ১ম খণ্ড, হজ্ব অধ্যায়,

৯. আলকুরআন, *সুরা নাহল*, আয়াতাংশ : ৪৪

১০. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসির মাযহারী*, (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল্লাহর বাণী :[১১] «اقيموا الصلاة» 'তোমরা সালাত কায়েম করবে'। এ আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট হলেও সালাত কায়েম করার নিয়ম–পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। এ সম্পর্কে বিবরণ এসেছে হাদিস শরিফে। রাসুল [স] বলেন :[১২]

"صلوا كما رأيتموني اصلي" 'আমাকে তোমরা যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর।'

এভাবে সাওম পালনের প্রারম্ভিক সময় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :[১৩]

«حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود» 'যতক্ষণ কালো রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়।'

এ আয়াত নাযিলের পর আদি ইবনে হাতিম [রা] নামক সাহাবি আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে কালো ও সাদা সুতা বালিশের নিচে রেখে দেন। রাতে বারবার উঠে কালো সুতা থেকে সাদা সুতার পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন। কালো সুতা ও সাদা সুতার পার্থক্য করতে না পেরে তিনি রাসুলের [স] কাছে আয়াতের মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করেন। রাসুল [স] বলেন : কালো সুতার দ্বারা রাত এবং সাদা সুতার দ্বারা দিন উদ্দেশ্য।[১৪]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী :[১৫]

«الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون»

'যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

এ আয়াতখানি নাযিল হলে সাহাবিগণ রাসুল [স] কে জিজ্ঞাসা করেন : 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি যুলুম করেননি'? তখন রাসুল [স] যুলুমের ব্যাখ্যা করে বললেন : এখানে যুলুম দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

অতএব বলা যায়, উপরোক্ত প্রেক্ষিতে সাহাবিদের যুগেই তাফসির অভিজ্ঞানের বুনিয়াদী ভিত্তির শুভ সূচনা হয়। রাসুল [স] সাহাবিদেরকে আলকুরআনের যে মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়েছেন, কুরআনের যে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা থেকেই ইলমে তাফসিরের অভিযাত্রা শুরু হয়।[১৬] অবশ্য এ সময় তাফসির অভিজ্ঞান গ্রন্থাবন্ধ হয়নি, সাহাবিদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ছিল।

---

১২. বুখারী, তিরমিযী, সালাত অধ্যায় দ্র:

১৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াতাংশ : ১৮৭

১৪. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ১২

১৫. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ৮২

১৬. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৮৫, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ২

তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের সময়কাল থেকেই আলকুরআনের অনুবাদ ও তাফসিরের কাজ চলে আসছে। রাসুল [স] কুরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, এর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পেশ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :[১]

«يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين»

'হে রাসুল! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা, আর যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।'

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর কুরআন সংরক্ষণ ও তার বর্ণনা করার সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন :[২]

«ان علينا جمعه وقرانه - فاذا قرأناه فاتبع قرانه - ثم ان علينا بيانه»

'নিশ্চয় এর একত্রকরণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বতো আমারই।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ জানতেন, সাহাবিদেরকে কুরআনের মর্মবাণী বুঝিয়ে দেয়াও তাঁর দায়িত্বে ছিল। আল্লাহ বলেন :[৩]

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون».

'আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা চিন্তা–ভাবনা করবে।'

পুণ্যাত্মা সাহাবিগণ কুরআন বুঝতে পারতেন। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন :[৪]

ان القران نزل بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه، ويعلمون معانيه فى مفرداته وتراكيبه.

তবে কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে সমস্যা দেখা দিলে সাহাবিগণ পরস্পর আলোচনা করতেন, একে অন্যকে জানতে সাহায্য করতেন। কখনো কুরআন ভেবে ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকতেন। যেমন আবু উবাইদ তার ফাযাইল গ্রন্থে ইবরাহিম আততায়মী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা]–এর কাছে আল্লাহর বাণীর :[৫] «وفاكهة وابا» অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে

১. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ৬৭

২. আলকুরআন, *সুরা কিয়ামাহ*, আয়াত : ১৭–১৯

৩. আলকুরআন, *সুরা নাহাল*, আয়াত : ৪৪

৪. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ : মাকতাবা আলমাআরিফ, তা.বি., পৃ. ৩৪৫

৫. আলকুরআন, *সুরা আবাসা*, আয়াত : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

বললেন : 'আমি কোন্ আকাশের নিচে আর কোন জমিনের উপর টিকে থাকবো যদি আমি আল্লাহর কিতাবে এমন কথা বলি যা আমি জানি না'।[৬]

অবশ্য এই বর্ণনাটি হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত আছে এভাবে :[৭] হযরত ওমর [রা] মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন " وفاكهة وابا " তখন সমবেত লোকজন বলল : আমরা "فاكهة" অর্থ বুঝতে পারলাম কিন্তু "الاب" এর অর্থ কি? ওমর তখন উত্তর দিলেন : ان هذا لهو التكلف بعمر

আবু উবাইদ মুজাহিদের সূত্রে ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস বলেন:[৮]

كنت لا ادرى (فاطرالسموات والارض) حتى اتانى اعرابيان يتخاصمان فى بئر، فقال احدهما : انا فطرتها، يقول : انا ابتدأتها .

'আমার فاطرالسموات والارض এর অর্থ জানা ছিল না। আমার নিকট দুই বেদুঈন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে ছিল। একজন বলল : আমি কূপ খনন করেছি, অন্যজন বলল : আমি তৈরি করেছি।'

আরবরা কুরআনের সব বিষয়ই জানতেন এমনটা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনের দুর্লভ শব্দাবলী ও মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে একে অপরের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। ইবনে তাইমিয়া বলেন :[৯]

ان العرب لاتستوى فى المعرفة بجميع ما فى القران من الغريب والمتشابه، بل ان بعضها يفصل فى ذلك عن بعض .

তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারাকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন- ১. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের যুগ; ২. তাবেয়িদের যুগ ও ৩. সংকলনের যুগ। ১ম যুগে তাফসিরের গোড়াপত্তন হয় এবং ২য় যুগ তথা তাবেয়িদের যুগ থেকে এর উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে।

নবি [স] ও সাহাবিদের যুগ

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আলকুরআনের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা। আলকুরআনের মর্মকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য।[১০] এ ছিল তাঁর নবুওয়াতি জীবনের অন্যতম মিশন। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের তিলাওয়াত করে তা শুনাতেন, আর সাহাবিগণ তা মুখস্থ করে নিতেন অথবা তা অনুধাবন করে তদানুযায়ী কাজ করতেন। কোন আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনে নিতেন।[১১] রাসুল [স] কুরআন দ্বারা যখন আল্লাহর বাণী :

৬. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লি : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫

৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩

৮. প্রাগুক্ত

৯. যাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরূন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

১০. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : *দারুল ইলম লিল মালাইন*, ১৯৮৫, পৃ. ২৮৯

১১. রাসুল [স] সাহাবিদের প্রশ্নোত্তরে বিভিন্ন আয়াতের তাফসির পেশ করতেন। তবে রাসুল [স] সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসির করেছেন কিনা এ বিষয়ে অবশ্য আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। যেমন ইবনে তাইমিয়াসহ শীর্ষস্থানীয় একদল আলিমের মতে, রাসুল [স] সম্পূর্ণ কুরআনেরই তাফসির করেছেন। আর অন্য একদল আলিমের মতে, তিনি সমস্ত কুরআনের তাফসির করেননি বরং তিনি কেবল সেসব আয়াতের তাফসির করেছেন, যার মর্মোদ্ধারে সাহাবিগণ অক্ষম ছিলেন। উভয় পক্ষ যথাযথ সূত্রের মাধ্যমে দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। তবে মতামত যাই থাক না কেন রাসুল [স]-এর তাফসির সংখ্যা যে নিতান্ত কম নয় তা হাদিসের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলেই সহজে অনুমান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

«الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم» নাযিল হয় তখন রাসুল [স] «ان الشرك لظلم عظيم» দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।[১২] এভাবে তাফসিরের গোড়াপত্তন হলেও দীর্ঘ দিনে তাফসির গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়নি, তখন কেবল সাহাবিদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ছিল। মহানবির [স] যুগে এভাবে প্রশ্নোত্তর, পরস্পর আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে সীমাবন্ধ থেকেই তাফসির অভিজ্ঞান বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হতে থাকে। আলাদা শাস্ত্র হিসেবে তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি।

শাস্ত্রবিদগণের মতে, তাফসির হলো حقيقة المراد তথা প্রকৃত অর্থ। আর পুণ্যাত্মা সাহাবা কিরামই কেবল এ কাজের উপযুক্ত, যোগ্য উত্তরসুরীও বটে। কেননা তাঁরা কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত থাকতেন এবং প্রত্যক্ষ করতেন নুযুলের উপলক্ষ ও কার্যকারণ। এ কারণে ইমাম মাতুরিদী (র)–এর মতে : "তাফসির সাহাবিদের কাজ আর তাবিল শাস্ত্রবিদদের কাজ"।[১৩] আর সাহাবিগণ তাফসির করতে গিয়ে সতর্কতাও অবলম্বন করতেন। ইমাম মাতুরিদী (র) সাহাবিদের সতর্কতা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদিস উন্ধৃত করেছেন। এঁদের বর্ণিত হাদিসের মর্মার্থ এরূপ : আমি যদি কুরআনে আমার মনগড়া কিছু বলি কিংবা আমি যা জানি না বা প্রত্যক্ষ করিনি এমন কিছু সংযোজন করি, তাহলে কোন্ জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে, কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে?[১৪] এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদুনের ও তাঁদের অব্যবহিত পরবর্তী সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআনের তাফসির সংরক্ষিত হয়েছে। সাহাবিগণ কুরআন একত্রকরণ ও প্রচার–প্রসারে ব্যস্ত থাকায় তাফসির অভিজ্ঞান রচনার প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয়নি। কেননা উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সাহাবিদের উপস্থিতিই যথেষ্ট ছিল। এরপর হাদিসের প্রসিন্ধ গ্রন্থসমূহে তাফসির অধ্যায় সংযোজনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে হাদিসের সংকলনে তাফসিরের অধ্যায় অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়েই তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হয়।[১৫] সাহাবিগণ চারটি উৎসকে ভিত্তি করে নিম্নোক্ত পন্ধতি অবলম্বনে তাফসির করেন। তারা প্রথমত আয়াতের অর্থ অনুধাবনে অন্য আয়াতের সাহায্য নিতেন। যদি আয়াতের পরিপূরক অন্য আয়াত না পেতেন, তখন তারা হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন। কোন বিষয়ের সমাধান হাদিসে না পেলে নিজেরা ইজতিহাদ করতেন। সর্বোপরি তাঁরা আহলে কিতাব, প্রাচীন আরবি সাহিত্য, জাহেলী ও ইসলামি যুগে প্রচলিত প্রথার সাহায্য নিতেন।[১৬] সাহাবিদের তাফসিরের পন্ধতি চারটি হচ্ছে–

---

১২. মুসাইদ, *উসুলুততাফসির*, দাম্মাম : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি., পৃ. ২২

১৩ আলমাতুরিদী, *তাবিলাত আহাল আল সুন্নাহ* [ড. এম.এম রহমান সম্পাদিত] বাগদাদ : ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩/১৪০৪, পৃ. ৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; ইবনে জারির আততাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ফিকার, ১৪১৫ হি. /১৯৯৫ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭, ৭৮

১৫. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

১৬. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭–৬২, মুসাইদ, প্রাগুক্ত, ১৪২০ হি., পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

এক. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির

আলকুরআনের এক আয়াতকে অন্য কোন আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করাকে তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন বলে। তাফসিরের এ পদ্ধতিটি অতীব বিশুদ্ধ।[১৭] সাহাবিদের কাছে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে সর্বপ্রথম এই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিটির শরণাপন্ন হতেন। কুরআনের দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দেয় যে, কুরআনের বহু জায়গায় কোন বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু সেই বিষয়টির অন্যত্র আবার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। যেমন হযরত আদম [আ] ও ইবলিসের কাহিনী এক স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে আবার অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। অনুরূপ কোন বিষয় কোন স্থানে শর্তহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যত্র তা শর্তসাপেক্ষে বর্ণিত হয়েছে। কোন স্থানে একটি বিষয়ের বিধি-বিধানকে সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে আবার অন্যত্র তা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৮] এখানে কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসিরের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

০১. আল্লাহর বাণী :[১৯]

«احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم»

'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, সেগুলো ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণিত হচ্ছে।'

এ আয়াতাংশে হারাম বস্তুর বিবরণ দেয়া হয়নি। কিন্তু অন্য আয়াতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :[২০]

«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الخ»

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, আঘাতে মৃত পশু, উচ্চস্থান থেকে শিং এর আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জানোয়ারের ভক্ষণ করা পশু, তবে তোমরা যা যবেহ করেছ তা ছাড়া, যা মূর্তিপূজার দেবীতে বলি দেয়া হয় এবং যা লটারীর তীর দিয়ে ভাগ করা হয়।'

০২. আল্লাহর বাণী :[২১] «فتلقى ادم من ربه كلمات»

'তারপর আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিল।'

এ আয়াতে আদম [আ] কোন বাণীটি শিখে নিলেন তার বর্ণনা নেই। অন্য আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :[২২]

«قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»

---

১৭. আলি সাবুনী, *আততিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৭৪, পৃ. ৬৭; কাসিম আলসিমায়ী, *মুকাদ্দিমা তাফসির আননাসাফী*, করাচি : কাদিমী কুতুবখানা, তা:বি:, পৃ. ৯

১৮. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

১৯. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াতাংশ : ১

২০.আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াতাংশ : ৩

২১. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াতাংশ : ৩৭

২২. আলকুরআন, *সূরা আরাফ*, আয়াত : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

'তারা [আদম ও হাওয়া] বলল : হে আমার রব! আমরা আমাদের উপর যুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।' এ আয়াতটি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যামূলক আয়াত।

০৩. আল্লাহর বাণী :[২৩] «لاتدركه الابصار»

'দৃষ্টিসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।' এ আয়াতের ব্যাখ্যামূলক আয়াত হচ্ছে–[২৪]

الى ربها ناظرة 'তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

০৪. আল্লাহর বাণী :[২৫] «وان يك صادقا يصيبكم بعض الذى يعدكم»

'আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে যার প্রতিশ্রুতি সে তোমাদেরকে দিচ্ছে'।

এ আয়াতে দুনিয়ায় সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সামান্য আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে আযাবের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আল্লাহ বলেন :[২৬]

«فاما نرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون»

'অতপর আমি কাফিরদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেই তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই, অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি সর্বাবস্থায় তারাতো আমারই কাছে ফিরে আসবে।'

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[২৭]

«ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما»

'কিন্তু যারা কামনা বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথ থেকে দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়।'

আল্লাহ আরো বলেন :[২৮]

«الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل»

'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদের দেয়া হয়েছে কিতাবের এক অংশ? অথচ তারা গোমরাহীকে ক্রয় করে এবং কামনা করে যেন তোমরাও পথভ্রষ্ট হও।'

০৫. আল্লাহ বলেন :[২৯] «فتحرير رقبة»

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[৩০] «فتحرير رقبة مؤمنة»

'একজন মুমিন গোলাম মুক্ত করবে'।

এখানে প্রথম আয়াতে গোলাম মুক্ত করার ব্যাপারটি শর্তহীনভাবে বলা হয় কিন্তু পরবর্তী আয়াতে তা শর্তসাপেক্ষে উল্লেখ করা হয়। শর্তটি হচ্ছে মুমিন গোলাম।

এভাবে আলকুরআনের অনেক আয়াত আছে যা একটি অন্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচ্য। আর এটাই تفسير القران بالقران তথা কুরআনের তাফসির কুরআন দ্বারা।

---

২৩. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াতাংশ : ১০৩
২৪. আলকুরআন, *সূরা কিয়ামাহ*, আয়াতাংশ : ২৩
২৫. আলকুরআন, *সূরা মুমিন*, আয়াতাংশ : ২৮
২৬. আলকুরআন, *সূরা মুমিন*, আয়াতাংশ : ৭৭
২৭. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াতাংশ : ২৭
২৮. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত : ৪৪
২৯. আলকুরআন, *সূরা মুজাদালা*, আয়াতাংশ : ৩
৩০. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াতাংশ : ৯২

Dhaka University Institutional Repository

দুই. হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির

আয়াতের পরিপূরক হিসেবে যখন অন্য কোন আয়াত পাওয়া যাবে না তখন রাসুলের হাদিসের শরণাপন্ন হতে হবে। রাসুলের হাদিস দ্বারা কুরআনের আয়াতের তাফসির করাকে تفسير القران بالحديث তথা হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির বলে।[৩১] তাফসিরের এ পদ্ধতিটি আলিমদের কাছে একটি বলিষ্ঠ পদ্ধতি। কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যার ব্যাখ্যা কুরআনের অন্য আয়াতে পাওয়া যায় না, যে ক্ষেত্রে হাদিস থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এখানে হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসিরের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

০১. আল্লাহর বাণী :[৩২] «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»

'তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট কারা তাদের পরিচয় দেয়া হয়নি। কুরআনের অন্য আয়াতেও এর সরাসরি কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে হাদিসে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। যেমন আদি ইবনে হাব্বান থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] ইরশাদ করেছেন :[৩৩]

"ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى" .

'অভিশপ্ত হচ্ছে ইয়াহুদী আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়।'

০২. আল্লাহর বাণী :[৩৪] «حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى»

'তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে।'

এ আয়াতে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হলেও মধ্যবর্তী সালাত কোন্‌টি তা বর্ণনা করা হয়নি। অনুরূপ কুরআনের অন্যকোন আয়াতেও এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল [স] বলেন :[৩৫] الصلاة الوسطى صلاة العصر

'মধ্যবর্তী সালাত হচ্ছে আসরের সালাত।'

০৩. আল্লাহর বাণী :[৩৬] «الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم»

'যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ করেনি।' আলকুরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মানুষের মাঝে আশংকা দেখা দিল। সাহাবিগণ জানতে চাইলেন হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যার ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ নেই?

এর জবাবে রাসুল [স] বললেন :[৩৭]

انه ليس الذى تعنون ، الم تسمعوا ماقال العبد الصالح : "ان الشرك لظلم عظيم "انما هو الشرك" .

---

৩১. আলি সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩২. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াতাংশ : ৭

৩৩. আলহাদিস, *সহিহ বুখারী*, তাফসির অধ্যায় দ্র:

৩৪. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৩৮

৩৫. আলহাদিস, *সহিহ বুখারী*, তাফসির অধ্যায় দ্র:

৩৬. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ৮২

৩৭. আলহাদিস, *বুখারী*, *মুসলিম*, আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

'এখানে যুলুম দ্বারা শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। তুমি কি শোননি নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় পাপ।'

০৪. আল্লাহর বাণী :[৩৮] «انا اعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر * ان شانئك هو الابتر»

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার নামক হাউজ দান করেছি। অতএব, আপনি আপনার রবের উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুশমনই নাম-চিহ্নবিহীন নির্বংশ। আয়াতে 'الكوثر' কি তার পরিচয় ও ব্যাখ্যা কুরআনে পাওয়া যায় না। এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে হাদিসে। যেমন হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] বলেন :[৩৯] একদা রাসুল [স] মসজিদে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতপর তিনি হাসিমুখে মাথা তুলে তাকালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার উপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সুরা কাওসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাওসার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : الكوثر نهر اعطانيه ربى فى الجنة .... الخ

'এটা জান্নাতের একটি নহর, আমার পালনকর্তা আমাকে এটা জান্নাতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন ফিরিশতাগণ কতক লোককে হাউজ থেকে হটিয়ে দেবেন। আমি বলব : হে আল্লাহ ! সে তো আমার উম্মাত। আল্লাহ তাআলা বললেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।'

০৫. আল্লাহর বাণী :[৪০] «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة»

'আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের মধ্যে হয়।'

আয়াতে উল্লিখিত القوة এর ব্যাখ্যা রাসুলের হাদিসে লক্ষ্য করা যায়। হযরত ওকবা বিন আমের [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল [স] কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন :[৪১]

واعدوا لهم مااستطعتم من قوة الا وان القوة الرمى .

'তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের মধ্যে হয়, আর তা হচ্ছে الرمى বা তীর ধনুক।

তিন. ইজতিহাদ দ্বারা তাফসির

সাহাবিগণ যখন কোন আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদিসে খুঁজে পেতেন না, তখন তাঁরা নিজস্ব অভিমতের আশ্রয় নিয়ে ইজতিহাদ করতেন। সাহাবিগণ চারটি বিষয়কে ইজতিহাদের

৩৮. আলকুরআন, *সুরা কাওসার*, আয়াত : ১-৩
৩৯. আলহাদিস, *বুখারী*, *মুসলিম*, *আবু দাউদ*, *নাসায়ী* দ্র:
৪০. আলকুরআন, *সুরা আনফাল*, আয়াত : ৬০
৪১. আলহাদিস, *মুসলিম* দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক মনে করে গবেষণা করতেন।[৪২] বিষয় চারটি হচ্ছে–

১. معرفة اوضاع اللغة واسرارها :

২. معرفة عادات العرب :

৩. معرفة احوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القران :

৮. قوة الفهم وسعة الادراك :

আরবরা আরবি ভাষায় দক্ষ হওয়ার কারণে অন্য কোন ভাষার উপর নির্ভর করা ছাড়াই আয়াতের মর্মোদ্ধার খুব সহজেই করতে পারতেন। এছাড়াও তারা অনেক আয়াতের মর্মোদ্ধারে আরবের প্রচলিত প্রথার সাহায্য নিতেন।[৪৩] যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী :[৪৪]

«وليس البر بان تأتواالبيوت من ظهورها» ও «انما النسى زيادة فى الكفر»

আরবরা উক্ত আয়াতদ্বয়ের অর্থ নাযিলকালীন আরবীয় প্রচলিত প্রথার বর্ণনা ছাড়া জানতে সমর্থ ছিল না। আরবে বসবাসরত ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে তারা অনেক বিষয়ে অবগত হতেন।[৪৫]

আলকুরআনের আয়াতের শানে নুযুলের মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য তাঁরা আরবের অনেক কিচ্ছা–কাহিনীর উপরও নির্ভর করতেন। এ সম্পর্কে ওয়াহেদী বলেন :[৪৬]

"لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"

* ইবনে দাকীকুল ইদ বলেন :[৪৭] "بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القران"

* ইবনে তাইমিয়া বলেন :[৪৮]

"معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية . فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"

কুরআন বুঝতে পারার বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রসারতা মহান আল্লাহ তাআলার বিশেষ দানের অন্তর্ভুক্ত। এই দক্ষতা তিনি যাকে চান কেবল তাকেই দান করেন। তিনি কুরআনের মর্মার্থ বুঝতে পারেন, তিনি কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে পারেন। যেমন বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা]–এর নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসাধারণ জ্ঞান দান করে তাঁকে ধন্য করেছেন। অবশ্য তা রাসুলের দোআর বরকতেই হয়েছিল।[৪৯] রাসুল [স] তাঁর জন্য দোআ করে বলেছিলেন:[৫০] "اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل"

'হে আল্লাহ ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাকে তাবিল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শিখাও।

৪২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭–৫৮
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. আলকুরআন, *সুরা তাওবা*, আয়াত : ৩৭; আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৯
৪৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮
৪৬. মানহাজুলকুরআন, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬
৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯
৫০. ইবনে হাজার আসকালানী, *আল ইসাবা*, মিসর : মুস্তফা আলবাবী, ১৩২৩ হি., ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৩; উসদুল গাবাহ, দারুশ শাআব,তা:বি:, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য হাফেয ইবনে কাসির [র] বলেন : যখন কুরআন, সুন্নাহ হতে কোন আয়াতের তাফসির পাওয়া যাবে না তখন আমরা সাহাবিদের বক্তব্যের শরণাপন্ন হবো। কেননা তাঁরা কুরআনের স্বপক্ষে ভাল জানেন, কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বুঝ শক্তি, জ্ঞানের প্রসারতা ও আমলের শুদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) অবদান ছিল অনন্য।[৫১]

সাহাবিদের সময় মানুষ কুরআনের মর্ম অনুধাবন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আর সাহাবিগণও সাধ্যমত কুরআনের জ্ঞান দান করার জন্য বিভিন্ন মসজিদে দরস দিতেন। তাফসিরের বৈঠক বসিয়ে মদিনাসহ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের অসংখ্য মসজিদে কুরআনের তাফসির শিক্ষা দিতেন। হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আযারবাইযান, আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীকে ফতওয়া প্রদান করতেন, কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এভাবে সাহাবিদের একটি দল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা লোকদের মাঝে কুরআন ও শরিআতের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দান করতেন। এ ক্ষেত্রে আমর ইবনুল আস, মিশরের মুআয বিন জাবাল, সিরিয়ার সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস [রা] ইরাকের দায়িত্ব পালন করেন।[৫২]

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, সাহাবিদের যুগে তাফসির চর্চা শুধু হাদিস সংকলনের সাথে মিশ্রিতভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগে তাফসির কোন কিতাব সংকলন হয়নি। এ সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরি ২য় শতক থেকে। সাহাবিদের যুগে তাফসিরের চর্চা বিভিন্ন আয়াতের বিক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। কোন আয়াত বা সুরার কোন নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক তাফসির পাওয়া যায় না।[৫৩]

---

৫১. হাফেয ইবনে কাসির, *তাফসির ইবনে কাসির*, বৈরূত : দারুল কুতুব, ১ম খন্ড, ভূমিকা, পৃ. ৩

৫২. মুহাম্মাদ সাব্বাগ, *লামহাত ফি উলুমিল কুরআন*, আলমাকতাবাতুল ইসলামি, ১৩৯৪ হি., পৃ. ২০২

৫৩. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তাবেয়িদের যুগে তাফসির চর্চা

সাহাবিদের যুগের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে তাফসির চর্চার প্রথম শতক শেষ হয় এবং দ্বিতীয় শতক শুরু হয় তাবেয়িদের যুগের সূচনার মাধ্যমে। এ যুগে তাবেয়িগণ সাহাবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[১] সাহাবিদের সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে তাঁরা খুব কম সময়ে তাফসির অভিজ্ঞানে সুবিজ্ঞ হয়ে উঠেন। তাবেয়িদের কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানাহরণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং সাহাবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় মক্কা, মদিনা ও ইরাকে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। সাহাবিগণ এসব কেন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন আর তাবেয়িগণ ছিলেন ছাত্র।[২] কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী সাহাবিদের এসব কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে মানুষ তাদের কাছে আসতে থাকেন এবং ক্রমশ: তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩] তাফসির চর্চার ক্ষেত্রে কেন্দ্র তিনটি তাফসির অভিজ্ঞানের বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

এক. মক্কা কেন্দ্র ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মক্কায় তাফসির চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআনের ভাষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। তাঁকে কেন্দ্র করেই মক্কায় তাফসির চর্চা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন :[৪]

"اعلم الناس بالتفسير اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس"

'মক্কার অধিবাসীরা কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসির জ্ঞানের অধিকারী, কেননা তাঁরা ইবনে আব্বাসের শিষ্য।'

ইবনে আব্বাস মসজিদুল হারামে নিয়মিত তাফসিরের দরস দিতেন। এ সময় তিনি তাবেয়িদের সামনে আলকুরআনের মর্ম উপস্থাপন করতেন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে অনেক তাবেয়ি পরবর্তীতে অমূল্য অবদান রাখেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় তাফসির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। তাফসির অভিজ্ঞানের উৎকর্ষও সাধিত হয় এই সময়ে। মক্কা কেন্দ্রের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

০১. আবু আবদুল্লাহ সাইদ ইবনে জুবায়ের [মৃ. ৯৫ হি.] [৫]

০২. আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর [মৃ. ১০৪ হি.] [৬]

০৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [মৃ. ১০৪ হি.][৭]

০৪. আবু আবদুর রহমান তাউস ইবনে কায়সান [মৃ ১০৬ হি.]

০৫. আবু মুহাম্মাদ আতা ইবনে আবি রাবাহ [মৃ. ১১৪ হি.]

---

১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯

২. ড. মুস্তফা যায়দ, *দিরাসাতুন ফিত তাফসির*, মিসর : দারুল কলম, তা:বি:,পৃ. ৭৪

৩. ড. এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৪. *মুকাদ্দামা ইবনে তাইমিয়া ফি উসুলিত তাফসির*, পৃ. ১৫; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-৩২৪

৫. তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছেও শিক্ষা লাভ করেন। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের অনুরোধে তিনি স্বতন্ত্র তাফসির রচনা করেন।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; ইবনে খাল্লিকান, অফায়াত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৩৭০; আসকালানী, তাহযিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪]

৬. মুজাহিদের তাফসিরে তাবিল তথা মুক্ত বিবেকের প্রাধান্য বিদ্যমান।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১০ খণ্ড, পৃ. ৪২; তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন*, ১ম খণ্ড, ৩০, ২৫৩; ২৯ তম খণ্ড, পৃ, ১২০

৭. তিনি আলি [রা] ও আবু হুরাইরার [রা] কাছেও শিক্ষার্জন করেন।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭৩; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১০৭-১১২]

Dhaka University Institutional Repository

এঁদের তাফসির করার পদ্ধতি ছিল কুরআনের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াত সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ভাবন করা। এ সম্পর্কে ফুয়াদ সিজগীন বলেন :[৮]

'তাঁদের তাফসিরের পদ্ধতি ছিল আয়াত সংশ্লিষ্ট সুপ্ত বিষয়কে ঐতিহাসিক ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাফসির করা এবং আয়াতে উল্লিখিত কঠিন শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ ও এর যথার্থ মূল্যায়ন করা।'

দুই. মদিনা কেন্দ্র ঃ মদিনায় রাসুল [স]–এর রওযা মুবারকের অবস্থান ও ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হওয়ার কারণে অধিকাংশ সাহাবি এখানে অবস্থান করতে পছন্দ করতেন, মদিনা ত্যাগ করা সমীচীন মনে করতেন না।[৯]

এ সম্পর্কে ড. এম.এম রহমান বলেন :[১০]

Madina enjoys the privilege of this being frist capital of the Islamic state and here in the messenger of Allah is lying buried. Because of this, many of the companions of the prophet loved to stay there.

তাঁদের এখানে অবস্থান করায় লোকদের জন্য কুরআন শিক্ষা লাভের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়, মদিনা পরিণত হয় জ্ঞানীগুণীদের মিলন মেলায়।[১১] তাবেয়িদের যুগে সাহাবিদের প্রচেষ্টায় এখানে তাফসির চর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অন্যান্যের মধ্যে উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলেন এই কেন্দ্রের মুখ্য ব্যক্তি। মদিনা কেন্দ্র তাঁর নামেই পরিচিত ছিল।[১২] তিনি নিয়মিত এখানে তাফসিরের দরস দিতেন। অনেক তাবেয়ি তাঁর দরসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখেন।[১৩] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

০১. আবুল আলিয়া রাফি ইবনে মাহরান [মৃ. ৯০ হি.][১৪]
০২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী [মৃ. ১১৮ হি.][১৫]
০৩. আবু উসামা যায়দ ইবনে আসলাম আলমাদানী [মৃ. ১৩৬ হি.][১৬]

তিন. ইরাক কেন্দ্র ঃ ইরাকের রাজধানী ছিল কুফায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইরাকের স্থান অতি উচ্চে। সাহাবিদের সময় ইরাক মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফলে এখানে অনেক সাহাবি দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে আগমন করেন। আবুল বাশার দুলাবীর মতে: কুফা নগরীতে রাসুলের ১০৫০ জন সাহাবির শুভাগমন ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ২৪ জন সাহাবিও ছিলেন।[১৭] এভাবে বসরা ও বাগদাদেও অসংখ্য সাহাবির আগমন ঘটে। এসব সাহাবির অনেকেই নবদীক্ষিত মুসলমানদের কুর্আন–সুন্নাহর তালিম দেয়ার জন্য এ অঞ্চলে

৮. *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪
৯. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩২
১০. Dr. M.M. Rahman, *AL QURAN : THE GUIDANCE FOR MANKIND.* SOUVENIR on Golorious Quranic Exhibition. 2001. P. 58
১১. মুহাম্মাদ আবু যাহ, *আলহাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, মিসর: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ১০১–১০২
১২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ৯১–১১৪
১৩. ড. মুস্তফা মুসলিম, *মানাহিজুল মুফাসসিরিন*, ইরাক : ওযায়াতুত তালিম, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯
১৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪, ২৮৫;
১৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬ ; ইবনে আউন, *খুলাসা তাহযিব আলকামাল*, পৃ. ৩০৫
১৬. তিনি ইবনে আব্বাসের [রা] শিষ্য মুজাহিদের ন্যায় মুক্ত বিবেকের অনুসারী ছিলেন।
[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আসকালানী, তাহযিব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫, ৩৯৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬–১১৭]
১৭. কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১৮] ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে আবু মুসা আলআশআরী, ইমরান ইবনে হুসাইন, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক [রা] সহ অনেকেই এসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আনাস ইবনে মালিক [রা] এখানেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।[১৯] খলিফা হযরত ওমর [রা]–এর খিলাফতকালে আম্মার ইবনে ইয়াসির [রা] কে গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] কে তাঁর উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে কুফায় প্রেরণ করেন।[২০] ইবনে মাসউদের (রা) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইরাকে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। তিনি এ কেন্দ্রে নিয়মিত তাফসিরের দরস দিতেন। ইরাকের জনগণ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দিতেন।[২১]

ইবনে মাসউদ [রা] তাফসিরের ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তিতে বক্তব্য প্রকাশ পদ্ধতির পথিকৃত। শরিআতের বিধি–বিধানের ক্ষেত্রেও তাঁর এ পদ্ধতি অনুসৃত হত সমানভাবে। পরবর্তীকালে এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা এ যুক্তিবাদীধারা ধারণ, লালন ও বিকাশ সাধন করেন। ইমাম হাসান আলবসরী, আবু হানিফা ও ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী এ ধারাকেই সমুন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন।[২২] কুফায় ইবনে মাসউদের [রা] কাছে তাফসির শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করে যেসব তাবেয়ি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন–

০১. আলকামা ইবনে কায়স [মৃ. ৬১ হি.][২৩]
০২. মাসরুক ইবনে আজদা [মৃ. ৬৩ হি.][২৪]
০৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৭৫ হি.][২৫]
০৪. মুররা ইবনে শুরাহিল [মৃ. ৭৬ হি.][২৬]
০৫. আমির ইবনে শুরাহিল [মৃ. ১০৯ হি.][২৭]
০৬. হাসান আল বসরী [মৃ. ১১০ হি.][২৮]
০৭. কাতাদা ইবনে দামআ [মৃ. ১১৭ হি.][২৯]
০৮. শুরাইহ ইবনে আল হারিস [মৃ. ৭৮ হি.][৩০]
০৯. ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৯৫ হি.][৩১]
১০. উবায়দা আস সালমানী [মৃ. ১০৪ হি.][৩২]

১৮. মুহাম্মাদ আবু যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫
১৯. প্রাগুক্ত
২০. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
২১. ড. মুস্তফা যায়দ, পৃ. ৭৫
২২. আহমদ আমিন, *ফজরুল ইসলাম,* ১৭০, ২৫২-২৫৫; মুস্তাফা আবদুর রাফিক, তামহিদ, পৃ. ৭-১২; আলি হাসবুল্লাহ, *মুহাদারাত,* পৃ. ৯১-৯৪; ড. এম.এম রহমান, *Introduction to Al Maturidis Tawilat. Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh,* পৃ. ১৭–১৮, ৮০–৮১
২৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯; আসকালানী, *তাহযিব,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬-২৭৮
২৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১১
২৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৩
২৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২-১২২; প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯
২৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৪; প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৯
২৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৭; প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭০
২৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭; প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫৬
৩০. আলমাকরিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ২৫২, ২৬০
৩১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০,২৫২-২৬০
৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭০, ২৫২-২৬০

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির রচনা ও সংকলনের যুগ

প্রথম প্রয়াস

উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে এবং আব্বাসী শাসনের প্রথমদিকে তাফসির সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ যুগের পূর্বে তাফসির কেবল বর্ণনা সূত্রেই (بطريق الرواية) বিবৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ সাহাবিগণ একে অন্যের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবেয়িগণ সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেছেন আবার একে অন্যের থেকেও বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাধারাকে خطوات علمية বলা চলে। তাফসিরের الخطوة الاولى। এটাই।[১]

দ্বিতীয় প্রয়াস

এ সময়ে তাফসির হাদিসের অধ্যায়ের সাথে সংকলিত হয়। হাদিসবেত্তাগণ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস করে হাদিস সংকলন করেন, আর তাফসির ছিল এ সংকলিত হাদিস গ্রন্থের একটি অন্যতম অধ্যায়। এ সময়ে কুরআনের আয়াত ও সুরাভিত্তিক কোন তাফসির সংকলিত হয়নি। এ সম্পর্কে মান্না আলকাত্তান বলেন :[২]

"بدأ التدوين فى اواخر عهد بنى امية وأوائل عهد العباسيين وخطى الحديث بالنصيب الاول فى ذلك وشمل تدوين الحديث ابوابا متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب ، فلم يفرد له تاليف خاص يفسر القران سورة سورة ، واية اية، من مبدئه الى منتهاه ."

প্রাচীন হাদিস সংকলনসমূহের যেসবে তাফসির অধ্যায় সংযোজিত ছিল, তার মধ্যে নিম্নোক্তদের সংকলন অগ্রগণ্য। যেমন–[৩]

০১. ইয়াযিদ ইবনে হারূন আসসুলামী [মৃ. ১১৭ হি.]
০২. শোবা ইবনে আলহুজ্জাজ [মৃ. ১৬০ হি.]
০৩. ওয়াকী ইবনে আল জাররাহ [মৃ. ১৯৭ হি.]
০৪. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না [মৃ. ১৯৮ হি.]
০৫. রূহ ইবনে ইবাদা আলবসরী [মৃ. ২০৫ হি.]
০৬. আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম [মৃ. ২১১ হি.]
০৭. আদম ইবনে আবি ইয়াস [মৃ. ২২০ হি.]
০৮. আবদ ইবনে হুমাইদ [মৃ. ২৪৯ হি.]
০৯. ইসহাক ইবনে রাহইয়া [মৃ. ২৩৮ হি.]

উল্লিখিত মনীষীগণ সবাই হাদিসবেত্তা ছিলেন। তাঁরা হাদিসের অধ্যায়ের সাথেই তাফসির সংকলন করেন। ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কোন তাফসির গ্রন্থ সংকলন করেননি। আর তাফসিরের এসব বর্ণনা তারা পূর্ববর্তী তাফসিরের ইমামদের থেকে মুসনাদের ভিত্তিতে বর্ণনা করেন। তবে এসব তাফসিরের কোন অস্তিত্ব উদ্ধৃতি ছাড়া স্বতন্ত্র ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে পাওয়া যায় না।এসব তাফসির সম্পর্কে মন্তব্য করাও বেশ কঠিন।[৪]

১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০
২. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ : মাকতাবা আলমাআরিফ, তা: বি:, পৃ. ৩৫১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; যারকাশী, *আলবুরহান*, বৈরূত : দারুল কুতুব, ২০০১ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯
৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; ড. এম.এম রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : সুধানা পাবলিকেশন, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ২৩০-২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রয়াস

এ পর্যায়ে তাফসির অভিজ্ঞান হাদিস অভিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে। আলিমগণ কুরআনের সুরা ও আয়াতের বিন্যাস অনুযায়ী তাফসির স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলন করেন।[৫] এ সম্পর্কে মান্না আলকাত্তান বলেন :[৬]

"جاء بعد هولاء من افرد التفسير بالتأليف وجعله علما قائما بنفسه منفصلا عن الحديث، ففسر القران حسب ترتيب المصحف ."

যাঁদের প্রচেষ্টায় আলকুরআনের আয়াত ও সুরাভিত্তিক তাফসির বিরচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েক জন হচ্ছেন–

০১. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আলকাযবিনী ওরফে ইবনে মাজা [মৃ. ২৭৩ হি.]
০২. মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.]
০৩. আবু বকর ইবনে আলমুনযির আননিশাপুরী [মৃ. ৩১৮ হি.]
০৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস ওরফে ইবনে আবি হাতেম [মৃ. ৩২৭ হি.]
০৫. আবুস শায়খ ইবনে হিব্বান [মৃ. ৩৬৯ হি.]
০৬. আলহাকেম [মৃ. ৪০৫ হি.]
০৭. আবু বকর ইবনে মারদুবিয়া [মৃ. ৪১০ হি.]
০৮. আবুল লাইস আসসামারকান্দী [মৃ. ৩৭৩ হি.]
০৯. আবদুল হক ইবনে গালিব আলগারনাতী [মৃ. ৫৪৬ হি.]
১০. হাফেয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির [মৃ. ৭০০/৭৭৪ হি.][৭]

উল্লিখিত প্রত্যেকের তাফসিরই ইসনাদের ভিত্তিতে সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়ির সূত্রে বর্ণিত। এদের সকলের তাফসিরের পদ্ধতি ছিল কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবি, তাবেয়িদের বর্ণনার ভিত্তিতে তাফসির করা। এক্ষেত্রে আল্লামা তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর 'জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন' প্রথমে সকলের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এবং পরে তাফসিরের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। কুরআনের আহকাম ও প্রয়োজনবোধে ইরাবের আলোচনাও তিনি করেছেন।[৮] আল্লামা তাবারীর 'জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন' গ্রন্থখানি সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। অনেক ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে। শাকের ভ্রাতৃদ্বয় অধুনাকালে এতে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে মিসর থেকে প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গবেষক এর উপর গবেষণা করেছেন এবং এখনও গবেষণা হচ্ছে।[৯]

---

৫. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; মান্না আলকাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

৬. প্রাগুক্ত

৭. আলকায়সী, *তারিখুত তাফসির*, পৃ. ৫৫-৫৭; যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪২; সুয়ুতী, *আলইতকান*, দিল্লি : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি: ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৫; ইয়াকুত, *মুজাম*, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৪২; ইবনে খাল্লিকান, *অফায়াত*, বৈরুত : দারুস সাদির, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩; মান্না আলকাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২

৮. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২; মান্না আলকাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫২

৯. ড. এম.এম রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে মুফাসসিরগণ ইসনাদের সত্যাসত্যের উপর মতনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁদের বর্ণনা বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরায় বিন্যস্ত হতে থাকে। কোন বক্তব্যই সূত্র বর্জিত নয়। এ সময়ে এ পদ্ধতিটিই সাধারণভাবে স্বীকৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ পদ্ধতিতে হাদিস সংকলিত হওয়ার কারণে তাফসির রচনায়ও স্বাভাবিকভাবে এ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। স্বতন্ত্র বিষয়রূপে তাফসির রচনায় ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।[১০]

আলকুরআনের আয়াত ও সুরার তারতিব অনুযায়ী কে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন এ ব্যাপারে অবশ্য আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। যেমন–

◆ ইবনে খাল্লিকান, ড. হুসাইন আযযাহাবী, আলকায়সী, ইবনে তাইমিয়া ও ড.এম.এম রহমানের মতে, আবু মুহাম্মাদ ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আলকুফী আলসিদী [মৃ. ১২৭/৭৪৪] এবং আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে জুরাইয আলমাক্কী আলআসাদী [মৃ. ১৫০/৭৬৭] হচ্ছেন স্বতন্ত্র তাফসির রচয়িতাদের পথিকৃত।[১১] এতদুভয়ে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসির রচনা করেন এবং হাদিস থেকে পৃথকভাবে স্বতন্ত্র গ্রন্থে কেবল তাফসিরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে এঁদের গ্রন্থের বিদ্যমানতা এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি। ইবনে জারির তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসির 'জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন' গ্রন্থে এবং ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.] তাঁর বিখ্যাত 'তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ'[১২] গ্রন্থে এদের অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১৩]

◆ কেউ কেউ বলেছেন, হিজরি প্রথম শতকের শেষ দিকে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের [মৃ. ৮৬ হি.] নির্দেশে সাইদ ইবনে জুবায়ের ইবনে হিশাম আলকুফী [মৃ. ৯৫ হি.] স্বতন্ত্র তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪] ইবনুল নাদিম তাঁর তাফসিরকে 'تفسير سعيد بن جبير' নামে উল্লেখ করেছেন।[১৫] অবশ্য এ গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃতির মাধ্যমেই পাওয়া যায়।[১৬]

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

১১. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২, ১৪৩; আলকায়সী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫৪; ইবনে খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩, ৪

১২. এ গ্রন্থের উপর গবেষণা করে ড. এম.এম রহমান ১৯৭০ সালে লন্ডনের S.O.A..S ইউনিভার্সিটি থেকে Ph.D ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে বাগদাদের আওকাফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় তাঁর গবেষণা গ্রন্থটি ১ম খণ্ড প্রকাশ করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশও এ গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে।
[বি: দ্র : Souvenir on Glorious Quranic Exibition-2001, P. 49; ড. এম.এম রহমান, কুরআন পরিচিতি, পৃ. ২৫৩]

১৩. বি: দ্র : Souvenir on Glorious Quranic Exibition-2001, P. 49; ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

১৪. প্রাগুক্ত, Introduction to Al. Maturidis Tawilat, পৃ. ৭৮; আলকায়সী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪; গোল্ডযিহার, *A short History of Classical Arabic literature* [যোশেফ দেযোমোগী অনূদিত] পৃ. ৪৬

১৫. ইবনু নাদিম, আল *ফিহরিস্ত*, দারুল নাসিরাহ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৫১

১৬. ড. এম.এম রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ড. সুবহি সালিহ ও ড. আযযাহাবী আতা ইবনে দিনার–এর নামে যে তাফসিরখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেটিকে সাঈদ ইবনে জুবায়েরের [রা] তাফসির বলে দাবি করেন।[১৭]

- সাঈদ ইবনে জুবায়েরের [মৃ. ৯৩ হি.] পর বিশিষ্ট তাবেয়ি ইবনে আব্বাসের [মৃ. ৬৮ হি.] ছাত্র আবুল আলিয়া রাফি ইবনে মিহরান রিয়াহী বাসরী [মৃ. ৯৩ হি.] কুরআনের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাফসির রচনার ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাঁর মর্যাদা সাইদ ইবনে জুবায়েরের চেয়ে বেশি বলেছেন। এ সম্পর্কে হাকেম শামসুদ্দিন আযযাহাবী লিখেন : আবু বকর ইবনে আবি দাউদ –এর ভাষ্যানুসারে সাহাবিদের পরে আবুল আলিয়া এবং তারপর সাঈদ ইবনে জুবায়ের অপেক্ষা কুরআনের আর কোন বড় আলিম নাই।

  অবশ্য কেউ কেউ উবাই ইবনে কাবের [মৃ. ৩৩ হি.] এর নাম প্রথম তাফসির রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথম হিজরিতে উমার [রা]–এর খিলাফতকালে এই তাফসির রচনা করেন। এই তাফসিরেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইবনে জারির তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] ও ইবনে আবি হাতিমের [মৃ. ৩২৭ হি.] স্ব–স্ব তাফসির গ্রন্থেই উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর তাফসিরের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮]

  এই তাফসির সম্পর্কে আল্লামা আহমাদ তাশকুবরাযাদা [মৃ. ৯৬৮ হি.] লিখেন : 'উবাই ইবনে কাবের [রা] রচিত তাফসিরখানি বিরাটাকারের ছিল, যা আবু জাফর রাযী, রবি ইবনে আনাস হতে, তিনি আবুল আলিয়া হতে, তিনি উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণনা করেন এবং এই সনদ বিশুদ্ধ।' এভাবে হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদে 'তাফসিরে উবাই' থেকে প্রচুর বর্ণনা করেন।[১৯]

- ইবনু নাদিম [মৃ. ২০৭ হি.] ও ড. আহমদ আমিনের মতে, ইমাম আল ফাররা [মৃ. ২০৭ হি.] সুরার ক্রমানুসারে সর্বপ্রথম তাফসির গ্রন্থের রচয়িতা।[২০]
- ইবনে খাল্লিকানের অন্য মতে, আমর ইবনে উবায়েদ প্রথম তাফসির রচনা করেন। তিনি মুতাযিলা মাযহাবের অনুসারী একজন পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি হাসান আলবসরী থেকে কুরআনের তাফসির লিখেছেন। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম হাসানআল বসরী ১১০ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন।[২১]

---

১৭. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৫তম সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ১৭১; আযযাহাবী, *মিযানুল ইতিদাল*, কায়রো : ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭

১৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯০, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১০, *তাযকিরাতুল হুফফাত*, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩

১৯. তাশকুবরা যাদাহ, *মিফতাহুস সাআদা ওয়া মিফতাহুস সিআদা*, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪

২০. ইবনুল নাদিম, পৃ. ৫২, ৫৩ ; ড. আহমাদ আমিন, *দুহাল ইসলাম*, মিসর : মাকতাবাতুন নাহদাল মিসরিয়া, তা:বি:, পৃ. ১৪০, ১৪১; যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩

২১. ইবনে খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত কোনটি প্রথম তাফসির এবং কে প্রথম মুফাসসির তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। কেননা এ সমস্ত তাফসিরকারকের পূর্বেও রচিত অনেক তাফসির গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সমস্ত তাফসির যদি আমাদের কাছে মওজুদ থাকতো তবে আমরা খুব সহজেই প্রথম তাফসির ও প্রথম মুফাসসির নির্ণয় করতে সক্ষম হতাম। এ সম্পর্কে ড. যাহাবীর একটি মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :[২২]

"وان كنا لا نستطيع ان نعين من سبق الى هذا العمل على وجه التحقيق، ولو انه وقع لناكل ما كتب من التفسير من مبدأ عهد التدوين ، لأمكننا ان نعين المفسر الأول الذى دون التفسيرعلى هذا النمط"

চতুর্থ প্রয়াস

এ পর্যায়ে একদল মুফাসসির এসনাদ বিযুক্ত তাফসির রচনা করেন। তাঁরা ইসনাদ বিযুক্ত তাফসির সংক্রান্ত রেওয়ায়াত একত্রিত করে গ্রন্থাবন্ধ করেন। সনদ ব্যতিরেকে তাফসির রচনার ফলে ইসলামের শত্রুরা সুযোগ পেয়ে যায়, তারা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে বানোয়াট হাদিস তৈরি করে। তাই অতি সহজেই তাফসিরের মধ্যে মিথ্যা, বানোয়াট হাদিস ও ইসরাইলী বর্ণনা অনুপ্রবেশ করে। ফলে বিশুদ্ধ তাফসিরের মৌল ভিত্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।[২৩] ইসনাদ বিযুক্ত তাফসির সম্পর্কে মুস্তাফা আলমারাগী বলেন :[২৪]

"الف بعد هولاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الاسانيد"

এ পর্যায়ে যাঁরা তাফসির রচনার প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁরা হলেন–[২৫]

০১. আবু ইসহাক আযজুযায ইবরাহিম ইবনে আসসুরী আননাহবী [মৃ. ৩১০ হি.]
০২. আবু আলি আলফারেসী [মৃ. ৩৭৭ হি.]
০৩. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলহাসান ওরফে আননুক্কাশ আলমুসেলী [মৃ. ৩৫১ হি.]
০৪. আবু জাফর আননাহহাস আননাহবী আলমিসরী [মৃ. ৩৩৮ হি.]
০৫. মাক্কী ইবনে আবি তালিব আলকায়সী আননাহবী আলমাগরিবী [মৃ. ৪৩৭ হি.]
০৬. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইমার আলমাহদুবী [মৃ. ৪৩০ হি.][২৬]

পঞ্চম প্রয়াস

এ পর্যায়ে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা তথা আরবি ভাষা ও সাহিত্য, কালাম, দর্শন, ইলমুল মাআনী, বয়ান ও নাহু শাস্ত্রবিদদের তাফসির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার রূপ পরিগ্রহ

---

২২. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪
২৩. ড. ফাহাদ রুমী, *ইত্তিজাহাতুত তাফসির*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১ হি., পৃ. ৩৩
২৪. আহমাদ মুস্তফা আলমারাগী, *তাফসির আলমারাগী*, বৈরুত : দার এহইয়া, তা: বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. এর বিরচিত তাফসিরের নাম *'মাআনিউল কুরআন'। [দ্র: তাফসির মারাগী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০]*

Dhaka University Institutional Repository

করে। এ সমস্ত বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিগণ নিজস্ব বিষয়ের আঙ্গিকে তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময়ের ব্যাপ্তি আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত।[২৭] এ সময়ে ভাষার বৈয়াকরণিক ও অলংকারিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে আল্লামা যামাখশারী [মৃ. ৫৩৮/১১৪৩] রচনা করেন 'আলকাশশাফ'। এটি এমনি এক রচনা পদ্ধতির বাস্তব নমুনা বা বহি:প্রকাশ। এরপর ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী [মৃ. ৬০৬/১২০৯] রচনা করেন 'মাফাতিহুল গায়ব'।[২৮] এতে লেখকের হিকমাত ও দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে সা'লাবী [মৃ. ৪২৭/১০৩৫] রচিত 'আলকাশফ ওয়াল বয়ান' নামক তাফসিরে কিসাস বা কাহিনীসমূহ বর্ণনার প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়।[২৯] আবু বকর আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০/৯৮০] ও ইমাম কুরতুবীর [মৃ. ৬৭১/১২৭২] রচনায় ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ইবনুল আরাবী [মৃ. ৬৩৮/১২৪০] তাসাউফভিত্তিক সুফিবাদী তাফসির রচনা করেন।[৩০] কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী [মৃ. ৬৮৫/১২৮৬] রচনা করেন 'আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল'। পরিচিত বায়যাবী নামে। এ গ্রন্থে যামাখশারীর কাশশাফ থেকে ই'রাব, মাআনী ও বয়ান এবং ইমাম রাযীর 'মাফাতিহুল গায়ব' থেকে হিকমাত ও কালাম সম্পর্কিত উপাদানসমূহ সংগৃহীত হয়।

---

২৭. যাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩, ১৪৫; মান্না আলকাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২-৩৫৩

২৮. এটি 'তাফসির কাবির' নামে পরিচিত। ইবনে খাল্লিকানের মতে, ইমাম রাযীর এই তাফসির অত্যন্ত বৃহদাকারের। কিন্তু আয়ুর স্বল্পতা হেতু তাঁর তাফসিরটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাঁর যোগ্য শিষ্য শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে খলিল আল খুওয়াইবী আদ দামেশকী [মৃ. ৬৮৭/১২৬৮] তাফসিরের বাকি অংশ পূর্ণ করেন এবং শায়খ নাজমুদ্দিন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকামুলী [মৃ. ৭৭৭/১৩৭৫] এর একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন। *[বি: দ্র: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫০১*

২৯. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩; সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১

৩০. মান্না আলকাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২–৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির রচনায় দুইটি ধারা

তাফসির রচনায় মুফাসসিরগণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মনিয়োগ করলে তাদের লিখিত তাফসিরেও এর প্রভাব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের আলোকে, ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে, দার্শনিকগণ দর্শনের আলোকে তাফসির রচনা করেন। কালক্রমে তাঁদের এসব রচনা দুইটি ধারায় পরিগ্রহ করে।[১] প্রধান ধারা দুইটি হচ্ছে–

০১. **বর্ণনা ও ঐতিহ্যভিত্তিক ধারা ঃ** এই ধারাকে মাসুর (مأثور) ও মানকুলও (منقول) বলে। তাই রেওয়ায়িতভিত্তিক তাফসির বলতে এমন তাফসিরকে বুঝায় যাতে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িদের বাণী ও অভিমতের ভিত্তিতে। ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২]

"يشتمل التفسير المأثور ما جاء فى القران نفسه من البيان والتفصيل لبعض اياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين "

আলোচ্য সংজ্ঞায় তাফসির বিল মাসুর বলতে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবি ও তাবেয়ির বক্তব্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহাবির বক্তব্যের আলোকে প্রণীত তাফসিরকে তাফসির বিল মাসুর বলেছেন। তিনি বলেন :[৩]

"هو ماجاء فى القران او السنة او كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه"

তাফসির বিল মাসুর তথা রেওয়ায়িতভিত্তিক তাফসির তিন প্রকার। যেমন–

০১. تفسير القران بالقران বা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির।

০২. تفسير القران بالحديث বা হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির।

০৩. تفسيرالقران بالاقوال الصحابة والتابعين বা সাহাবি ও তাবেয়িদের বাণী দ্বারা কুরআনের তাফসির।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার তাফসির বিশুদ্ধ ও উত্তম পদ্ধতি হওয়ার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য। কেননা কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসির করা এটি একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি। অনুরূপ হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির করার পদ্ধতিটিও উত্তম। আলিমগণ এ দুই পদ্ধতিতে বর্ণিত তাফসিরকে বলিষ্ঠ তাফসির মনে করেন। এ তাফসির গ্রহণীয় সন্দেহাতীতভাবে।[৪] [প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার তাফসিরের উদাহরণ তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারায় বর্ণিত হয়েছে। ২/১টি উদাহরণ এখানে কপি করে আনতে হবে।

---

১. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, উর্দু অনুবাদ, পৃ. ৪১৮; যারকাশী, *বুরহান*, বৈরূত : দারুল জিল, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬

২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরূন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২

৩. আবদুল আযিম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৮৮ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪

৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রকার তথা সাহাবি ও তাবেয়িদের বাণী দ্বারাকৃত তাফসির। এ প্রকারের তাফসির গ্রহণীয় ও নির্ভরযোগ্য বলে আলিমগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫] শাস্ত্রবিদদের মতে, তাফসির হলো حقيقة المراد বা প্রকৃত অর্থ এবং কেবল সাহাবায়ের কিরামই এ কাজের যোগ্য। কেননা তাঁরা কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত থাকতেন এবং নুযুলের উপলক্ষ ও কার্যকারণ খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতেন। এ প্রসঙ্গে হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলেন :[৬]

" ان تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع "

যারকানী বলেন :[৭]

"ان الصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحى والتنزيل ، وعرفوا وعاينوا من اسباب النزول مايكشف لهم النقاب عن معانى الكتاب "

এছাড়াও সাহাবিগণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র, ভাষা ও সাহিত্য ও কুরআনের মর্মানুধাবনে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ছিলেন অনন্য।[৮] এ কারণে তাঁদের বর্ণিত তাফসির কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হয়েছেন।[৯]

তবে তাবেয়িদের তাফসির বিশুদ্ধ-কীনা, তাঁদের তাফসির গ্রহণ করা যাবে কী-না এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম আহমদের পরস্পর বিরোধী দুইটি মত রয়েছে। প্রথম মতে, তিনি তাবেয়িদের তাফসির গ্রহণীয় হওয়ার পক্ষে আর দ্বিতীয় মতে তাবেয়িদের তাফসির গ্রহণীয় না হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০] তিনি বলেন :[১১]

ثلاثة ليس لها اصل : التفسير، والملاحم، والمغازى

যারকানীর মতে, তাবেয়িদের তাফসির গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ তাদের তাফসিরকে তাফসির বিল মাসুরের (تفسير بالماثور) সাথে তুলনা করে বলেছেন, তাঁদের তাফসির গ্রহণীয়। কেননা তারা সাহাবিদের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেছেন। এছাড়াও তাফসির তাবারী গ্রন্থে অনেক বর্ণনা রয়েছে, যা কুরআনের তাফসিরের জন্য সাহাবি ও তাবেয়িদের বর্ণনা গৃহীত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ তাবেয়িদের তাফসিরকে তাফসির বির রায় তথা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসিরের সাথে তুলনা করে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[১২]

ইমাম আবু হানিফার [র] মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বিবৃত হয়েছে তাতে সকল সাহাবির ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাও আমাদের কাছে গ্রহণীয়। আর যা তাবেয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের কথার মতই। কেননা তারা আমাদের মতই মানুষ।[১৩]

৫. আলি সাবুনী, *আত তিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন*, মক্কা: আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি., পৃ. ৭০
৬. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. ইবনে আতিয়া, *মুকাদ্দামা তাফসির মুহাররার আল ওয়াজিয*, পৃ. ১৭
১০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮
১১. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭
১২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬
১৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে তাইমিয়া বলেন :[১৪] শোবা ইবনুল হুজ্জাজ ও অন্যান্যের মতে, তাবেয়িদের বক্তব্য যেখানে শরিআতের ফুরূতে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় নয় সেখানে তাঁদের বক্তব্য তাফসিরের দলিল হয় কীভাবে?

তবে অধিকাংশ তাফসিরবেত্তার মতে, তাবেয়িদের তাফসির গ্রহণীয়। কেননা তাঁরা পুণ্যাত্মা সাহাবিদের থেকে কুরআনের তাফসির শিখেছেন। যেমন মুজাহিদ [র] বলেন :[১৫]

"عرضت المصحف على ابن عباس رضى الله عنه ثلاث عرضات من فاتحة الى خاتمة، اوقفه عند كل اية منه وأساله عنها"

'আমি তিনবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলকুরআন ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে শিখেছি ও বুঝেছি।' প্রত্যেকটি আয়াত জিজ্ঞেস করে করে এবং বুঝে পড়েছি।'

কাতাদাহ [র] বলেন :[১৬]

"ما فى القران اية الا وقد سمعت فيها شيئا"

'কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

উপরোক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, তাবেয়িদের বর্ণিত তাফসির যদি কোনরূপ ব্যক্তি অভিমতের অবকাশ না থাকে, তবে তা অবশ্য পালনীয়, গ্রহণীয় বলে বিবেচ্য হবে।[১৭]

তাফসির বিল মাসুর রচনা করে যেসব মুফাসসির প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন–

০১. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.][১৮]
০২. আবুল লাইস আস সামারকান্দী [মৃ. ৩৭৩ হি.][১৯]
০৩. আবু ইসহাক আস সালাবী [মৃ. ৪২৭ হি.][২০]
০৪. আবু মুহাম্মাদ আলহুসাইন আলবাগবী [মৃ. ৫১০ হি.]
০৫. ইবনে আতিয়া আলআন্দালুসী [মৃ. ৫৪৬ হি.]
০৬. আবুল ফিদা আলহাকিম ইবনে কাসির [মৃ. ৭৭৪ হি.]
০৭. আবদুর রহমান আসসালাবী [মৃ. ৮৭৬ হি.]
০৮. জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.][২১]

---

১৪. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির*, পৃ. ২৮-২৯; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯

১৫. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮, ১০৪

১৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১২৮

১৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১২৯

১৮. তাবারী ২২৪ হিজরি সালে তাবারিস্তানের আমুল নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তাফসিরের নাম 'জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন'। ইসনাদের ভিত্তিতে রচিত এটি একটি বৃহদাকারের প্রাচীন তাফসির গ্রন্থ। তাবারীর সুদীর্ঘ সাতাশি বছরের কর্মময় জীবনের এক সোনালী ফসল এই গ্রন্থ।

১৯. সামারকান্দী ৩০১ মতান্তরে ৩১০ হিজরি সালে খোরাসানের অন্তর্গত সামারকান্দ নামক বিখ্যাত এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর প্রথিতযশা ইমাম তাফসির ছাড়াও হাদিস, ফিকহ ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর তাফসিরের নাম 'বাহরুল মুহিত'। এটি তাফসির বিল মাসুর বা বর্ণনাভিত্তিক তাফসিরের মধ্যে অনন্য। ১৯৯৩ সালে বৈরূতের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দার আলকুতুব আল ইলমিয়া থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। *[দেখা যেতে পারে : বাহরুল উলুম, ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামুত তাহকিক, পৃ. ৬-৭]*

২০. আবু ইসহাক আসসালাবী একাধারে তাফসিরবেত্তা, কারী, হাফেজ, বক্তা, সাহিত্যিক ও লেখক ছিলেন। তাঁর তাফসিরের নাম 'আলকাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসিরিল কুরআন।' এটিও তাফসির বিল মাসুর বা বর্ণনাভিত্তিক তাফসির।
[দেখা যেতে পারে : ড. যাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন]

২১. মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস, ১ম অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

০৯. শানকিতী [মৃ. ১৩৯৩ হি.]

১০. জামালুদ্দিন আলকাসেমী [মৃ. ১৩৩২ হি.]

১১. ইমাম ইবনু মাজাহ [মৃ. ২৭৩ হি.][২২]

১২. ইমাম নাসায়ী [মৃ. ৩০৯ হি.]

১৩. ইবনে আবি হাতিম

১৪. মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী [মৃ. ৮১৭ হি.][২৩]

১৫. ইবনে হিব্বান

১৬. ইবনে আবি শায়বাহ

০২. **বুদ্ধি বা ব্যক্তিগত অভিমতভিত্তিক ধারা ঃ** তাফসিরের এই ধারাকে তাফসির অভিজ্ঞানের পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির বির রায় বলে। ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২৪]

"يطلق الرأى على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس"

---

২২. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ দ্র:

২৩. **ফিরোজাবাদী ঃ** মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলফিরোজাবাদী আসসিরাজী ৮ম হিজরি শতকের একজন ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ আলিম। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, অভিধান, ভাষা ও সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। তিনি পারস্যের সিরাজ নগরীর নিকটবর্তী 'কারযিন' নামক অঞ্চলে ৭২৬ হি./১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি হিজরি ৭২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। কারযিনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ৮ বছর বয়সে তিনি সিরাজ নগরীতে গমন করেন। ৭৪৫ হি. সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদ গমন করেন। ৭৫০ হি. সালে তিনি দামিশক গমন করেন। এখানে তিনি তাকিউদ্দিন সাবুকীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ বছরেই তিনি তাঁর ওস্তাদের সাথে কুদস গমন করেন এবং এখানে ১০ বছর অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। কুদস থেকে কায়রো গমন করে সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শায়খদের মধ্যে সালাউদ্দিন সাফাদী, বাহাউদ্দিন আকীল, কামালুদ্দিন আসনাবী, ইবনে হিশাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কায়রো অবস্থানকালে হজ্ব আদায়ের জন্য মক্কা যিয়ারত করেন। ৭৭০ হিজরিতে তিনি দ্বিতীয়বার মক্কা যিয়ারত করেন। অতপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লিতে ৫ বছর অবস্থান করেন। ৭৯৪ হি. সালে সুলতান আহমাদ বিন আওইস এর আমন্ত্রণে বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। এ সময়েই তিনি তৈমুর লং-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পারস্য গমন করেন। তৈমুর লং তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান ও হাদিয়াস্বরূপ ১ হাজার দিনার প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ১ লাখ দিনার উপহার প্রদান করেন। ফিরোজাবাদী জীবনের শেষভাগ জাযিরাতুল আরবে অতিবাহিত করেন। ইয়ামানের বাদশা তাঁকে ৭৯৭ হি. সালে ইয়ামানের কাযী হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি জীবনের কিছু অংশে তায়েফ, মক্কা ও মদিনায়ও অতিবাহিত করেন। ৮০৫ হি. সালে তিনি আবার হজ্ব আদায় করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ফিরোজাবাদী মাত্র সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। প্রতিদিন তিনি কমপক্ষে ১শত কবিতার শের পর্যন্ত মুখস্থ করতেন। সফরকালীন সময়ে তিনি প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র সাথে রাখতেন। এক রাতে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করতে পারতেন। একবার তাঁকে মধু সম্পর্কে প্রশ্ন (هل هو قيئ النحل) করা হলে এক রাতে তিনি এ বিষয়ের উপর পুস্তিকা রচনা করেন। অসাধারণ পান্ডিত্যের কারণে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে- ১. তানবিরুল মিকাবাস ফি তাফসিরে ইবনে আব্বাস। ৪ খণ্ডে বিভক্ত এ তাফসিরটি কায়রো থেকে ১২৯০ হি. সালে ইবনু হাযমের নাসিখ ও মানসুখের প্রান্তটীকায় প্রকাশিত হয়। অধুনাকালে এটি বৈরূতের দারুল কুতুব থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। ২. ফাযায়েলে সুরাতুল ইখলাস; ৩. শরহু সহিহ আলবুখারী এটি তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে সংকলন করেন। ৪. সাফারে আসসাআদাহ। এটি সিরাতুন্নবি [স] বিষয়ক গ্রন্থ। এ এটির মূল কপি ফারসিতে ছিল। আবুল জাওদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ এটির আরবি অনুবাদ করেন। ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আবদুর রহিমের ফাওযুল কাবিরের সাথে ১৩০৭ হি. সালে এবং শারনীর কাশফুল গুম্মাহর সাথে ১৩১৭ হি. সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ৫. আলআহাদিসুল দায়িফা; ৬. আলকামুসুল ওয়াসিত। এটি ফিরোজাবাদীর বিখ্যাত রচনার অন্যতম। আরবি ক্লাসিকধর্মী শব্দসমূহের এটি একটা বিখ্যাত অভিধান। তিনি এটি লিসানুল আরব ও জাওহারীর সিহাহ-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংকলন করেন। ৭. আলওয়ারুল গাইস ফি আসমায়িল লাইস; ৮. তাবাকাতুশ শাফিয়া; ৯. আসমাউন নিকাহ; ১০. আশরাফুল হানফিয়্যা ইত্যাদি । এছাড়াও তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখে ফিরোজাবাদী ৮১৭ হি. সালের ২০ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুসাল ৮১৬ হি. বলে উল্লেখ করেছেন। *[বি: দ্র: হাজী খলিফা, কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, ১৩১০ হি. পৃ. ৩৪৩ ; ফিরোজাবাদী, কামুসুল মুহিত, ভূমিকা অংশ, "Al Firozabadi" article by H. Fleisch, Encyclopaedia of Islam, New edition, Vol. ii, P. 926]*

২৪. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

'রায় শব্দটি দ্বারা ব্যক্তিগত অভিমত, ইজতিহাদ ও কিয়াসকে বুঝায়।' এ কারণে কিয়াস প্রবক্তাদেরকে اصحاب الرأى বা ব্যক্তিগত অভিমতধারী বলা হয়। এখানে রায় দ্বারা ইজতিহাদ উদ্দেশ্য। তাই তাফসির বির রায় বলতে বুঝায়, যা ইজতিহাদ ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়। কেউ কেউ কুরআন-হাদিসের কোন আয়াতের মর্মার্থ খুঁজে পাওয়া না গেলে শরয়ি দলিলের আলোকে ইজতিহাদের ভিত্তিতে রচিত তাফসিরকে 'তাফসির বিররায়' বলেছেন। আনোয়ার শাহ কাশমিরীর মতে,[২৫] অনেক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে স্থিরকৃত মাসআলা ও উত্তরসূরীদের অনুসৃত চিন্তা-চেতনার কোন পরিবর্তন সাধন না করে আলকুরআনের তাফসির করা হলে তা তাফসির বির রায় হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লামা কাসেম নানুতুবী [রা] একটি যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন :[২৬] নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে প্রবৃত্তির আলোকে কুরআনের তাফসির করাকে তাফসির বির বায় বলে। আর যথার্থ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাফসির করা হলে তা তাফসির বির রায় হবে না। এ তাফসির আলিমদের কাছে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

অবশ্য আলিমগণ তাফসির বির রায় গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে মতবিরোধ করেছেন। একশ্রেণীর আলিমের মতে, এ ধরনের তাফসির অবৈধ, অগ্রাহ্য। তাঁরা তাদের অভিমতের স্বপক্ষে কুরআন-হাদিস ও যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আলকুরআন থেকে

- আল্লাহর বাণী :[২৭] «وان تقولوا على الله مالا تعلمون»

  'আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করো না যা তোমরা জান না।'

- আল্লাহর বাণী :[২৮]

  «قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون»

  'বলুন : আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধিতা, আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরিক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।'

- আল্লাহর বাণী :[২৯] «ولا تقف ماليس لك به علم»

  'যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই, তা আপনি বর্ণনা করবেন না।'

- আল্লাহর বাণী :[৩০] «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم»

  'আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'

---

২৫. মাওলানা জাস্টিস তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, করাচি : মাকতাবা দারুল উলুম, ১৪১৫ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. আলকুরআন, *সূরা আরাফ*, আয়াতাংশ : ৩৩

২৮. আলকুরআন, *সূরা আরাফ*, আয়াত : ৩৩

২৯. আলকুরআন, *সূরা বনি ইসরাইল*, আয়াত : ৩৬

৩০. আলকুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত :৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আলহাদিস থেকে

◆ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :[৩১]

اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار.

'হাদিসের ক্ষেত্রে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে মনগড়া কথা বলে, সেও যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।'

◆ তিরমিযি ও আবু দাউদ [র] জুনদুব [রা]-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :[৩২]

من قال فى القران برأيه فأصاب فقد اخطاء.

'যে কুরআন সম্পর্কে নিজের অভিমত দ্বারা কিছু বলে, তা যদি সঠিকও হয় তবুও সে ভুল করেছে।'

যুক্তির নিরিখে

কুরআন ও হাদিসের প্রমাণ উল্লেখের পর تفسير بالرای তাফসির বির রায় অবৈধ অভিমত পোষণ কারীরা নিম্নোক্ত কিছু যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন-

◆ হযরত আবু মুলায়কা বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] কে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন :[৩৩]

"اى سماء تظلنى، واى ارض تقلنى، واين اذهب، وكيف اصنع، اذا قلت فى حرف من كتاب الله بغير ما اراد تبارك وتعالى؟"

'কুরআন সম্পর্কে না জেনে আমি যদি কোন কিছু মনগড়া বলি, তবে কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে এবং কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে?'

◆ বিখ্যাত তাবেয়ি সাইয়্যেদ ইবনুল মুসাইয়্যেব হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর প্রদান করতেন কিন্তু কুরআনের কোন আয়াতের তাফসির জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা না শোনার ভান করে চুপ থাকতেন।[৩৪]

◆ ইমাম শাবী বলেন :[৩৫] ثلاث لا اقول فيهن حتى اموت : القران ، والروح، والرأى .

'আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তিনটি বিষয়ে কোন কথা বলব না। বিষয় তিনটি হচ্ছে- আলকুরআন, রূহ ও রায় বা নিজস্ব মতামত।'

◆ মুজাহিদ বলেন :[৩৬]

قال رجل لابى : انت الذى تفسر القران برأيك ؟ فبكى ابى، ثم قال انى اذا لجرى، لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم،

৩১. আবু ইসা মুহাম্মাদ, সুনানুত তিরমিযি, ২য় খণ্ড, তাফসির অধ্যায়, পৃ. ১৫৭

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. আলমাতুরিদী, *তাবিলাত আহল আলসুন্নাহ*, [ড. এম.এম রহমান সম্পাদিত] বাগদাদ : আওকাফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩ খ্রি. পৃ. ৫; ইবনে জারির তাবারী, *জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮

৩৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'একদা জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বললেন! 'আপনি নাকি নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে তাফসির করেন? একথা শুনে আমার পিতা কেঁদে ফেললেন আর বললেন, এতবড় দু:সাহস আমার নেই। আমি মহানবির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দশজন সাহাবি থেকে কুরআনের তাফসির সম্পর্কিত দরস গ্রহণ করেছি।'

◆ এভাবে অভিধান বিশারদগণও কুরআনের তাফসির এড়িয়ে যেতেন। যখন কোন আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হতো তখন বলতেন :[৩৭]

"العرب تقول : معنى هذا كذا، ولا اعلم المراد منه فى الكتاب والسنة اى شئ هو"

'আরববাসীরা এর অর্থ এরূপ বলে থাকেন। কুরআন সুন্নায় এ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমার জানা নেই।'

এভাবে অনেক প্রমাণই আছে যার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাফসির বির রায় জায়েয নেই। কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য নয়, এর দ্বারা দলিল উপস্থাপন করাও যায় না।

অপর এক শ্রেণীর আলিমের মতে, তাফসির বির রায় জায়েয আছে। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে যথাযথ দলিল প্রমাণও উপস্থাপন করেন। যেমন–

আলকুরআন থেকে

আলকুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা দ্বারা তাফসির বির রায় প্রমাণ করা যায়। আল্লাহর বাণী :[৩৮]

«افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো রয়েছে?'

আল্লাহর বাণী :[৩৯]

«كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الألباب»

'কুরআন এমন একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'

আল্লাহর বাণী :[৪০]

« ولو ردوه الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»

'যদি তারা তা সোপর্দ করত রাসুলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা ফয়সালার অধিকারী তাদের কাছে তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।'

৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. আলকুরআন, *সুরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* আয়াত :২৯
৩৯. আলকুরআন, *সুরা সোয়াদ,* আয়াত : ২৯
৪০. আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত : ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদেরকে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা ও গবেষণা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সাথে সাথে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব কুরআন–সুন্নাহর আলোকে তাফসির করা কি করে অবৈধ হতে পারে? আর এটা অবৈধ হলে তো ইজতিহাদও অবৈধ বলে গণ্য হবে। অথচ সকল আলিমের ঐকমত্যে ইজতিহাদ বৈধ।[৪১]

আলহাদিস থেকে

তাফসির বির রায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে হাদিসেও প্রমাণ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] কে দোআ করে বলেছিলেন :[৪২] اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা পদ্ধতি শিক্ষা দাও।’ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] জন্য রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাণীই প্রমাণ করে তাফসির বির রায় –এর বৈধতার। কেননা তাফসির বির রায় বৈধ না হলে ইবনে আব্বাসের [রা] জন্য রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোআ অযৌক্তিক।[৪৩]

এছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] বলেন :

"القران ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه .

‘কুরআন বুঝা সহজ। তবে এর অনেক স্থানে বিবিধ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। অতএব তোমরা এর মধ্যে অতীব সুন্দর অর্থটি গ্রহণ কর।’

এখানে অতীব সুন্দর অর্থটি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যা হবে বিবেক–বুদ্ধির যথোপযুক্ত প্রয়োগ। অতএব বলা যায়, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] বক্তব্যে তাফসির বির রায় বৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান।

যুক্তির নিরিখে

তাফসির বির রায় বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন ড. হুসাইন আযযাহাবী। তিনি বলেন : তাফসির বির রায় জায়েয না হলে ইজতিহাদ জায়েয হয় কি করে? আবার এটা জায়েয না হলে শরিআতের অনেক বিধানের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা শরিআতের অনেক আহকাম ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করে যাননি, রায় অথবা ইজতিহাদ জায়েয না হলে কুরআন থেকে অন্যান্য বিধি–বিধান কিভাবে বের করা হবে?[৪৪] অতএব এটা জায়েয।

- সাহাবিগণ কুরআন পড়তেন কুরআনের বিভিন্ন বিষয় মতানৈক্যও করতেন। এ কথা সবারই জানা যে, তাদের সকলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনের তাফসির শ্রবণ করেননি, কুরআনের সব আয়াতের তাফসিরও বর্ণনা করেননি। বরং তারা কুরআনের অংশ

---

৪১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২

৪২. ইবনে হাজার আসকালানী, *ইসাবা,* মিসর : মুস্তাফা আলবাবী, ১৩২৩ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩

৪৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২

৪৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষের তাফসির করেছেন। যাঁরা তাফসির শুনেছেন তাঁরা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও অভিমতের ভিত্তিতে। তাফসির বির রায় যদি বৈধ না হতো তবে সাহাবিগণ অবশ্যই এর বিরোধিতা করতেন। তাফসির বির রায় হারাম হলে সাহাবিগণ কুরআনের তাফসির করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করতেন না।[৪৫]

অবৈধতার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলের জবাব

তাফসির বির রায় অবৈধতার পক্ষে উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণের উত্তরে নিম্নোক্ত জবাব দেয়া যেতে পারে। আলকুরআনের আয়াত দ্বারা উপস্থাপিত দলিল তাফসির বির রায় নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা বাস্তবসম্মত নয়। কেননা ইসলামি শরিআতের উৎস চারটি। কোন বিষয় যেখানে কুরআন ও সুন্নায় সমাধান পাওয়া যাবে না সেখানে ইজতিহাদ বা কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ইজতিহাদ যে বৈধ সে ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য। কাজেই কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে এটা অবৈধ হয় কিভাবে? এ ছাড়াও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত মুআয ইবনে জাবালকে [রা] ইয়ামানের গভর্নর করে প্রেরণের ঘটনাটিও ইজতিহাদ বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :[৪৬] 'মুজতাহিদের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দু'টি সওয়াব পাবে আর ভুল হলেও একটি সওয়াব পাবে।'

অতএব একথা প্রমাণিত হলো যে, ইজতিহাদ দ্বারা কুরআনের তাফসির করা আর আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কিছু বলা এক নয়। কাজেই তাদের উপস্থাপিত আয়াতসমূহ দ্বারা তাফসির বির রায় নাজায়েয হওয়া প্রমাণ করা যায় না।[৪৭]

অবৈধতার পক্ষে উপস্থাপিত হাদিসভিত্তিক দলিলের উত্তরে বলা যায়, হাদিস দুইখানির অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি কুরআনের দুর্বোধ্য স্থানের ব্যাখ্যা করে যা সে জানে না। অথবা নিজের মতামত প্রমাণ করার জন্য যে কুরআনের অপব্যাখ্যা দেয়, জাহান্নামই তার ঠিকানা। অতএব কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদের আলোকে কুরআনের তাফসির করা নাজায়েজ নয়। এছাড়া হাদিস দু'টির মধ্যে জুনদুবের বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। আর হাদিস সমালোচকের দৃষ্টিতে হাদিসটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা এর সনদে সুহাইল ইবনে আবি হাযম নামের বর্ণণাকারী সমালোচিত ব্যক্তি, আবু হাতেম তাকে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয় বলেও অভিমত পেশ করেন। ইমাম বুখারী ও নাসায়িও [র] অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৮] অবৈধতার পক্ষে উপস্থাপিত যৌক্তিক প্রমাণের উত্তরে বলা যায় যে, তাদের যৌক্তিক প্রমাণগুলো যথার্থ নয়। কেননা সাহাবি ও তাবেয়িগণ সর্বদা মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। কখন কোন ভুল হয়ে যায় সে ব্যাপারে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যাদান থেকে যে বিরত থাকতেন তা পূর্ণ সতর্কতার উজ্জ্বল প্রমাণ। এ সতর্কতা দ্বারা তাফসির বির রায় বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। এছাড়াও প্রতিটি আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা জানা ছিল না বলেই তারা এরূপ অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এ কারণে যেসব আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা তাঁদের জানা ছিল সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য সাধ্যমত

৪৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩

৪৬. আলহাদিস, উদ্ধৃত : মোল্লাজিউন, *নুরুল আনওয়ার*, ইজতিহাদ অধ্যায়, পৃ. ৪২

৪৭. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭

৪৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। হযরত আবু বকর [রা] কে সুরা নিসার[৪৯] উল্লিখিত الكلالة। শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন :[৫০]

"اقول فيها برأى فان كان صوابا فمن الله، وان كان غير ذالك فمنى ومن الشيطان : الكلالة كذا كذا"

'কালালাহ সম্পর্কে আমার অভিমতের আলোকে ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যদি সে ব্যাখ্যা সঠিক হয়, তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয় তা হবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। কালালাহ অর্থ এভাবে এভাবে..।

অতএব অনুসিদ্ধান্তে একথা বলা যায় যে, তাফসির বির রায় ঐ সময় হারাম বা নিষিদ্ধ হবে, যখন মুফাসসির সঠিক দলিল–প্রমাণ ছাড়া দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ইহাই অথবা যখন তাফসিরকার ভাষাগত মৌলনীতি ও শরিআতের মৌলিক বিধি–নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাফসির করার ধৃষ্টতা দেখায় অথবা যখন তাফসিরকার বিদআতের[৫১] স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত বিকৃতভাবে উপস্থান করে। আল্লামা সুয়ুতীর যারকাশীকৃত আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন হতে যেসব শর্তাবলী উদ্ধৃত করেছেন যা নিজস্ব অভিমতভিত্তিক তাফসির বৈধ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।[৫২]

---

৪৯. আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত : ১৭৬ «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة....الخ»

৫০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১

৫১. **বিদআত ঃ** বিদআত (البدعة) আরবি শব্দ। অর্থ অভিনবভাবে তৈরি কোন বস্তু। আর ধর্মীয় মতে- ধর্মে নতুন বিষয় সংযোজন। বা এর অর্থ হলো كون الشئ بلا مثال قبله এ জন্যেই কোন বস্তু যদি পূর্ব নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করা হয় তবে তাকে বিদআত বলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলাকে বাদী (بديع) বলা হয়। আল্লাহর বাণী: «بديع السموات والارض» [*সুরা বাকারা,* আয়াত : ১১৭] পরিভাষায় যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় ছিল না, পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বিদআত বলে। কেউ কেউ বলেছেন :

هى الاحداث بعد القرون الثالثة شيئا 'তিন যুগের পর যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাই বিদআত। ইমাম নববী বলেন : যে জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী যুগে উহার দৃষ্টান্ত নেই, তাই বিদআত। বিদআতের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে বড় বড় দুইটি দলের উদ্ভব হয়। একটি হচ্ছে রক্ষণশীল দল। অতীতে প্রধানত হাম্বলীগণ এবং বর্তমানে ওয়াহাবীগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে, মুমিনদের কর্তব্য হলো ইত্তেবা বা তাবেদারী, সুন্নার অনুসরণ-নতুন কিছু করা নয়। অপর দলটি পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বীকার করেন এবং শিক্ষা দেন যে, বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্নভাবে ভাল ভাল বিদআত এবং এমনকি প্রয়োজনীয় বিদআত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ির (র) মতে, যা কিছু অভিনব এবং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সাহাবিদের কথা ও কাজের পরিপন্থী তাই বিদআত উহাই বিপথে চালিত করে। তবে কোন কোন অভিনবত্ব, যা ঐগুলোর প্রতিকূল নয়, তা প্রশংসনীয় বিদআত। আরো বিশদ শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নব প্রবর্তনগুলোকে ধর্মীয় অনুশাসনের পাঁচটি নিয়মে বিভক্ত করা হয়। যথা : ১. আলবিদআতুল ওয়াজিবা। যেমন- কুরআন বুঝার জন্য আরবি ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন, যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও অযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বর্জন, জাল হাদিস থেকে সহিহ হাদিসগুলো পৃথককরণ, ধর্মীয় আইন লিপিবদ্ধকরণ ও ধর্মবিরোধীদের মতবাদ খণ্ডন; ২. আলবিদআতুল মুহাররমা। যেমন- ইসলামের হুকুম বিরোধী সকল ধর্ম বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা। কাদেরিয়া ও জাবারিয়াদের ধর্মাদর্শ। ৩. আলবিদাআতুল মানদুবা। যেমন- মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষালয় তথা মাদ্রাসা স্থাপন করা। এসব কাজ রাসুলের যুগে না করা হলেও কাজগুলো মূলত ভালো ও প্রশংসনীয়। ৪. আলবিদআতুল মাকরূহা। যেমন- মসজিদ ও কুরআনকে অলংকৃত করা। অবশ্য এটা ইমাম শাফেয়ি (র) ও তার অনুসারীদের মত, হানাফীদের মতে, এসব কাজ মুবাহ। ৫. আলবিদআতুল মুবাহা। যেমন- উত্তম পানাহারের মধ্যে প্রাচুর্য করা। এটা জায়েয আছে।

আহলে হাদিসের মতে, বিদআতের কোন শ্রেণীভেদ নেই। বিদআত বিদআতই। তবে ভালো কাজ শরিআতের পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া হয় সেটা من سن سنة فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها. এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

বিদায়া ও নিহায়া প্রণেতার মতে, বিদআত দুই প্রকার। যথা : ১. বিদআতে হুদা (بدعة هدى) এটা এমন বিদআত যার সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ নিষেধ না করে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। তবে তাঁরা একাজ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ ধরনের কাজগুলো নব-আবিষ্কৃত হলেও ভালো; ২. বিদআতে দালালাহ (بدعة ضلالة) এটা এমন বিদআতকে বলে, যা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের নির্দেশের বিপরীত।

[দেখা যেতে পারে : কিতাবুল হাওয়াদিস ওয়াল বিদআ, আবু বকর আল তারতুশী]

৫২. ড. সুবহি সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮; যারকাশী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী বিন্যাস

তাফসির বির রায় দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার তাফসির এমন যা মাহমুদ বা প্রশংসিত। অন্য প্রকার মাযমুম বা ঘৃণিত।

তাফসির বির রায় আলমাহমুদ

সাহাবি, তাবেয়ি, সাহাবিদের বক্তব্যের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত তাফসির এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে মুফাসসির নিজের চিন্তা-চেতনায় আবেগ প্রসূত ব্যাখ্যা করার অবকাশ পান না। এখানে মুফাসসিরকে আরবি ভাষা অভিজ্ঞান, নাহু-সরফ, বালাগাত-ফাসাহাত ও ফিকহসহ নানা বিষয়ে বর্ণনা করার জন্য তাফসির করতে হয়। তাকওয়া ও ইমানদারীতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। এই ধরনের ইজতিহাদভিত্তিক তাফসির গৃহীত ও স্বীকৃত।[৫৩]

যেসব তাফসির বিশ্ব সমাজে গৃহীত হয়েছে, তাফসির রচনা করে যাঁরা প্রশংসা কুড়িয়েছেন এমন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির হলেন–

০১. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী [মৃ. ৫৪৪ হি.]

০২. কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবী [মৃ. ৬৯১ হি.]

০৩. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ আননাসাফী [মৃ. ৭০১ হি.]

০৪. আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলখাযিন [মৃ. ৭৪১ হি.]

০৫. আসিরুদ্দিন আবু হাইয়্যান আলআন্দালুসী [মৃ. ৭৪৫ হি.]

০৬. নিযামুদ্দিন ইবনুল হাসান নিশাপুরী [মৃ. ৯বম শতকের শুরু]

০৭. জালালুদ্দিন মহাল্লী ও জালালুদ্দিন সুয়ুতী [মৃ. ৮৭৪; ৯১১ হি.]

০৮. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আল শারবিনী [মৃ. ৯৭৭ হি.]

০৯. আবু সাউদ আল ইমাদী [মৃ. ৯৮২ হি.]

১০. শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.]

১১. আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আলবায়হাকী

১২. আবু ইউসুফ আবদুস সালাম আলকাযবিনী

১৩. আবু বকর ইবনুল আরাবী [মৃ. ৬৩৮ হি.]

১৪. আবু বকর আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০ হি.][৫৪]

১৫. শায়খ সুলাইমান জুমাল [মৃ. ১১৯৬ হি.]

১৬. হাকিম মুহাম্মাদ হাসান

১৭. নওয়াব সিদ্দিক হাসান

১৮. শায়খ আবুল ফায়েয

১৯. আহমদ মুস্তাফা আলমারাগী [মৃ. ১৩৬৪ হি./১৯৪৫ খ্রি.]

---

৫৩. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯

৫৪. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

২০. আবদুল হক দিহলবী [মৃ. ১৩৫৪ হি.]

২১. রশিদ রিযা [মৃ. ১৩৫৪ হি./১৯০০ খ্রি.][৫৫]

২২. আলি সাবুনী

২৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ [শাহাদাত. ১৯৬৬ খ্রি.]

২৪. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ [মৃ. ১৩৭৭ হি.]

২৫. আবুল আলা মওদূদী [মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.]

২৬. মুফতি মুহাম্মাদ শফী [মৃ. ১৩৯৬ হি.]

২৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী [মৃ. ১৩৬২ হি.]

তাফসির বির রায় আলমাযমুম

প্রবৃত্তি ও বিদআতের অনুসারীদের ব্যাখ্যাকে তাফসির বির রায় আলমাযমুম বলে।[৫৬] ইসলামের বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় তথা মুতাযিলা, খারেজী, রাফেযী ও শিআদের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমও নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআনের বহু আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। এদের তাফসিরে আরবি ভাষা-সাহিত্য, অলংকারিক বৈশিষ্ট্য, ইজায ও নাহু-সরফের চমকপ্রদ বর্ণনাও স্থান পায়। এতদসত্ত্বেও আলিমগণ এই তাফসিরকে মাযমুম তথা বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি বহির্ভূত ব্যাখ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসির শব্দটি প্রয়োগ করা সংগত নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকজন বিখ্যাত মুফাসসির হলেন-

০১. কাযী আবদুল জব্বার [মৃ. ৪১৫ হি.]

০২. আবুল কাসেম আলি ইবনে তাহের আলমুরতাযা

০৩. জারুল্লাহ আলযামাখশারী [মৃ. ৫৩৮ হি.][৫৭]

০৪. আবদুল লতিফ আলকাযরানী

০৫. আবু আলি আততাবরাসী

০৬. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল তালুবী

০৭. সুলতান মুহাম্মাদ আল খুরাসানী

০৮. আততাশতারী

০৯. আল সামনানী

১০. মোল্লা মোহসিন আলকাশী

এ শতকে বদরুদ্দিন যারকাশী [মৃ. ৭৪৫ হি.] البحر ও النهر নামে দু'খানি তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর আলাউদ্দিন আলকিরমানী রচনা করেন 'بحرالعلوم' শিরোনামে একখানি

৫৫. ১ম অধ্যায় মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস দ্র:

৫৬. যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ,৩৯

৫৭. বি: দ্র: ১ম অধ্যায়, তাবকাতুল মুদাসসিরিন, ৬ষ্ঠ স্তর, টীকা : ১

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির গ্রন্থ। আর জালালুদ্দিন সুয়ুতী [মৃ.৮৪৯ হি.] রচনা করেন উলুমুল কুরআনের উপর একখানি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'আলইতকান' শিরোনামে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী [মৃ.১৭৬২ খ্রি.] রচনা করেন 'ফাতহুল খাবির মিম্মা লাবুদ্দা মিন হিফযিহী ফি ইলমিত তাফসির।'[৫৮] তিনিই এতদাঞ্চলের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তীদের অনুসরণ–অনুকরণ পরিহার করেন।[৫৯] ফারসি ভাষায় বিরচিত সংক্ষিপ্ত এ তাফসিরটিতে ইবনে আব্বাসের [রা] ব্যাখ্যার সূত্র থেকে কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যায় সাহায্য নেয়া হয়েছে। বুখারী ও তিরমিযী থেকে শানে নুযুলের তথ্য নেয়া হয়েছে। আর তাফসিরের নীতিমালা (اصول التفسير) সংক্রান্ত তার 'আল ফাওযুল কাবির' গ্রন্থখানি উক্ত তাফসিরেরই মুকাদ্দিমা বা মুখবন্ধ।

শাহ আবদুল আযিয [মৃ. ১৮২৪ খ্রি.] ফারসি ভাষায় ফাতহুল আযিয নামে একটি অপূর্ণাঙ্গ তাফসির রচনা করেন। ১৮৩২–১৮৩৪ সালে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৬০]

শাহ ওয়ালী উল্লাহর পুত্র শাহ আবদুল কাদির 'মুযিহি কুরআন' শীর্ষক উর্দু ভাষায় অনুবাদ সংবলিত সংক্ষিপ্ত একটি তাফসির রচনা করেন। উর্দু ভাষার তাফসির হিসেবে এটিকে মাইলফলক মনে করা হয়।[৬১]

১৮৭৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ [মৃ. ১৮৯৯ খ্রি.] 'তাফসিরুল কুরআন' নামে একটি তাফসির রচনা করেন। তাফসিরের দুই পঞ্চমাংশ বাকি থাকতেই তিনি ইনতিকাল করেন। ১৮৮০ সালে ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এ তাফসিরটি কুরআনের আদ্যোপান্ত তাফসির নয় বরং যুগের প্রয়োজনে কতকগুলো নির্বাচিত আয়াতের তাফসির মাত্র।[৬২] তবে আলিম সমাজ তার তাফসিরের তীব্র সমালোচনা করেছেন।[৬৩] কেউ কেউ তাকে কাফির, খ্রিস্টান ও দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল হক হাক্কানীর [মৃ. ১৯০০ খ্রি.] রচিত 'ফাতহুল মান্নান' তাফসিরখানি স্যার সৈয়দের তাফসিরের প্রতি একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ।[৬৪] এ তাফসিরে তিনি স্যার সৈয়দের যে সমালোচনা করেন সে সম্পর্কে J.M.S Baljon বলেন :[৬৫] তার এই সমালোচনায় বুদ্ধিমত্তা ও মৌলিকত্বের চেয়ে আবেগই বেশি লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দের তাফসির রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মাওলানা আকরম খাঁ [মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.] তাফসিরুল কুরআনে; মাওলানা মুহাম্মাদ আলির 'বয়ানুল কুরআনে' ও রশিদ রিযার 'তাফসিরুল মানারে'। এদের তাফসিরগুলোতে স্যার সৈয়দের যুক্তিবাদের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বস্তুত আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ বাণী সমষ্টি। তিনি এ বাণী সংরক্ষণও করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সংরক্ষণের অন্যতম একটি মাধ্যম তাফসির। এ কারণে বলা যায়, তাফসির রচনা একটি চলমান অনি:শেষ একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অনাদিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর বিবর্তনের ধারা, বিকাশ পদ্ধতি যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

৫৮. রফিক আহমদ রফিক, *ইরশাদুত তালিবিন*, পৃ. ৩৯
৫৯. দায়েরা-এ-মাআরিফ-ই-ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০
৬০. রফিক আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৬১. প্রাগুক্ত
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৬৩. পানিপথী, *মাযামিন-এ- হাল*, [ওয়াহিদুদ্দিন সালিম সংকলিত] তা. বি., পৃ. ২০৩
৬৪. রফিক আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৬৫. J.M.S BALJON, *Reforms and Religious Ideas of sir Sayed ahmad khan.* Lahore : 1958, P. 93

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির রচনায় বিভিন্ন ধারার উদ্ভব

আলকুরআনের মর্মব্যাখ্যার শাস্ত্রকে পরিভাষাগত দিক দিয়ে তাফসির শাস্ত্র বলা হয়।[১] হাদিসের সংকলনের তাফসিরের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাফসির-শাস্ত্রের সূচনা হয়।[২] তাবেয়িদের যুগে বিভিন্ন দলমত তথা মাযহাবের উদ্ভব হয়।[৩] মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত হলে এবং অনারব জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে তারা সাহাবিদের অনুসৃত মূলনীতি অনুসরণ করে তাফসির করতেন। সমস্যা সমাধানে সাহাবিদের কোন বক্তব্য সরাসরি না পেলে নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইজতিহাদপূর্বক কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। তাবেয়িদের শেষ যুগে তাফসির শাস্ত্র এক নবতর ধারায় অনুপ্রবেশ করে। মানুষের মনকে চিন্তার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য এ যুগে নতুন আঙ্গিকে তাফসির প্রণীত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থও প্রণীত হয়। এ সময়ে তাফসিরকারগণ যে যেই মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি কুরআনের তাফসির সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই প্রণয়ন করতেন।[৪] এ সময়েই মূলত তাফসিরের বিভিন্ন ধারার উদ্ভব হয় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাফসির গবেষণার ধারা প্রবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জারির তাবারীর [মৃ. ৩১০/৯২২] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেননা তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি বিনি কুরআনের ব্যাখ্যা বর্ণনার পাশাপাশি এর সমর্থনে ব্যাখ্যাসহ হাদিস উল্লেখ করেন। সাহাবিদের প্রদত্ত তাফসিরের ভিত্তিতেই তিনি তাফসির প্রণয়ন করেন।[৫] তিনি ইসনাদের সত্যাসত্যের উপর মতনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। ইসনাদভিত্তিক তাফসির রচনা সে সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৬]

পরবর্তী সময়ে কুরআনের গবেষকগণ কুরআন গবেষণার কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে নাহু, সরফ, ইরাব, কিরাত, বালাগাত উল্লেখযোগ্য।[৭]

এসব নিয়ম-নীতি পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাফসিরে সংযোজিত হয়। এক্ষেত্রে আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর[৮] তাফসিরে কাশ্শাফ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

১. ড. এম.এম. রহমান, *কুরআন পরিচিতি* . ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২, পৃ. ২২৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৩. ড. আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৭১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৬. ড. এম.এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৭. ড. আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৮. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার রেনেসাঁ যুগ আব্বাসী যুগ। মুসলিম বিশ্ব এ সময়ে বিদেশী ধ্যান-ধারণার সম্মুখীন হয়। বিদেশী জ্ঞান, ইসলামি চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হতে থাকে। এর ফলে علم الكلام। তথা তথ্যবিদ্যার আর্বিভাব ঘটে। এর মাধ্যমে ইসলামি আকায়েদের ব্যাখ্যায় ও আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহেরও ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। সুফিতাত্ত্বিক গবেষণাও ইলমুল কালাম ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযির[৯] [র] অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'তাফসির মাফাতিহুল গায়ব' এরই ভিত্তিতে রচনা করতে সক্ষম হন। এভাবে অধুনাকাল পর্যন্ত বিশ্বের অগণিত ভাষায় নিজস্ব চিন্তা-চেতনা তথা মাযহাবের ভিত্তিতে গবেষকগণ কুরআনের তাফসির রচনা করে যাচ্ছেন। এধারা কখনো বন্ধ হবে না, এ গবেষণা অব্যাহত থাকবে যুগ যুগান্তরে।[১০]

তাফসির রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও মাযহাবের যে অবদান বিদ্যমান, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নে প্রদত্ত হলো।[১১]

এক. মুতাযিলাদের অবদান ঃ

১. তানযিহুল কুরআন আনিল মাতায়িন, কাযিউল কুযা আবুল হাসান আব্দুল জব্বার ইবনে আহমাদ আল আসাদাবাদী [মৃ. ৪১৫/১০২৫];

২. গুরারুল ফাওয়ায়িদ ওয়া দুরারুল কাওয়ায়িদ, পরিচিত আমালি আশ শরিফ আলমুরতাযা, আবুল কাসিম আলি ইবনে আততাহির আবি আহমদ আল হুসায়েন ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুসা আল কাযিম ইবনে জাফর যায়নুল আবেদীন ইবনে আল হুসায়ন ইবনে আলি [মৃ. ৪৩৬/১০৪৪];

৩. আলকাশ্শাফ আলহাকায়িক আততানযিল, আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আল খাওয়ারিযমি, পরিচিত-জারুল্লাহ [মৃ. ৫৩৮/১১৪৩];

৪. কিতাব হাকায়িকুত তাবিল ফি মুতাশাবিহ আততানযিল, শরিফ রিযা।[১২] [মৃ. ৪০৬/১০১৫][১৩]

দুই. শিয়াদের অবদান ঃ[১৪]

১. তাফসির লিল হাসান আলআসকারী, আবু মুহাম্মাদ আলহাসান ইবনে আলি আলহাদী [মৃ. ২০৬/৮৭৩];

২. তাফসিরুল আয়্যাশি, মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ আস সুলামী;

---

৯. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায় দ্র:

১০. ড. আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১১. ড. এম.এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

১২. শরিফ রিযা হলেন শরিফ মুরতাযার ভাই [ড. এম.এম. রহমান সম্পাদিত, *তাবিলাত আহাল আসসুন্নাহ*, পৃ. ৮৭]

১৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আত্তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫

১৪. ইসনা আশারিয়া শিয়াদের অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তাফসিরুল কুম্মি, আলি ইবনে ইবরাহিম;

৪. সিরাতুল আনওয়ার ওয়া মিশকাতুল আসরার, মাওলানা আবদুল লতিফ আল কাযরানী;

৫. আততিবয়ান, শায়খ আবু জাফর আত তুসী [মৃ. ৪৬০/১০৬৮];

৬. মাজমাউল বয়ান লি উলুমিল কুরআন, আবু আলি আল ফযল ইবনে আলহাসান আততাবরাসী [মৃ. ৫৩৮/১১৪৩];

৭. আসসাফি ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম, মোল্লা মুহসিন আলকাশি,

৮. আলবুরহান, হাশিম আলবাহরানী [মৃ. ১১০৭/১৬৯৫];

৯. তাফসিরুল কুরআন, সায়্যিদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ রিযা আল আলাভী আল হুসায়েনী [মৃ. ১১৪২/১৮২৬];

১০. বয়ানুস সাআদাত ফি মাকামাতিল ইবাদাত, সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে হায়দার আলখোরাসানী;

১১. আলাউর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন, মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনে হাসান আন নাজাফী [মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩];

১২. আলমিযান ফি তাফসিরিল কুরআন, সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসায়েন আততাবাতাবায়ি।[১৫]

তিন. যায়দিয়া শিয়াদের অবদান ঃ

১. তাফসির গারায়িবিল কুরআন, ইমাম যায়দ ইবনে আলী [মৃ. ২৯৩/৯০৫];

২. তাফসির লি ইসমাইল ইবনে আলি আল বসতি আল যায়দী [মৃ. ৪২০/১১০১];

৩. আততাহযিব, মহসিন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাররমা [নিহত: ৪৯৪/১১০১];

৪. তাফসির লি আতিয়্যা ইবনে মুহাম্মাদ আননাজরানি আযযায়দী [মৃ. ৬৬৫/১২৬৬];

৫. আততাইসির ফিততাফসির, হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস সানআনী [মৃ. ৭৯১/১৩৮৯];

৬. আলছামারাত আলইয়ানিআ, শায়খ শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আহমাদ;

৭. ফাতহুল কাদির, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ শাওকানী [মৃ. ১২৫০/১৮৩৪][১৬]

চার. ইসমাইলিয়া শিয়াদের অবদান ঃ[১৭]

১. রিসালা লি উবায়দিল্লাহ ইবনে আল হাসান আল কায়রাওয়ানী;[১৮]

২. মাকালা লি মুহাম্মাদ ইবনে মালিক আলইয়ামানী;[১৯]

৩. তাবিলাতুল বাব, মির্যা আলি মুহাম্মাদ বাবা [মৃ. ১২৬৫/১৮৪৮];

---

১৫. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, ২৮০-২৮৫; রাওযাতুল জান্নাত, পৃ. ৫১২-৫১৪

১৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮৭

১৭. বাতেনিয়া, বাবাইয়া, বাহাইয়া ও আগাখানিয়া শাখা- উপশাখা নিয়ে ইসমাইলিয়া শিয়া শাখা সম্প্রদায় গঠিত। এদের থেকে কোন সম্পূর্ণ তাফসির বিদ্যমান আছে বলে জানা নেই। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ব্যাখ্যামূলক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।
[দেখা যেতে পারে : ড. এম.এম রহমান সম্পাদিত, কুরআন পরিচিতি, পৃ. ২৩৯]

১৮. সায়্যেদ শরিফ, *শরহুল মাওয়াকিফ*, ৮ম. খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৩৯০

১৯. আলগাযালী, *ফাযায়িহুল বাতিনিয়্যা;* পৃ. ৮-১৪

Dhaka University Institutional Repository

৪. তাবিলাতু বাহাউল্লাহ, মির্যা হুসায়ন আলি বাহাউল্লাহ [মৃ. ১৩০৯/১৮৯৯];

৫. তাবিলাত, আবদুল বাহা আব্বাস ইবনে মির্যা হুসায়ন আলি বাহাউল্লাহ [মৃ. ১৩৪০/১৯২১][২০]

পাঁচ. খারেজীদের অবদান ঃ

১. হুদ ইবনে মুহকাম আলহুওযারির প্রতি একটি তাফসির রচনার কথা উল্লেখ আছে;[২১]

২. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইতফেশির প্রতি তিনটি তাফসির রচনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ক. দারিউল আমল লি ইয়ামিল আমল; খ. হিমইয়ানুয যাদ ইলা দারিল মাআদ; গ. তাইসিরুত তাফসির।[২২]

ছয়. সুফিদের অবদান ঃ

১. তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, আবু মুহাম্মাদ সহল ইবনে আবদিল্লাহ আততুসতারী [মৃ. ২৭৩/৮৮৬ মতান্তরে ২৮৩/৮৯৬][২৩]

২. হাকায়িকুত্ তাফসির, আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ ইবনে আলহুসায়ন ইবনে মুসা আলআযাদী আলসুলামী [মৃ. ৪১২/১০২১];

৩. আরায়িসুল বয়ান ফি হাকায়িকিল কুরআন, আবু মুহাম্মাদ রুযবাহান ইবনে আবিন নাসর আলবাকিল্লি আশসিরাযী [মৃ. ৬০৬/১২০৯];

৪. আততাবিলাত আন নাজমিয়্যা, নাজমুদ্দিন আবু বকর ইবনে আবদিল্লাহ আলরাযি আদ দাইয়্যা [মৃ. ৬৫৪/১২৫৬] এবং আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলসামনানী ওরফে আলাউদ্দৌলা [মৃ. ৭৩৬/১৩৩৫];[২৪]

৫. তাফসির লি আবি বকর মুহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল আন্দালুসী ওরফে ইবনুল আরাবি [মৃ. ৬৩৮/১২৪০][২৫]

সাত. ফকিহদের অবদান ঃ

১. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আহমদ ইবনে আলি আর রাযি আলহানাফি ওরফে আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০/৯৮০];

২. আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া ফি বায়ানিল আয়াতিশ শাররিয়্যা, আহমদ ইবনে আলি আবি সায়িদ আলহানাফি ওরফে মোল্লাজিউন;

---

২০. আবদুল কাহির, *আলফারক বাইনাল ফিরাক,* দারুল মারিফাহ, তা:বি:, পৃ. ১৮০-১৮৫

২১. ইসফারাইনী, *আততাফসির ফিদ্দিন,* পৃ. ৮৭-৯০; আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৩১৫-৩২১

২২. প্রাগুক্ত

২৩. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াত,* বৈরূত : দারুস সাদির, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৭

২৪. দাউদী, *তাবাকাত,* পৃ. ২৮; হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮

২৫. এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, এটি আলকাশানী আলবাতেনী [মৃ. ৭৩০/১৩২৯] কর্তৃক রচিত। তবে মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু দৃঢ়তার সাথে এটি ইবনুল আরাবির রচনা নয় বলে লিখেছেন।
[বি: দ্র: তাফসিরুল মানার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৬-৭২; ড. এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯-৯০]

Dhaka University Institutional Repository

৩. আহকামুল কুরআন, ইমামুদ্দিন আবুল হাসান আলি আততাবারী আশ শাফিঈ ওরফে কিয়া আলাহিরাসি [মৃ. ৫০৪/১১১০];

৪. আলকাওলুল ওয়াযিয ফি আহকামিল কিতাবিল আযিয, শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ আলহালাবি আশশাফিঈ ওরফে আসসামিন [মৃ.৭৫৬/১৩৫৮];

৫. আহকামুল কুরআন, কাযি আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল মুআফিরি আলআন্দালুসী আলইশবিলি আলমালিকি ওরফে ইবনুল আরাবী [মৃ. ৫৪৩/১১৪৮];

৬. আলজামি লি আহকামিল কুরআন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আলআনসারী আলখাযরাজি আলকুরতুবী আলমালিকী [মৃ. ৬৭১/১২৭২];

৭. কানযুল ইরফান ফি ফিকহিল কুরআন, মিকদাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলহাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস সুয়ুরী;

৮. আহকামুল কিতাবিল মুবিন, আলি ইবনে মাহমুদ আশশানাফকি আশশাফিঈ;

৯. আসছামারাত আলইয়ানিআ ওয়াল আহকামিল ওয়াযিহা আলকাতিআ, শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ [মৃ. ৮৩২/১৪২৮];

১০. আলইকলিল ফি ইসতিনবাতিত তানযিল, জালালুদ্দিন আসসুয়ুতি আশশাফিঈ [মৃ. ৯১১/১৫০৫][২৬]

আট. দার্শনিকদের অবদান ঃ[২৭]

১. আলফারাবী [মৃ. ৩৩৯/৯৫০]; তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ফুসুলুল হিকাম এ দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ;

২. আবু আলি আলহুসায়ন ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলি ইবনে সিনা [মৃ. ৪২৮/১০৩৭] শতাধিক অমূল্য গ্রন্থ রেখে গেছেন। কিতাবুল শিফা ফিল হিকমা, আননাজাত ওয়াল ইশারাত ও আলকানুন তার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের যে উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা একত্রিত করলে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারে।[২৮]

৩. ইখওয়ানুস সাফা, তাঁরা তাদের রচিত 'রাসায়িলে' আলকুরআন থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা শিয়াদের ইসমাইলিয়া শাখাভুক্ত বাতিনিয়াদের অনুসারী ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।[২৯] জান্নাত, জাহান্নাম, মালায়িকা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা থেকে উপরোক্ত ধারণা প্রমাণিত হয়।[৩০]

---

২৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, ১০৪-১৩৯; ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২৭. দর্শন যুক্তি ও মুক্ত বিবেকের ফসল। ওহির স্থান দর্শনে গৌণ। তথাপি মুসলিম দার্শনিকদের মাঝে অনেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার জন্য আলকুরআনের আয়াতসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের দর্শন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাদের কাজকে তাফসির বলা যায় না, তথাপি যেহেতু তারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা সংবলিত গ্রন্থ রেখে গেছেন এবং মানুষ সেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, সে জন্য খণ্ডিতভাবে হলেও তাদের অবদানের মূল্য রয়েছে।
[দেখা যেতে পারে : ড. এম. এম. রহমান সম্পাদিত, কুরআন পরিচিতি পৃ. ২৪১]

২৮. ড. এম.এম রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

২৯. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭

৩০. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮; রাসায়িল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৩

কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির বিষয়ক নীতিমালা

আলকুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী কিতাব।[১] আর আরবি ভাষা আরববাসীদের। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে সমগ্রবিশ্ববাসীর জন্য, বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর, বিশেষ কোন অঞ্চল কিংবা কোন সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন এসে যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা বিশ্ববাসীর কাছে এ কুরআন কিভাবে উপস্থাপন করবেন, বিশ্বের সবাইতো আরবি ভাষা জানে না। অনারব ভূখণ্ড মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসব প্রশ্নের তেমন একটা প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু আরব সীমান্ত অতিক্রম করে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যখন ইসলামি শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই প্রশ্ন আরো প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের সময় এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হলে তাঁরা এর যথার্থ সমাধান দিয়েছেন। এসব তথ্য দ্বারা অধিকাংশ আলিম কুরআনের অনুবাদ বৈধ হওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা আলকুরআন ও অন্যান্য উৎস থেকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

আল্লাহর বাণী :[২]

«لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة »

'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাঁদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের পাঠ করে শুনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।'

আল্লাহর বাণী :[৩]

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون»

'আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে।'

আল্লাহর বাণী :[৪] «وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم»

---

১. আলকুরআনের যেসব সুরায় এ প্রসঙ্গটি আছে : *সুরা যুখরুফ*, আয়াত : ৩; *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ২; *সুরা রা'দ*, আয়াত : ৩৭; *সুরা নাহাল*, আয়াত : ১০৩; *সুরা মারইয়াম*, আয়াত : ৯৭; *সুরা ত্বাহা*, আয়াত : ১১৩; *সুরা শুআরা*, আয়াত : ১৯২-১৯৫; *সুরা যুমার*, আয়াত : ২৭-২৮; *সুরা হা-মিম সাজদা*, আয়াত : ৩; *সুরা আহকাফ*, আয়াত : ১২; *সুরা সাবা*, আয়াত : ২৮; *সুরা আরাফ*, আয়াত : ১৫৮; *সুরা আম্বিয়া*, আয়াত : ১০৭; *সুরা ফুরকান*, আয়াত : ০১; *সুরা ইয়াসিন*, আয়াত : ৬

২. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১৬৪

৩. আলকুরআন, *সুরা নাহাল*, আয়াত : ৪৪

৪. আলকুরআন, *সুরা ইবরাহিম*, আয়াত : ৪

Dhaka University Institutional Repository

'আমি পাঠিয়েছি প্রত্যেক রাসুলকে তার কওমের ভাষায়, যেন সে স্পষ্টভাবে তাদের কাছে বর্ণনা করতে পারে।'

আল্লাহর বাণী :[৫]

«كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوالالباب»

'কুরআন একটি বরকতময় কিতাব আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।'

আল্লাহর বাণী :[৬] «افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها»

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তরের উপর তালা লাগানো রয়েছে?'

আল্লাহর বাণী :[৭]

«افلا يتدبرون القران ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরআন হতো তবে তারা এতে অনেক বৈপরিত্য পেত।'

আল্লাহর বাণী :[৮]

«قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ط فان تولوا فقولوا شهدوا بانا مسلمون»

'আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্য এক ও অভিন্ন। তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরিক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে আল্লাহকে ত্যাগ করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম।'

৬ষ্ঠ হিজরি সালে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে উক্ত আয়াতখানি উদ্ধৃত ছিল। পত্রটি প্রারম্ভ ছিল এরূপ :

পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা তাঁর বাণীবাহক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরফ থেকে হিরাক্লিয়াসের কাছে। ইবনে আব্বাস [রা] আবু সুফিয়ান ইবনে হরব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিরাক্লিয়াস একজন অনুবাদককে ডেকে রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রখানি আরবি ভাষা থেকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করে শুনেন।[৯]

৫. আলকুরআন, *সুরা সোয়াদ*, আয়াত : ২৯
৬. আলকুরআন, *সুরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*, আয়াত : ২৪
৭. আলকুরআন, *সুরা নিসা*, আয়াত : ৮২
৮. আলকুরআন, *সুরা আলেইমরান*, আয়াত : ৬৪
৯. আলহাদিস, সহিহ বুখারী দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী সম্প্রদায় একবার রাসুলুল্লাহর কাছে তাদের একজন নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে। তখন তিনি তার কাছে তাওরাতের নির্দেশ জানতে চান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাতের ভাষ্য মোতাবেক ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ তাওরাত পাঠ করার সময় যে স্থানে প্রস্তরাঘাতের হুকুম ছিল সে স্থান বাদ দিয়ে পাঠ করেছিল। অনুবাদক আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তা বুঝতে পারেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ব্যাপারটি অবগত করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানটি পুনরায় পাঠ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন আর তখন সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[১০]

ইয়াহুদীদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ফয়সালা প্রদান করতে হতো। তিনি এ ব্যাপারে তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিতেন। অথচ তিনি তাওরাতের হিব্রু ভাষা জানতেন না। তিনি এ সময় দোভাষী বা অনুবাদকের সাহায্য নিতেন।[১১]

হিজরি ১০ম সালে আবদুল মসিহ নাজরানীর নেতৃত্বে ৬০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় রাসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় আসে। তারা হিব্রু ভাষার তাওরাত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রাসুলুল্লাহর সাথে দীর্ঘবিতর্কে লিপ্ত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিব্রু ভাষা না জানার কারণে যায়েদ ইবনে ছাবিত [রা] ও অন্যান্য সাহাবি যারা হিব্রু ভাষা জানতেন তাঁরা তাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতেন।[১২]

পারস্যের কিছু লোক হযরত সালমান ফারসী [রা] কে কুরআনের কিছু অংশ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করলো। অনুরোধ মোতাবেক তিনি সুরা ফাতিহা লিখে পাঠিয়ে দেন।[১৩] ভিন্ন মতে, পারস্যের কিছু লোক সালমান ফারসী [রা] কে ফারসি ভাষায় সুরা ফাতিহা লিখে পাঠানোর অনুরোধ করলে তিনি তাই করেন এবং তা সালাতে তিলাওয়াত করতো যতক্ষণ না তারা আরবি উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছিল।[১৪] অবশ্য NOOR AL ISLAM জার্নালে 'كلمة فى ترجمة القران الكريم' শীর্ষক নিবন্ধে আন নিহায়া ওয়া আদদিরায়াহ থেকে উদ্ধৃত করে আশশায়খ মাহমুদ বিন দাকিকাহ লিখেছেন যে, হযরত সালমান ফারসী [রা] রাসুলুল্লাহর কাছে তিনি যা করেছেন তা জানালে তিনি তা অনুমোদন করেননি।[১৫] তবে ইমাম সারাখসী প্রথমোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদৌ জানতেন না তা তিনি বলেননি।[১৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে অনূদিত কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবে কুরআন ভাষান্তরের অনুমতি ও অনুমোদন যে দিয়েছেন তার প্রমাণের উপরোক্ত ঘটনাবলীই যথেষ্ট।

অপরদিকে মালেকী মাযহাবের ভাষ্যকার কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর মতে, অন্যভাষায় কুরআনের তরজমা বৈধ নয়। তিনি তার অভিমতের অনুকূলে বক্তব্য পেশ করে বলেন : আল্লাহ তাআলা চাননি কুরআনকে আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় নাযিল করতে। এ কারণে তিনি মক্কার

---

১০. আলকুরআন, *সুরা মায়িদায়* ৪৩ নং আয়াতের তাফসির দ্র: দেখুন : বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫০, ২০০; ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুলবারী*, বৈয়ূত : দারু এহইয়াত আততুরাসিল আরাবী, ২য় সংস্করণ ১৪০২ হি., ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৪৪২

১১. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

১২. প্রাগুক্ত

১৩. আননাওয়াবী, *আলমাজমু*, কায়রো : পৃ. ৩৮০

১৪. আলআশআরী, *কিতাব মাকালাত আল ইসলামিয়িন*, ইস্তাম্বুল : ১৯২৯-৩৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

১৫. NOOR AL ISLAM, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪

১৬. কিতাব আলমাবসুত, কায়রো : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিকদের সংশয়ের উত্তরে নাযিল করলেন :[১৭]

«ولوجعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايته ط اعجمي وعربي ط قل هو للذين امنو اهدى وشفاء»

'যদি আমি এ কুরআন আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নাযিল করতাম তাহলে অবশ্যই তারা বলতো, "কেন এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়নি? কি আশ্চর্য! এর ভাষা আজমী অথচ রাসুলের ভাষা আরবি; বলুন : এ কুরআন মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।'

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সেকুলার মানসিকতার বিরুদ্ধে মিসর ও সিরিয়ার অনেক আলিম বিশেষত তুর্কি ও ইংরেজি কুরআনের অনুবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে এ ধরনের অনুবাদকৃত অনেক কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শায়খ রশিদ রিযা[১৮] ছিলেন আপোষহীন। অবশ্য মুহাম্মাদ ফরিদ অজদী কুরআনের শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদ বৈধ হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৯]

অতএব বলা যায়, অন্য ভাষায় কুরআনের তরজমা করা বৈধ আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়কার লোকদের নিজের ভাষায় কুরআন পরিপূর্ণরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর পরবর্তীকালে ঐ লোকেরাই ভাষান্তর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যান্য ভাষাভাষীদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[২০] তবে একথা সত্য যে, ভাষান্তরের এ দুরূহ কাজ প্রথমদিকে মৌখিকভাবে সমাধা হয়েছে আর পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ করা হয়।[২১] কখন কোন ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা হয়েছে তা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। পরবর্তীকালে বলতে গেলে পৃথিবীর প্রায় সব লিখিত ভাষায়ই কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। প্রথমদিকে শাব্দিক অনুবাদকে গ্রহণ করা হয়। ইন্টারলিনিয়া বা পঙক্তি- মধ্য তরজমা দিয়েই সর্বপ্রথম কুরআনের অনুবাদ শুরু হয়। এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালি উল্লাহর [র] অবদান প্রাত:স্মরণীয়। শেখ সাদী, শাহ রফিউদ্দিন, শাহ আব্দুল কাদের প্রমুখ অনুবাদের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। অধুনাকালে ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, চীনা, জাপানী, তামিল, পাঞ্জাবী ও উর্দুসহ অসংখ্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে ইদানিং কুরআনের একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। দুরূহ এ কাজটি করেছেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। আরবি ও ইংরেজি ভাষায় সমান দক্ষ কোন বাংলাদেশীর পক্ষে এটিই প্রথম কাজ।

হিজরি পঞ্চম শতক পর্যন্ত কুরআনের অনুবাদ নিয়ে পন্ডিতগণ যে মতবিরোধ করেন ক্রমশ: তা স্তিমিত হয়ে যায় এবং অধুনাকালে অনুবাদকে শুধু জায়িযই মনে করা হয় না কুরআন বুঝার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণও বিবেচনা করা হয়। কেননা কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্যই নাযিল হয়নি, কুরআন অনুযায়ী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এটাই নাযিলের উদ্দেশ্য। তাই কুরআনের সঠিক বুঝ বুঝতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে কেবল অনুবাদ নয় অনুবাদের সাথে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করাও বাঞ্ছনীয়।[২২]

---

১৭. আলকুরআন, *সুরা হা-মিম সাজদা*, আয়াত : ৪৪

১৮. তিনি প্রসিদ্ধ তাফসির আলমানারের রচয়িতা। *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : মুফাসসিরদের স্তর বিন্যাস, ১ম অধ্যায় দ্র:]*-

১৯. Sir T.W. Arnold, *The Muslim World.* Vol. xvi, P. 16-165; H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, 131. N.I; Noor Al Islam. Vol. 3, P. 59; Tafsir Almanar, Vol. 9., P. 314.

২০. যামাখশারী, *আলকাশশাফ*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯৭

২১. সারাখসী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

২২. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

তরজমা ও তাফসির প্রসঙ্গ

তরজমা (الترجمة) আরবি শব্দ। মূল অক্ষর ت ، ر ، ج ، م ও এ শব্দটি رباعى مجرد -এর ক্রিয়ামূল। অভিধানে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জাওহারী বলেন :[১] তরজমা হচ্ছে– কোন বাক্যকে এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা।

"نقل الكلام من لغة الى لغة اخرى ."

অন্যকোন ভাষায় বাক্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা।[২]

تفسير الكلام وبيان معناه بلغة اخرى .

বাক্যের ব্যাখ্যা সে ভাষায় করা যে ভাষায় বাক্যটির উৎপত্তি হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] কে ترجمان القران বা কুরআনের ভাষ্যকার বলা হয়।[৩]

কোন কথা বা বাক্য এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়া যার নিকট তা পৌঁছে নি।[৪]

তরজমা শব্দের অর্থ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করা, চাই তা সে ভাষায় হোক বা অন্য ভাষায় হোক।[৫]

পরিভাষায় একভাষা থেকে অন্যভাষায় কোন বাক্যের যথার্থ অর্থ এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে উহার মর্মে কোনরূপ পার্থক্য সূচিত না হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তরজমাকে দুইভাগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন অনেক মনীষী। এদের মধ্যে আল্লামা যারকানী ও ড. হুসাইন আযযাহাবী অন্যতম। তারা বলেন : তরজমা দুই প্রকার। ১. ترجمة حرفية বা আক্ষরিক/শাব্দিক অনুবাদ। অর্থাৎ মূল বাক্যের গঠন ও বিন্যাস পদ্ধতি অটুট রেখে এক একটি শব্দের স্থানে অন্য সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা। ২. ترجمة تفسيرية বা ব্যাখ্যামূলক/বর্ণনামূলক অনুবাদ। অর্থাৎ মূল বাক্যের গঠন ও বিন্যাস পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্যারোপ না করে বাক্যের যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা।[৬]

তরজমা ও তাফসিরের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে উভয়টি এক ও অভিন্ন নয় বরং উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যগুলো হচ্ছে–

---

১. জাওহারী, *তাজুল আরুস*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১১; ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারুল এহইয়া আততুরাস আলআরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ১০০১

২. ড. যাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩

৩. আল্লামা যামাখশারী, *আসাসুল বালাগাহ*, পৃ. ২৩

৪. ইবনে মানযুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০১

৫. হাফেয ইমামুদ্দিন, *তাফসির ইবনে কাসির*, (বাংলা অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০

৬. যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, বৈরুত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮ খ্রি./১৪০৯ হি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৮; ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩, ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ক. তরজমা মূল শব্দ বা বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু তাফসির মূল শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয় না বরং তা সর্বদা মূল বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। যেমন মূল ভাষার সরল অথবা যৌগিক শব্দাবলী চয়নপূর্বক উহার ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয় যে, যাতে মূল বাক্যের মর্ম সুস্পষ্ট হয়। এভাবে শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা চলতে থাকে। এর ফলে তাফসির যদি মূল পাঠ হতে পৃথক করে দেয়া হয় তাহলে বাক্যগুলো নিরর্থক হয়ে যাবে।

খ. তরজমার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই। কেননা তরজমা মূলের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে মূল পাঠের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করা হয় না, এমনকি মূল বাক্যের ভুলও তরজমায় বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে কেবল এসব ভুলের তথ্য প্রান্তটীকায় স্বীকার করা হয়। অপরদিকে তাফসিরের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যকীয়, তবে মূল শব্দ বা বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক নয়।

গ. তরজমার উদ্দেশ্য মূল বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ ও উদ্দেশ্য বহাল রাখা। আর তাফসিরের উদ্দেশ্য মূল বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা, চাই তা সংক্ষিপ্তাকারে হোক বা বিস্তারিতভাবে হোক।

ঘ. তরজমার ক্ষেত্রে অনুবাদকের বিশ্বস্ততার দাবি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে। মূল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হয়ে অনুবাদক মূল পাঠের উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত করে। অবশ্য তাফসিরের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। কেননা তাফসিরের ক্ষেত্রে কখনো কখনো মুফাসসির মূল বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য হন আবার বিরোধিতাও করতে পারেন। এক্ষেত্রে মুফাসসির কোন বাক্যের মর্মার্থ উদ্ধারে অসমর্থ হলে তা অনায়াসে স্বীকার করেন, যা তরজমার ক্ষেত্রে হয় না। এ কারণে অনেক তাফসিরবেত্তা মুতাশাবিহাত বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা ও ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেন।[৭]

৭. যারকাশী, *আলবুরহান*, কায়রো : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০১ খ্রি./১৪২২ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৪

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা

আলকুরআন[১] আরবি ভাষায় বিশ্বমানবের উদ্দেশে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী অনুশাসন গ্রন্থ। রাসুল [স] জীবনের শেষ পর্যায়ে আরব আযম নির্বিশেষে সকলের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে শুরু করলেন। কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ার কারণে আরব দেশের বাইরের জনগণের তা না বোঝারই কথা। তবে প্রতিবেশী দেশসমূহে রাসুল [স] কর্তৃক দোভাষী দূত নিয়োগ এবং সাহাবিদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে উৎসাহ প্রদান থেকে একথা বোঝা যায় যে, রাসুল [স] কুরআন নাযিলের সাথে সাথে অনুবাদ কর্মের দ্বার উন্মোচন করেন। ইবনে সাদের মতে :[২] রাসুল [স] যে দেশে দূত

১. আলকুরআন (القران) শব্দের উৎপত্তি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অভিধানবেত্তা ও তাফসিরকারদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আর এই মতভেদ মূলত দুইটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত। মতভেদ দুইটি হচ্ছে- আলকুরআন শব্দটি উৎপন্ন বিশেষ্য অথবা নিরেট নামবাচক বিশেষ্য; আলকুরআন শব্দটি হামযাবিশিষ্ট; অথবা হামযাবিহীন। প্রখ্যাত তাফসিরবেত্তা ইবনে কাসির ও ইমাম শাফেয়ির মতে, আলকুরআন শব্দটি অন্য কোনো শব্দ হতে গঠিত হয়নি; এটা নিরেট নামবাচক বিশেষ্য। এটা হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের [স] উপর নাযিল করেছেন। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের নাম এবং একমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য। ফাররা, ইমাম আবুল হাসান ও ইবন কাসির আলকুরআন শব্দকে হামযা ছাড়া قران [কুরান] উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী, খতিব বাগদাদীর মতানুসারে ইমাম শাফেয়ী قرأت শব্দকে হামযাসহ পাঠ করতেন। কিন্তু কুরআন শব্দকে হামযা ছাড়া পড়তেন এবং বলতেন যে কুরআন শব্দটি قرأت শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়নি বলে কুরআন শব্দটি হামযা বিশিষ্ট নয়। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী, ব্যাকরণবিদ ফাররা, যুজায, আবু উবাইদ ও ইমাম আবুল হাসান আলআশআরীর [র] মতে, কুরআন শব্দটি উৎপন্ন বিশেষ্য ও হামযা বিশিষ্ট। উল্লেখ্য, ভাষ্যকারগণ কুরআন শব্দের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আবার মতভেদ করেছেন। যেমন- ইমাম আবুল হাসান আলআশআরীর মতে, কুরআন শব্দটি আরবদের উক্তি قرأ الشئ بالشئ "আমি একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে মিলিয়ে দিয়েছি" থেকে এসেছে। অতএব কুরআন অর্থ হচ্ছে- সন্নিবেশ, মিলন, যোগসূত্র। এ কারণে আলকুরআনের প্রতিটি আয়াত ও সুরার মাঝে মিল ও যোগসূত্র পরিদৃষ্ট হয়। ব্যাকরণবিদ ফাররার মতে, আলকুরআন শব্দটি القرائن থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হচ্ছে- পরস্পর সামঞ্জস্যশীল বস্তুসমূহ। এ কারণে আলকুরআনের আয়াতাবলীর মাঝে একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণ ও সাদৃশ্যতা বিধান স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ রাগিব ইস্পাহানীর মতে, কুরআন শব্দটি قرأ ধাতু থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সংগ্রহ করা, একত্রিত করা। এ কারণে আলকুআনের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের সারমর্ম, শিক্ষা, বিভিন্ন সুরা, আয়াত এবং অক্ষরের একত্রিকরণ পরিদৃষ্ট হয়। আললিহয়ানী বলেন, কুরআন শব্দটি হামযাযুক্ত এবং قر. 'সে পড়েছে' ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যেমন غفران 'ক্ষমা করা' শব্দটি غفر 'সে ক্ষমা করেছে' ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। ইহা قر. শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ তিলাওয়াত করা, পাঠ করা, আবৃত্তি করা, অধ্যয়ন করা। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থটিই সঠিক। কেননা শব্দের বিচারে কুরআন শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল এবং কিরাতের (قرأت) সমার্থক। ইবনে মানযুর বলেন : কুরআন শব্দটি আরবদের উক্তি 'ماقرأت الناقة سلا قط' 'উটটি কখনও গর্ভপাত করেনি' থেকে নিষ্পন্ন। এ কারণে কুরআনের পাঠক পাঠিকা নিজ নিজ মুখ থেকে কুরআনের শব্দ প্রকাশ করে থাকেন। আল্লামা যারকানী বলেন : কুরআন শব্দটি قرأ থেকে এসেছে। অর্থ পঠিত, অধ্যয়নকৃত, অধ্যয়নযোগ্য। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রন্থ পঠিত হতেই থাকবে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে আলকুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক মানুষ কর্তৃক পঠিত গ্রন্থ। অতএব বলা যায়, কুরআন শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন একটি শব্দ। এ কারণে এর বিভিন্ন অর্থও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- পাঠ করা; আবৃত্তি করা; অধ্যয়ন করা; সন্নিবেশ; মিলানো; যোগসূত্র; বর্ণনা করা; প্রকাশ করা; পঠিত; পাঠকৃত ইত্যাদি। আলিমগণ আলকুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন-আহমদ মোল্লাজিউন বলেন : 'কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসুল [স]-এর উপর অবতারিত। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসুল [স] থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে।' আল্লামা যারকানী বলেন : 'যা নবি করিম [স]-এর প্রতি মুতাওয়াতির সনদ পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে, যা তিলাওয়াত করা হয় এবং যার তিলাওয়াত আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য, তার নাম আলকুরআন।' মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেন : মহান আল্লাহ তাআলার সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী যা তাঁর পক্ষ থেকে রাসুল [স]-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে; আর রাসুল [স] হতে আমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে, তাই হল কুরআনের আয়াত ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন, কুরআন মাজীদ এমন আসমানী কিতাব যা আমাদের নেতা নবি করিম [স]-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যার একটি মাত্র সুরার মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম। মান্না আলকাত্তান বলেন : কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী, যা মুহাম্মদ [স]-এর উপর অবতারিত, এর তিলাওয়াত করা ইবাদত।

২. S.A.F.H. Al Asqalani, *Al Isaba Fi Tamyizis Shahaba*. Cairo : 1910, P. 561 ; Muhammad Ahmed Al sunboli, *Tarjamah Al maanial Qur'aniya*. Qatar : n. d, P. 86-87

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণ করতেন সে দূত সে দেশের সংশ্লিষ্ট ভাষায় পারদর্শী হতেন।" বর্ণিত আছে, আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান গভর্নর নাজ্জাশির কাছে লেখা রাসূলুল্লাহর [স] পত্র আমির বিন উমাইয়া আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন।[৩] রাসুল [স]–এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি (কাতিব) যায়িদ বিন সাবিতকে তিনি সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শিখতে আদেশ দিয়েছিলেন।[৪] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালীন পত্রালাপে কুরআনের কোনো না কোনো উদ্ধৃতি দেয়া থাকতো।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা রাসুল [স]–এর সময়েই অনুভূত হয় এবং রাসুল [স] নিজেই কুরআনের অনুবাদের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তবে এসব অনুবাদ ছিল মুখে মুখেই সীমাবন্ধ। কুরআন নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাইবেল হিব্রু ভাষা থেকে গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়া, কপটিক ভাষায় ভাবান্তরিত হলে মূল বাইবেলটি হারিয়ে যায়। এজন্যে ইটালিতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :[৫] "Traduttore, Traditore" "অনুবাদক হলো প্রতারক"। মূলত একারণেই ইসলামি বিশ্বে অনুবাদ নিবিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। সমকালীন আলিমগণের থেকেও কুরআন অনুবাদের সমর্থন মেলেনি। মধ্য এশিয়ার আলিমগণ এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাতার ভাষায় কুরআন অনুবাদকে ধর্মবিরোধী কর্ম বলে এক ফতওয়া জারি করেন।[৬] আফ্রিকার হাউসা আলিমগণও মনে করতেন :[৭] কুরআন অনুবাদ হলে কুরআনের বরকত হ্রাস পাবে। ক্যামেরুন রাজ্যের সুলতান সাঈদ ও আলিমদের বিরোধিতার মুখে বামুম ভাষায় কুআনের অনুবাদ করতে অনেক প্রচেষ্টার পর ব্যর্থ হন। তুরস্করের কামাল আতাতুর্ক প্রথমে ও পরে কামাল পাশা কুরআন অনুবাদের পদক্ষেপ নিয়েও মিসরের আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খদের বিরোধিতার মুখে ব্যর্থ হন। ইংরেজিতে কুরআন অনুবাদক (Pickthal) পিকথলও আলআযহারের শায়খদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এভাবে কুরআনের অনুবাদের ব্যাপারে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের অনুবাদ দ্বারা দাওয়াতী কাজ করা সহজ। কুরআনের আহ্বানে অমুসলিমদের ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ একথার সাক্ষ্য বহন করে। এ কারণে হিজরি ১৯৮১ সালে মক্কাস্থ রাবিতা আলআলম আলইসলামির উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলিমদের এক সম্মেলনে কুরআনের অর্থের অনুবাদ প্রকাশ করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে দীর্ঘকালের বাধা অপসারিত হয়।[৭]

জানা যায়, ইসলামি ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ইরানের সামানী বাদশাহ আবু সালেহ মানসুর বিন নুহ (৯৪৬–৯৭৬ খ্রি:) ফারসি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন জাবির আততাবারীর (মৃ. ৩১০ হি.) ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত আরবি ভাষায় লিখিত "জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন"–এর অনুবাদ করেন। সমকালীন আলিম সমাজও এ অনুবাদের সমর্থন করেন।[৮]

৩. Al Bukhari, *Al Shahih*, Bulaq : 1296 : A.H. H I : 215
৪. Ibn Saad, *Al Tabakatul Kubra*, Beirut : 1960, I, 258, (Arabic text)
৫. J.T. Shipley, *Dictionary of world, Literature*, New york : 1943, P. 591
৬. S.A.Z. Zenkovsky, *Pan-Turkism and Islam in Russia*, cambridge : Mass : 1960, P. 10
৭. J.S. Trimingham, *Islam in west Africa, Oxford* : 1976, P. 82
৭. মোফাখখারুল হুসেইন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১৩-১৪
৮. Habib yaghami, *Tarjumai tafsir Tabari*, Tehran : 1961, Vol-1, P. 5-6

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশে শাহ ওয়ালীউল্লাহ [১৭০৩–১৭৬২] সর্বপ্রথম ফারসিতে কুরআনের অনুবাদ করেন। ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দিন [১৭৪৯–১৮১৭] ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদির [১৭৫৩–১৮২৭] উর্দু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। শাহ রফিউদ্দিনের অনুবাদটি ১৮৪০ সালে এবং শাহ আবদুল কাদিরের অনুবাদটি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায়। এসব তাফসির কালক্রমে বাংলাদেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৯]

আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামের আর্বিভাব ঘটে খলিফা হারুনুর রশীদ[১০] [৭৮৬–৮০৯]–এর সময়ে এবং ক্রমান্বয়ে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় কুরআনের বাণী মৌখিকভাবে প্রচারিত হতো। মুসলিমগণ অচিরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে শাহ মুহাম্মাদ সগীরের [১৩৮৯–১৪১০ খ্রি.] 'ইছুফ জলিখা' কাব্য সুরা ইউসুফের অর্থের অনুবাদ করেন। সৈয়দ সুলতানের "কোরানের কতা সব লিক্ষি লইলা সার" এই বক্তব্যের আকাঙ্ক্ষা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম [১৬২০–১৬৯০] 'নূরনামা' কাব্য রচনা করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক বিপর্জয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলিম সমাজও সোচ্চার হয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। হাজী শরিয়াতুল্লাহ [১৭৬৪–১৮৪০] ; মাওলানা ইমামুদ্দীন [১৭৮৮–১৮৫৯], মাওলানা সুফি নূর মোহাম্মাদ [১৭৯০–১৮৬১ আনু:] এবং মাওলানা কারামত আলী [১৮০০–১৮৭৩] প্রমুখ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এসব আলিম বাংলা ভাষায় কোনো পুস্তক রচনায় অবদান রাখতে সক্ষম হননি। আর তখনও বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হয়নি। বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুবাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে সর্বপ্রথম ১৭৭৭ খ্রি. বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন হয়। তখন থেকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ শুরু হয়। ১৮১৫ সালের পর বাঙালি মুসলমানগণ মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন। মুনশী হেদায়েতুল্লাহ ও মুনশী সৈয়দ আবদুল্লাহ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বস্তুত এ সময়টি ছিল বাংলা ভাষার ক্রান্তিকাল। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ ঘটান কলকাতার মির্যাপুরের পাটোয়ার বাগানের অধিবাসী আকবর আলি। দোভাষী পুঁথির ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআনের আমপারা ও সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। অবশ্য এটি ছিল শাহ আবদুল কাদিরের উর্দু তাফসিরের বঙ্গানুবাদ।[১১]

১৮০৮ অথবা ১৮০৯ সালে রংপুর নিবাসী আমিরুদ্দীন বশুনিয়া কুরআনের শেষ খণ্ড আমপারার অনুবাদ করেন। বর্তমানকালে বশুনিয়া অনূদিত আমপারার কোনো কপিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে যেসব লেখালেখি হচ্ছে তা অনেকটা পরোক্ষ তথ্যভিত্তিক। এ কারণে আমিরুদ্দীন বশুনিয়াই যে এ অনুবাদটির রচয়িত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১২] গ্রন্থটির অগ্র পশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম, সাল ও তারিখ মুদ্রিত না থাকায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

---

৯. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১০. **হারুনুর রশীদ :** আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদ [১৭০/৭৮৬-১৯০/৮০৯] ২৫ বছর বয়সে আব্বাসীয় খলিফা হিসাবে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন। মহীয়সী নারী যুবায়দাকে তিনি বিবাহ করেন। মক্কায় নাহরে যুবায়দা এখনও স্মৃতি হিসাবে বিদ্যমান। বিদ্যোৎসাহী, সমর কুশলী ও প্রজাহিতৈষী, নরপতি হিসাবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। বাগদাদের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো তাঁর রাজত্বকালেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আমলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বাধিক গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের নবতর ধারায় দ্বার উন্মুক্ত করেন। *[বি: দ্র: কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৩০৪-৩১০]*

১১. মোফাখখার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-২৮

১২. বি: দ্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩২

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৮৭৯ সালে কুরআনের প্রথম পারার বঙ্গানুবাদ করেন অমুসলিম রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। গিরিশচন্দ্র সেনের তিন বছর আগে ১৬ পৃষ্ঠার এই অনুবাদ কর্মটি কলকাতার আয়ুর্বেদ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। অনুবাদক নিজেই এ পুস্তকটির প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। প্রথম মুদ্রণে ৫০০ কপি প্রকাশ করার পর এ কাজে বোধ হয় তিনি আর অগ্রসর হননি।[১৩]

১৮৮৫ সালে ব্রাহ্মধর্মের নববিধান মণ্ডলীর ধর্মপ্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন বাংলাভাবায় কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। বঙ্গানুবাদটির রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালের শেষাংশ থেকে ১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পৌনে চার বছরের মধ্যে।[১৪] গিরিশচন্দ্রের অনুবাদটিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারনীতি, কুরআনি বিজ্ঞানের অপরিপক্বতা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে তাঁর অনুবাদটি মুসলমানদের মাঝে জনপ্রিয়তা তো অর্জন করতে পারেইনি উপরন্তু একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেনি। তবে শতবর্ষ পরে একথা বলা যায় যে, তাঁর অনুবাদ কর্মটি মুসলমান আলিমদের মাঝে একপ্রকার আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদের দুই বছরের মাথায় ১৮৮৭ সালে মুসলিম আলিম নইমূদ্দীনের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে।

সারণী : ১

বৃটিশ যুগে কুরআনের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদকের নাম	গ্রন্থের নাম	সাল	প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান
রাজেন্দ্রনাথ মিত্র	কোরআন	১৮৭৯ খ্রি.	আয়ুর্দেব প্রেস
গিরিশচন্দ্র সেন	কোরান শরিফ	১৮৮১	শ্রীতারিণী চরণ বিশ্বাস
নইমূদ্দীন	বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ	১৮৮৭	মীর আতাহার আলী
আবদুল হক হক্কানী	বঙ্গানুবাদ তাফছির হক্কানী	১৯০১	সুফী মধু মিঞা
মৌ: মোহাম্মদ আব্বাছ আলি	কুরআন শরিফ	১৯০৫	মৌ: আব্বাছ আলি
খান বাহাদুর তসলীমুদ্দিন আহমদ	কোর্-আন	১৯০৭	মো: রেয়াজদ্দীন আহমদ
গোল্ড স্যাক	কুরআন শরীফ	১৯০৮	ব্যাপটিস্ট মিশন, কলকাতা
মৌ: খন্দকার আবুল ফজল আ: করিম	বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ	১৯১৪	এসলামিয়া লাইব্রেরী, টাঙ্গাইল
মুনশী করিম-বখ্শ	কোরান শরীফ	১৯১৬	তরিকা-ই-ইসলাম প্রেস, কলকাতা
মোহাম্মাদ রুহুল আমিন	কোরআন শরিফ	১৯১৭	শেখ আবদুল ওয়াহেদ, ২৪ পরগনা
আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলি হাসান	কোরাণ শরিফ	১৯২২	মোহাম্মদ ফাজেল এন্ড সন্স, কলকাতা

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৪. আহমাদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকের নাম	গ্রন্থের নাম	সাল	প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান
মোহাম্মদ আকরম খাঁ	কোর্‌আন–শরিফ	১৯২২	মোহাম্মাদী বুক এজেন্সী, কলকাতা
ফজলুর রহিম চৌধুরী	কোরআনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা	১৯২৬	উলানিয়া, বরিশাল
মুহাম্মাদ আব্দুল আজিজ	কোরআন শরীফ	১৯৩১	সৈয়দ আবদুল জব্বার ও শামসুদ্দীন, কুমিল্লা
মোহাম্মাদ নকীব উদ্দীন খাঁ	কুরআন মজিদ মুতারজিম	১৯৩৮	মিনার কোম্পানী কলকাতা
মুহাম্মাদ কুদরাত–এ খুদা	পবিত্র কোরানের পূতকথা	১৯৪৬	ইউনাইটেড পাবলিশার্স কলকাতা
ওযমান গণী	পবিত্র কোরান	১৯৪৭	সলদা আঝাপুর, বর্ধমান

সারণী : ২

পাকিস্তান যুগে কুরআনের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদকের নাম	গ্রন্থের নাম	সাল	প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান
মাও. আশরাফ আলী থানবী	তফসীরে আশরাফী	১৯৫০	এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ	কুর'আন শরীফ	১৯৫০	ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ঢাকা
গোলাম মোস্তফা	আল্‌–কুর্‌আন	১৯৫৭	মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা
এ.কে আহমদ খান	আল–কু'রআন	১৯৫৮	বেগম নুরুন্নাহার খানম, ঢাকা
সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী	তাফহীমুল কোরআন	১৯৫৯	কাওসার পাবলিকেশন ও ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা
আবদুর রহমান	কোর্‌আন ও জীবন–দর্শন	১৯৬০	রহমান সন্স পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম
হাকিম আবদুল মান্নান	কোরান শরীফ	১৯৬২	সিরাত পাবলিসিটি, ঢাকা
কাজী আবদুল ওদুদ	পবিত্র কোরআন	১৯৬৬	ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	কোরআন শরীফ	১৯৬৬	ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	তফসীরে নূরুল কোরআন	১৯৮৪	আলবালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
আলী হায়দার চৌধুরী	কোরআন শরীফ	১৯৬৭	ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা
ছৈয়দ মারজুক উল্লাহ	আল–কোরান	১৯৬৭	ছৈয়দ মারজুক উল্লাহ, নোয়াখালী
মোহাম্মাদ হাবীব ইব্রাহিমপুরী	কোরআনের মুক্তাহার	১৯৬৮	কোরআন মহল পরিবেশক, ঢাকা
শাহকামরুজ্জামান	খুলাছাতুল কুরান	১৯৬৯	শাহকামরুজ্জামান, মৈমনসিংহ
মুহাম্মাদ আবদুল বারি	কাব্যে কুরআন পাক	১৯৬৯	হায়েছউদ্দীন মিয়া, ফরিদপুর
মোহাম্মদ তাহের	আল–কুরআন তরজমা ও তাফসির	১৯৭০	মদনী মিশন, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৩

বাংলাদেশ আমলে কুরআনের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদকের নাম	গ্রন্থের নাম	সাল	প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান
মোবারক করীম জওহর	কোরআন শরীফ	১৯৭৪	হরফ প্রকাশনী, কলকাতা
আবদুদ্ দাইয়ান	বাংলা কোরআন শরীফ	১৯৭৪	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা
একে এম ফযলুর রহমান আনওয়ারী	বাংলা কোরআন শরীফ	১৯৭৫	দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী	বাংলা কোরান শরীফ	১৯৭৫	এ.কে.এম শহীদুল হক সরকার, কুমিল্লা
মোহাম্মদ পিয়ার আলী নাজির	আল্কোরআন	১৯৭৫	সৈয়দ মুজিবুল্লাহ, ঢাকা
জামিল বিন জিয়ারাত	আল্ কোর-আন	১৯৭৬	এস.এম আবদুল্লাহ, কুষ্টিয়া
মুহাম্মাদ সুলতান আলী	ছন্দে পাক কোরান	১৯৭৬	মুহাম্মাদ সুলতান আলী, ঢাকা
ওয়াহেদ আলী আনছারী	কাব্য কোরান	১৯৭৮	মোসাম্মাত আসিয়া খাতুন, যশোর
মুহাম্মাদ হাদীসুর রহমান	আনওয়ারুত তানযিল	১৯৭৮	আরাফাত পাবলিকেশন্স, বরিশাল, ঢাকা
নুর মোহাম্মদ	আল্-কুরআন	১৯৭৯	আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা
মুফতী মুহাম্মদ শফী (মহিউদ্দীন খান অনূদিত)	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন	১৯৮০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
নাজহার উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য	শাহনূর কুরআন শরীফ	১৯৮১	আনোয়ারা বেগম, মনোয়ারা বেগম, ঢাকা
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী	হাক্কানী তফছীর	১৯৮২	খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা
মোহাম্মদ রেজাউল হক	আনওয়ারুল বয়ান	১৯৮২	এশাআত মঞ্জিল, ঢাকা
হাফেয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির (ড. মুজিবুর রহমান অনূদিত)	তফসীর ইবনে কাসীর[১৫]	১৯৮৩	মুহাম্মাদ ইউসুফ সিদ্দিক, রাজশাহী
আ.ন.ম. রুহুল আমি চৌধুরী ও মোহাম্মাদ গোলামুন্নবী	তাফসীরে জালালাইন ও আনওয়ারুল কুরআন	১৯৮৩	আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী
শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ	তাফসীর-ই জালালায়ন শরীফ	১৯৮৪	আবু সাইদ ভূঞা, ফেনী
হাবিবুর রহমান ও আবদুল মান্নান	আশরাফুল কোরআন	১৯৮৪	শাহীন ব্রাদার্স, চট্টগ্রাম
সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী	তফসীরে কোরআনুল করিম	১৯৮৬	ইমামীয়া চিশতীয়া সংঘ, ঢাকা

---

১৫. তাফসিরে ইবনে কাসিরের আখতার ফারুকের অনুবাদ ১৯৮৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে ড. মুজীবুর রহমানের অনুবাদটি তাফসির পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ শামছুল হক	পবিত্র কোরআন এর বাংলা অনুবাদ	১৯৮৭	বেগম সাহেরা খাতুন, ঢাকা
মাওলানা আমিনুল এহছান	উচ্চারণ ও অর্থসহ কোরআন শরীফ	১৯৮৮	কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	কুরআনের শব্দার্থ	১৯৮৮	ঢাকা বুক সেন্টার, ঢাকা
আহমদীয়া জামাত	কুরআন মজীদ	১৯৮৯	আহমদীয়া জামাত, ঢাকা
মতিউর রহমান খান	শব্দার্থে আলকুরআনুল মজীদ	১৯৮৯	ইসলামী দাওয়া প্রকাশনী, ঢাকা
জালালুদ্দীন মহাল্লী ও সুয়ুতী (ফরীদউদ্দীন মাসউদ অনূদিত)	তাফসীর-ই-জালালায়ন	১৯৯১	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
ইবনে জারির তাবারী (ই.ফা.বা সম্পাদন পর্ষদ অনূদিত)	তাফসীরে তাবারী শরীফ	১৯৯১	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (ই.ফা.বা সম্পাদন পর্ষদ অনূদিত)	তাফসীরে মাজেদী শরীফ	১৯৯৪	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
সাইয়েদ কুতুব	তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন	১৯৯৫	আলকুরআন একাডেমী, লন্ডন
ড. ওসমান গণী	কোরআন শরীফ	১৯৯৫	মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা
এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী	বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ	১৯৯৫	দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	তাফসীরে নূরুল কোরআন	১৯৯৫	আলবালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
কাজী আবদুল ওদূদ	পবিত্র কুরআন	১৯৯৫	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মাও. নেছারুল হক ও ড. মোঃ আবদুস সোবহান ভূঁইয়া	আলকুরআনের ভাবানুবাদ	১৯৯৫	গ্রাম কল্যাণ মিশন, ঢাকা
মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী	তাফসীরে উসমানী	১৯৯৬	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মোহাম্মদ আবদুল বারী	কাব্যে কুরআন পাক	১৯৯৬	চেরাগ আলী বুক হাউস, ফরিদপুর
ড. ওসমান গণী	কোরআন শরীফ (অনু, টীকা ও ব্যাখ্যাসহ)	১৯৯৮	মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা
মাও. মোঃ তাহের	তফসীর তাহেরী	১৯৯৭	তালিমাতে ইসলামিয়া, বাংলাদেশ
মোঃ মোরশেদ হোসেন ও অন্যান্য	আমপারা	১৯৯৭	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মাওলানা মওদূদী	তাফহীমুল কুরআন	১৯৯৭	খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা
কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (মাও. মোহা: মহসিন অনূদিত)	তাফসিরে মাযহারী	১৯৯৭	হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, বাংলাদেশ
মাও. আবদুর রহীম	সুরা ফাতিহার তাফসির	১৯৯৮	খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা
মাও. শামসুল হক ফরিদপুরী	বঙ্গানুবাদ ও তাফসীরসহ সুরা ইয়াসিন শরীফ	১৯৯৮	এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ	১৯৯৯	খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা
মাও. হুসাইন বিন সোহরাব	তাফসীর আলমাদানী	১৯৯৯	হুসাইন আলমাদানী প্রকাশনী, ঢাকা
মাওলানা আবু দাউদ	বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ জামীদ কুরআন শরীফ	১৯৯৯	কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা
হা. মুনির উদ্দিন আহমাদ	বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফ	২০০০	আলকুরআন একাডেমী লন্ডন

এছাড়াও আমপারার বঙ্গানুবাদে অনেকেই অবদান রেখেছেন। এঁদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন। তন্মধ্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৯৩৩ সালে কাব্য–আমপারা রচনা করেন। কলকাতার করিম ব্রাদার্স থেকে এটি প্রকাশিত হয়। আর কুরআনের বিভিন্ন সুরার অনুবাদকের সংখ্যা অসংখ্য। বস্তুত প্রায় ১২০০ বছর আগে বাংলাদেশে ইসলাম তথা কুরআন প্রচার শুরু হয়। আর বাংলা ভাষায় কুরআন প্রচার শুরু হয় ১৮৬৮ সাল থেকে। কাল পরিক্রমায় অসংখ্য মনীষী কুরআন ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছেন, সকলের তথ্য এখানে উপস্থাপন করা অসম্ভব ব্যাপার।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি ভাষায় কুরআন চর্চা

অনুবাদকের নাম	গ্রন্থের নাম	সাল	প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান
Abdullah Yousuf Ali	**The Meaning of the Holy Qur'an**	1991	Amana Corporation. U.S.A.
Dr. Muhammad Taqi-ud-din Al-Hilali & Dr. Muhammad	**The Noble Qur'an**	n.d.	King Fahd Complex for the Printing of the Qur'an.
Sayyid Qutb M.A. Salahi & A.A. Shamis	**Fi Zilal Al-Qur'an**	1999	Islamic Foundation. U.K.
Muhammed Marmaduke Pickthal	**The Meaning of the Holy Qur'an**	1995	Ubs Publishers Distributiors Ltd. India.
Lex Hixon	**Heart of the Qur'an**	1998	Goodwork Books. India.
Mohammad Saeed Shakir	**The Glorious Qur'an.**	1998	Ansaryan Publication,Qom,Iran.
Dr. Mohammad Mohar Ali	**A Word for Word Meaning of the Qur'an**	1998,1999, 2000,2001.	Jamiat Ihyaa Minhaaj Al-Sunna,U.K.
Dr. Jahurl Hoque	**Translation and Commentary on The Holy Qur'an**	2000	Thomson Press(I) Ltd. U.S.A. .& India
T.B. Irving(AL-Haj Talim Ali)	**The Qur'an**	1998.	Suhrawardi Research & Publication Center, Tehran,Iran.
Maulana Muhammad Ali	**The Holy Qur'an**	1996	Motilal Banarsidass, India
Maulana Abdul Majid Daryabadi	**Tafsir-ul-Qur'an**	181,1982, 1985,1994.	Academy of Islamic Research & Publications.
A. Yusuf Ali	**The Holy Qur'an**	1983	Amana Corporation, U.S.A.
Prof. Masudul Hassan.	**The Digest of the Holy Qur'an.**	1992.	KitabBhaban India.
Al-Allama As-Sayyi Muhammad	**Al-Mizan**	1982,1983, 1984,1986, 1990,1992.	World Organization for Islamic Hussyn At-Tabatabai. Services,Tehran,Iran.
N.J. Dawood.	**The Koran**	1994.	Penguin Books, India.
Rashad Khalifa,Ph.D.	**Qur'an: The Final Testament**	1992.	Universal Unity,U.S.A.
Abdullah Yusuf Ali	**The Holy Qur'an**	n.d.	King Fahd Holy Qur'an Printing Complex, K.S.A.
M.H.Shakir	**Holy Qur'an**	n.d.	Ansarian Publication. Qom,Iran.
Mohammad Marmaduke Pickthal M.Abdul Haleem Eliyasee	**The Holy Qur'an**	1999	Islamic Book Service,India
John Perice	**A Dictionary and Glossary of the Qur'an**	1987	Academic Publishers.Dhaka.
Zahid Malik	**Subjects of Qur'an**	1998	Kitab Bhaban ,India.

Dhaka University Institutional Repository

Sayyid Abul A'la Maududi&Late Ch.Muhammad Akber	**The Meaning of the Qur'an**	1981	Adhunik Prokashani, Dhaka.
Dr.M.Golshani,M.J.Khalili	**The Holy Qur'an**	1992	Islamic Propagation Organization,Iran.
Muhammad Marmaduke Pickthal	**The Meaning of the Glorious Qur'an**	1996	Islamic Book Service,India.
Dr. Muhammad Taqi-ud Din-Al-Hilali&Dr.Dr. Muhammad Muhsin Khan.	**Interpretation of the Meaning of The Holy Qur'an**	n.d.	Darussalam Publishers& Distributors,K.S.A.
Arther J.Arberry	**The Koran Interpreted**	1998	Oxford University Press,U.K.
Abdullah Yusuf Ali	**The Holy Qur'an**	n.d.	Dar Al Arabia, Beirut,Lebanon.
Rashad Khalifa, Ph.D.	**Qur'an The Final Testament**	1989	Islamic Productions, Tucson,U.S.A.
Abdullah Yusur Ali	**The Holy Qur'an**	1413 H.	The Presidency of the Islamic Researches. IFTA. K.S.A.
Arthur j. Arberry	**The Koran**	1982	Oxford University Press. U.K.
The Late Maulawi Sher Ali	**The Holy Qur'an**	1960	The Late Maulawi Sher Ali Ilmi Printing Press. Lahor.
William Montgomery Watt	**Companion to the Qur'an**	1994	Oneworld Publications. U.K.
E.H. Palmer	**The Qur'an**	1990	Atlantic Publishers & Distributors. India.
Dr. F. M. Maniruzzaman	**The Glorious Islam**	1999	Zenat Books. Dhaka.
Muhammad Zafrulla Khan	**The Qur'an**	1991	Rupa & Co, India.
Allama Shabbir Ahmad Usmani Tr. Mohammad Ashfaq Ahmed	**Tafseer-E-Usmani**	1992	Idara Isha'at E-Diniyat (P) Ltd., India.
Muhammad Keramat Ali	**The Message**	1993	Amana Corporation. U.S.A.
Ahmed Ali	**Al-Qur'an**	1987	Oxfor University Press Ltd. India.
David James	**Qur'ans of the Mamluks**	1988	Alexandria Press in association with Thames and Hudson. U.K.
Altaf Gauhar	**Translations from the Qur'an**	1983	Islamic Foundation Bangladesh
Mawlana Abul Kalam Azad Edited & translation by Syed Abdul Latif	**The Tarjuman Al-Qur'an**	1990	Kitab Bhaban, India.
T.B. Irving [Al Hajj Ta'Lim Ali]	**The Qur'an**	1991	Goodword Books. India.
Helmut Gatji , Tr. Alford T. Welch	**The Qur'an & Its Exegesis**	1996	Oneworld Oxford. U.K.
Richard Bell, B.D.D.D	**The Qur'an**	1960	T&T. Clark, U.K.
Mahmud Muhtar-Katircioglu English translation by John Naish	**The wisdom of the Qur'an**	1937	Oxfor University Press, U.K.
Mirza Abul Fazl	**The Koran**	1955	Bombay Reform Society. India.
Al-Hajj S.M. Abdul Hamid	**The Divine Qur'an**	1965	Hamidia Library, East Pakistan

Dhaka University Institutional Repository

Tr. Maulvi Sher Ali Editor by Malik Ghulam Farid	**The Holy Qur'an**	n.d.	Malik Ghulam Farid Computer Compose & printed in China.
T.B. Irving [Al-Hajj Ta'lim Ali]	**The Qur'an**	1993	Mother Mosque Foundation. U.S.A.
Muhammad Baqir Behbudi Colin Turner	**The Qur'an**	1997	Curzon Press. U.K.
M. Akbar Ali	**Science In The Qur'an**	1988	The Malik Library, Bangladesh
Rashad Khalifa, Ph.D	**The Computer Speaks: God's Message to the World**	1981	Renaissance Productions International. U.S.A.
Hani M. Atiyah	**Qur'anic Text: Toward a Retrieval System**	1996	International Institute of Islamic Thought. U.S.A.
Zafar Afaq Ansari, Editor International Institute of Islamic Thought. U.S.A.	**Qur'anic Concepts of Human Psyche**	1992	International Institute of Islamic Thought. U.S.A.
Adel M.A. Abbas	**His Throne Was On Water**	1996	Amana Pubications. U.S.A.
Professor Misbah Yazdi	**The Learnings of the Glorous Qur'an**	1994	Islamic Propagation Organziation, Iran.
Fateh Ullah Khan	**God Universe and Man**	1999	Kitab Bhaban. India.
Muhammad Rida-an-Nuri Al-Musawi	**Extracts form the Holy Qur'an & Its Guidance**	1980	World Organization For Islamic Services (WOFIS) Tehran. Iran.
Dr. Hasanuddin Ahmed	**An Easy Way to Understanding Qur'an**	1989	Kitab Bhaban, India.
Haji Rahim Bakhsh	**Excellence of the Holy Qur'an**	1999	Kitab Bhaban. India.
Maulana Abul Kalam Azad	**Basic Concepts of the Qur'an**	1958	Kitab Bhaban. India.
Sir Nizamat Jung	**An Approach to the study of Qur'an**	1992	Kitab Bhaban, India.
Abdul Karim Chippa	**Beauty & Wisdom of the of Qur'an**	1979	Kitab Bhaban, India.
Dr. Haluk Nurbaki	**Verses From the Holy Qur'an and the Facts of Science**	1998	Kitab Bhaban, India.
Fafiq Zakaria	**Muhammad and The Qur'an**	1991	Penguin Books, India.
Nawab Muhammad Yamin Khan	**God Soul and Universe in Science and Islam**	1993	Kitab Bhaban, India.
T.W. Arnold	**The Preaching of Islam**	1913 1997	Low Publications, India Reprinted.
Phlip Bamborough	**Treasures of Islam**	1979	Heritage Publishers, India.
Munir Uddin Ahmed	**Dictionary of the Qur'an**	n.d.	Al-Qur'an Academy. London.
Dr. Muhammad Iqtedar Husain Farooqi	**Plants of The Qur'an**	1992	Sidrah Publishers, India.
Ali Akbar	**Israel and The Prophecies of the Holy Qur'an**	1963	Siraj Publication, U.K.
Rashad Khalifa, Ph.D	**Qur'an Hadith and Islam**	1982	Islamic productions, U.S.A.

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Majid Ali Khan	**The Holy Verses**	1989	Islamic Research Foundation. ndia.
Major Md. Zakaria Kamal G.	**Man and Universe**	1998	Bangladesh Institute of Islamic Thought, Bangladesh.
Sayyid Muhammad Husayni Beheshti Ali Naqi Baqir Shahi	**God in the Qur'an**	1996	International Publishing Co. Iran.
Ahmad Ali Al Imam	**Variant Readings of the Qur'an: A critical study of their Historical & Linguistic Origins**	1998	International Institute of Islamic Thought. U.S.A.
Syed Muzaffar-ud-din Nadvi	**A Geographical History of the Qur'an**	1985	Taj Company, India.
Shaikh Muhammad al Ghazali Ashur A. Shamis	**A Thematic Commentary on the Qur'an**	1997	International Institute of Islamic Thought. U.S.A.
Ismail Raji Al-Faruqi and Lois Lamya Al-Faruqi	**The Cultural Atlas of Islam**	1986	Macmilan Publishing Company Newyork. U.S.A.
Ismail R. Al-Faruqi/David E. Sopher.	**Historical Atlas of the Religions of the world**	1974	Macmillan Publishing Company. Newyouk. U.S.A.
Bernard Lewis	**The World of Islam**	1992	Thames & Hudson. U.K.
John L. Esposito	**Oxford History of Islam**	1999	Oxfor University Press. U.S.A.
Dr. Maurice Bucaille	**The Bible, The Qur'an and Science**	1990	Idara Isa'at-E-Diniyat (P) Ltd.India.
Muhammad Iqbal Siddiqi	**Ninety Nine Names of Allah**	1988	Adm Publishers & Distributors India.
Ali Akbar	**God And Man**	1982	Siraj Publications. U.K.
Kristina Nelson	**The Art of Reciting the Qur'an**	n.d.	University of Texas California, U.S.A.
Dr. Mir Valiuddin	**The Quranic Sufism**	1959	Motilal Mamarsidass. India.
English- Marmaduke Pickthall Urdu - Maulana Fateh Mohd Sb.	**The Holy Qur'an**	2000	Islamic Book Service, India.
SMA	**Muhammad In The Qur'an**	1989	Islamic Book Service. New Delhi. India.
Imran N. Hossain	**The Prohibition of Riba in the Qur'an & Sunnah**	1997	Ummavision Shn. Bhd. Kuala Lampur, Malaysia.
Imran N. Hossain	**The Religion of Abraham & the state of Israel A view the Qur'an**	1997	Ummavision Sbn. Bhd. Kuala Lampur, Malaysia.
Imran N. Hossain	**The Strategic Significance the Fast of Ramadan & Isra and Meraj**	1997	Ummavision Sbn. Bhd. Kuala Lampur, Malaysia.
George Sale	**The Koran**	n.d.	Fredrick Warne (Publishers) Ltd. London, England.
Arthur J. Arberry	**The Koran Interpreted**	1963	George Allen & Unwin Ltd. England.
Fathi Osman	**Concepts of The Qur'an**	1997	MVI Publications, California. U.S.A
Mhhammad abdul Malek	**A Study of The Qur'an The Universal Guidance For Mankind**	1997	M.A. Malik Sutton, Surrey SMI 3ZL.

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Muhammad Asad	**Dua' From The Glorious Qur'an**	2001	MicroEd Corp, New York. Dar Al Andalus Ltd. Gibraltar
Muhammad Mujibur Rahman	**The Message Of The Qur'an**	1980	Distrbutor- E.J. Brill, London.
Immam Abu Mansur Al Maturdi (333/944)	**Tawilat Ahl Al Sunnah (Arabic)**	1983	Ministry of Religions Affairs & Awqaf Baghdad. Iraq.
Mowlana Ashraf Ali Thamovi (Urdu)	**Quran Majid Mutarzam O Muhshi**	n.d.	Edaratul Qur'an Wal Ulum Al Islamia, Karachi, Pakistan
Imam Abu Mansur Al Maturdi	**Tawilat Ahl Al Sunnah (Arabic)**	1982 &1986	Islamic Foundation Bangladesh.
Ministry of Awqaf	**Al Qur'anul Karim (Arabic)**	1398 Hi.	Ministry of Awqaf Baghdad, Iraq.
Jalaluddin Al Muhalli Jalauddin As Suyuti	**Al-Qur'anul Karim (Arabic)**	n.d.	Darul Marifa, Beirut. Lebanon.
Nahhas	**Kitab Irab Al-Qur'an (Arabic)**	1980	Ministry of Religions Affairs & Awqaf. Baghdad, Iraq.
G. Margoliouth Tr. J.M Rodwell Introduction	**The Quran**	1987	The Guernsey Press Co. Ltd. U.K.
Dr. Mefakhkhar Hussain Khan	**The Holy Qur'an in South Asia**	2001	Bibi Akhtar Prakasani, Dhaka. Bangladesh.
Ali Musa Raza Muhajir	**Lessons From the stories of The Qur'an**	1992	Kitab Bhaban, New Delhi, India.
Translated by Abdullah Yusuf Ali	**The Meaning of the Illustrious Qur'an**	1997	Kitab Bhaban, New Delhi, India.
Unknown	**The Koran** (A very short Introduction)	2000	Oxford University Pres U.S.A.
Republic of Iraq	**Al-Qur'an Karim (Arabic)**	1398	Republic of Iraq.
Keith L. Moore	**The Developing Human Clinically**	1983	W.B. Saunders Company.
Harun Yahya, Robert Bragner	**The Creation of The Universe**	2000	Al-Attique Publishers Inc. Canada.
M.M. Baig	**Search For The Ultimate Reality**	1994	Islamic Book Service, U.S.A.
Sidheeque M.A. Veliankode	**Pearls of The Truth**	1997	Dar Al-Hadyan, K.S.A.
Shabir Ally	**Science in The Qur'an**	1997	Islamic Publications Toronto, Canada.
A. Yusuf Ali	**The Hloy Qur'an**	1938	SH. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan.
Mrs. Ferdous Ara Ahmed	**Hand written Original Scrpt (Arabic) of Holy Qur'an**	n.d.	Dhaka. Bangladesh.
Irfan Ahmad Khan	**Insight into the Qur'an**	1999	Genuine Publications & Media Pvt. Ltd. New Delhi, India.
Al-Qur'an Printers	**Al- Qur'anul Hakeem (Alifi) (Arabic)**	n.d.	Al-Qur'an Printers, Mumbai, India.
Dr. M.Mustafizur Rahman	**Qur'an Mazid**	2002	Khoshroz Kitab Mahal,Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৫

প্রথম মুফাসসির

আলকুরআনের অন্তর্নিহিত মর্মভাব উদঘাটন করার বিদ্যাকে পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির বলা হয়।[১] আর রাসুলুল্লাহ [স]–ই আলকুরআনের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা। কুরআন মাজিদের যে অংশ সাহাবিদের কাছে জটিল মনে হতো সে সম্পর্কে তাঁরা রাসুলের শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসিত আয়াতের তাফসির করে দিতেন। ফলে সাহাবিগণ অতীব সহজেই তা অনুধাবন করতেন।[২] তবে রাসুল [স] কুরআনের সমস্ত আয়াতের তাফসির করেছেন কীনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। রাসুল [স] যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন তা আলাদা কোন গ্রন্থে গ্রন্থাবন্ধ করা হয়নি। তবে ইমাম বুখারী ও তিরমিযি [র] স্ব–স্ব গ্রন্থে كتاب التفسير বা তাফসির অধ্যায় শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন। এতে রাসুলের সমস্ত কুরআনের তাফসির করার প্রমাণ মেলে না। কেবল প্রয়োজনীয় ও সাহাবিদের জিজ্ঞাসিত আয়াতের তাফসির করার প্রমাণ পওয়া যায়। রাসুলের [স] জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম তাফসির করার সাহস দেখাতেন না। তাঁর ইনতিকালের পর কেবল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবিগণ কুরআনের তাফসিরে মনোনিবেশ করেন।

গতানুগতিক ধারায় তাফসির রচনার প্রক্রিয়া হিজরি প্রথম শতকেই শুরু হয়। তবে কে প্রথম তাফসির রচনা করেছেন তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তবুও বিভিন্ন বর্ণনা থেকে যেসব মতামত লক্ষ্য করা যায় তা এখানে উপস্থাপন করছি।

মিফতাহুস সাআদা ওয়া মিসবাহুস সিআদা গ্রন্থের ভাষ্য মতে : হিজরি প্রথম শতকেই উবাই ইবনে কাব [রা][৩] আলকুরআনের তাফসির রচনা করেন। তিনি হযরত ওমর [রা]–এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। সুতরাং একথা ধরে নেয়া যায় যে, তাঁর তাফসির রচনার কাজটি ঐ সময়েই হয়েছিল। যদিও এই তাফসির পরবর্তীকালে কালের গর্ভে হারিয়ে যায় তবুও আল্লামা ইবনে জারির আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] ও ইবনে আবি হাতিম [মৃ. ৩২৭ হি.] তাঁদের স্ব–স্ব তাফসিরে এই তাফসির গ্রন্থ থেকে অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আহমাদ তাশকুবরা যাদা [মৃ. ৯৬৮ হি.] বলেন :[৪] উবাই ইবনে কাবের [রা] রচিত তাফসিরখানি বৃহদাকারের ছিল যা আবু জাফর রাযি, রবি ইবনে আনাস হতে, তিনি আবুল আলিয়া হতে, তিনি উবাই ইবনে কাব [রা] হতে বর্ণনা করেন এবং এই সনদ[৫] অতীব বিশুদ্ধ। এভাবে হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [র] তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এই তাফসিরে উবাই থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। ইমাম হাকেম ৪০৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। কাজেই উবাই ইবনে কাবের [রা] ঐ তাফসির গ্রন্থটি নি:সন্দেহে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

---

১. ড. মুস্তফা মুসলিম, *মানাহিজুল মুফাসসিরীন*, রিয়াদ : দারুল মুসলিম, ১৪১৫ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

২. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ : মাকতাবা আলমাআরিফ, তা:বি:, পৃ. ৩৩৫

৩. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায় দ্র:

৪. আহমাদ তাশকুবরা যাদা, *মিফতাহুস সাআদা ওয়া মিসবাহুস সিআদা*, কায়রো : দারুল কুতুব আলহাদিসাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; সুয়ুতী আলইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯

৫. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ২য় অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

ড. সুবহি সালিহ–এর মতে :[৬] সাঈদ ইবনে জুবাইর [রা][৭] –ই– সর্বপ্রথম আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের আদেশক্রমে আলকুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসির রচনা করেন। আতা ইবনে দিনার–এর নামে যে তাফসিরখানি তাফসির জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে তা প্রকৃতপক্ষে সাঈদ ইবনে জুবাইরেরই [রা] রচিত তাফসির।

ইবনে তাইমিয়া [১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.] ও ইবনে খাল্লিকানের মতে :[৮] সর্বপ্রথম আবদুল মালিক বিন জুরাইয [৮০–১৪০ হি.] তাফসির রচনা করেন। এ সময়ে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁরা হলেন– ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [২৪১ হি.] ইবনে মাজা [২৭৩ হি.] ইবনে হাব্বান [৩৬৯ হি.] হাকিম [৪০৫ হি.] ইবনু মারদুবিয়া [৪১০ হি.] প্রমুখ।

ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৯]

"لا نستطيع الجزم بما ذهبا اليه فقد سبق ابن جريج عدد كبير فقد املى ابن عباس رضى الله عنهما (٦٨هـ) التفسير على مجاهد بن جبر."

ড. রুমী আরো বলেন :[১০] সাঈদ ইবনে জুবাইর আবদুস মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে তাফসিরের সহিফা সংকলন করেন। আর আবুল আলিয়া রিয়াহী [৯০ হি.] উবাই ইবনে কাব [র] থেকে তাফসিরের একটি নুসখা সংকলন করেন। আর আমর বিন উবাইদ শায়খুল মুতাযিলা হাসান বসরী [র] থেকে কুরআনের তাফসির লিখেন। অনুরূপ ইসমাইল বিন আবদুর রহমান সুদ্দীও [১২৭ হি.] কুরআনের তাফসির রচনা করেন।

বস্তুত সর্বপ্রথম ইবনে জুরাইয যে তাফসির রচনা করেছেন জোড় দিয়ে সেকথা বলা বেশ কঠিন। কেননা যাঁদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাঁদের কারো তাফসিরই আমাদের কাছে মওজুদ নেই। মওজুদ থাকলে এ বিষয়টি নির্ণয় করা বেশ সহজ হতো। আর যাঁদের তাফসির আমাদের কাছে মওজুদ আছে তন্মধ্যে অগ্রগণ্য সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রামাণ্য তাফসির হচ্ছে ইবনে জারীর তাবারীর [মৃ. ৩১০ হি.] "جامع البيان عن تأويل أى القران" "জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন" অন্যতম।

---

৬. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, পৃ. ১৭১

৭. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায় দ্র:

৮. আবদুল মুনয়িম ইবরাহিম, *আন নুকাতুল মুতাযামাহ*, রিয়াদ : মাকতাবা নাযার মুস্তাফা আলবায, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৮ হি., পৃ. ২০

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৬

বিখ্যাত মুফাসসিরদের যুগভিত্তিক তালিকা

তাফসির সাহিত্যের ইতিহাস ১৪২৩ বছরের। এই দীর্ঘ দিনে এর অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও ক্রমোন্নতি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় তাফসিরের ইতিহাস গ্রন্থাবদ্ধ না হওয়ায় তৎকালীন ইতিহাস ও তাফসির সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়াসী হওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তদুপরি প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। একটু একটু করে তাফসিরের যে ইতিহাস বিরচিত হয়েছে, তা আজ আমাদের কাছে বিশাল তথ্য ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। তা থেকে তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে রীতিমত বিস্মিত হতে হচ্ছে। তাফসির সাহিত্যের বিশাল জগত দেখে আমাদেরকে পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরলস প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুপ্রাচীন যুগ তথা জাহেলী [৫০০–৬১০ খ্রি.] যুগের পরবর্তী সময়কে ইসলামি যুগ [৬১০–৭৫০] হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাই যুগ যুগান্তরের এসব তাফসির থেকে জ্ঞানাহরণের সুবিধার জন্য খ্যাতনামা মুফাসসিরদের যুগভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা জরুরি মনে করছি। নিম্নে হিজরি প্রথম শতক থেকে আধুনিক যুগ তথা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো–

হিজরি প্রথম শতক

৬১০ খ্রি. থেকে হিজরি সালের অভিযাত্রা শুরু হয়। হিজরি প্রথম শতক বলতে সাহাবিদের যুগ এবং তাবেয়ি যুগের প্রথমার্ধকে বুঝায়। এশতকে মুসলিম শাসনের বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে আরব ভূমি থেকে সুদূর স্পেন পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে। নব দীক্ষিত অনারব মুসলমানগণ সাহাবিদেরকে কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট ও কুরআনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ফলে তারা কুরআনের তাফসিরে মনোনিবেশ করেন। এভাবে অসংখ্য সাহাবি ও তাবেয়ি এসব বিজিত অঞ্চলে জ্ঞানের আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে। সাহাবিগণ সাধারণ মানুষকে কুরআন বুঝানোর জন্য মসজিদে মসজিদে তাফসির শিক্ষার আসর বসাতেন। এ সময় মক্কা, মদিনা, মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন মসজিদে এরূপ কুরআন শিক্ষার বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তাদের এমন কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান বিকশিত হয়। তারা প্রত্যেকই একেক এলাকার লোকদেরকে শরিআত শিক্ষা দিতেন এবং আলকুরআন সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন। এ শতকে সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা আলকুরআনের তাফসির বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা হলেন–

১. হযরত আবু বকর [রা] [মৃ. ১৩ হি.];

২. হযরত ওমর [রা] [মৃ. ২৪ হি.];

৩. হযরত ওসমান [রা] [মৃ. ৩৫ হি.];

৪. হযরত আলি [রা] [মৃ. ৪০ হি.];

৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] [মৃ. ৩৪ হি.];

৬. উবাই ইবনে কাব [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] [মৃ. ৬৮ হি.];

৮. যায়েদ ইবনে সাবিত [রা] [মৃ. ৪৫ হি.];

Dhaka University Institutional Repository

৯. আবু মুসা আলআশআরী [মৃ. ৪৪ হি.];

১০. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের [রা] [মৃ. ৭৩ হি.];[১]

আর তাবেয়িদের মধ্যে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন–

১. সাঈদ ইবনে যুবায়ের [মৃ. ৯৪ হি.];

২. মুজাহিদ ইবনে জাবর [মৃ. ১০৪ হি.];

৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [মৃ. ১০৪ হি.] ;

৪. আবুল আলিয়া [মৃ. ৯০ হি.]; প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যেকই স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাফসির চর্চায় আত্মনিয়োগ করে অবদান রেখে গেছেন। অধুনাকালে এঁদের তাফসিরের অস্তিত্ব গ্রন্থাকারে পাওয়া না গেলেও এঁদের অসংখ্য বর্ণনা বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

হিজরি দ্বিতীয় শতক

এশতকে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তার লাভ করার কারণে তাবেয়িগণ সাহাবিদের সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তারা তাফসির বিদ্যার জ্ঞান লাভের জন্য সাহাবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাহাবিদের সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের কারণে তাঁরা অতি অল্প সময়ে এ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। অতএব বলা যায়, এ শতকে তাফসির সংকলনের অভিযাত্রা শুরু হয়। আর তাবেয়িগণ তাফসির অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাফসির শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন কয়েকজন তাবেয়ি হচ্ছেন–

১. জাবির ইবনে ইয়াযিদ আলজুফী [মৃ. ১২৩ হি.];

২. শোবা ইবনুল হাজ্জাজ [মৃ. ১৬০ হি.];

৩. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না [মৃ. ১৯৮ হি.];

৪. মুজাহিদ ইবনে জাবর আলমাক্কী [মৃ. ১০৪ হি.];

৫. ইয়াযিদ ইবনে হারুন [মৃ. ১১৭ হি.];

৬. সাইদ ইবনে মুকাতিল [মৃ. ১৫০ হি.];

৭. ইবনে জুরাইজ [মৃ. ১৫০ হি.];

৮. ওয়াকি ইবনে জাররাহ [মৃ. ১৯৬ হি.][৩]

হিজরি তৃতীয় শতক

এ শতকে তাফসিরের চর্চা, প্রচার, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। এ শতকে মনীষীগণ তাফসির শিক্ষা ও চর্চার দিকে পূর্বের তুলনায় অনেক ব্যাপক ভিত্তিতে মনোনিবেশ করেন। এছাড়া এ শতকে বহুবিধ ইসলাম বিরোধী ভাবধারা ও ফিতনা–ফাসাদের উদ্ভব হয়। ইসলামি খিলাফতকে চূর্ণ করে দিয়ে জাহেলিয়াতের সর্বপ্লাবী সয়লাবে ইসলামের নাম,–নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাহাবিদের উত্তরকালে একনিষ্ঠ তাবেয়িদের অক্লান্ত চেষ্টায়–সাধনা ও অভিনিবেশের ফলে ইসলাম উহার আদর্শিক বুনিয়াদকে

১. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লী: কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯

২. সাহাবিদের তাফসির চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায় দ্র:

৩. তাবেয়িদের তাফসির চর্চা সম্পর্কে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৪র্থ অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

মজবুত ও শক্তিশালী করে রাখতে সমর্থ হয়। মুসলিম সমাজে এই পর্যায়ে যেসব বাতিল চিন্তা ও মতবাদের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে বল্গাহীন বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রবল প্রবণতা। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস পর্যন্ত যাচাই করা শুরু হয়। যা মানুষের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেকের তুলাদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না, তা প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। এ সমস্ত বাতিল চিন্তাধারার প্রভাব থেকে তাফসির অভিজ্ঞানকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে হাদিসের আলোকে তাফসির রচিত হয়। এছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসির চর্চার অনুসৃত ধারানুযায়ী এশতকে অসংখ্য তাফসির রচিত হয়। তাফসির সাহিত্যের ইতিহাসে এশতক তাফসির চর্চার স্বর্ণযুগ বা Golden Age হিসেবে খ্যাত। এশতকে যেসব মনীষী তাফসির চর্চায় অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন–

১. ইমাম আবু বকর আদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলকুফী [মৃ. ২৩৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম, *তাফসিরু আবী শায়বা*।

২. শায়খ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ আলহানযালী আননিশাপুরী [মৃ. ২৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসির ইবনে রাহওয়াই।

৩. আবু হাতিম সাহল ইবনে মুহাম্মদ সিজিস্তানী [মৃ. ২৪৮ হি.] তাঁর তাফসিরের নাম ইখতিলাফুল মাসাহিফ।

৪. শায়খ আবি মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে হাবিব [মৃ. ২৩৯ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *রাগাইবুল কুরআন*।

৫. বাকি ইবনে মাখলাদ আলকুরতুবী [মৃ. ২৮৬ হি.]। তাঁর গ্রন্থিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআন*। ইবনে হাযমের মতে :[৪] তার তাফসির গ্রন্থের ন্যায় আজও কোন তাফসির রচিত হয়নি।

৬. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী। [মৃ. ৩১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*। মুসলিম উম্মাহর কাছে তাঁর তাফসিরটি *'তাফসিরে তাবারী'* নামে পরিচিত। কুরআন ব্যাখ্যায় তিনি সনাতন ধারার পথিকৃত।[৫]

হিজরি চতুর্থ শতক

এ শতক তাফসির অভিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার শতক। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারা অবলম্বনে তাফসির রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আসার, বুদ্ধিভিত্তিক, আকিদা–বিশ্বাস ও সুফিতাত্ত্বিক চিন্তা–চেতনায় যেসব মনীষী তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফাসসির হলেন–

১. আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আততাহাবী [মৃ. ৩২১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির আহকামুল কুরআন ও তাফসিরুল কুরআন।*

২. মুহাম্মদ ইবনে বাহার আলইস্পাহানী [মৃ. ৩২২ হি.]। তাঁর তাফসিরের নাম জামিউত তাবিল।

৩. ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৩২৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম মাসাদিরুল কুরআন।

---

৪. কাসিম আলকায়সী, *তারিখুত তাফসির*, ইরাক : আলমাজমাউল ইলমী, ১৯৬৬ খ্রি., পৃ. ৬৭

৫. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

৪. আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আননাহহাস [মৃ. ৩৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম ইরাবুল কুরআন।

৫. আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইবনে আসবাগ আলকুরতুবী [মৃ. ৩৪০ হি.] তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আহকামুল কুরআন*।

৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আলমুসেলী [মৃ. ৩৫১ হি.]। মুতাযিলা আকিদার ভিত্তিতে বিরচিত তাঁর তাফসির গ্রন্থের নাম শিফাউস সুদুর।

৭. আহমাদ বিন আলি আবু বকর আলজাসসাস [মৃ. ৩৭০ হি.]। হানাফী মতাদর্শের ভিত্তিতে ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ক তাঁর তাফসিরের নাম আহকামুল কুরআন।[৬]

৮. ইবনে আতিআহ আদদামিশকী [মৃ. ৩৮৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসিরুল কুরআন।

৯. ফকীহ আবুল লাইস আসসামারকান্দী [মৃ. ৩৯৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *বাহরুল উলুম।* তবে মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি তাফসিরে সামারকান্দী নামে পরিচিত।[৭]

১০. আবু নসর মানসুর ইবনে আলি সাইদ [মৃ. ৩৫৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাজুল মাআনি ফি তাফসিরে সাবউল মাসানী*।

১১. আবুল হাসান ইবনে আলি ইবনে ইসা আর রুম্মানী [মৃ. ৩৮৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির রুম্মানী*।

হিজরি পঞ্চম শতক

এ শতকে তাফসির চর্চার ক্ষেত্রে সনাতনী ধারার পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে কোনো কোনো তাফসিরকারক দীর্ঘ সনদের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা পরিহার করেন। আবার কেউ কেউ সনদভিত্তিক তাফসির সুখপাঠ্যের অন্তরায় ভেবে সনদ আদৌ ব্যবহার করেননি। ফলে কুরআন ব্যাখ্যায় সনাতনী পদ্ধতি সনদের বিলুপ্তি ঘটে আর দুর্বলতা ও ইসরাইলী রেওয়ায়িতের অনুপ্রবেশ ঘটে। রেওয়ায়িতের পরিবর্তে দিরায়াতের আলোকে তাফসির রচনার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়। এ শতকে প্রায় এমন চল্লিশ জন প্রাজ্ঞ মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মনীষী হলেন–

১. আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ মুতরিফ আলআন্দালুসী [মৃ. ৪০২ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *আসবাবুন নুযুল*।

২. আবু আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন আসসুলামী [মৃ. ৪০৬ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *আমসালুল কুরআন*।

৩. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আম্মার আলমাহদুবী [মৃ. ৪৩১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আততাফসিলুল জামি লি উলুমিত তানযিল*।

৪. আবু ইসহাক আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আসসালাবী [মৃ. ৪২৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলকাশফুল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

৫. আবুল হাসান আলি ইবনে ইবরাহিম আল হাওফী [মৃ.৪৩০ হি.]।তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আলবুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

---

৬. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্র:

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬. আবু উমার ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ আলকুরতুবী [মৃ. ৪৩৭ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *আলবায়ান*।

৭. আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আলবায়হাকী [মৃ. ৪৫৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আহকামুল কুরআন*।

৮. আবুল হাসান আলি ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী [মৃ. ৪৬৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলবাসীত*।

৯. আলমাওয়ার্দী [মৃ. ৪৫০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আননুকাতুল উয়ুন*।

১০. আবুল ফাতাহ সুলাইমান ইবনে আইউব আলরাযী [মৃ. ৪৭৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল ফি যিরাইল কুলুব*।

১১. আবুল আলা আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ আলমাআররী [মৃ. ৪৯৯ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলফুসুল ওয়ালগুগাত*।

১২. হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলমুফাদ্দাল আলরাগিব আল ইস্পাহানী [মৃ. ৫০০ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *আলদুররাতুত তাবিল*।

১৩. আবু হামিদ মুহাম্মদ আলগাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.]।তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ইয়াকুতুত তাবিল ফি তাফসিরিত তানযিল*।

হিজরি ষষ্ঠ শতক

এ শতকে তাফসিরের ক্ষেত্রে আলকুরআনের ইজাযকে প্রাধান্য দিয়ে তাফসির শাস্ত্রে এক নবধারা প্রবর্তিত হয়। আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীকে এ ধারার পথিকৃত মনে করা হয়। তাঁর নবতর ধারার আলোকে বিরচিত অসংখ্য তাফসির পরিলক্ষিত হয়। যেসব সুবিজ্ঞ আলিম এ ধারার আলোকে তাফসির রচনায় অবদান রাখেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন–

১. হাসান ইবনে ফাতাহ আলহামাদানী [মৃ. ৫০১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলবাদী ওয়াল বায়ান।

২. আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে হামযা আলকারমানী [মৃ. ৫০১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল গারাইব ওয়াল আযাইব*।

৩. আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ আলকাইয়াল হারাসী [মৃ. ৫০৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আহকামুল কুরআন*।

৪. আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আলফাররা আলবাগাবী [মৃ. ৫১৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মাআলিমুত তানযিল*।

৫. আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমুদ বিন ওমর আযযামাখশারী আলখাওয়ারিযমী [মৃ. ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলকাশশাফ*।

৬. ইবনুল আরাবী [মৃ. ৫৪৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আহকামুল কুরআন*।

৭. ইবনুল জাওযী [মৃ. ৫৯৭ হি.। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *যাদুল মাসির*।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি সপ্তম শতক

এ শতকে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেক বিপ্লবাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়। ৬৫৬ হিজরি/১২৫৮ খ্রি. সালে তাতার রাজবংশের উর্ধ্বতন পুরুষ হালাকুখান বাগদাদ আক্রমণ করে এবং প্রায় বিশ লাখ মুসলমনকে হত্যা করে।[৮] দুইলাখ যোদ্ধা নিয়ে হালাকুখান এই অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলিফা মুসতাসিমকে[৯] হত্যা করে বাগদাদে আব্বাসী খিলাফতের অবসান ঘটায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ অশান্ত পরিবেশের কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দাভাব এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদনহীনতা দেশকে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির দিকে নিয়ে যায়।[১০] ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা চর্চার দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এ কারণে সমকালীন বিদ্বানগণ জ্ঞান চর্চা থেকে প্রায় নিবৃত্ত থাকেন। ফলে অন্যান্য শতকের চেয়ে এ শতকে তাফসির চর্চা অনেকটা হ্রাস পায়। এ কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ বাগদাদ, বসরা, কুফা ও মদিনা থেকে দামিশক, কায়রো, কুদস, আলেকজান্দ্রিয়া, হামাত, হালাব, আলোপ্পো, হিমস, উসুয়ুত ও ফায়্যুম নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। এই যুগে কায়রো সেই ভূমিকা পালন করে, যা ইতিপূর্বে বাগদাদ পালন করতো। ফলে কায়রোতে আলিম-ওলামা ও কবি-সাহিত্যিকদের ভিড় জমতো।[১১] এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শাসকবর্গের মনোযোগ প্রত্যাহৃত হলো। লেখককে তার গ্রন্থের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে পুরস্কৃত করার ধারা বদল হয়।[১২] বড় বড় গ্রন্থাগারের সংখ্যা হ্রাস পায়। কারণ বাগদাদ লুণ্ঠনের সময় মোগল ও তাতাররা গ্রন্থাগারগুলো পুড়িয়ে দিয়ে নদী বক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। তদ্রূপ স্পেন অধিকার করার পর সেখানকার অধিবাসীরা সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছে। ইসলামি উপদলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলশ্রুতিতেও বহু মূল্যবান গ্রন্থ বিনষ্ট হয়েছিল। এমন চরম দুর্দিনেও যে সমস্ত মনীষী তাফসির অভিজ্ঞান রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি কুড়িয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১. ইমাম ফখরুদ্দিন আররাযী [মৃ. ৬০৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মাফাতিহুল গাইব* । তবে মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি তাফসিরে কাবির নামে সমধিক পরিচিত।

২. আবু মুহাম্মাদ যুবরাহান আসসিরাজী [মৃ. ৬০৬হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আরাইসুল বায়ান।

৩. আবুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আসসাখাবী [মৃ. ৬৪৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরটি *তাফসিরে সাখাবী* বলে পরিচিত।

৪. কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবী [মৃ. ৬৮৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল* । মুসলিম মিল্লাতের কাছে এটি তাফসিরে বায়যাবী হিসেবে খ্যাত।

৫. মাআরী ইসমাইল ইবনে হুসাইন আলমাওসেলী [মৃ. ৬৩০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলবায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

---

৮. ইবনে কাসির, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া,* পাকিস্তান : আলমাকতাবাতুল কুদসিয়াহ, তা:বি:, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫

৯. তাঁর পুরো নাম আবু আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আল মুসতানসির বিল্লাহ। ৬০৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন, আর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন ৬৪০ হিজরিতে। তখন তাঁর বয়স ৪৭ বছর। মাত্র ১৫ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ৬৫৬ হিজরিতে নিহত হন। *[দ্র: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩শ খণ্ড]*

১০. ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি অষ্টম শতক

তাতার রাজবংশের উর্ধ্বতন পুরুষ হালাকুখানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ বাগদাদ আক্রমণের কারণে মুসলিম পন্ডিতদের জ্ঞান চর্চার ধারা স্তিমিত হয়ে যায়। এ শতকে সেই ধারার উদ্যমতা ফিরে আনতে মুসলিম পন্ডিতগণ প্রয়াসী হন। তাঁরা থেমে যাওয়া জ্ঞান চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেন। এ সময় তাফসির চর্চায় যাঁরা মনোনিবেশ করে তাফসির শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন–

১. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমুদ আননাসাফী [মৃ. ৭১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল*।

২. কুতুবুদ্দিন মাহমুদ ইবনে মাসউদ আসসিরাজী [মৃ. ৭১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুল মান্নান*।

৩. আলাউদ্দিন ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আলবাগদাদী [মৃ. ৭২৫ হি.]। তাঁর সংকলিত তাফসিরের নাম *লুবাব ফি মাআনিত তানযিল*।

৪. আবু হাইয়্যান আলআন্দালুসী [মৃ. ৭৪৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলবাহরুল মুহিত*।

৫. হাজার ইবনে আবদির রহমান আলআযাদী [মৃ. ৭৭৩ হি.] তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *আততিবইয়ান ফি তাফসিরুল কুরআন*।

৬. হাফিয ইমামুদ্দিন ইসমাইল ইবনে কাসির আলকুরাশী [মৃ. ৭৭৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*। তবে মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি তাফসির ইবনে কাসির হিসেবে পরিচিত।

৭. ইবনে জাররাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ [মৃ. ৭৭৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুল কাদির*।

৮. যাইনুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে শামসুদ্দিন [মৃ. ৭৬৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আযযাহাবুল ইবরিজ ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিয*।

৯. আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশশায়খী আলবাগদাদী [মৃ. ৭৪১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আততাবিল লি মাআনিত তানযিল*।

হিজরি নবম শতক

এ শতকে মুসলিম শাসকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির চরম উন্নতি সাধিত হয়। শাসকবৃন্দের সহায়তায় মুসলিম পন্ডিতগণ ইসলামের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখেন। আসার, রায় ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন মনীষী তাফসির রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন–

১. আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আরাফা আলমালেকী [মৃ. ৮০৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআন*।

Dhaka University Institutional Repository

২. শায়খ বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আলকিয়াফী [মৃ. অজ্ঞাত]। *আলআসআলা ফিল বাসমালা* নামে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা সংকলন করেন।

৩. শায়খ শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন মাহমুদ সিওয়াসী [মৃ. ৮৩০ হি.]। *উয়ুনুত তাফসির* নামে একটি তাফসির গ্রন্থের সংকলক তিনি।

৪. শামসুদ্দিন ইবনে উমার আল যাওয়ালী দৌলতাবাদী [মৃ. ৮৪৯ হি.] । *আলবাহরুল মাওয়াযের* নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন।

৫. হাফিয আহমাদ ইবনে আলি ইবনে হাজার আসকালানী [মৃ. ৮৫২ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আহকামুল বায়ান*।

৬. জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলমহাল্লী [মৃ. ৮৬৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *জালালাইন*। তিনি এই তাফসিরের দ্বিতীয়ার্ধের [সুরা কাহাফ থেকে শেষ পর্যন্ত] সংকলক।

৭. জালালুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আসসুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নামও জালালাইন। তিনি এই তাফসিরের প্রথমার্ধের [সুরা ফাতিহা থেকে বণি ইসরাইল পর্যন্ত] সংকলক।

৮. আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাখলুক আসসালাবী [মৃ. ৮৭৬ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *জাওয়াহিরুল হিসান*।

৯. শায়খ নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আলকারকুমাস [মৃ. ৮৮২ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *ফাতহুর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

১০. বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে উমার আলবাকাই [মৃ. ৮৮৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *নাযমুদ দুরার*। কনসটান্টিনোপল এবং মিসরের আলখাদুবিয়া গ্রন্থাগারে এই তাফসিরটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[১৩]

১১. আবুল গানাইম কামলুদ্দিন আবদুর রাজ্জাক ইবনে জামালুদ্দিন আলকাসানী [মৃ. ৮৮৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাবিলাতুল কুরআন*।

১২. মোল্লা হুসাইন আলওয়াইয আলকাশেফী [মৃ. ৯০০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির আলহুসাইনী*। অবশ্য জাওয়াহিরুত তাফসির নামে তাঁর আরো একটি তাফসিরের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪]

১৩. শায়খ নুরুদ্দিন সাইয়েদ মইন ইবনে সাইয়েদ শফিউদ্দিন [মৃ. ৮৯৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *জামিউত তিবয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

১৪. সাইয়েদ আলাউদ্দিন আলি ইবনে ইয়াহইয়া আসসামারকান্দী [মৃ. ৮৬০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *বাহরুল উলুম ফিত্ তাফসির*।

১৫. আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আলফিরোজাবাদী [মৃ. ৮১২ হি.]। তাঁর সংকলিত তাফসির গ্রন্থের নাম *তানবিরুল মিকবাস ফি তাফসিরে ইবনে আব্বাস*।

১৬. আবু সউদ মুহাম্মাদ আলইমাদী [মৃ. ৮৮২ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযায়াল কুরআনিল কারিম*।

---

১৩. আবদুস সামাদ সারিম আলআযহারী, *তারিখুত তাফসির*, পৃ. ৬০

১৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি দশম শতক

এ শতকে মামলুকী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি জ্ঞান গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়। মিসরের কায়রো নগরী জ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে যেসব আলিম তাফসির অভিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁরা হলেন–

১. শায়খ মঈনুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদির রহমান আলআইজী [মৃ. ৯০৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *জামিউল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

২. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর আসসুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে– *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, *আততাহবির ফি উলুমিত তাফসির*, *আদদুররুল মানসুর*।

৩. শায়খ কাযী যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ আলআনসারী [মৃ. ৯৩৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির হচ্ছে *ফাতহুর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

৪. শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আলবিকরী [মৃ. ৯৫০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির হচ্ছে *আলওয়াযিহুল ওয়াজিয ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিয*।

৫. মহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলেহউদ্দিন আলকুযী [মৃ. ৯৫১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তানাসুখুদ দুরার*।

৬. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে খতিব শারবীনী [মৃ. ৯৭৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আসসিরাজুম মুনির ফি মাআরিফাতি বাযি মাআনি রাব্বানাল হাকিমিল খাবির*।

৭. শায়খ বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে রাফিউদ্দিন আলগুযী [মৃ. ৯৮৪হি.]। জানা যায় দুটি গদ্যে একটি পদ্যে মোট তিনটি তাফসির রচনা করেন। এসব তাফসিরে ১ লাখ ৮০ হাজার আরবি কবিতার উল্লেখ রয়েছে।[১৫]

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি একাদশ শতক

এ শতকে তাফসির শাস্ত্রের তেমন বেশি গবেষণা হয়নি। মনীষীগণ তাফসির গবেষণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম সংখ্যকই অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অবদানে তাফসির অভিজ্ঞানের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে এঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. শায়খ মুবারক ইবনে খিযরনাপুরী [মৃ. ১০০১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মানবাউ উয়ুনিল মাআনী*।

২. শায়খ আবুল ফায়েয আলফাইযী [মৃ. ১০০৪হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম সাওয়াতিউল ইলহাম।

৩. কাযী আবদুস শহীদ সোহরাওয়ার্দী [মৃ. ১০১১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *বায়ানুল কুরআন*।

৪. শায়খ আবদুল মুহসিন ইবনে সুলাইমান [মৃ. ১০২৫ হি.]। তিনি *জামিউল আসরার* নামক তাফসির সংকলন করেন।

৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ [মৃ. ১০৫৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *যিয়াউস সাবিল ইলা মাআনিত তাবিল*।

৬. শায়খ আহমাদ মোল্লাজিউন [মৃ. ১০৬৯ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম *আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া*।

হিজরি দ্বাদশ শতক

এ শতকে পূর্ববর্তী শতকের চেয়ে তুলনামূলক আরো কমসংখ্যক মনীষী তাফসির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ শতকে যাঁদের অবদান তাফসির শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয় তাদের অনেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সুবিজ্ঞ আলিম। এঁদের মধ্যে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি এমন কয়েকজন মুফাসসির হলেন–

১. মৌলভী গোলাম নকশাবন্দী লাখনাবী [মৃ. ১১২৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *হাশিয়াতু আনওয়ারিল কুরআন* ।

২. আবুল ফিদা ইসমাইল আলহাক্কী [মৃ. ১১২৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *রুহুল বায়ান*।

৩. মৌলভী আসগর আলি কৌনজী [মৃ. ১১৪০হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম সাওয়াকিবুত তানবিল।

৪. শায়খ গোলাম মোস্তফা ইবনে আবদির রহমান আজমিরী [মৃ. ১১৫৫ হি.] *উমদাতুল ফুরকান* তার রচিত তাফসির গ্রন্থ।

৫. শাহ ওয়ালি উল্লাহ দিহলবী [মৃ.১১৭৬হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুর রহমান*।

৬. শায়খ সুলায়মান ইবনে জুমাল [মৃ. ১১৯৬ হি.] তাঁর রচিত তাফসিরের নাম ফুতুহাতুল ইলাহিয়াহ।

৭. শায়খ আবদুল আযিয দিহলবী [মৃ. ১৮২৪ খ্রি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুল আযিয ফিত তাফসির*।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি ত্রয়োদশ শতক

এ শতকে মনীষীগণ আসার (الآثار) ও রায়ের (الرأى) আলোকে তাফসির রচনায় ব্রতী হন। তাঁরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তাফসির রচনায় প্রয়াস পান। এ শতকে যাঁরা তাফসির গবেষণা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন মুফাসসির হলেন–

১. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১২২৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির মাযহারী* ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ তাফসির গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

২. শাহ আবদুল কাদির দিহলবী [মৃ. ১২৩০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মুযিহুল কুরআন* গ্রন্থখানি আলকুরআনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ আলকুরআনের অনুবাদ।

৩. কাযী শওকানী [মৃ. ১২৫৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুল কাদির*।

৪. শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *রুহুল মাআনী*। এটি তাফসির আসসাবউল মাসানী হিসেবেও প্রসিদ্ধ।

৫. নওয়াব কুতুবুদ্দিন খান দিহলবী [মৃ. ১২৯৫ হি.] উর্দুতে রচিত তাঁর তাফসিরের নাম জামিউত তাফসির।

হিজরি চতুর্দশ শতক

এ শতক থেকে তাফসির অভিজ্ঞানের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। মানব রচিত মতবাদের দ্বারা অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র প্রভাবিত হলে ধর্মীয় চিন্তা–চেতনার তামাদ্দুনিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। মুসলিম জাহানে বাতিল মতবাদ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি শিক্ষা–সংস্কৃতি প্রসার ও ইসলামি চেতনার স্লোগান স্তিমিত হতে থাকে। মুসলিম জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সমকালীন বিশেষজ্ঞ আলিমগণ জাহেলিয়াতের আকিদা বিধ্বংসী চিন্তাধারা থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন। সাথে সাথে তাদের ক্ষুরধার লেখনী ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামি তাহযিব তামাদ্দুনকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। মুসলিম জাহানের দিক দিগন্তে আলিম সমাজ কুরআন গবেষণার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েন, অবদান রাখেন তাফসির গবেষণায়। এরূপ কয়েকজন প্রসিদ্ধ মনীষী হলেন–

১. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী। *ফাতহুল বায়ান* তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম।

২. আবদুল হক দিহলবী [মৃ. ১৯০০ খ্রি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফাতহুল মান্নান*। অবশ্য মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি *তাফসির হাক্কানী* নামে পরিচিত।

৩. উসমান ইবনে মুহাম্মাদ আলবিকরী [মৃ. ১৩১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*।

৪. সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে হায়দার আলজানাবেযী [মৃ. ১৩১১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *বয়ানুস সাআদা ফি মাকামাতিল ইবাদাহ*।

৫. মুহাম্মাদ নুবী আলজাবী [মৃ. ১৩১৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আততাফসিরুল মুনির লি মাআলিমুত তানযিল*।

৬. মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু [মৃ. ১৩২৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল কুরআনিল হাকিম*।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলইস্কান্দারী [মৃ.১৩৩০হি.] ।কাশফুল আসসার আলনুরানিয়া তাঁর গ্রন্থের নাম।

৮. মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন আলকাসেমী [মৃ. ১৩৩২ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *মাহাসিনুত তাবিল*। অবশ্য এটি তাফসিরে আলকাসেমী হিসেবেও পরিচিত।

৯. মুহাম্মাদ জাওয়াদ আলবালাগী [মৃ. ১৩৫২ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলাউর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন*।

১০. সাইয়েদ রশিদ রিযা [মৃ. ১৩৫৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরুল মানার*।

১১. হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলবাকিলী [মৃ.১৩৬৮হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসিরুল কুরআন।

১২. শায়খ তানতাবী জাওহারী [মৃ. ১৩৫৯ হি.]। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসিরের নাম *আলজাওয়াহির ফি তাফসিরিল কুরআন*।

১৩. নাসির ইবনে আবদিল্লাহ [মৃ. ১৩৭৬ হি.।] । তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *কারিমির রহমান ফি তাফসিরে কালামিল মান্নান*।

১৪. মুহাম্মাদ আমিন ইবনে মুহাম্মাদ আলমুখতার শানকিতী [মৃ. ১৩৯৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আদওয়াউল বায়ান ফি ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন*।

হিজরি পঞ্চদশ শতক

এ শতকে বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার তাফসির রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মনীষীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন মুফাসসির হলেন–

১. সাইয়েদ কুতুব [শাহাদাত. ১৯৬৬ খ্রি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *ফি যিলালিল কুরআন*। সম্প্রতিকালে বাংলা ভাষায় আলকুরআন একাডেমী লন্ডন এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

২. মুহাম্মাদ আলি সায়েস [মৃ. ১৯৭৬ খ্রি.] । তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসিরু আয়াতিল আহকাম।*

৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী [মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.] তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফহিমুল কুরআন*। বাংলাদেশের আধুনিক প্রকাশনী ও খায়রুন প্রকাশনী এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

৪. মুহাম্মাদ আলি সাবুনী (জীবিত)। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *সাফওয়াতুত তাফসির ও রাওয়াইউল বায়ান*।

৫. আবু মুহাম্মাদ মান্না খলিল আলকাত্তান (জীবিত)। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসির *আয়াতিল আহকাম*।

৬. ড. ওয়াহাবাতুয যুহাইলী (জীবিত)। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আততাফসির আলমুনির ফিল আকিদা ওয়াশ শরীআহ*।

৭. আয়শা বিনতে শাতবী (জীবিত)। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *তাফসির আলবায়ানী লিল কুরআনিল কারিম*।

৮. মুহাম্মাদ রশিদী (জীবিত)। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম *আলমুজায ফি তাফসিরিল কুরআন*।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ ও তাঁদের তাফসিরসমূহ

রাসুল [স] ছিলেন আলকুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাতা। তিনি কুরআনের বিভিন্ন জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা সাহাবিদের সামনে উপস্থাপন করতেন। রাসুলের [স] পর সাহাবিগণ একাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা রাসুলের [স] কাছ থেকে জ্ঞাত পদ্ধতিতে সতর্কতার সাথে তাফসির করতেন। সাহাবিদের মধ্যে দশজন সাহাবি তাফসির বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[১] তাঁরা তাবেয়িদের মাঝে কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। তাবেয়িগণ সাহাবিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পদ্ধতিতে তাফসির করতেন। এদের মধ্যে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া উসুলুত তাফসিরের ভূমিকায় লিখেছেন :[২] "واما التفسير فاعلم الناس به اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس رض" "তাবেয়িদের মধ্যে সর্বাধিক তাফসির জানতেন মক্কাবাসীরা। কেননা তাঁরা ইবনে আব্বাসের [রা] শিষ্য।" এরপর তাবে তাবেয়িগণ তাফসির চর্চায় মনোবিবেশ করেন। তাঁদের তাফসির মূলত সাহাবি ও তাবেয়িদের বর্ণনার সংকলন। এদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এভাবে রাসুলের [স] যুগে তাফসিরের যে অভিযাত্রা শুরু হয় তা আজও অব্যাহত আছে। এদীর্ঘ সময়ে অনেক মনীষী তাফসিরের চর্চায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। যাঁদের তাফসির ও তাফসির রচনা পদ্ধতি কালের গণ্ডি পেড়িয়ে আজও বিশ্ববাসীকে হিদায়াত ও পুণ্যের উত্তাপ যোগাচ্ছে। এঁদের সকলের অবদান স্বীকার করার মতো হলেও এখানে সকলের নাম উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই তাফসিরের ক্ষেত্রে যাঁদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে এবং যাঁদের তাফসির কালজয়ী সৃষ্টি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত হয়েছে কেবল তাদেরই একটি পরিসংখ্যান এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

সনদভিত্তিক মুফাসসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
০১.	আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী[৩]	জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন	তাফসির তাবারী	৩১০হি.
০২.	আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাসির আদদিমাশকী	তাফসির কুরআনিল আযিম	তাফসির ইবনে কাসির	৭৭৪হি.
০৩.	নসর বিন মুহাম্মাদ আসসামারকান্দী[৪]	বাহরুল উলুম	তাফসির সামারকান্দী	৩৩৭হি.
০৪.	আহমাদ বিন ইবরাহিম আসসাআলাবী	আলকাশফু ওয়াল বায়ান	তাফসির সাআলাবী	৪২৭হি.
০৫.	হুসাইন বিন মাসউদ আলবাগাবী	মাআলিমুত তানযিল	তাফসির বাগাবী	৫১০হি.
০৬.	আবদুল হক বিন গালিব আলআন্দালুসী	আল মুহাররার আলওয়াযিয ফি তাফসিরিল কিতাব	তাফসির ইবনে আতিয়াহ	৫৪৬হি.
০৭.	আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আসসাআলাবী	আলজাওয়াহিরুল হিসান ফি তাফসিরিল কুরআন	তাফসির সাআলাবী	৮৭৬হি.
০৮.	জালালুদ্দিন সুয়ুতী	আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসিরিল মাসুর	তাফসির সুয়ুতী	৯১১হি.

১. সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, দিল্লী: কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭
২. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দামা উসুলুত তাফসির*, বৈরূত : দারুল কুতুব, তা:বি:, পৃ. ১৫
৩. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায় দ্র:
৪. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫ম অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিবৃত্তিক মুফাসসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
০৯.	মুহাম্মাদ বিন ওমর ইবনুল হুসাইন আররাযী	মাফাতিহুল গাইব	তাফসির রাযী	৬০৬হি.
১০.	আবদুল্লাহ বিন ওমর আলবায়যাবী	আনওয়ারুত তানযিল ওয়াআসরারুত তাবিল	তাফসির বায়যাবী	৬৮৫হি.
১১.	আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলখাযিন	লুবাবুত তাবিল ফি মাআনিত তানযিল	তাফসির খাযিন	৭৪১হি.
১২.	আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আননাসাফী	মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল	তাফসির নাসাফী	৭০১হি.
১৩.	নিযামুদ্দিন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আননিশাপুরী	গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান	তাফসির নিশাপুরী	৭২৮হি.
১৪.	মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে মুস্তফা আততাহাবী	ইরশাদুল আকলিস সালিম	তাফসির তাহাবী	৯৫২হি.
১৫.	মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন হাইয়ান আলআন্দালুসী	আলবাহরুল মুহিত	তাফসির আবি হাইয়ান	৭৪৫হি.
১৬.	শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী	রুহুল মাআনী	তাফসির আলুসী	১২৭০হি.
১৭.	শায়খ মুহাম্মাদ শারবিনী আলখতিব	আসসিরাজুল মুনির	তাফসিরুল খতিব	–
১৮.	জালালুদ্দিন মহাল্লী ও সুয়ুতী	তাফসিরুল জালালাইন	তাফসির জালালাইন	৯১১হি.
১৯.	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ফারাহ আলকুরতুবী	আলজামি লি আহকামিল কুরআন	তাফসির কুরতুবী	৬৭১হি.

আহকাম বিষয়ক মুফাসসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
২০.	আহমাদ বিন আবু বকর আলজাসসাস[৫]	আহকামুল কুরআন (হানাফী)	তাফসির জাসসাস	৩৭০হি.
২১.	আলি বিন মুহাম্মাদ তাবারী আল কায়াল হারাসী	আহকামুল কুরআন (শাফেয়ি)	তাফসির কায়াল হারাসী	৫০৪হি.
২২.	জালালুদ্দিন সুয়ুতী	আল ইকলিল ফি ইস্তিনবাতিত তাবিল	তাফসির সুয়ুতী	৯১১হি.
২৩.	মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলআন্দালুসী	আহকামুল কুরআন (মালেকী)	তাফসির ইবনুল আরাবী	৫৪৩ হি.

৫. অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

২৪.	মুহাম্মাদ আল আসসাইস	তাফসির আয়াতুল আহকাম	তাফসির আয়াতুল আহকাম	অজ্ঞাত
২৫.	মুহাম্মাদ আলি সাবুনী	রাওয়ায়িল বায়ান ফি তাফসিরি আয়াতিল আহকাম	তাফসির আয়াতুল আহকাম	অজ্ঞাত
২৬.	মিকদাদ বিন আবদুল্লাহ আসসুয়ুরী	কানযুল ইরফান (শিয়া)	তাফসির সুয়ুরী	নবম হি.
২৭.	ইউসুফ বিন আহমাদ আসসুলাসী	লাসমারাতুল ইয়ানাহ (যায়েদী)	তাফসির যুবাইদী	৮৩২হি.
২৮.	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ফারাহ আলকুরতুবী[৬]	আলজামি লি আহকামিল কুরআন (মালেকী)	তাফসির কুরতুবী	৬৭১হি.

সুফি মুফাসসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
২৯.	সাহাল বিন আবদুল্লাহ তাশতারী	তাফসিরুল কুরআনিল কারিম	তাফসির তাশতারী	অজ্ঞাত
৩০.	আবু আবদুর রহমান আসসিলমী	হাকায়িকুত তাফসির	তাফসির সিলমী	অজ্ঞাত
৩১.	আহমাদ বিন ইবরাহিম আননিশাপুরী	আলকাশফ ওয়াল বায়ান	তাফসির নিশাপুরী	অজ্ঞাত
৩২.	মুহিউদ্দিন বিন আরাবী	তাফসির ইবনে আরাবী	তাফসির ইবনে আরাবী	অজ্ঞাত
৩৩.	শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ আলুসী[৭]	রুহুল মাআনী	তাফসির আলুসী	১২৭০হি.

মুতাযিলা ও শিয়াপন্থী মুফাসসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
৩৪.	আবদুল জব্বার বিন আহমাদ আলহামাযানী	তানযিহুল কুরআন আন মাতাআন (মুতাযিলী)	তাফসির হামাযানী	৪১৫হি.
৩৫.	আলি বিন আহমাদ হুসাইন	আমালিশ শরিফ আলমুরতাযা (মুতাযিলী)	তাফসির মুরতাযা	৪৩৬হি.
৩৬.	মাহমুদ বিন ওমর আযযামাখশারী	আলকাশশাফ (মুতাযিলী)	তাফসির যামাখশারী	৫৩৮হি.
৩৭.	আবদুল লতিফ কাযরানী	মিরাতুল আনওয়ার ওয়া মিশকাতুল আসরার (শিয়ী)	তাফসির মিশকাত	অজ্ঞাত

৬. কেউ কেউ কুরতুবীর তাফসিরকে আহকাম বিষয়ক না বলে তাফসির বির রায় বলে গণ্য করেছেন।

[দ্র. মুসা ইবরাহিম, উলুমুল কুরআন, পৃ. ১১৫]

৭. কেউ কেউ আলুসীর তাফসিরকে সুফিবাদী তাফসির না বলে বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসির বলে গণ্য করেছেন।

[দ্র: মুসা ইবরাহিম, উলুমুল কুরআন, পৃ. ১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.	হাসনান বিন আলি আলহাদী	তাফসিরুল আসকারী (শিয়ী)	তাফসির আসকারী	২৬০হি.
৩৯.	ফযল বিন হাসান আততাবরাসী	মাজমাউল বায়ান (শিয়ী)	তাফসির তাবরাসী	৫৩৮হি.
৪০.	মুহাম্মাদ বিন শাহ মুরতাযা আলকাসী	আশশাফী ফি তাফসিরিল কুরআন (শিয়ী)	তাফসির কাশী	১০৯০হি.
৪১.	আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলআলুবী	তাফসিরুল কুরআন (শিয়ী)	তাফসির আলুবী	১২৪২হি.
৪২.	সুলতান মুহাম্মাদ বিন হায়দার আলখুরাসানী	বায়ানুস সাআদাহ (শিয়ী)	তাফসির খোরাসানী	১৩১৫হি.

সমকালীন প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও তাফসির

ক্রম.	মুফাসসিরের নাম	তাফসিরের নাম	যে নামে প্রসিদ্ধ	মৃত্যু
৪৩.	মুহাম্মাদ রশিদ রিযা	তাফসিরুল কুরআনিল কারিম	তাফসির মানার	১৩৫৪হি.
৪৪.	শহিদ সাইয়েদ কুতুব	ফি যিলালিল কুরআন	তাফসির যিলাল	১৯৬৫খ্রি.
৪৫.	আহমাদ মুস্তফা আলমারাগী	তাফসিরুল মারাগী	তাফসির মারাগী	–
৪৬.	জামালুদ্দিন কাসেমী	মাহাসিনুত তাবিল	তাফসির কাসেমী	–
৪৭.	মুহাম্মাদ মাহমুদ আল হিজাযী	আততাফসিরুল ওয়াদিহ	তাফসির ওয়াদিহ	–
৪৮.	হাসনাইন মাখলুফ	সাফওয়াতুল বায়ান	তাফসির মাখলুফ	–
৪৯.	সিদ্দিক হাসান খান	ফাতহুল বায়ান	তাফসির হাসান খান	–
৫০.	তানতাবী জাওহারী	তাফসিরুল জাওহার	তাফসির জাওহার	–
৫১.	আবদুল ওয়াদুদ ইউসুফ	তাফসিরুল মুমিনীন	তাফসির মুমিন	–
৫২.	সায়িদ হুয়ী	আলআসাস ফিততাফসির	আলআসাস ফিততাফসির	–
৫৩.	শায়খ আবদুল জলিল ইসা	তাইসিরুত তাফসির	তাফসির ইসা	অজ্ঞাত
৫৪.	মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজেদী	আলমাসহাফুল মুফাসসির	তাফসির ওয়াজেদী	অজ্ঞাত
৫৫.	আবু যায়েদ আদদিমনাহুরী	আলহিদায়াহ ওয়াল ইরফান	তাফসির দিমনাহুরী	অজ্ঞাত
৫৬.	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	তরজমানুল কুরআন (উর্দু)	-----	১৩৭৭হি.
৫৭.	মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী	মাআরিফুল কুরআন(উর্দু)	-----	১৩৯৬হি.
৫৮.	মাওলানা আবুল আলা মওদূদী	তাফহিমুল কুরআন (উর্দু)	-----	১৯৭৯খ্রি.
৫৯.	মুহাম্মাদ আলি সায়েস	তাসিরু আয়াতিল আহকাম	তাফসির আয়াতিল আহকাম	১৯৭৬ খ্রি.
৬০.	আবু মুহাম্মাদ মান্না খলিল আলকাত্তান	তাফসিরু আয়াতিল আহকাম	তাফসির আয়াতিল আহকাম	জীবিত
৬১.	ড. ওয়াহাবাতুয যুহাইলী	আততাফসিরুল মুনির ফিল আকিদা ওয়াশ শরিআহ	তাফসির মুনির	জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হিজরি প্রথম শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

একনজরে

- ❖ হযরত আলি [রা]
- ❖ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]
- ❖ উবাই বিন কাব [রা]
- ❖ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]
- ❖ সাইদ বিন জুবায়ের [রা]
- ❖ আবুল আলিয়া [র]

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি প্রথম শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

হিজরি প্রথম শতক বলতে সাহাবিগণের যুগ ও তাবেয়িগণের যুগের প্রথমার্ধকে বুঝায়। এ শতকে কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসির লিখিত হয়নি। এ সময়কালে তাফসির সংকলিত বা সম্পাদিত হয়েছে মাত্র। এ শতকে তাফসির সংশ্লিষ্ট ভাষ্যসমূহকে আলাদাভাবে সংকলন করা হয়নি। এ কারণে হাদিসের সাথে এতদসংক্রান্ত আলোচনা মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়। তখন এসব ভাষ্যকে হাদিসের অংশ মনে করা হতো। হাদিসমূহের ন্যায় বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা অবিন্যস্ত ও পৃথকভাবে বর্ণনা করা হতো। হাদিসগুলো এতই অবিন্যস্ত ছিলো যে, তখন সালাতের হাদিসসমূহের সাথে জিহাদের হাদিসের বর্ণনা বিদ্যমান ছিলো। বস্তুত এশতকে সাহাবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান বিকশিত হয়। সাহাবিদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। সুয়ুতীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সাহাবিদের মধ্যে দশজন সাহাবি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।[১] অসংখ্য সাহাবির মাঝে এতো কম সংখ্যক সাহাবির প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে– সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের সংক্ষিপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করতেন, আর একেই যথেষ্ট মনে করতেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের জন্য কালক্ষেপণ করা, অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করতেন না। তাঁরা সংক্ষিপ্ত শব্দাবলির দ্বারা আভিধানিক অর্থের ব্যাখ্যা করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। কোনো কোনো সময় তারা কুরআনের আয়াত দ্বারা ফিকহী হুকুম–আহকাম উদ্ভাবন করতেও প্রয়াসী হয়েছেন। কেননা তাঁরা আকিদা–বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, মাযহাবের অনুসরণ ও সাম্প্রদায়িক দলাদলি তাঁদের মধ্যে ছিল কল্পনাতীত। কুরআন নাযিলের সময় তাঁদের উপস্থিতি ও পরিবেশ–পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকার কারণে তাঁদের তাফসিরের মর্যাদা তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন ও তাফসিরুল কুরআন বিল হাদিসের পর পরই। মুসা ইবরাহিম বলেন :[২]

"اما تفسير الصحابة رضى الله عنهم فهو فى المرتبة الثالثة بعد تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنة وذلك لان الصحابة رضى الله عنهم قد سمعوا من النبى صلى الله عليه وسلم ونهلوا من معينه الصافى وكانوا على قدر من الايمان وسلامة الفطرة والبيان المشرق والسليقة الاصلية لايضاهيهم احد فى شئ من ذلك كله . وهم لذلك كانوا اقرب لادراك معانى القران الكريم باسراره."

তাফসির পদ্ধতি

হিজরি প্রথম শতক তথা সাহাবিদের যুগের তাফসিরের পদ্ধতি ছিলো তিনটি। সাহাবিগণ এই তিনটি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই তাফসির করতেন। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৩]

"يقوم منهج الصحابة رضى الله عنهم فى التفسير على ثلاثة اسس."

১. সাহাবিগণের থেকে তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ১০ জন। ১. আবু বকর; ২. উমর; ৩. উসমান ; ৪. আলি ; ৫. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ; ৬. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ; ৭. আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের ; ৮. উবাই বিন কাব; ৯. যায়েদ বিন সাবিত ও ১০. আবু মুসা আলআশআরী [রা]। /*বি: দ্র: ড. ফাহাদ রুমী, উসুলুত তাফসির, পৃ. ২৬*/

২. মুসা ইবরাহিম, *উলুমুল কুরআন,* আম্মান : দারু আম্মার, ২য় সংস্করণ ১৯৯৬/১৪১৬ হি., পৃ. ৯৮

৩. ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসির,* রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, ৫ম সংস্করণ ১৪২০ হি.,পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

এ শতকের তাফসিরের সে পদ্ধতি তিনটি হচ্ছে–

১. তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন; ২. তাফসিরুল কুরআন বিসসুন্নাহ ও ৩. তাফসিরুল কুরআন বিল ইজতিহাদ ওয়াল ইস্তিম্বাত। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

এক. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির

তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন তথা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির করা তাফসিরের ক্ষেত্রে একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। খালিদ আবদুর রহমান আলইক বলেন :[৪]

"فان قال قائل فما احسن طرق التفسير؟ فالجواب ان اصح الطريق فى ذلك ان يفسر القران بالقران."

খালিদ বিন উসমান আসসাবত বলেন :[৫]

"تفسير القران بالقران يعد اقوى انواع التفسير الا انه لا يقطع بصحته الا ان كان الذى فسر الاية بالاية رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقع عليه الاجماع او صدر عن احد الصحابة ولم يعلم له مخالف."

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াও এ পদ্ধতিকে উত্তম পদ্ধতি বলেছেন। ইবনুল কাইয়েম মানহাজু আহলিস সুন্নাহ ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম গ্রন্থে, হাফিয ইবনে কাসির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম গ্রন্থে ও শানকিতী আদওয়াউল বায়ানে এ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআনের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

১. আল্লাহর বাণী :[৬]

«الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»

"জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তাঁরা দু:খিতও হবে না।"

এ আয়াতে আল্লাহর বন্ধু কে তার পরিচয় তুলে ধরা হয়নি, তাই এর পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :[৭]

«الذين امنوا وكانوا يتقون»

'যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।'

২. আল্লাহর বাণী :[৮] «وما ادراك ماالطارق» এ আয়াতের الطارق শব্দের তাফসির করা হয়েছে «النجم الثاقب»[৯] দ্বারা।

---

৪. খালিদ আলইক, *আলফুরকান ওয়াল কুরআন*, প্রকাশক : আলহিকমা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪/১৪১৪ হি., পৃ. ৬৩১

৫. আসসাবত, *কাওয়ায়িদুত তাফসির*, মিসর : দারু ইবনে আফফান, ১ম সংস্করণ ১৪২১ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯

৬. আলকুরআন, *সুরা ইউনুস*, আয়াত : ৬২

৭. আলকুরআন, *সুরা ইউনুস*, আয়াত : ৬৩

৮. আলকুরআন, *সুরা তারিক*, আয়াত : ২

৯. আলকুরআন, *সুরা তারিক*, আয়াত : ৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল্লাহর বাণী :[১০]

«والارض بعد ذلك دحاها»

'অতপর তিনি বিস্তৃত করেছেন জমিনকে।'

এ আয়াতের "دحاها" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী «اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها» [১১] "তিনি এর মধ্য থেকে বের করেছেন, এর পানি এবং এর তৃণাদি। আর পর্বতসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন জমিনে" দ্বারা।

৪. আল্লাহর বাণী :[১২]

«ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفروا لن تقبل توبتهم»

"অবশ্য যারা কুফরী করে তাদের ঈমান আনার পর এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে কুফরী প্রবৃত্তি, কখনো কবুল করা হবে না তাদের তাওবা।"

এই আয়াতটি মুতলাক। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, মৃত্যুর সময় যখন তাওবা করতে দেরি হয়, তখন সে তাওবা কবুল করা হয় না। এর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :[১৩]

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار»

"আর তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি; আর তাদের জন্যও নয় যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়।"

তাই বলা যায়, প্রথম আয়াতটি মুতলাক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতটি মুকাইয়্যাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রথম আয়াতের তাফসির বলে বিবেচিত।

৫. আল্লাহর বাণী :[১৪] «احلت لكم بهيمة الانعام الاما يتلى عليكم»

"তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, সেগুলো ছাড়া যা তোমাদের কাছে বর্ণিত হচ্ছে।" কুরআনের এ আয়াতে হারাম বস্তু কি কি তার বর্ণনা দেয়া হয়নি। তবে অন্য আয়াতে হারাম বস্তু কি কি তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :[১৫]

«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به --- الخ»

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, আঘাতে মৃত পশু, উচ্চস্থান থেকে শিং এর আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জানোয়ারের ভক্ষণ করা পশু, তবে তোমরা যা যবেহ করেছ তা ছাড়া যা মূর্তিপূজার বেদীতে বলি দেয়া হয় এবং যা লটারীর তীর দিয়ে ভাগ করা হয়।"

১০. আলকুরআন, *সূরা নাযিয়াত*, আয়াত : ৩০

১১. আলকুরআন, *সূরা নাযিয়াত*, আয়াত : ৩১-৩২

১২. আলকুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, আয়াত : ৯০

১৩. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত : ১৮

১৪. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ১

১৫. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ৩

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল্লাহর বাণী :[১৬]

«ولا تتبعوا خطوات الشيطان»

এ আয়াতে শয়তানের পদাংক অনুসরণের ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যার ব্যাখ্যা সুরা নুরে আমরা লক্ষ্য করি। আল্লাহ বলেন :[১৭]

«ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر»

৭. আল্লাহর বাণী :[১৮]

«واتوا اليتامى اموالهم»

"তোমরা ইয়াতিমদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও।"

এখানে আল্লাহ তাআলা শর্তহীনভাবে ইয়াতিমদের মাল ইয়াতিমের কাছে পৌছে দেয়ার আদেশ করেছেন। এখানে কোনো শর্ত লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এর পরের আয়াতে দু'টো শর্তারোপ করে আল্লাহ ইয়াতিমের মাল তাদেরকে ফেরত দিতে বলেছেন। শর্ত দু'টো হচ্ছে- ইয়াতিমের বালেগ হওয়া ও ভাল মন্দ বোঝার জ্ঞান হওয়া। এ দু'টো শর্ত পাওয়া গেলে ইয়াতিমের মাল ইয়াতিমের হাতে ফিরে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন :[১৯]

«وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم»

"আর তোমরা ইয়াতিমের পরীক্ষা করে নিবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দিবে।"

এভাবে আলকুরআনে অসংখ্য আয়াতে আছে, যা এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচ্য।

দুই. হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির

সাহাবিগণ কুরআনের ব্যাখ্যায় যখন কুরআনের অন্য আয়াত পেতেন না, তখন তাঁরা রাসুলের [স] শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁর থেকে প্রশ্ন করে আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জেনে নিতেন। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[২০]

"وان لم يجد الصحابة رضى الله عنهم تفسير الاية فى القران رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فبينها لهم."

নিম্নে তাফসিরুল কুরআন বিল হাদিসের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো-

০১. আল্লাহর বাণী :[২১]

«غير المغضوب عليهم ولاالضالين»

১৬. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৬৮
১৭. আলকুরআন, *সুরা নুর*, আয়াত : ৬১
১৮. আলকুরআন, *সুরা নিসা*, আয়াত : ২
১৯. আলকুরআন, *সুরা নিসা*, আয়াত : ৬
২০. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২১. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াতাংশ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

'তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট কারা তাদের পরিচয় দেয়া হয়নি। কুরআনের অন্য আয়াতেও এর সরাসরি কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে হাদিসে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। যেমন আদি ইবনে হাব্বান থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] ইরশাদ করেছেন :[২২]

"ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى" .

'অভিশপ্ত হচ্ছে ইয়াহুদী আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়।'

০২. আল্লাহর বাণী :[২৩] «حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى»

'তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে।'

এ আয়াতে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হলেও মধ্যবর্তী সালাত কোন্‌টি তা বর্ণনা করা হয়নি। অনুরূপ কুরআনের অন্যকোন আয়াতেও এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল [স] বলেন :[২৪] الصلاة الوسطى صلاة العصر

'মধ্যবর্তী সালাত হচ্ছে আসরের সালাত।'

০৩. আল্লাহর বাণী :[২৫] «الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم»

'যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ করেনি।' আলকুরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মানুষের মাঝে আশংকা দেখা দিল। সাহাবিগণ জানতে চাইলেন হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যার ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ নেই?

এর জবাবে রাসুল [স] বললেন :[২৬]

انه ليس الذى تعنون ، الم تسمعوا ماقال العبد الصالح : "ان الشرك لظلم عظيم "انما هو الشرك" .

'এখানে যুলুম দ্বারা শিরক' কে বুঝানো হয়েছে। তুমি কি শোননি নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় পাপ।'

০৪. আল্লাহর বাণী :[২৭]

«انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر»

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার নামক হাউজ দান করেছি। অতএব, আপনি আপনার রবের উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুশমনই নাম–চিহ্নবিহীন নির্বংশ।

আয়াতে 'الكوثر' কি তার পরিচয় ও ব্যাখ্যা কুরআনে পাওয়া যায় না। এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে হাদিসে। যেমন হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] বলেন :[২৮] একদা রাসুল

২২. আলহাদিস, *সহিহ বুখারী*, তাফসির অধ্যায় দ্র:
২৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৩৮
২৪. আলহাদিস, *সহিহ বুখারী*, তাফসির অধ্যায় দ্র:
২৫. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ৮২
২৬. আলহাদিস, *বুখারী*, *মুসলিম*, *আহমদ*
২৭. আলকুরআন, *সুরা কাওসার*, আয়াত : ১-৩
২৮. আলহাদিস, *বুখারী*, *মুসলিম*, *আবু দাউদ*, *নাসায়ী* দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

[স] মসজিদে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা একপ্রকার অচেতনতারভাব দেখা দিল। অতপর তিনি হাসিমুখে মাথা তুলে তাকালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার উপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সুরা কাওসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাওসার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : الكوثر نهر اعطانيه ربى فى الجنة .... الخ

'এটা জান্নাতের একটি নহর, আমার পালনকর্তা আমাকে এটা জান্নাতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন ফিরিশতাগণ কতক লোককে হাউজ থেকে হটিয়ে দেবেন। আমি বলব : হে আল্লাহ ! সে তো আমার উম্মাত। আল্লাহ তাআলা বললেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।' [২৯]

০৫. আল্লাহর বাণী :[৩০] «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة»

'আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের মধ্যে হয়।'

তিন. তাফসিরুল কুরআন বিল ইজতিহাদ ওয়াল ইস্তিম্বাত

সাহাবিগণ কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা যখন কুরআন ও হাদিসে খুঁজে পেতেন না তখন তাঁরা ইজতিহাদ করতেন।

لانهم عرب خلص شاهدوا التنزيل وحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم والقران نزل بلسان عربى مبين.

এসব কারণে তাঁদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতাও বেশি ছিল। অতএব বলা যায়, সাহাবিদের ইজতিহাদ করার এসব দক্ষতার মূলে ছিল–

ক. সাহাবিগণ আরবি ভাষা জানতেন। আর কুরআন বোঝার জন্য আরবি ভাষায় জ্ঞান থাকা জরুরি। কেননা কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে।

খ. তাঁরা আরববাসীর আচার আচরণ ও তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন।

গ. তাঁরা ইয়াহুদি নাসারাদের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন।

ঘ. কুরআন নাযিলের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন বিধায় তারা কুরআন নাযিলের কারণ জানতেন। এছাড়াও কুরআন নাযিলের স্থান কাল জানা থাকার কারণে তাঁরা কুরআন উত্তমরূপে বুঝতে পারতেন। ইবনে তাইমিয়া বলেন:[৩১]

"معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"

ঙ. সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে যথেষ্ট জ্ঞান ও বুঝ শক্তি দান করেছিলেন। রাসুলের (স) সাথে অবস্থান করায় তাঁদের জ্ঞানের প্রসারতা এতো বেশি ছিলো যে, তাঁদের তাফসির কুরআন ও হাদিসের বিপরীত হতো না।

---

২৯. বি: দ্র: তাফসির মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ২২

৩০. আলকুরআন, *সুরা আনফাল,* আয়াত : ৬০

৩১. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তাফসিরের বৈশিষ্ট্য

এশতকের তাফসিরের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

ক. এ শতকের তাফসিরে ইসরাইলী বর্ণনা খুব কম ছিলো। সাহাবিদের রাসুলের [স] সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক থাকায় তাঁদের বর্ণনায় ইসরাইলী বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

খ. এ শতকের মুফাসসিরগণ সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসির করেননি। কেবল যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিতো সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়।

গ. সাহাবিগণ কুরআনের সংক্ষিপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করতেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করতেন না। যেমন কুরআনের আয়াত «وفاكهة وابا» "আর ফল–ফলাদি এবং অপক্ক বা সবুজ"। এ আয়াত দ্বারা তাঁরা এতটুকুই বোঝা যথেষ্ট মনে করতেন, এ আয়াতে মানুষের এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহের কথাই উল্লিখিত হয়েছে।[৩২]

ঘ. এ শতকে তাফসির গ্রন্থিত হয়নি। সংকলন ও সম্পাদনার কাজও খুব বেশি হয়নি। রেওয়ায়িত ও চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহাবিদের মধ্যে আমর ইবনুল আস প্রথমে সংকলনের কাজে অবদান রাখেন। তাঁর সংকলিত সহিফার নাম «الصحيفة الصادقة" এই সহিফা সম্পর্কে তিনি বলতেন :[৩৩]

"هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينى وبينه فيها احد"

এই সহিফাটি মুসনাদে ইমাম আহমাদের সাথে বিদ্যমান আছে। তবে এই সংকলনটির বিদ্যমানতা এখন বিরল।

ঙ. সাহাবিগণ কুরআন বোঝার ব্যাপারে মতানৈক্য করেননি। কেননা আকিদার ব্যাপারে তাঁরা মতৈক্য ছিলেন। চিন্তা চেতনায়ও তাঁরা ছিলেন একীভূত।

চ. এ শতকে তাফসির শাস্ত্র হাদিসের সাথে মিশ্রিত ছিলো। হাদিস শাস্ত্রের একটি অংশ জুড়ে তাফসিরের অবস্থান ছিলো।

ছ. এছাড়াও মাযহাবের দলাদলি থেকেও সাহাবিদের তাফসির মুক্ত ছিলো ইত্যাদি।[৩৪]

এ শতকের তাফসিরের হুকুম

হিজরি প্রথম শতক তথা সাহাবিদের তাফসির গ্রহণযোগ্য কীনা এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফাসহ অসংখ্য আলিমের মতে, সাহাবিদের তাফসির যদি الامور الغيبة ন্যায় রায়মুক্ত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে حكم المرفوع কার্যকর হবে এবং এধরনের তাফসির পালন করা ওয়াজিব হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এই মতের সাথে একমত হয়ে তিনি বলেন :[৩৫]

"وحينئذ اذا لم تجد التفسير فى القران ولا فى السنة رجعت فى ذلك الى اقوال الصحابة فانهم ادرى بذالك لما شاهدوه من القران والاحوال التى اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم "

ইমাম যারকাশীর মতেও সাহাবিদের তাফসির গ্রহণীয় এবং তা মারফু বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত। তিনি বলেন :[৩৬]

৩২. ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুউল ফতওয়া,* আবদুর রহমান বিন কাসেম ও তার ছেলে কর্তৃক একত্রিত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২
৩৩. ইবনে সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৩৪. বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আবদুর রহমান আলইক, *আলফুরকান ওয়াল কুরআন,* পৃ. ৩৪০
৩৫. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩৬. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির,* পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

"الاخذ بقول الصحابى فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم فى تفسيره"

ইমাম নিশাপুরী ও আলজাবুরীও এই মতের সাথে ঐকমত্য হয়ে বলেন :[৩৭] সাহাবিদের তাফসির প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তাঁরা রাসুল [স]–এর খুব কাছের লোক ছিলেন এবং কুরআন নাযিলের অবস্থা ও কার্যকারণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁদের তাফসির গুরুত্বের দাবি রাখে।

ইমাম নববী বলেন :[৩৮]

"واما قول من قال تفسير الصحابى مرفوع فذالك فى تفسير يتعلق بسبب نزوله اية او نحوه"

পক্ষান্তরে সাহাবিদের তাফসির যদি তাঁদের ইজতিহাদের আলোকে হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সূত্র রাসুল [স] থেকে হবে না ততক্ষণ তা মাওকুফ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কিত বর্ণনা মারফু হাদিসের ন্যায় হবে আর যেসব বর্ণনা রাসুল [স] থেকে হয়নি কেবল সাহাবিগণ বর্ণনা করেছেন তা মাওকুফ হাদিসের পর্যায়ভুক্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ি বলেন :[৩৯] সাহাবিগণের প্রজ্ঞা–বুদ্ধি, মেধা–মননশীলতা, আল্লাহভীরুতা ও ইজতিহাদ করার দক্ষতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁদের চিন্তা–চেতনা আমাদের জন্য যথেষ্ট উপকারী। তাই তাঁদের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য, চাই তা মারফু সূত্রে হোক বা মাওকুফ সূত্রে হোক। বস্তুত সাহাবিদের যে তাফসিরের সূত্র রাসুল [স]–এর সাথে সম্পৃক্ত তা মারফু বর্ণনার মর্যাদা রাখে। অনুরূপ যা শানে নুযুল, নাসিখ, মুজমাল ও মুবহামের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু যাতে راى –এর অনুপ্রবেশ ঘটেনি তাও মারফু–এর মর্যাদাভুক্ত। শানে নুযুল সম্পর্কিত একটি উদাহরণ হচ্ছে, যা হাকেম জাবির [রা] থেকে বর্ণনা করে বলেন :[৪০]

كانت اليهود تقول من اتى امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد احول فانزل الله تعالى «نساؤكم حرث لكم»

হাকেম বলেন, এ হাদিসখানি মুসনাদ তাই এটি মাওকুফ হবে না। কেননা–

"ان الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل فاخبر عن ايه من القران انه نزلت فى كذا وكذا فانه حديث مسند"

জমহুর আলিমগণও এই মতের প্রবক্তা, তাঁদের মতে সাহাবিদের তাফসির যখন রায়মুক্ত হবে তখন তা রাসুল [স]–এর বর্ণনার ন্যায় দলিল হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং তা গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তা রায়যুক্ত হলে তাঁদের গবেষণায় ভুলের আশংকায় দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। এ কারণেই হযরত ইবন মাসউদ [রা] "مسألة المفروضة" সম্পর্কে বলতেন :[৪১] "فان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان" এর দ্বারা সাহাবিদের ইজতিহাদেও ভুলের আশংকা প্রমাণিত হয়। একারণে ইমাম কারখির মতে, সাহাবির ইজতিহাদে যখন ভুলের আশংকা থাকে, তখন অন্য কোন মুজতাহিদের তা অনুসরণ করা সমীচীন হয় না।

৩৭. যারকাশী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭
৩৮. সুয়ুতী, *তাদরিবুর রাবী*, লাহোর : দারুন্নাশরিল কুতুব, তা:বি:,পৃ. ৬৪; জাবুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৩৯. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ ১ ৮
৪০. আলজাবুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৪১. মুসাইদ আততাইয়্যার, *উসুলুত তাফসির*, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলি [রা]

[মৃত্যু: ৪০ হি.]

শীর্ষস্থানীয় মুফাস্সির সাহাবি, রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর আপন চাচাত ভাই ও জামাতা, অন্যতম বীর সেনানী, সুবক্তা ও কবি, সর্বোত্তম বিচারক, কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম, খুলাফায়ে রাশেদার অন্যতম সদস্য হযরত আলি [রা] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] নিজের নাম আলি, উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাযা।[২] পারিবারিক নাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব।[৩] পিতা আবু তালিব আবদু মানাফ ও মাতা ফাতিমা উভয়েই কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। তিনি বনু হাশিমের প্রথম খলিফা।[৪] তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে– আবু হাসান আলি বিন আবি তালিব ইবনে আবদিল মুত্তালিব আলকুরাইশী আলহাশেমী।[৫] তিনি আশারা মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।[৬] হযরত আলি [রা] ছিলেন জ্ঞানের সাধক بحر العلوم তথা জ্ঞানের সমুদ্রতুল্য।[৭] নানা প্রতিকূল পরিবেশ–পরিস্থিতির মাঝেও তিনি জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখতেন। তিনি হাদিস,[৮] তাফসির ও আরবি ব্যাকরণে[৯] অসাধারণ পান্ডিত্যের প্রমাণ রাখেন। সুবক্তা ও কবি হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।[১০] সাহাবিগণ যখনই কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখনই

১. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫০

২. আসাদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর সিংহ, খায়বারের সুরক্ষিত কামুস দুর্গ জয় করলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই উপাধি দেন। বদর যুদ্ধে আলির [রা] সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হায়দার উপাধিতে ভূষিত করে 'যুলফিক্বার' নামক তরবারী উপহার দেন। *[বি: দ্র: মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫০]*

৩. আলি [রা] এতই অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন যে সময়ে তিনি মাটিতে শুয়ে যেতেন। একবার তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করেছিলেন يا ابا تراب ওহে মাটির অধিবাসী! এ থেকেই তাঁর এ উপাধিটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।
[বি: দ্র: মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫০]

৪. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

৮. হযরত আলি [রা] এর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৮৬ টি। তন্মধ্যে ৪৯টি হাদিস বুখারীতে স্থান পেয়েছে।

৯. **আরবি ব্যাকরণ ঃ** আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পঠন ও লিখনের জন্য আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আবুল আসওয়াদ আদদুয়াইলী [মৃ. ৬৯ হি./৬৮৮ খ্রি:] এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক। ইসা ইবনে উমার আসসাকাফী [মৃ. ১৪৯ হি.৭৬৬ খ্রি:] আরবি ব্যাকরণের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের সর্বপ্রথম বিন্যাসকারী। ব্যাকরণের সূত্রাবলীকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় রূপদান করেন বসরার অধিবাসী হারুন ইবনে মুসা। কালের পরিক্রমায় এই শাস্ত্রের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে তাফসিরকারকদের মাঝেও। মুফাসসিরগণ আরবি ব্যাকরণের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত করে মৌলিক ও প্রাথমিক সূত্রাবলীর মধ্যে উহার আলোচনা সীমাবদ্ধ করেন। এ কারণে যারা কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ছিলেন। এই শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন- ১. সিবওয়াই [মৃ. ১৭৭ হি.] ২. কিসাই [মৃ. ১৮৯ হি.]; ৩. ফাররা [মৃ. ২০৭ হি.]; ৪. আলমাযিনী [মৃ. ২৪৯ হি.] ৫. যামাখারী [মৃ. ৫৩৮ হি.] ও ৬. ইবনুল হাযিব [মৃ. ৬৪৬ হি.
[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আলমাওসুআতুল ইসলামিয়া; আননাহবুল আরাবি]

১০. **কবি ঃ** হযরত আলি [রা]-এর কবিতার একটি সংকলন 'দেওয়ান' নামে পাওয়া যায়। এতে অনেক কবিতার ১৪০০ শ্লোক স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতবর্গের কাছে তিনি একজন আরবি কাব্য জগতের অতুলনীয় দিকপাল ছিলেন।
[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : কিতাবুল উমদা, ইবনে রশিক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা হযরত আলির [রা] কাছে সমাধানের জন্য চলে যেতেন।[১১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করে এই বলে দোআ করেছিলেন যে, "اللهم ثابت لسانه واهد قلبه" তথায় তিনি সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের যথার্থ ও যৌক্তিক সমাধান দিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে যে : 'قضية ولا ابا حسن لها' [১২]

তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে হযরত আলকামা ইবনে মাসউদের [রা] সূত্রে বলেন :[১৩]

"كنا نتحدث ان اقضى اهل المدينة على بن ابى طالب، وقيل لعطاء : اكان فى اصحاب محمد اعلم من على؟ قال : لا والله لا اعلمه."

সাইদ ইবনে যুবায়ের ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণনা করে বলেন :[১৪]

"اذا اثبت لنا الشئ عن على لم نعدل عنه الى غيره."

আলকুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে হযরত আলি [রা]–এর স্থান শীর্ষে। ইসলামের প্রথম তিন খলিফা[১৫] স্বল্প সময়ের মধ্যে ইনতিকাল করায় তাঁরা তাফসির বর্ণনায় খুব বেশি সময় পাননি। পক্ষান্তরে হযরত আলি [রা] সুদীর্ঘ সময় জ্ঞান চর্চার সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্যে তাঁর থেকে বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত লক্ষ্য করা যায়। তিনি কুরআনের তাফসির সম্পর্কে জ্ঞানের সমুদ্রে পরিণত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আবু তোফায়েল [রা] বলেন:[১৬]

"شهد عليا يخطب وهو يقول : سلونى فوالله لاتسالونى عن شئ الا اخبرتكم، وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من ايه الا وانا اعلم ابليل نزلت ام فى سهل ام فى جبل."

'আমি আলি [রা] কে খুতবা প্রদান করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, কুরআন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা আল্লাহর শপথ! কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি অবগত নই যে, তা রাতে নাযিল হয়েছে, না দিনে? পাহাড়ে নাযিল হয়েছে, না ময়দানে?

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] বলেন :[১৭]

"ان القران انزل على سبعة احرف، ما منها حرف الاوله ظهر وبطن وان على بن ابى طالب عنده منه الظاهر والباطن."

১১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. হযরত আবু বকর [রা] [মৃ. ১৩ হি.]; হযরত ওমর [রা] [মৃ. ২৩ হি.]; হযরত ওসমান [রা] [মৃ. ৩৫ হি.]
১৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭
১৭. সুয়ূতি, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

আলি [রা] নিজেই বলেছেন :[১৮]

"والله مانزلت اية الا وقد علمت فيهم نزلت وابن نزلت وان ربى وهب لى قلنا عقولا ولسانا سؤلا."

ইবনে আব্বাস [রা] বলেন :[১৯]

"ماأخذت من تفسير القران فعن على بن ابى طالب."

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর [মৃ. ১৩ হি.] [রা] ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। এ সময় হযরত আলি [রা] কে রাষ্ট্রীয় কাজ–কর্মে তেমন একটা দেখা যেত না। কোন কোন লোকের মাঝে এ ধারণাও জন্মালো যে, তিনি খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় মর্মাহত আর এ কারণেই তিনি রাষ্ট্রীয় কোন কাজে যোগ দিচ্ছেন না। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন :[২০] 'রাসুলের ইনতিকালের পর আমি তাফসিরের জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত রয়েছি। আমি সে সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা ফাতিহা সম্পর্কে আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা যদি আমি লিপিবদ্ধ করি, তবে সে কাগজগুলো সাতশত উটের বোঝা হয়ে যাবে।

হযরত আলির [রা] এই মন্তব্য রাসুলুল্লাহর মুখনিঃসৃত সেই অমীয় বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :[২১] انا مدينة العلم وعلى بابها 'আমি জ্ঞানের শহর, আলি তার দরজা।

আলি [রা] যেহেতু শেষ জীবনে কুফায় বসবাস করছিলেন সেহেতু ঐ অঞ্চলেই তিনি জ্ঞান চর্চার বেশি সুযোগ পেয়েছেন। আর এ কারণেই তাঁর অধিকাংশ রেওয়ায়াতে কুফার অধিবাসীদের সূত্রে বর্ণিত।[২২]

আলি [রা] থেকে তাফসিরে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো হচ্ছে–[২৩]

اولا : طريق هشام، عن محمد بن سرين، عن عبيدة السلمانى، عن على طريق صحيحة يخرج منها البخارى وغيره.

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯

২০. ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭

২১. আলহাদিস

২২. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১

২৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

ثانيا : طريق ابن ابى الحسين عن ابى الطفيل عن على، وهذه طريق صحية يخرج منها ابن عيينة فى نفسره.

ثالثا : طريق الزهرى، عن على زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه على، وهذه طريق صحيحة جدا حتى عدها بعضهم اصح الاسانيد مطلقا.

চার বছর নয় মাস যোগ্যতার সাথে খিলাফত পরিচালনার পর ১৭ রমযান ৪০ হিজরি সালের শনিবার কুফায় আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম আলখারেজির হাতে শাহাদাতবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর জানাযার নামাযে হযরত হাসান ইবনে আলি [রা] ইমামতি করেন। কুফায় জামে মসজিদের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৪]

২৪. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]
[জন্ম : অজ্ঞাত ; মৃত্যু : ৩২ হি.]

সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা কুরআনের বাণীর তাফসির করে বিশ্বমানবতার হিদায়াতের উৎস বানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রাসুলের বিশিষ্ট সাহাবি খাদেমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] একজন শীর্ষস্থানীয় তাফসিরবেত্তা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর পরে তিনিই ভূ–পৃষ্ঠের প্রথম মুসলিম যিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের সামনে পবিত্র কুরআন পাঠের গৌরব অর্জন করেন।ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর স্থান ষষ্ঠ।[১]

তাঁর নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, মাতার নাম উম্মু আবদ, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান। লোকে তাঁকে 'ইবনে উম্মু আবদ' বলে ডাকতো।[২] কিশোর বয়সে মক্কার গিরিপথে কুরাইশ নেতা 'উকবা ইবনে আবু মুইতের' ছাগল চড়াতেন। ঘটনাক্রমে[৩] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের [রা] সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এর কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে খাদেমে রাসুলুল্লাহ বলে উৎসর্গ করেন। রাসুলের [স] খাদেম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর তাঁর রাখালী জীবনের অবসান ঘটে এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। খাদেম হওয়ার কারণে তিনি রাসুলের সকল গোপন বিষয়ের খবর জানতেন। এ জন্যে তাকে السر صاحب [সাহিবুস সির] বা গোপন রহস্যের অধিকারী বলা হত।[৪] ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের অত্যাচারে নিপতিত হন। বাধ্য হয়ে প্রথমে হাবশায় ও পরে মদিনায় হিজরাত[৫] করেন।

---

১. ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসির*, রিয়াদ : মাকতাবাতুততাওবা, ১৪১৬ হি., পৃ. ২৬ ; মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ঢাকা: বি.আই.সি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪

২. যাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩

৩. ঘটনা ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক [রা] একদা পিপাসার্ত হয়ে ছাগলের রাখাল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে দুধ পান করতে চাইলেন। তিনি এতে অসম্মতি জানালে তারা অসন্তুষ্ট হলেন না। তিনি কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট ছাগীর দিকে ইশারা করলেন, যে ছাগী এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি। এ ছাগী দুধ দেয় না। তবুও তাঁরা বিসমিল্লাহ বলে ছাগীর ওলানে হাত দিয়ে দুধ দোহন করলেন। তাঁরা নিজেরা পান করলেন, রাখালকেও পান করালেন। এতে ইবনে মাসউদ [রা] আশ্চর্যান্বিত হয়ে এর মূলমন্ত্র শিখতে চাইলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমিতো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক। *[বি: দ্র: মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১]*

৪. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১

৫. হিজরাত ঃ আরবি হিজরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া, বর্জন করা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তা বর্জন করাই হিজরত। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, ইসলাম প্রচারের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন তথা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশে গমন করাকেই হিজরাত বলে।

কেউ কেউ বলেন, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে ইসলাম বিরোধীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অন্যদেশে গমন করাকেই হিজরত বলে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ তথা বদর, ওহুদ, খন্দক, বায়াতে রেদওয়ান ও খায়বারসহ অসংখ্য যুদ্ধে রাসুলের সঙ্গী ছিলেন।[৬] সাহাবিদের মধ্যে বিচক্ষণ ও বিদ্বান সাহাবি হিসেবে স্বীকৃত ইবনে মাসউদ [রা] রাসুলের পারিবারিক শিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। একারণে তিনি কুরআনের একজন সর্বোত্তম পাঠক ও আল্লাহর আইন তথা বিধি-বিধানের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৭] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেণ :[৮]

"من سره ان يقرأ القران غضا كما انزل، فليقرأه على قرأة ابن ام عبد."

"যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে- সে যেন ইবনে উম্ম আবদের ইবনে মাসউদের পাঠের অনুসরণে কুরআন পাঠ করে।"

সাহাবিদের মধ্যে যাঁদের থেকে অধিক পরিমাণে কুরআনের তাফসির বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ [রা] অন্যতম।[৯] তাঁর বর্ণিত তাফসির আলি [রা]-এর চেয়েও বেশি। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন :[১০]

"والذى لا اله غيره مانزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ولو اعلم مكان احد اعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتيته."

"আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমি অবগত নই যে, তা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। যদি আমি জানতাম যে, কুরআনের জ্ঞান আমার চেয়ে কারো কাছে বেশি আছে এবং কোনোভাবে সেখানে পৌঁছতে পারতাম, তবে অবশ্যই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুগত ছাত্র হিসেবে নিজেকে পেশ করতাম।"

ইবনে মাসউদের [রা] এ বক্তব্য মূলত কুরআনের প্রতি আকর্ষণ, অধ্যবসায়ের একাগ্রতা ও কুরআন গবেষণায় তার অনন্য অবদানের ইঙ্গিত বহন করে। প্রখ্যাত তাবেয়ি আল্লামা মাসরুক [র] বলেন :[১১]

كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار.

'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] আমাদের সামনে কুরআনের একটি সুরা পাঠ করতেন। অতপর দিনের অধিকাংশ সময়ে সে সুরার তাফসির ও এ সম্পর্কীয় হাদিস বর্ণনা করে কাটিয়ে দিতেন।'

---

৬. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩
৭. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৯. তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা: আলজামিআতুল সিদ্দিকীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২; সুয়ুতী, আলইতকান, দিল্লী : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯
১০. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির*, পৃ. ৯৬ ; *[দেখা যেতে পারে : তাফসির তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০]*
১১. আল্লামা তাবারী, *জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

মাসরুক [র] আরো বলেন :[১২]

"انتهى علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ستة : عمر، وعلى ، وعبد الله بن مسعود، وابى بن كعب، وابى دارداء، وزيد بن ثابت، ثم انتهى علم هولاء الستة الى رجلين : على، وعبد الله."

'আমি অনেক সাহাবির থেকে জ্ঞানার্জন করেছি কিন্তু অনেক গবেষণা করে বুঝতে পারলাম জ্ঞান ছয়জন সাহাবির মধ্যে বিদ্যমান আছে। তাঁরা হচ্ছেন– ১. ওমর; ২. আলি; ৩. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ; ৪. উবাই ইবনে কাব; ৫. আবু দারদা ও ৬. যায়েদ বিন সাবিত [রা]। অতপর আমি আরো গবেষণা করে দেখলাম, এই ছয় জনের জ্ঞান দুই জনের মধ্যে সীমাবন্ধ। তাঁরা হচ্ছেন– ১. আলি ও ২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা]।

ইবনে জারীর ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণনা করেন :[১৩]

"كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن."

"আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পর্যন্ত না দশটি আয়াতের পূর্ণ ভাবটি না জানতেন এবং তার উপর পূর্ণ আমল না করতেন ততক্ষণ সামনে অগ্রসর হতেন না।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :[১৪] "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ উম্মাতের জন্য যেসব মাসআলা মাসায়িল প্রস্তাব করবে, আমি তার উপর সম্মত আছি।" এতদ্ব্যতীত রাসুল [স] আরো বলেছেন :[১৫] "তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর। ১. ইবনে মাসউদ; ২. সালিম মাওলা আবু হুযাইফা; ৩. মুআয ইবনে জাবাল ও ৪. উবাই ইবনে কাব [রা]।

ইবনে মাসউদ [রা]–এর কুরআন সম্পর্কে কতটুকু গভীর জ্ঞান ছিল তা নিম্নের একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ঘটনাটি ছিল:[১৬] একবার ওমর [রা] এক সফরে রাতের বেলা একটি অপরিচিত কাফেলার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঐ কাফেলায় ইবনে মাসউদ [রা] ছিলেন কিন্তু ওমর [রা] তা জানতেন না। তাই ওমর [রা] তাদের ডেকে কাফেলার আগমন স্থান জিজ্ঞাসা করলে ইবনে মাসউদ [রা] আমিক উপত্যকার কথা বলে জবাব দেন। কাফেলা কোথায় যাবে? বাইতুল আতিকে। এ জবাব শুনে ওমর [রা] বুঝতে পারলেন এই কাফেলায় নিশ্চয়ই কোন আলিম ব্যক্তি আছেন। এরপর ওমর [রা] বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ইবনে মাসউদ [রা] তাঁর উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বটি এরূপ ছিল :

১২. কাওসারী, *মসরুর ব্যরিয়াহ,* কায়রো : মাতবাআতুল আনওয়ার, মুখবন্ধ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪
১৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫
১৪. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, পৃ. ১৭২
১৫. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* বৈরুত : *মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ,* তা:বি:, পৃ. ৪৮৬
১৬. আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

❋ আলকুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? ইবনে মাসউদ [রা] বললেন :[১৭]

«الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذوه سنة ولا نوم»

❋ সর্বাধিক ন্যায়–নীতির ভাব প্রকাশক আয়াত কোনটি? –তিনি বললেন :[১৮]

«ان الله يأمروا بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى.»

❋ ব্যাপকার্থবোধক আয়াত কোনটি?

– তিনি বললেন :[১৯]

«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه»

❋ সর্বাধিক ভীতিমূলক আয়াত কোনটি?

– তিনি বললেন :[২০]

«ليس بامنيكم ولا امانيه اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزا به ولايجدله من دون الله وليا ولا نصيرا»

❋ সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত কোনটি?

– তিনি বললেন :[২১]

«قل ياعبادى الذى اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا.
انه هو الغفور الرحيم.»

❋ আপনাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ আছে?

– তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে।

ইবনে মাসউদের [রা] উপরোক্ত বক্তব্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। প্রশ্নোত্তরের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। কুরআন সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞান থাকলেই এ ধরনের প্রশ্নের সহজ উত্তর প্রদান করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। ইবনে মাসউদ সালাত শেষ করে দোআ করলেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন: "চাও, দেয়া হবে; চাও, দেয়া হবে।" ইবনে মাসউদের [রা] ব্যাপারে রাসুলের এ বাণী সত্যিই বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিল। আর তাই ইবনে মাসউদ কুরআনের একজন শ্রেষ্ঠভাষ্যকার হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৭. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ২৫৫

১৮. আলকুরআন *সুরা নাহাল,* আয়াত : ৯০

১৯. আলকুরআন, *সুরা যিলযাল,* আয়াত : ৮

২০. আলকুরআন, *সুরা নিসা,* আয়াত : ১২৩

২১. আলকুরআন, *সুরা যুমার,* আয়াত : ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর [রা] আম্মার ইবনে ইয়াসির [রা] কে কুফার গভর্নর নিয়োগ দিলে তাঁর সাথে ইবনে মাসউদ [রা] কে তার উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে কুফায় প্রেরণ করেন। আলি [রা] যখন কুফায় গমন করেন, তখন কুফাবাসীরা ইবনে মাসউদের প্রশংসা করে বলেছিলেন :

"ما راينا رجلا احسن خلقا ولا ارفق تعليما ولا احسن مجالسة ولا اشد ورعا من ابن مسعود"

কুফাবাসীদের এই অভিব্যক্তি শুনে খুশী হলেন এবং বললেন :

"اللهم انى اشهدك ، اللهم انى اقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل"

বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই কুফায় তাফসির চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠে। তিনি যুক্তির ভিত্তিতে বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতির প্রচলন করেন। শরিআতের বিধি–বিধানের বেলায় তাঁর এ নীতি অনুসৃত হত। এ কারণে তাফসিরের ক্ষেত্রেও এ প্রভাব প্রতিফলিত হয়।[২২] তাঁর থেকে অসংখ্য তাবেয়ি রেওয়ায়িত করেন। যেসব তাবেয়ি ইবনে মাসউদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৩]

আলকামা ইবনে কায়েস আননাখই [মৃ. ৬১/৬৮০];[২৪] মাসরূক ইবনে আলআজদা আলহামাদানী [মৃ. ৬৩/৬৮২];[২৫] আলআসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৭৫/৬৯৪];[২৬] আবু ইসমাইল মুররা ইবনে শুরাহিল আলহামাদানী [মৃ. ৭৬/৬৯৫];[২৭] আবু আমর আমির শুরাহিল আসশারবী আলহিমায়ী আলকুফী [মৃ. ১০৯/৭২৭];[২৮] আবু সায়িদ আলহাসান ইবনে আবিল হাসান ইয়াসার আলবসরী [মৃ. ১২–১১০/৬৩৩–৭২৩];[২৯] আবুল খাত্তাব কাতাদা ইবনে দিআমা আসসাদূসী [৬১–১১৭/৬৮০–৭৩৫];[৩০] শুরাইহ ইবনে আলহারিস আলকিন্দী [মৃ. ৭৮/৬৯৭];[৩১] ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ আননাখই [মৃ. ৯৫/৭১৩];[৩২] উবায়দা আসসালমানী [মৃ. ১০৪/৭২২][৩৩]

২২. ইবনে সাদ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড. পৃ. ১৫৬; এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

২৩. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭

২৪. আসকালানী, *তাহযিবুত তাহযিব*, হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মাআরিফ, ১৯১০ খ্রি./১৩২৮ হি. ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬-২৭৮; আযযাহাবী প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯

২৫. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ১২১; তাহযিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২. ৩৪৩

২৬. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; তাহযিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

২৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১. ১২২; আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮,৮৯

২৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১২২. ১২৪; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৯

২৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪. ১২৭; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭০

৩০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭; তাহযিব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫৬

৩১. আলমাকরিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮, ৫৯; আহমাদ আমিন, ফজরুল ইসলাম, মিসর : মাতবাআতুস নাজদাহ, পৃ. ১৭০, ২৫৩, ২৬০

৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮, ৫৯, আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ২৫২-২৬০

৩৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৯, ৩৫৯, আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ২৫২-২৬০

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবিদের মধ্যে ইবনে মাসউদ [রা] কুফার শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। হিজরি ২০ সালে ওমর [রা] তাঁকে বিচারক পদে নিয়োগ করেন। এছাড়াও তিনি বায়তুলমাল, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। খলিফা উসমানের [রা] খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। শেষ জীবন তিনি মদিনায় অতিবাহিত করেন।[৩৪]

তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে হিজরি ৩২ সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের উপরে। খলিফা উসমান [রা] তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং উসমান ইবনে মাযউনের [রা] কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩৫] কারো মতে, তিনি হিজরি ৩৪ সালে ইনতিকাল করেন।[৩৬]

---

৩৪. আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬; ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৬. ইবনে কাইয়্যেম, *এলামুল মুকিয়িন*, মিসর : মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি. পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

উবাই বিন কাব [রা]
[মৃ. ৩৩ হি.]

রাসুলুল্লাহর মুফাসসির সাহাবি উবাই বিন কাব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখেন। নিজের নাম উবাই, পিতা কাব। কুনিয়াত আবুল মুনযির ও আবু তোফায়েল। তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে–

ابو المنذر أو ابو الطفيل ابى بن قيس الانصارى الخزرجى

তিনি বায়াতে আকাবা ও বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।[১] খিলাফতে রাশেদার যুগে যাঁরা তাফসির শাস্ত্রের উপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন উবাই বিন কাব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :[২] اقرؤهم ابى بن كعب 'সাহাবিদের মধ্যে উবাই বিন কাব সর্বোত্তম কারী।' তিনি ওহি লিখকদের একজন। ছয়জন اصحاب القضاء এর মধ্যে তিনি অন্যতম। ছয়জন হচ্ছেন– ১. ওমর; ২. আলি; ৩. আবদুল্লাহ; ৪. উবাই; ৫. যায়েদ ও ৬. আবু মুসা [রা]।[২] কিতাবুল্লায় পারদর্শী সাহাবিদের অন্যতম সাহাবি ওবাই বিন কাব। ওহি লিখক হওয়ার কারণে কুরআনের আয়াতসমূহের নুযুলের কারণ, নুযুলের স্থান, সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত, নাসিখ–মানসুখ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন।[৪] হযরত ইবনে আব্বাসের মত ব্যক্তিও তাঁর নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন।[৫] এর থেকে তাঁর বিশেষ মর্যাদা প্রতিভাত হয়। হযরত মাসার [রা] বলেন :[৬]

عامه علم ابن عباس من ثلثة : عمر وعلى وابى بن كعب رضى الله عنه.

'ইবনে আব্বাসের জ্ঞানভাণ্ডার তিনজনের থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে। ওমর, আলি ও উবাই বিন কাব।'

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উবাই বিন কাবই সর্বপ্রথম তাফসিরকারক যাঁর তাফসির গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হয়।[৭] তাঁর তাফসির গ্রন্থের একটি বিরাট সংকলন ছিল যা আবু জাফর রাযি [রা] রবি ইবনে আনাসের মধ্যস্থতায় আবু আলিয়া হতে রেওয়ায়েত করতেন। ইমাম ইবনে জারীর [রা] ইবনে আবি হাতিম [র], ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাকেম তাঁর থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। আর হাকেম [র] ৪০৫ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। কাজেই এই সংকলন পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল।[৮]

---

১. যাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন,* পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১
২. তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৫; ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮
৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৯১-৯২
৪. প্রাগুক্ত
৫ তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন,* (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা: আলজামিআতুল সিদ্দিকীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৬. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফাম,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮
৭. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৮. সুয়ূতী , *আলইতকান,* দিল্লী : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯; তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আনাস বিন মালেক [র] থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল [স] কাবকে বললেন, আল্লাহ আমাকে এই মর্মে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে « لم يكن الذين كفروا » পাঠ করে শুনাই। কাব শুনে বললেন, سمانى لك؟ তিনি বললেন হ্যাঁ। অতপর কাব কাঁদতে শুরু করলেন।[৯]

উবাই ইবনে কাবের [রা] শিষ্যদের মধ্যে আবুল আলিয়া, যায়েদ বিন আসলাম, মুহাম্মাদ বিন কাব আলকুরাজী ও তাঁর পুত্র তোফায়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।[১০]

আহনাদাবী বলেন :[১১]

"اخذ القران ومعانيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيد القراء"

তাঁর ওফাত নিয়ে বিভিন্ন অভিমত থাকলেও অধিকাংশের মতে তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের [রা] খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। আহনাবীর মতে, তিনি ৩৩ হি. মারা যান। কেউ কেউ তার মৃত্যু সাল যথাক্রমে ২০ হি. ১৯ হি. ২২ হি.।[১২]

৯. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩
১০. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১ ; ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১২. ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]

[মৃ. ৬৮ হি.]

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম কুরআন বুঝার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতেন। রাসুলের ইনতিকালের পর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা কুরআনের তাফসির সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন, ঐতিহাসিক কারণে কুরআনের তাফসির করার দায়িত্ব তাঁদের উপরই অর্পিত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত হলে এবং অনারব জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলে সাহাবিদের এ দায়িত্ব আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই তাঁরা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলকুরআনের ভাষ্য বিস্তারকরণে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচাত ভাই, অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী, আলকুরআনের সর্বোত্তম ভাষ্যকার, খিলাফতে রাশেদার মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের [রা] একজন অনন্য মনীষা।

তাঁর নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবুল আব্বাস। পিতার নাম আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা [রা] তাঁর আপন খালা। রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কার শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন।[১] রাসুলের ইনতিকালের সময় তিনি তের বছরের কিশোর। এতদসত্ত্বেও তিনি রাসুলের এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদিস মুখস্থ করে সংরক্ষণ করেন।[২]

তিনি বয়সে নবীন কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ ছিলেন। একদা হযরত ওমর [রা] কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আবদুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলে ওমর [রা] বলেন: 'আবদুল্লাহ তো বৃদ্ধদের মত যুবক। তাঁর আছে একটি জিজ্ঞাসু জবান ও সচেতন অন্ত:করণ।[৩]

তাফসির শাস্ত্রের তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লক্ষণীয়। আমর ইবনে হাবশী বলেন : আমি ইবনে উমারকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তুমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।[৪]

তাঁকে কেন্দ্র করে মক্কায় তাফসির শিক্ষা প্রদানের চর্চা প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ছিলেন কুরআনের ভাষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনন্য। তাঁকে ترجمان القران বা কুরআনের ভাষ্যকার উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল।[৫] ইবনে তাইমিয়ার[৬] মতে, মক্কার লোকেরা কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসির জ্ঞানের

---

১. ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ১৩১

৩. প্রাগুক্ত

৪. ইবনে হাজার আসকালানী, *ইসাবা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

৫. যাহাবী, *সিয়ারু আলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭

৬. **ইবনে তাইমিয়া** ঃ আল্লামা ইবনু তাইমিয়া ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি মুতাবিক ৬৬১ হিজরির ১০ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার দামিশক -এর নিকটবর্তী 'হাররান' শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর পিতা আবদুল হালিম তাঁর নাম রাখেন আহমদ। তবে তিনি এই মূল নামে পরিচিত নন, তিনি ইবনু তাইমিয়া নামেই সমধিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত। তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে- তাকিউদ্দিন আবুল আববাস আহমাদ ইবনে শিহাবিদ্দিন আবদিল হালিম ইবনে মাজদুদ্দিন আবদিস সালাম ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনিল খাদর ইবনে আলি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তাইমিয়া আল হাররানী আলহাম্বলী। তাঁর বংশ সাত-আট পুরুষ থেকে শিক্ষা- সাধনায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পিতা হাম্বলী মাযহাবের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। যিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য আর বিচক্ষণতার জন্য সিরিয়ার রাজধানী দামিশক -এর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। আর পিতামহ মাজদুদ্দিন আবুল বারাকাত 'মুনতাকাল আখবার' গ্রন্থের প্রণেতা, হাদিস বিশেষজ্ঞ হাফিয ছিলেন। আল্লামা তাইমিয়ার জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, মোঙ্গলরা বাগদাদ আক্রমণ করে দখল করে নেয়। আর তাঁর বয়স যখন সাত বছর তখন মোঙ্গলরা হাররান শহরে আক্রমণ চালায়। তাই তাঁর পিতা মোঙ্গলদের অত্যাচার এড়াবার উদ্দেশে সপরিবারে দামিশকে চলে যান এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিশোর ইবনু তাইমিয়া জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। পিতা আবদুল হালিমের কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। পিতা পুত্রকে কুরআন, তাফসির, হাদিস, আরবি ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দেন। অসাধারণ মেধা, আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে তাইমিয়া প্রথমে আলকুরআন মুখস্থ করেন। অত:পর তাফসির, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জানা যায়, ইবনু তাইমিয়া প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে বিভিন্নমুখী শিক্ষালাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন- আলকামাল ইবনে আবদ, আলকামাল আবদুর রহিম, শামসুদ্দিন আলহাম্বলী, ইবনে আবিল খায়র, আবু বকর আলহায়াবরী, মুসলিম ইবনে আল্লান, ইবনে আতা আলহানাফী, জামালুদ্দিন আসসায়রাফী ও আবিল উসর প্রমুখ। ইবনু তাইমিয়ার জ্ঞানার্জনের স্বীকৃতি বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্যে লক্ষ্য করা যায়। যাহাবী বলেন : ইবনু তাইমিয়া পরিণত বয়সের পূর্বেই কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, মুনাজারা ও ফতওয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হন। ইবনে কুদামা বলেন: তিনি সতের বছর বয়সে ফতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে, তিনি একবার যা শিখতেন তা কখনই ভুলে যেতেন না এবং ধর্মতত্ত্ব ও আইন সর্ম্পকে তাঁর জ্ঞান ছিল এত বিশদ ও ব্যাপক যে, কোন বিষয়ে তাঁর অভিমতকে প্রায় স্বত:সিদ্ধ বলে মেনে নেয়া হতো। ৬৮১ হিজরিতে পিতার ইনতিকালের পর তিনি পিতার শূন্য পদে হাম্বলী মাযহাবের আইন বিষয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোর অবস্থানকালে আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি সর্ম্পকে এক ফতওয়া প্রদানকে উপলক্ষ করে শাফেয়ি মাযহাবপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললে অধ্যাপনার চাকরিটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তিনি কায়রো গমন করে মোংগলদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে দামিশকের নিকটবর্তী 'শাকহাব' নামক স্থানে মোংগলদের পরাজয়ের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিরিয়ার 'জাবাল-কাসরাওয়ান' নামক স্থানে ইসমাইলী, নুসাইরী ও হাকিমী নামক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হন। হাকিমীরা হযরত আলি [রা] কে অভ্রান্ত ও বিশ্বনবির [স] অন্যান্য সাহাবিকে কাফির মনে করতো, নামায আদায় করতো না, রোযা পালন করতো না, এমনকি শূকরের গোশতকেও হালাল মনে করতো। ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু তাইমিয়া শাফেয়ি কাযির সাথে পুনরায় কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিচারসভায় সম্মুখীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'আল্লাহ মানবসুলভ আকৃতি বিশিষ্ট' এই মতবাদ প্রচারের অভিযোগের বিচার শেষে বিচারক তাঁকে কারারুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি দেড় বছর কারা ভোগ করার পর মুক্তি লাভ করে ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ইত্তিহাদ' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য পুনরায় কারাবরণ করেন। অত:পর মুক্তি পেয়ে দামিশকে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে পুনরায় রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়। এবারও দেড় বছর কারাভোগ করার পর মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পেয়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গে অবরুদ্ধ হন এবং তথায় আট মাস অবস্থানের পর কায়রোতে আগমন করেন। সেখানে সুলতান তাঁর চরিত্রে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে সিরিয়া অভিমুখে গমনকারী সেনা সদস্যদের সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। ফলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে দীর্ঘ সাত বছর সাত সপ্তাহ পরে পুনরায় দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে 'তালাক বিল ইয়ামিন' সম্পর্কিত একটি বিতর্কিত ফতওয়ার জন্য এক শাহী নির্দেশে দামিশকের দুর্গে বন্দী করা হয়। ৫ মাস ১৮ দিন কারাভোগের পর সুলতানের নির্দেশে মুক্তি লাভ করে তিনি পুনরায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩২৬ সালে 'জিয়ারতে কবর' সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার অভিযোগে সুলতানের নির্দেশে পুনরায় দামিশকের দুর্গে নজরবন্দী করা হয়। তার ভাই শারফুদ্দিন আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনিও স্বেচ্ছায় তাঁর ভাইয়ের সাথে কারাসঙ্গী হন। এখানে তাঁর ভাইয়ের সহযোগিতায় কুরআনের তাফসির, নিজের কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা এবং যেসব মাসআলার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় সেসব মাসআলার উপর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখালেখির সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাঁর লিখন উপকরণ কাগজ, কলম, কালি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে লেখার উপকরণের বিকল্প হিসেবে কয়লা দিয়ে কারাগারের দেয়ালে লিখতে শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুপক্ষের কাছে তাঁর এ লেখালেখির সংবাদ পৌঁছে গেলে তারা ইবনু তাইমিয়ার সমস্ত পুঁথিপত্র কাগজ-কলম ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এতে তিনি মনে আঘাত পান এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে নিষ্কর্মার ন্যায় জীবনযাপন করতে থাকেন। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া একজন উত্তম চরিত্রের আদর্শ মানুষ ছিলেন। আযযাহাবী বলেন : তিনি সুদর্শন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, শুভ্র রং, প্রশস্ত কন্দ, সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, কালো ঘন চুল এবং চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল ছিল যাতে প্রতিভার নিদর্শন সুস্পষ্ট। শরিআতের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও ইসলামের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। পার্থিব সুখ-সম্পদ, দুনিয়ার খ্যাতি-সম্মানকে তিনি সর্বদা তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। ইসলামের মহিমা প্রচার করাই ছিলো তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারী ছিলেন, তবে তাঁর অন্ধ অনুকরণ করতেন না। বিদআতকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি মাযার জিয়ারত ও 'অলিগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী' এই বিশ্বাসের একজন তীব্র

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী, কারণ তারা ইবনে আব্বাসের শিষ্য।[৭] এখান থেকে ইবনে আব্বাসের কাছে শিক্ষা লাভ করে অনেক তাবেয়ি পরবর্তীকালে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় তাফসির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে।[৮]

হযরত উমর [রা]–এর শাসনামলে স্বল্প বয়স সত্ত্বেও উমর ইবনে আব্বাসের [রা] থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর কাছে কুরআনের তাফসির জিজ্ঞেস করতেন। ইবনে আব্বাস [রা] একদিন করে তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, সিরাত [নবি চরিত], মাগাযী [যুদ্ধ–বিগ্রহ], সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতেন।[৯]

ইবনে আব্বাসের পান্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রসিদ্ধি মূলত পাঁচটি কারণে হয়েছিল।[১০] কারণগুলো হচ্ছে–

১. মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর দোআ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য বিভিন্ন সময় দোআ করেছিলেন। যেমন–

- اللهم علمه الكتاب والحكمة। 'হে আল্লাহ! তাকে কুরআনের জ্ঞান ও হিকমাত শিক্ষা দাও'।[১১]
- اللهم فقه فى الدين وعلمه التاويل 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও, তাকে

সমালোচক ছিলেন। তিনি বলতেন : রাসুল [স] কি বলেননি যে, কেবল তিনটি মসজিদ ব্যতীত সওয়াবের নিয়াতে সফর করা বৈধ নয়, মক্কার মাসজিদুল হারাম, বাইতুল মুকাদ্দাস এবং আমার মসজিদ (মসজিদে নববি)"। ইবনু তাইমিয়ার কবি ও কবিতার সাথে কোন সম্পর্ক না থাকলেও তিনি যে একজন কাব্য প্রেমিক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কবিতার মাধ্যমে নিজের ইমানতের স্পৃহা প্রকাশ এবং কোনো কোনো জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। জনৈক যিম্মি ইয়াহুদি 'ভাগ্য' সম্পর্কিত বিষয়ে ৮টি কবিতা লিখে তাঁর সামনে উপস্থাপন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ ১৯৯ টি কবিতা লিখে তার উত্তর প্রদান করেন। তাঁর কবিতাগুলো আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাবাকাত-ই- সুবকি ও ফতওয়া হামাবিয়াতে বিদ্যমান আছে। আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার ৫৫ বছরের জীবন জেল-জরিমানা, অসংখ্য সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলেও এসব কিছু তাঁর জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে আদৌ প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং এসব কিছু জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হতে আরো উৎসাহ যোগিয়েছে। কারাগারে অবস্থানকালে জ্ঞানচর্চা ও অসংখ্য গ্রন্থ রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর দুয়ারুল কামিনা গ্রন্থে তাইমিয়ার পাঁচ শতাধিক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আর নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (মৃ. ১৩০২ হি.) তাঁর 'ইতহাফুন নুবালা' গ্রন্থে ৪৮০ খানা গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১৫৯ খানা গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর অপ্রকাশিত বহু পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি সউদি সরকারের সৌজন্যে এবং রাবিতাতুল আলম আল ইসলামির উদ্যোগে 'মাজমুআতুল ফতওয়া' গ্রন্থখানি ৩৪ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। ড. সিরাজুল হক তাঁর Imam Ibn Taimiya and His Projects of Reform গ্রন্থে ২৫৬ টি গ্রন্থের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কিতাবুল ইমান; কিতাবুল ইস্তিকামাত; ফতওয়ায়ে মিছরিয়া; রিসালাতুল ফুরকান বাইনাল হাক্কি ওয়াল বুতলান; আত তিবইয়ান ফি নুযুলিল কুরআন; আল ইকলিল ফিল মুতাশাবিহ ওয়াত তাবিল; কিতাবু ফি উসুলিল ফিকহ; আলবাহরুল মুহিত; রাফউল সালাম আন আয়িম্মাতিল আলাম; আলমাসায়িলুল ইস্কান্দারিয়া; আলফুরকান বাইনা আউলিয়াউর রহমান ওয়া আওলিয়াউশ শয়তান; আলফুরকান বাইনাত তালাক ওয়াল ইমান; আল মিহনাতুল মিসরিয়্যা; কায়িদাতুল কুরআন। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া কারাগারে যখন জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন দুশমনরা তাঁর লেখার যাবতীয় উপকরণ ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তিনি কয়েদীদের মাঝে কুরআনের দরস দিতে শুরু করেন। এভাবে দরস, সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টা করেন। জেলখানায় তাঁর অপর হাফিজ দুই ভাই-সঙ্গী হওয়ার কারণে তিন ভাই মিলে কুরআনের দাওর করতেন। এভাবে ৮০ বার কুরআনের দাওর করার পর ৮১ বারে সুরা কামারের শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করার সময় ১৩২৮ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় প্রায় দুই লক্ষ পুরুষ এবং পনের হাজার স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়। যাদের দর্শনের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, সেই সুফিদের সমাধিস্থলেই তাকে সমাধিস্থ করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁর স্মৃতিতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সুফিদের সমাধিস্থলের উপর সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হলেও তাইমিয়ার কবরটি আজও অক্ষুণ্ন আছে।

৭. আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, করাচি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫;

৮. ড. এম.এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩১

৯. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (উর্দু)

১০. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৬৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তাবিল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শিখাও'।[১২]

- اللهم بارك فيه وانشر منه হে আল্লাহ ! তাকে বরকত দান কর এবং তাঁর মাধ্যমে দ্বীনি ইলমের চর্চা ব্যাপক কর।[১৩]
- نعم ترجمان القران انت 'তুমি কুরআনের কতইনা উত্তম মুখপাত্র'।[১৪]
- اللهم اته الحكمة 'হে আল্লাহ ! তাঁকে তুমি হিকমাত দান কর'।[১৫]
- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] স্বয়ং বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসুলের দরবারে গিয়ে হযরত জিবরাইল [আ] কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল [আ] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করে বললেন : এ লোকটি আপনার উম্মাতের মধ্যে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন, আপনি তাঁর জন্য দোআ করুন।[১৬]

২. নবি পরিবারের প্রশিক্ষণ লাভ। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাহচর্য লাভ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক কিছু শ্রবণের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। অনেক কিছুই তিনি রাসুলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবিদের সংস্পর্শ লাভ করেন। তাঁদের থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করে নিজে বর্ণনা করেছেন। কুরআন নাযিলের অনেক স্থান ও কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন :[১৭] রাসুলের ইনতিকালের পর আমি একজন আনসারী সাহাবির কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, এখনও রাসুলের অনেক সাহাবি জীবিত রয়েছেন, তাঁদের থেকে আমাদের কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানার্জন করা উচিত। আনসারী সাহাবি আমার প্রস্তাবে তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করলে আমি নিজেই ঐ ব্যক্তির কাছে গমন করলাম। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তাঁর দরজায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতাস ধুলাবালি উড়িয়ে আমার শবীর একাকার করে ফেলল। অথচ আমি তাঁকে জাগ্রত করে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিতেন। তিনি ঘর থেকে বেড়িয়ে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে রাসুলের চাচাত ভাই! আপনি কি উদ্দেশে এসেছেন! আমাকে খবর দিলে তো আমি নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে আসতাম। তখন তিনি বললেন : 'জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে বিতরণ করার বস্তু নয়।'

৪. আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্য। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও স্টাইল সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ সম্পর্কে যাহাবী বলেন :[১৮]

"حفظه للغة العربية ومعرفته لغريبها وادابها وخصائصها واساليبها- وكثيرا ما كان يستشهد للمعنى الذى يفهمه من لفظ القران بالبيت والاكثر من الشعر العربى-

৫. ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোন বিষয় সম্পর্কে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা দান করেছিলেন। সত্য বলার সাহস তাঁর মধ্যে ছিল। এতে কোন সমালোচকের

---

১২. ইবনে হাজার আসকালানী, *আল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০, ২৯১; ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

১৪. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

১৫. আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

১৬. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯

১৭. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮

১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনায় কর্ণপাত করতেন না। একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর [রা] এর কাছে কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে "ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما" ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। লোকটি ইবনে আব্বাসের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইলে জানালেন 'আকাশের মুখবন্ধ হওয়ার' অর্থ বৃষ্টি বন্ধ হওয়া আর 'জমিনের মুখবন্ধ হওয়ার' অর্থ উদ্ভিদ না জন্মানো। অত:পর আকাশের মুখ খোলা অর্থ বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, আর জমিনের মুখ খোলা অর্থ উদ্ভিদ জন্মানো, লোকটি ফিরে ইবনে উমর [রা] কে ইবনে আব্বাসের কৃত ব্যাখ্যা শুনালেন। তখন ইবনে ওমর [রা] বললেন :[১৯] আমি এ যাবৎ মনে করতাম, কুরআন সম্পর্কে কথা বলা ইবনে আব্বাসের দু:সাহস বৈ কিছুই নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, সত্যই ইবনে আব্বাসকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

"قد كنت اقول : ما يعجبنى جرأة ابن عباس على تفسير القران. فالان قد علمت انه اوتى علما"

ইবনে আব্বাসের মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার জন্য মর্যাদা দিতেন সবাই। ইবনে ওমর তো রীতিমত তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি তাঁকে কুরআনের একজন সুবিজ্ঞ পন্ডিত মনে করতেন। তিনি ছাড়াও অন্যান্য মনীষী তাঁর সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা নিম্নের অভিব্যক্তির মাধ্যমে ফুটে উঠে।

- হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] বলেন : কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]।[২০]
- হযরত আবু ওয়েল বলেন : হযরত আলি [রা] এর যুগে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হজ্জের দলপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণে সুরা বাকারা পাঠ করেন এবং এমন সুন্দরভাবে তাফসির করেন যে, যদি তুরস্ক, রোম ও দহিলামের কাফিরগণ তা শুনতে পেত তবে তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে মুসলমান হয়ে যেত।[২১]
- হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত [রা] ইনতিকাল করলে হযরত আবু হুরাইরা [রা] মন্তব্য করেছিলেন : এই উম্মাতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আশা করি আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।[২২]
- মাসরুক ইবনুল আজদা বলেন : 'আমি যখন ইবনে আব্বাসকে দেখলাম তখন বললাম 'সুন্দরতম ব্যক্তি, যখন তার কথা শুনলাম বললাম, 'সর্বোত্তম প্রাঞ্জলভাষী' এবং যখন তিনি আলোচনা করলেন বললাম, 'সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।'[২৩]
- হযরত ওমর [রা] বলেন : ইবনে আব্বাসের আছে একটি জিজ্ঞাসু যবান এবং সচেতন অন্ত:করণ।[২৪]
- হযরত আলি [রা] বলেন : কুরআনের তাফসির বর্ণনার প্রাক্কালে মনে হয় যেন ইবনে আব্বাস একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল থেকে অদৃশ্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন।[২৫]
- মুজাহিদ বলেন : ইবনে আব্বাস যখন তাফসির করতেন আমি তাঁর মধ্যে নূর দেখতে পেতাম।[২৬]

---

১৯. প্রাগুক্ত

২০. আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির, *তাফসিরে ইবনে কাসির*, মুখবন্ধ, ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনূদিত, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৪১

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২২. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২৫. আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

- ইবনে ওমর [রা] বলেন : রাসুলের উপর অবতীর্ণ কুরআন সম্পর্কে উম্মাতের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস [রা] হচ্ছেন সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[২৭]
- ওরওয়া বলেন : ইবনে আব্বাসের তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নযরে আর পড়েনি।[২৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। যেমন তাদের মতে– 'ইবনে আব্বসের মত এত কম বয়সে রাসুল [স] এর কথা ও কাজের মর্মানুধাবন করা অসম্ভব ব্যাপার।' পাশ্চাত্য সমালোচকদের এ দাবি অসাড়, অযৌক্তিক। তাদের দৃষ্টিতে ইবনে আব্বাসের [রা] পান্ডিত্যের ব্যাপারটি আশ্চর্য হলেও বাস্তবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা ইবনে আব্বাস [রা] ছাড়াও অনেক মনীষী এমন রয়েছেন যাঁরা অতি অল্প বয়সেই সূক্ষ্ম ধীশক্তির অধিকারী হয়েছেন। যেমন হযরত সুলাইমান [আ]। তিনি অল্প বয়সে সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন, যাঁর সাক্ষ্য আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া দশ বছর বয়সে সাধারণ পাঠ শেষ করে পনের বছর বয়সে ফতওয়া দিতে শুরু করেন। আর সতের বছর বয়সে তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ [র] [মৃ. ১১৭৬ হি.] প্রায় এ বয়সেই একজন সুবিজ্ঞ আলিমে পরিণত হন। মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী [মৃ. ১৩০৪ হি.] মাত্র ১৬–১৭ বছর বয়সে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবে অনেকেই অল্প বয়সে জ্ঞানে প্রদীপ্ত হয়েছেন, ইতিহাসে তাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই ইবনে আব্বাসের ঘটনা নতুন কোন ঘটনা নয়। এছাড়াও ইবনে আব্বাসের প্রজ্ঞার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করেছিলেন।[২৯]

এছাড়া প্রাচ্যবিদ গোল্ড যিহের আরও একটি বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে–

"ইবনে আব্বাস কর্তৃক সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমষ্টি যা আলি ইবনে আবি তালহার সূত্রে বর্ণিত। এ সম্পর্কে গোল্ড যিহের মন্তব্য করেন, হাদিস শাস্ত্রের বিচারকগণ স্বীকার করেন যে, আলি ইবনে আবি তালহা নিজে ইবনে আব্বাসের কাছে উক্ত তাফসির সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো শুনেননি, যা তিনি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।"[৩০]

কিন্তু গোল্ড যিহের একথা উল্লেখ করেননি যে, হাদিস শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলিমগণ যেখানে লিখেছেন আলি ইবনে আবি তালহা উক্ত তাফসির সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ হযরত ইবনে আব্বাসের [রা] কাছ থেকে শুনেননি। সেখানে তাঁরা গবেষণার পর একথাও লিখেছেন যে, এ বক্তব্যগুলো কিছু তিনি সংগ্রহ করেছেন সাইদ ইবনে জুবাইর [রা] থেকে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী [র] বলেন:

'যখন অন্তর্বর্তী মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জানা গেল এবং তিনি বিশস্ত বর্ণনাকারী, তখন এ বর্ণনা গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই।'[৩১] আলি ইবনে আবি তালহা [রা]–এর সূত্রটি ছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাসের [রা] বর্ণনাগুলোর আরো একাধিক সহিহ[৩২]

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৮. আবদুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
২৯. মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের মুখবন্ধ, মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী অনূদিত, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃ. ২৮
৩০. গোল্ড যিহায়, *মাযাহিবুত তাফসির আল ইসলামি*, আরবি অনুবাদ ড. আবদুল হালিম, পৃ. ৯৮
৩১. ইবনে হাজার আসকালানী, *তাহযিবুত্ তাহযিব*, ৭ম খণ্ড, ৩৩৯; সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮

بعد ان عرفت الواسطة وهى ثقة فلا ضير فى ذالك.

৩২. সহিহ ঃ যে হাদিসের সনদ মুত্তাসিল এবং রাবীগণ প্রত্যেকই উত্তম শ্রেণীর আদিল ও যাবিতরূপে বিবেচিত যা শায ও ইল্লাত থেকে মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে। *[বি: দ্র: তাদরিবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩]*

Dhaka University Institutional Repository

বা হাসান[৩৩] সূত্র বিদ্যমান আছে।[৩৪] যেমন–

"ابو ثور عن ابن جريج عن ابن عباس رضى الله عنه يا حجاج محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه- يا ابن اسحاق عن محمد بن عكرمة اوسعيد بن جبير عن ابن عباس غيره

তবে ইবনে আব্বাস নিম্নোক্ত সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো দুর্বল সূত্র।[৩৫] যেমন–

"عن محمد بن السائب الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه مروان السدى الصغير. "

বস্তুত 'মুআবিয়া ইবনে আবি সালিহ আন আলি ইবনে আবি তালহা আন ইবনে আব্বাস' সূত্রটি বেশি নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারী [র] এ পন্থাকেই অবলম্বন করেন।[৩৬] تنوير المقباس تفسير ابن عباس 'তানবিরুল মিকবাস ফি তাফসিরে ইবনে আব্বাস' তাফসির শাস্ত্রের এই গ্রন্থটিকে ইবনে আব্বাসের তাফসির হিসেবে মনে করা হয়। এ গ্রন্থটি মিসর থেকে বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত এ তাফসিরটি কামুসুল মুহিত গ্রন্থের প্রণেতা আবু তাহের বিন ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদী আশ শাফেয়ি কর্তৃক সংগৃহীত।[৩৭] এটাকেই আজকাল 'তাফসিরে ইবনে আব্বাস' বলে ধারণা করা হয়। অথচ এ গ্রন্থটিকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা এ গ্রন্থটি محمد مروان السدى عن محمد بن السائب الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه এর সূত্রে বর্ণিত।[৩৮] হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এ সনদটিকে سلسلة الكذب বা 'মিথ্যার ধারাবাহিকতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব তাফসিরের এ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে আব্বাসের প্রতি এটিকে সম্পৃক্ত করার মাঝে কোন সার্থকতাও নেই।[৩৯]

ইবনে আব্বাসের [রা] তাফসিরের পদ্ধতি হলো– কুরআন দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআনের আয়াত না পাওয়া গেলে তিনি হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। এভাবে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিস না পাওয়া গেলে তিনি ইজতিহাদ দ্বারা তাফসির করতেন। এ জন্যে তিনি আরবদের রীতিনীতি ও তাঁদের প্রচলিত বাগধারা এবং প্রবাদ প্রবচনের সাহায্য নিতেন। তিনি শব্দগত বিশ্লেষণে বেশি প্রয়াসী ছিলেন বলে জানা যায়। শব্দগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি আরবি কবিতার দ্বারা উদাহরণ উপস্থাপন করতেন।[৪০] তিনি বলতেন :[৪১]

"اذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فطلبوه فى اشعار العرب فان الشعر ديوان العرب"

---

৩৩. হাসান ঃ ঐ হাদিসকে বলে, যার সনদ মুত্তাসিল তবে রাবীর স্মৃতিশক্তি কম এবং শায ও ইল্লাত থেকে মুক্ত।
[বি: দ্র: মান্না আলকাত্তান, মাবাহিস ফি উলুমিল হাদিস, পৃ. ৭১]

৩৪. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০,

৩৬ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (উর্দু) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩৭. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

৩৮. ফিরোজাবাদী, *তানবিরুল মিকবাস*, পৃ. ৬৬

৩৯. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ৮২

৪০. *মানাহিজুল মুফাসসিরিন* , ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪

৪১. *হুসনুস সাহাবা ফি শারহে আশআরিশ সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওসমান [রা]–এর শাসনামলে সংঘটিত 'ফতুহাতে আফ্রিকা' যা হারবুল ইনদিলাহ নামে খ্যাত ইবনে আব্বাস ছিলেন এ যুদ্ধের প্রধান সদস্য। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আর হযরত আলি [রা]–এর সময় তিনি বসরার গভর্নরও ছিলেন। আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুসা তাঁর ফতোওয়াগুলোকে ২০ খণ্ডে একত্রিত করেছেন।[৪২]

শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হতে থাকে। ৬৮হিজরি মুতাবিক ৬৮৬ মতান্তরে ৬৮৮ খ্রি: তায়েফ নগরীতে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। তায়েফের 'মসজিদে ইবনে আব্বাস' –এর পিছনের দিকে এই মহান সাহাবিকে সমাহিত করা হয়। তাঁকে কবরে রাখার পর আলকুরানের এই আয়াতখানি পঠিত হয়েছিল–[৪৩]

«يا ايهاالنفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية- فادخلى فى عبادى وادخلى»

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো এমনভাবে যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতপর তুমি শামিল হয়ে যাও আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।"

৪২. দ্র: ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (উর্দু)

৪৩. আলকুরআন, *সুরা ফাজর*, আয়াত : ২৭-৩০

Dhaka University Institutional Repository

সাইদ ইবনে জুবায়ের [র]

[জন্ম : ৪৫ হি., মৃত্যু : ৯৪ হি.]

সাইদ ইবনে জুবায়ের প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসিরের অন্যতম। নাম সাইদ পিতা জুবায়ের। উপাধি আবু মুহাম্মাদ অথবা আবু আবদুল্লাহ। পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ/আবু আবদুল্লাহ সাইদ ইবনে জুবায়ের বিন হিশাম আলআসাদী আলওয়ালী।[১] তিনি ৪৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

শরীরের বর্ণ কালো হলেও চরিত্রের দিক থেকে তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[২] তিনি আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। প্রত্যেক দুই রাত্রে তিনি কুরআন খতম করতেন। একবার কাবার চত্বরে এক রাকাতেই সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করেন। যাহাবীর মতে, তিনি হাবশী ছিলেন। ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন।[৩] তিনি সাহাবিদের একটি বড় অংশের থেকে জ্ঞানার্জন করেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ [রা] থেকেও তিনি বর্ণনা করেন। তাফসির চর্চার সাথে সাথে তিনি ফিকহ, হাদিস ও কিরআত শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন।[৪] তাঁর কিরাআত সাহাবিদের কাছেও আস্থা অর্জন করে। ইসমাইল বিন আবদুল মালেক বলেন:[৫] সাইদ বিন জুবায়ের রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি একরাতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরআত, অন্য রাতে যায়েদ ইবনে সাবিতের কিরআত, অন্য রাতে অন্যদের কিরাত পাঠ করতেন। এভাবে তিনি সব সময়েই করতেন।' কুরআনের গুর রহস্যের তথ্যের জ্ঞানাহরণের কারণেই তিনি কিরআত শাস্ত্রে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

তাঁর অসাধারণ মুখস্থ শক্তি ছিল। যা একবার শুনতেন তা মুখস্থ হয়ে যেত। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বলতেন :[৬] انظر كيف تحدث عنى فانك قد حفظت عنى حديثا كثيرا। তিনি প্রজ্ঞাবান সাহাবি হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আনাস ও আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল [রা] প্রমুখের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৭] তিনিই সর্বপ্রথম তাফসির শাস্ত্র প্রণয়নকারী।[৮] তাফসির শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। কাতাদাহ [র] বলেন :[৯] তাবেয়িদের মধ্যে চারজন জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ১. আতা বিন রাবাহা মানাসিক বা হজ্বে, ২. সাইদ বিন জুবায়ের তাফসিরে; ৩. ইকরামা সিরাতে ও ৪. হাসান বসরী হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। সুফিয়ান সাওরী [র] বলেন:[১০] তোমরা চার ব্যক্তি থেকে তাফসির গ্রহণ কর। ১. সাইদ বিন যুবায়ের; ২. মুজাহিদ; ৩. ইকরামা ও ৪. দাহ্হাক [র]।

১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২
২. প্রাগুক্ত
৩. সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৭. নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬
৮. মুফতী আমিমুল ইহসান, *আত্তাদাবিয় ফি উসুলিত তাফসির*, পৃ. ৯৯
৯. সুয়ুতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে একখানি তাফসির গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খলিফা তাঁর তাফসিরখানি শাহী গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেছিলেন। কিছুকাল পর এই তাফসিরখানি হযরত আতা ইবনে দিনারের [র] [মৃ. ১২৬ হি.] হস্তগত হয়। তিনি এই সংকলনটির উপর ভিত্তি করে এই তাফসিরের রেওয়ায়েতগুলোকে হযরত সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] হতে মুরসাল তথা সূত্র উল্লেখ না করে বর্ণনা করতেন।[১১] এ কারণে আতা ইবনে দিনার [র] হতে সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] –এর যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে সেগুলো মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় বিজাদা [লুব্ধ পুস্তক] বলা হয়। গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য নয়।[১২]

সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] অনেক রেওয়ায়েত মুরসাল বা সাহাবির নামের মধ্যস্থতা অনুক্ত। তবে তাঁর মুরসাল রেওয়াতগুলো নির্ভরযোগ্য। হযরত ইয়াইয়া ইবনে সাইদ [র] বলেন :[১৩] সাইদ ইবনে জুবায়েরের [র] মুরসাল রেওয়াতগুলো আতা ও মুজাহিদ [র]–এর মুরসাল রেওয়ায়েতসমূহের তুলনায় আমার নিকট অধিক প্রিয়। সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] তাফসিরের পাশাপাশি ফিকহ শাস্ত্রেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইবনে আব্বাসের [র] কাছে কুফাবাসী কোন বিষয়ের ফতোয়া জানতে গেলে তিনি বলতেন, আমার কাছে কেন আস, তোমাদের কাছে কি সাইদ ইবনে জুবায়ের নেই?[১৪] খাছিফ [র] বলেন:[১৫] প্রজ্ঞাবান তাবেয়িদের মধ্যে সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব তালাক, আতা হজ্জ্ব, তাউস হালাল–হারাম, আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ বিন জাবর তাফসিরে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, আর সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] উক্ত সব বিষয়ের পারদর্শী ছিলেন। আর এ কারণেই ইবনে আব্বাস [র] সকল বিষয়ে তার উপর নির্ভর করতেন।[১৬] আমর ইবনে মায়মুন তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন:[১৭] যখন সাইদ ইবনে জুবায়ের ইনতিকাল করেন, তখন পৃথিবীতে এমন কেউ ছিল না যারা তাঁর ইলমের মুখাপেক্ষী হয়নি।[১৮] আহমদ বিন হাম্বাল বলন :[১৯] قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الارض احدا الا وهو مفتقر الى علمه কেউ কেউ সাইদ ইবনে জুবায়ের [র] কে মুজাহিদ, তাউসের চেয়ে বিজ্ঞ আলিম মনে করতেন।[২০] আর কাতাদা [র] তাঁকে তাবেয়িদের মধ্যে সুবিজ্ঞ মুফাসসির বলে মনে করতেন। আবুল কাসেম আততাবারী তাঁকে বিশ্বস্ত, হুজ্জাত ও ইমামুল মুসলিমিন বলতেন।[২১] তিনি ইবাদত ও যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। রাতে ইবাদত করতেন, আর এভাবে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করতে করতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।[২২] আবু শায়খ বলেন :[২৩] ৯৫

১১. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯-১৯৯
১২. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫
১৩. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪
১৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩
১৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
১৬. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. সাবুনী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
২০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২১. প্রাগুক্ত
২২. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫
২৩. ড. হুসাইন যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি সালের শাবান মাসে তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। শাহাদাতের পূর্বে তিনি হাজ্জাজের সাথে মুনাযারায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যার মাধ্যমে ইমান, বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার প্রকাশ পায়।[২৪]

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ যখন সাইদ ইবনে জুবাইরের ঘাড়ে আঘাত করলেন, তখন সাইদ বললেন:[২৫] আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও। হাজ্জাজ নাছারাদের কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘাড়ে আবার আঘাত শুরু করলে তিনি কিবলার দিকে ফিরে বললেন : «فاينما تولوا فثم وجه الله» এরপর ঘাড়ে আঘাত করলে প্রাণ বেরিয়ে যায়। তখনও তিনি পড়তে ছিলেন : لااله الا الله محمد رسول الله

তাকী ওসমানীর মতেও তিনি ৯৪ হিজরি সালে[২৬] ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের ভাষ্য মতে ৬৫ হিজরি সালে তিনি ইনতিকাল করেন।[২৭]

২৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩
২৫. সাফুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
২৬. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫
২৭. দ্র: ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম [উর্দু]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আলিয়া [র]

[মৃত্যু. ৯০ হিজরি]

আবুল আলিয়া রাফী বিন মাহরান আররিয়াহী প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসিরের অন্যতম। তাঁর নাম রাফী বিন মাহরান। কুনিয়াত আবুল আলিয়া। বনী রিয়াহ গোত্রের একজন নারীর মুক্তদাস ছিলেন।[১] তিনি জাহেলী যুগ[২] পেয়েছেন। রাসুল [স]–এর ওফাতের[৩] পরে ৬০ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি আলি [রা], ইবনে মাসউদ [রা], ইবনে আব্বাস [রা], ইবনে ওমর [রা], উবাই বিন কাব [রা] ও আয়শাসহ প্রসিদ্ধ সাহাবি থেকে তাফসির বর্ণনা করেছেন। খ্যাতিমান ও বিশ্বস্ত তাবেয়ি মুফাসসির হিসেবে তাঁর অনন্য অবদান লক্ষ্য করা যায়। ইবনে মুইন, আবু যারআ ও আবু হাতেম তাঁকে একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন এবং এতে দক্ষতা অর্জন করেন। কুরআনের কিরাআত সম্পর্কেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। কাতাদার [র] মতে, রাসুল [স]–এর ওফাতের পর তিনি ১০ বছর কিরাআতুল কুরআন চর্চা করেন। আর হাফসা [রা] বর্ণনা মতে, তিনি ওমরের সময়ে তিনবার কুরআন পড়েন। ইবনে আবি দাউদ বলেন :[৩]

"ليس احد بعد الصحابة اعلم بالقرأة من ابى العالية."

তিনি উবাই ইবনে কাব [রা] থেকে বর্ণনা করে তাফসিরের একটি কপি তৈরি করেন। তাঁর বর্ণনার এসব সূত্র ছিল অতীব বিশুদ্ধ। ইবনে জারির ও ইবনে আবি হাতিম তাঁর এই নুসখা থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল মুসনাদ গ্রন্থে অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেন।[৪]

আবুল আলিয়া [র] ফিকহ ও তাফসির শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাফসিরের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বেশি। হযরত ইবনে আব্বাস [রা] আবুল আলিয়া [র] কে নিজ খাটের উপরে বসাতেন আর কুরাইশেরকে খাটের নিচে বসাতেন। আর বলতেন :[৫] هكذا العلم يزيد الشريف شرفا

আদনাছাবী ও ড. হুসাইন আযযাহাবীর মতে, তিনি ৯০ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। ড. যাহাবীর মতে, এই মতটিই অগ্রগণ্য।[৬] তবে যাহাবী ও আলী সাবুনীর মতে, তিনি ৯৩ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।[৭]

---

১. আলি সাবুনী, *আততিবইয়ান*, মক্কা : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫/১৪০৫,পৃ. ৮২

২. রাসুল [স]-এর আর্বিভাবের পূর্বে আরব দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। ঐতিহাসিকগণ ঐ সময়কে [৫০০-৬১০ খ্রি.] জাহেলী যুগ বা অজ্ঞতা - অন্ধত্বের যুগ নামে অভিহিত করেছেন।
[বি: দ্র: গোল্ড যিহার, মুসলিম স্টাডিজ (ইংরেজি অনুবাদ), লন্ডন : ১৯৬৭, পৃ. ২০১-২০৮]

৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫

৪. প্রাগুক্ত

৫. আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬. আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫

৭. যাহাবী, *সিয়ারু আলাম আননুবালা*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ ,তা:বি:, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩; আলী সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

একনজরে

- মুজাহিদ ইবনে জাবর [র]
- আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [র]
- তাউস ইবনে কায়সান [র]
- হাসান বসরী [র]
- আতা বিন রাবাহ [র]
- কাতাদা বিন দিআমা [র]
- মুহাম্মদ বিন কাব আলকুরাযী [র]
- যায়েদ বিন আসলাম [র]

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

সাহাবিগণের যুগ ও তাবেয়ি যুগের প্রথমার্ধকে হিজরি প্রথম শতক গণনা করা হয়। এই শতকের পরিসমাপ্তির পর হিজরি দ্বিতীয় শতকের সূচনা হয়। এই শতকে তাফসির সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজের অভিযাত্রা শুরু হয়। আর তাবেয়িগণ তাফসির অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা তাফসির বিদ্যার ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য সাহাবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাহাবিদের সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের কারণে তাঁরা অতি অল্প সময়ে এ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করলে তাবেয়িগণ সাহাবিদের সাথে ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে মুসলিম জাহানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই কুরআন সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[১]

"يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضى الله عنهم فى اهم التفسير الا انهم نظراً لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع الفتوحات الاسلامية جدت اسس اخرى"

তাফসির পদ্ধতি

ড.ফাহাদ রুমী হিজরি দ্বিতীয় শতকের তাফসিরের ৫টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাবেয়িগণ এসব পদ্ধতি অবলম্বনে কুরআনের তাফসির করেছেন। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে–[২]

১. তাফসিরুল কুরআন বিল কুরআন তথা কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির। তাফসিরের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি।[৩] এ বিষয় বিস্তারিত বিবরণ সাহাবিদের তাফসির পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

২. তাফসিরুল কুরআন বিসসুন্নাহ তথা হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির। তাবেয়িগণ যখন কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য কোনো আয়াতে খুঁজে পেতেন না, তখন তাঁরা হাদিসের শরণাপন্ন হতেন। তাফসিরের এ পদ্ধতিটিরও বিস্তারিত বিবরণ সাহাবিদের তাফসির পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

৩. তাফসিরুল কুরআন বি আকওয়ালিস সাহাবা তথা সাহাবিদের বক্তব্য দ্বারা কুরআনের তাফসির। তাবেয়িগণ যখন কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা খুঁজে পেতেন না তখন তাঁরা সাহাবিদের বক্তব্য দ্বারা তাফসির করতেন। সাহাবিদের বক্তব্যকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন। কেননা তাঁরা তাফসিরের জ্ঞান সাহাবিদের কাছ থেকেই অর্জন করেছেন। তাফসিরের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তাঁদের সামনে উপস্থাপন করতেন। মুজাহিদ বিন জাবর [র] বলেন:[৬]

---

১. ড. ফাহাদ রুমী, *উসুলুত তাফসির*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, ১৪১৬ হি., পৃ. ৩১

২. প্রাগুক্ত

৩. ইবনে তাইমিয়া, *মুকাদ্দামা কি উসুলিত তাফসির*, বৈরূত : দারুল কুতুব, তা:বি:, পৃ. ৯৩

৪. *তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারা*, ২য় অধ্যায় দ্র:

৫. *তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারা*, ২য় অধ্যায় দ্র:

৬. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

"عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل أية منه وأسأله عنها."

৪. আলফাহমু ওয়াল ইজতিহাদু তথা তাবেয়িদের জ্ঞান গবেষণা দ্বারা কুরআনের তাফসির। তাবেয়িগণ যখন কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন, হাদিস ও সাহাবিদের বক্তব্য খুঁজে পেতেন না, তখন তাঁরা ইজতিহাদ করতেন। অর্থাৎ তখন তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবিদের বক্তব্যের আলোকে গবেষণা করে কুরআনের তাফসির করতেন। তাঁরা আরবদের ভাষা জ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। তাবেয়িগণ যেহেতু সাহাবিদের থেকে তাফসিরের জ্ঞানার্জন করেছেন, সেহেতু তাঁরা সাহাবিদের পরে গবেষণা করবেন এটাই সময়ের যৌক্তিক দাবি। ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৭]

"وقد تلقوا التفسير عن الصحابة وسمعوا منهم مالم يسمعه غيرهم فحق لهم ان يجتهدوا بعد ذالك."

৫. আহলি কিতাবদের বর্ণনা দ্বারা কুরআনের তাফসির। তাবেয়িগণ কুরআনের ব্যাখ্যায় ইয়াহুদি খ্রিস্টানদেরও বক্তব্য-বর্ণনা সংযোজন করেছেন। কেননা কুরআনে নবিদের কাহিনী ও পূর্ববর্তী উম্মাতদের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে আহলে কিতাবগণ ইসলাম গ্রহণ করেন, ফলে স্বাভাবিক কারণেই তাবেয়িগণ যখন কোনো ব্যাপারে সমস্যায় পড়তেন তখনই তাদের শরণাপন্ন হতেন, তাঁদের থেকে বিস্তারিত বর্ণনা গ্রহণ করতেন। তাফসির শাস্ত্রে এমন বর্ণনা সূত্রকে ইসরাইলিয়াত বলে। অধিকাংশ ইসরাইলী বর্ণনা আবদুল্লাহ বিন সালাম, কাবুল আহবার, ওয়াহাব বিন মুনিব্বাহ ও আবদুল মালেক বিন জুরাইজ নামক আহলি কিতাবদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮]

তাফসিরের বৈশিষ্ট্য

হিজরি দ্বিতীয় শতকের মুফাসসিরদের তাফসিরে সাধারণত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১. তাফসির সাহিত্যে ইসরাইলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ। এ শতকের তাফসির সাহিত্যে অনেক ইসরাইলী বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। কেননা নব দীক্ষিত মুসলমানগণ কুরআনে বর্ণিত অনেক ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় ইয়াহুদী, খ্রিস্টান পন্ডিতদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণকারী একজন ইয়াহুদী পন্ডিত কাবুল আহবার[৯] এ ধরনের বর্ণনার অগ্রপথিক। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব বর্ণনা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আরবরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন।[১০]

২. ইসলামের বিজয়ের ফলে অনেক অনারবও ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে কুরআনের অনেক আয়াতের তাফসির জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা সাহাবিগণ থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া

৭. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২; এছাড়াও বি: দ্র: অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের ১ম অধ্যায়

৯. বি: দ্র: অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১ম অধ্যায়ের মুফাসসিরদের বর্জনীয় বিষয়াবলী, টীকা নং : ৫

১০. ড. ওয়াহাবাতুয যুহাইলী, *আলইসরাইলিয়াত ফিত তাফসির ওয়াল হাদিস*, কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯০ খ্রি./১৪১১ হি., পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

যায়নি। তাই তাবেয়িগণ মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে কুরআনের সেসব জিজ্ঞাসিত আয়াতের তাফসির পেশ করতেন। এভাবে তাবেয়িগণ কুরআনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন।[১১]

৩. এশতকে তাফসির মূলত চর্চা ও রিওয়ায়িত–এর মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। প্রত্যেক শহরে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মক্কাবাসীরা ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে, মদিনাবাসীরা উবাই ইবনে কাব [রা]–এর কাছে এবং ইরাকবাসীরা ইবনে মাসউদের [রা] কাছে তাফসিরের জ্ঞানার্জন করেন।[১২]

৪. মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ লাভ করে। ড. রুমী বলেন :[১৩]

"ظهرت نواة الخلاف المذهبى فظهرت بعض الاراء التى تحمل فى طياتها بذور هذه المذاهب"

৫. এ সময়ে সনদভিত্তিক তাফসির বর্ণিত হয়। প্রত্যেকটি বক্তব্য সনদের মাধ্যমে বিবৃত হয়। কোন বক্তব্যই সনদ বর্জিত ছিল না। সনদের মাধ্যমে বক্তব্যের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা যাচাই বাচাই করা হয়।[১৪]

তাফসিরের হুকুম

হিজরি দ্বিতীয় শতক বা তাবেয়িগণের তাফসির গ্রহণীয় কীনা এব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। তন্মধ্যে ইবনে আকিল, ইমাম আহমদ ও শোবা ইবনুল হাজ্জাজ–এর মতে, তাবেয়িগণের তাফসির গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫] তাঁরা এ মতের সপক্ষে নিম্নের যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন–

- তাবেয়িগণ সাহাবিগণের ন্যায় রাসুল [স] থেকে কুরআন শ্রবণ করেননি। তাই তাঁদের তাফসিরের উপর আমল করা যায় না।[১৬]
- তাবেয়িগণ কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন না। কুরআন নাযিলের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত। এ কারণে কুরআনের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গমে তাঁদের ভুল–ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব তাবেয়িদের তাফসির দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[১৭]
- তাবেয়িগণের আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা সাহাবিগণের ন্যায় দলিল দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ নয়। তাই এঁদের তাফসির গ্রহণ করা যায় কীভাবে? ইমাম আবু হানিফা এই মর্মে বর্ণনা করেন :[১৮]

  "ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وماجاء عن أصحابه فلا اتركه وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا نحن رجال نجتهد."

- শোবা ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, শরিআতের ফুরু (الفروع) –এর ব্যাপারে তাবেয়িগণের বক্তব্য

১১. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, তা:বি:,. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১
১৩. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. ইবনে আবদুশ শাকুর, *ফাওয়াতিহুর রাহমুত বি শারহি মুসাল্লামাতুস সুবুত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে তাফসিরের ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁদের বক্তব্য দলিল হিসবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? অর্থাৎ তাঁদের তাফসির গ্রহণীয় নয়। যারা তাবেয়িদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন, তাঁদের অভিমতই সঠিক। তবে যখন তাঁদের বক্তব্যে ইজমা হবে, তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে, দলিল হিসেবে গ্রহণ করাতে কোনো সন্দেহ থাকবে না।[১৯] যদি মতানৈক্য থাকে, তবে তখন কতিপয়ের কথা দলিল হিসাবে গ্রহণীয় তো হবেই না। এঁদের পরবর্তীদের কথাও গ্রহণীয় হবে না। এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, আরবদের চিন্তাধারা ও সাহাবিদের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে।[২০] উল্লেখ থাকে যে, জমহুর আলিম ও শায়খুল ইসলাম, ইবনে তাইমিয়া এই অভিমতের সাথে একমত।[২১]

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুফাসসির ও ইমাম আহমদের অন্য মতানুসারে, যখন কোনো আয়াতের তাফসির, সুন্নাহ ও সাহাবিদের বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না, তখন তাবেয়িগণের তাফসির গ্রহণীয় হবে। এদের সপক্ষের যৌক্তিক প্রমাণ হিসাবে নিম্নের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যেমন–

- তাবেয়িগণের তাফসির এই জন্য গ্রহণযোগ্য যেহেতু তাঁরা সাহাবিদের থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন, তাদের সাহচর্য থেকে খুব কাছ থেকে তাঁদেরকে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাবেয়িগণ সাহাবিদের মজলিসে উপস্থিত থেকে তাঁদের আমল অনুসরণ করেছেন। তাঁরা সাহাবিদের থেকে যা শুনেছেন তা অন্যরা শ্রবণ করার সুযোগ পায়নি।[২২]
- তাবেয়িগণের তাফসির এইজন্য গ্রহণযোগ্য যেহেতু তাবেয়িগণ কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করতেন। এক্ষেত্রে মুজাহিদের [র] বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :[২৩]

"عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل أية منه وأسأله عنها."

কাতাদা [র] বলেন :[২৪]

"مافى القران اية الاوقد سمعت فيها شيئا."

আর শাবী বলেন :[২৫]

"والله ما من أية الاوقد سألت عنها."

এভাবে তাবেয়িগণ জেনে শুনে বিচার–বিশ্লেষণ করে কুরআনের তাফসির করতেন। আল্লামা ইবনে জারির তাবারী বলেন :[২৬]

"عن ابى مليكة قال : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القران ومعه الواحة قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله."

---

১৯. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২০. প্রাগুক্ত, ১০৪-১০৫
২১. মুসা ইবরাহিম, *উলুমুল কুরআন*, আম্মান : দারু আম্মার, ১৯৯৬ খ্রি./১৪১৬ হি., পৃ. ৯৯
২২. আবদুল মুনয়িম (সম্পাদনা), *আলমুকাদ্দিমাতুল মুতামামাহ*, রিয়াদ : মাকতাবা নাযার, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৮ হি., পৃ. ৯৭
২৩. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২৪. আদনাহাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, মদিনা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি./১৪১৭ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন*, বৈরুত : দারুল ফিকার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়ান সাওরী বলেন :[২৭]

"اذا جاءك التفسير عن مجاهد نحسبك."

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাবেয়িগণের তাফসির গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। তাই বলা যায়, তাবেয়িগণের তাফসির যদি সন্দেহমুক্ত হয় তবে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। সাথে সাথে যেসব বক্তব্যে ইজমা হয়েছে তাও গ্রহণীয়। মুসাইদ ইবন সুলাইমান বলেন :[২৮]

"ما اجمعوا عليه هذا يكون حجة."

তবে তাবেয়িদের বক্তব্য যদি আহলি কিতাবের সূত্র থেকে প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে বক্তব্য বর্জনীয়। এ বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যবে না। ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২৯]

"ان قول التابعى فى التفسير لايجب الأخذ به الا اذا كان مما لا مجال للرأى فيه، فانه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة فان ارتبناه فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا ان نترك قوله ولا نعتمد عليه . اما اذا اجمع التابعون على رأى فانه يجب علينا ان نأخذ به ولانتعداه الى غيره"

আমাশ থেকে বর্ণনা করে মুজাহিদ বলেন :[৩০]

"لوكنت قرأت ابن مسعود لم احتج ان أسأل ابن عباس عن كثير من القران مما سألت."

ইবনে তাইমিয়া বলেন :[৩১]

"فان اجمعوا علي تفسير واحد وجب الأخذ به ولايرتاب فى كونه حجة وان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع فى ذلك الى لغة القران او السنة اوعموم لغة العرب أو اقوال الصحابة فى ذلك."

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ড. ফাহাদ রুমী বলেন :[৩২]

"قلت وهذا مالا خلاف فيه وانما الخلاف فيما اذا ورد التفسير عن تابعى ولم يعرف له مخالف من التابعين فهذا مما ينبغى الأخذ به وتقديمه على غيره لما لهم من فضل ومزية على من بعدهم فى العلم."

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. মুসাইদ বিন সুলাইমান, উসুলুত তাফসির, রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি., পৃ. ৩৯

২৯. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৯

৩০. খালিদ আলইক, আলফুরকান ওয়াল কুরআন, দামিশক : আলহিকমা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রি./১৪১৪ হি., পৃ. ৬৩৩

৩১. ইবনে তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩২. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তাবেয়িদের তাফসির চর্চা

তাবেয়িদের কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানাহরণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং সাহাবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় মক্কা, মদিনা ও ইরাকে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। সাহাবিগণ এসব কেন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন আর তাবেয়িগণ ছিলেন ছাত্র।[১] কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী সাহাবিদের এসব কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে মানুষ তাদের কাছে আসতে থাকেন এবং ক্রমশ: তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২] তাফসির চর্চার ক্ষেত্রে কেন্দ্র তিনটি তাফসির অভিজ্ঞানের বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

১. মক্কা কেন্দ্র

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মক্কায় তাফসির চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআনের ভাষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। তাঁকে কেন্দ্র করেই মক্কায় তাফসির চর্চা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন :[৩]

"اعلم الناس بالتفسير اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس"

'মক্কার অধিবাসীরা কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসির জ্ঞানের অধিকারী। কেননা তাঁরা ইবনে আব্বাসের শিষ্য।'

ইবনে আব্বাস মসজিদুল হারামে নিয়মিত তাফসিরের দরস দিতেন। এ সময় তিনি তাবেয়িদের সামনে আলকুরআনের মর্ম উপস্থাপন করতেন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে অনেক তাবেয়ি পরবর্তীতে অমূল্য অবদান রাখেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় তাফসির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। তাফসির অভিজ্ঞানের উৎকর্ষও সাধিত হয় এই সময়ে। মক্কা কেন্দ্রের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

০১. আবু আবদুল্লাহ সাইদ ইবনে জুবায়ের [মৃ. ৯৫ হি.] [৪]

০২. আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর [মৃ. ১০৪ হি.] [৫]

০৩. আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [মৃ. ১০৪ হি.][৬]

০৪. আবু আবদুর রহমান তাউস ইবনে কায়সান [মৃ ১০৬ হি.]

০৫. আবু মুহাম্মাদ আতা ইবনে আবি রাবাহ [মৃ. ১১৪ হি.]

---

১. দিয়াসাতুন ফিত তাফসির, পৃ. ৭৪

২. ড. এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৩. মুকাদ্দামা ইবনে তাইমিয়া ফি উসুলিত তাফসির, পৃ. ১৫; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; সুয়ুতী, *আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন, কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-৩২৪

৪. তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছেও শিক্ষা লাভ করেন। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের অনুরোধে তিনি স্বতন্ত্র তাফসির রচনা করেন। [বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; ইবনে খাল্লিকান, *অফায়াত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৩৭০; আসকালানী, তাহযিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪]

৫. মুজাহিদের তাফসিরে তাবিল তথা মুক্ত বিবেকের প্রাবল্য বিদ্যমান। [বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১০ খণ্ড, পৃ. ৪২; তাবারী, *জামেউল বয়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন*, ১ম খণ্ড, ৩০, ২৫৩; ২৯ তম খণ্ড, পৃ, ১২০

৬. তিনি আলি [রা] ও আবু হুরাইরার [রা] কাছেও শিক্ষার্জন করেন। [বিস্তারিত দেখুন : আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭৩; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১০৭-১১২]

Dhaka University Institutional Repository

এঁদের তাফসির করার পদ্ধতি ছিল কুরআনের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াত সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ভাবন করা। এ সম্পর্কে ফুয়াদ সিজগীন বলেন :[৭]

'তাঁদের তাফসিরের পদ্ধতি ছিল আয়াত সংশ্লিষ্ট সুপ্ত বিষয়কে ঐতিহাসিক ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাফসির করা এবং আয়াতে উল্লিখিত কঠিন শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ ও এর যথার্থ মূল্যায়ন করা।'

২. মদিনা কেন্দ্র

মদিনায় রাসুল [স]–এর রওযা মুবারকের অবস্থান ও ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হওয়ার কারণে অধিকাংশ সাহাবি এখানে অবস্থান করতে পছন্দ করতেন, মদিনা ত্যাগ করা সমীচীন মনে করতেন না।[৮] এ সম্পর্কে ড. এম.এম রহমান বলেন :[৯]

Madina enjoys the privilege of this being frist capital of the Islamic state and here in the messenger of Allah is lying buried. Because of this, many of the companions of the prophet loved to stay there.

তাঁদের এখানে অবস্থান করায় লোকদের জন্য কুরআন শিক্ষালাভের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়, মদিনা পরিণত হয় জ্ঞানীগুণীদের মিলন মেলায়।[১০] তাবেয়িদের যুগে সাহাবিদের প্রচেষ্টায় এখানে তাফসির চর্চার একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অন্যান্যের মধ্যে উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলেন এই কেন্দ্রের মুখ্য ব্যক্তি। মদিনা কেন্দ্র তাঁর নামেই পরিচিত ছিল।[১১] তিনি নিয়মিত এখানে তাফসিরের দরস দিতেন। অনেক তাবেয়ি তাঁর দরসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখেন।[১২] এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

০১. আবুল আলি হাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী [মৃ. ১১৮ হি.][১৩]
০২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী [মৃ. ১১৮ হি.][১৪]
০৩. আবু উসামা যায়দ ইবনে আসলাম আলমাদানী [মৃ. ১৩৬ হি.][১৫]

৩. ইরাক কেন্দ্র

ইরাকের রাজধানী ছিল কুফায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইরাকের স্থান অতি উঁচে। সাহাবিদের সময় ইরাক মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফলে এখানে অনেক সাহাবি দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে আগমন করেন। আবুল বাশার দুলাবীর মতে: কুফা নগরীতে রাসুলের ১০৫০ জন সাহাবির শুভাগমন ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ২৪ জন সাহাবিও ছিলেন।[১৬] এভাবে বসরা ও বাগদাদেও অসংখ্য সাহাবির আগমন ঘটে। এসব সাহাবির অনেকেই নবদীক্ষিত মুসলমানদের কুর্‌আন–সুন্নাহর তালিম দেয়ার জন্য এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১৭] ঐতিহাসিক

৭. *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪
৮. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩২
৯. Dr. M.M. Rahman, *AL QURAN : THE GUIDANCE FOR MANKIND. SOUVENIR* on Golorious Quranic Exhibition. ২০০১. পৃ. ৫৮
১০. মুহাম্মাদ আবু যাহ, *আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, মিসর: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, তা:বি:, ১৯৫৮ খ্রি. পৃ. ১০১-১০২
১১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ৯১-১১৪
১২. মানাহিজুল মুফাসসিরিন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯
১৩. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪, ২৮৫;
১৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬ ; ইবনে আউন, *খুলাসা তাহযিব আলকালাম*, পৃ. ৩০৫
১৫. তিনি ইবনে আব্বাসের [রা] শিষ্য মুজাহিদের ন্যায় মুক্ত বিবেকের অনুসারী ছিলেন। [বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : আসকালানী, তাহযিব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫, ৩৯৭; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭]
১৬. কিতাবুল কুন্য ওয়াল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪
১৭. মুহাম্মাদ আবু যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যানুসারে আবু মুসা আলআশআরী, ইমরান ইবনে হুসাইন, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক [রা] সহ অনেকেই এসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আনাস ইবনে মালিক [রা] এখানেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।[১৮] খলিফা হযরত ওমর [রা]–এর খিলাফতকালে আম্মার ইবনে ইয়াসির [রা] কে গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] কে তাঁর উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে কুফায় প্রেরণ করেন।[১৯] ইবনে মাসউদের (রা) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইরাকে তাফসির চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। তিনি এ কেন্দ্রে নিয়মিত তাফসিরের দরস দিতেন। ইরাকের জনগণ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দিতেন।[২০]

ইবনে মাসউদ [রা] তাফসিরের ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তিতে বক্তব্য প্রকাশ পদ্ধতির পথিকৃত। শরিআতের বিধি–বিধানের ক্ষেত্রেও তাঁর এ পদ্ধতি অনুসৃত হত সমানভাবে। পরবর্তীকালে এখান থেকে শিক্ষা প্রাপ্তরা এ যুক্তিবাদী ধারা ধারণ, লালন ও বিকাশ সাধন করেন। ইমাম হাসান আলবসরী, আবু হানিফা ও ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদী [র] এ ধারাকেই সমুন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন।[২১] কুফায় ইবনে মাসউদের (রা) কাছে তাফসির শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করে যেসব তাবেয়ি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন–

০১. আলকামা ইবনে কায়স [মৃ. ৬১ হি.][২২]
০২. মাসরুক ইবনে আজদা [মৃ. ৬৩ হি.][২৩]
০৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৭৫ হি.][২৪]
০৪. মুররা ইবনে শুরাহিল [মৃ. ৭৬ হি.][২৫]
০৫. আমির ইবনে শুরাহিল [মৃ. ১০৯ হি.][২৬]
০৬. হাসান আল বসরী [মৃ. ১১০ হি.][২৭]
০৭. কাতাদা ইবনে দামআ [মৃ. ১১৭ হি.][২৮]
০৮. শুরাই ইবনে আল হাসির [মৃ. ৭৮ হি.][২৯]
০৯. ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ [মৃ. ৯৫ হি.][৩০]
১০. উবায়দা আস সালমানী [মৃ. ১০৪ হি.][৩১]

এ শতকের প্রসিদ্ধ মুফাসসির

এ শতকের কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির হচ্ছেন–

১৮. মুহাম্মাদ আবু যাহ, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৪
১৯. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
২০. নিয়সাতুন ফিততাফসির, পৃ. ৭৫
২১. আহমদ আমিন, ফজরুল ইসলাম, ১৭০, ২৫২-২৫৫; মুস্তাফা আবদুর রাফিক, তামহিদ, পৃ. ৭-১২; আলি হাসবুল্লাহ, *মুহাদারাত*, পৃ. ৯১-৯৪; ড. এম.এম রহমান, *Introduction to Al Maturidis Tawilat.* পৃ. ১৭-১৮, ৮০-৮১.
২২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯; আসকালানী, *তাহযিব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬-২৭৮
২৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১১
২৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৩
২৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১২২-১২২; প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ, ৮৮-৮৯
২৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৪; প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৯
২৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৭; প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭০
২৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭; প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫৬
২৯. আলমাকবিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ২৫২. ২৬০
৩০. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০,২৫২-২৬০
৩১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; আহমদ আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭০, ২৫২-২৬০

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ ইবনে জাবর [র]

[জন্ম : ২১ হি., মৃত্যু : ১০৩ হি.]

মুজাহিদ তাবেয়িদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মুফাসসির। তাঁর নিজের নাম মুজাহিদ, পিতা জাবর, উপনাম আবুল হাজ্জাজ। পিতার নাম কেউ কেউ যুবায়ের বলেছেন।[১] পূর্ণ নাম আবুল হাজ্জাজ মুজাহিদ ইবনে জাবর আলমাখযুমী।

তিনি ২১ হিজরিতে উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। বানু মাখযুম গোত্রের সাথে তাঁর বংশীয় যোগসূত্র ছিল। তিনি ছিলেন আস সাইব ইবনে আবিস সাইবের আযাদকৃত দাস।[২] তিনি তাফসিরের ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিদর্শন ছিলেন।[৩] তাঁর তাফসিরে মুক্ত বিবেকের প্রাবল্য বিদ্যমান।[৪] ইলমে তাফসিরে মুজাহিদ ইবনে আব্বাসের [রা] শিষ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মুজাহিদ [র] স্বয়ং বলতেন :[৫]

"عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات اقف عند كل اية وأسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت؟

'আমি তিনবার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] নিকট শিখেছি ও বুঝেছি। প্রত্যেকটি আয়াতকে জিজ্ঞেস করে করে এবং বুঝে পড়েছি।' আল্লামা আসকালানী বলেন :[৬] হযরত ইবনে আব্বাসের [রা] সাথে তিনি ত্রিশ বছর পবিত্র কুরআনের দাওর করেছেন এবং তিনবার তাফসির পড়েছেন।'

মুজাহিদ [র] এর তাফসির জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি লেখার সামগ্রী সঙ্গে রাখতেন এবং তাঁর ওস্তাদ ইবনে আব্বাস [রা] যা বলতেন তা সাথে সাথে লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবি মুলাইকাহ [র] বলেন :[৭]

"رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القران ومعه الواحة، فقال ابن عباس رضى الله عنه : اكتب حتى سأله عن التفسير كله.

'আমি স্বয়ং মুজাহিদ কে দেখেছি যে, তিনি কিতাব, কলম, দোয়াত নিয়ে ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে যেতেন এবং কুরআনের তাফসির জিজ্ঞেস করে তাতে নিরন্তর লিপিবন্ধ করতেন। ইবনে আব্বাস [রা] বললেন : 'লিখতে থাক। তিনি এভাবেই গোটা কুরআনের তাফসির নকল করতেন।'

---

১. নববী, *তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* তা:বি:, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩
২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪ ; মান্না আলকাত্তান, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি., পৃ. ৩৪৯
৩. ইমামুদ্দিন ইবনু কাসির, *তাফসির ইবনে কাসির* (ড. মুজীবুর রহমান অনূদিত), মুখবন্ধ, পৃ. ৪৫
৪. ইবনে জারির তাবারী, *জামিউল বয়ান ফি তাবিলি আইয়িল কুরআন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; ২৫৩; ২৯তম খণ্ড, পৃ. ১২০; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২
৫. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন,* পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪, ১২৮, মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
৬. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ. ৩০
৭. যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ কোন আয়াতের তাফসির করলে সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। তাঁর তাফসিরের পর কেউ অন্য কারো তাফসিরের প্রয়োজন মনে করতেন না। সবাই তাঁর তাফসিরই যথেষ্ট মনে করতেন। ইবনে জারীর তাফসির তাবারীতে হযরত আবু বকর আলহানফী–এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন :[৮] আমি সুফিয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

"اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به"

'মুজাহিদ [র] এর সূত্রে যখন কোন আয়াতের তাফসির পাওয়া যেত, তখন সত্যাসত্য যাচাই ছাড়াই তাঁর তাফসির সবাই যথেষ্ট মনে করতেন।'

তাফসির শাস্ত্রে মুজাহিদের [র] পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত। তাঁর দক্ষতা অন্যান্য তাবেয়িও সমানভাবে স্বীকার করতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ি কাতাদা [র] বলেন :[৯]

"اعلم من بقى بالتفسير مجاهد"

'তাফসিরে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে মুজাহিদ সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী।'

মুজাহিদ [র] সম্পর্কে খুছাইফ [র] বলেন :[১০] "اعلمهم بالتفسير مجاهد"

'মুজাহিদ–ই তাফসির শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় আলিম।' তিনি একজন তাবেয়ি হলেও সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। এ ব্যাপারে মুজাহিদ [র] স্বয়ং বলেন :[১১]

"صحبت ابن عمر وانى اريد ان اخدمه فكان هو يخدمنى"

'আমি হযরত ওমরের [রা] সংসর্গে অবস্থান করি। এ সময়ে আমি তাঁর খেদমত করতে চাইলে তিনিই আমার খেদমত করতেন।' মুজাহিদের [র] মেধা, মনন, স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। কোন বিষয়কে সহজেই মুখস্থ করতে পারতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা], মুজাহিদের [র] ঘোড়ার রেকাব ধরে বলেছিলেন : "وددت ان نافعا يحفظ حفظك"

'আমার ছেলে সালেম এবং আমার গোলাম নাফে যদি তোমার ন্যায় স্মরণ শক্তির অধিকারী হতো।'[১২] মুজাহিদের তাফসির সকলেই নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। ইবনে তাইমিয়া [র] বলেন :[১৩] আর একারণেই মুজাহিদের তাফসিরের উপর ইমাম শাফেয়ি [র], বোখারী [র] ও অন্য আলেমগণ নির্ভর করতেন। ইমাম বুখারী [র] তাঁর সংকলিত বুখারী শরিফের তাফসির অধ্যায়ে অনেক বর্ণনা মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী [র] বলেছেন :[১৪] 'চার ব্যক্তি থেকে

---

৮. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬

৯. আবু নাঈম, *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৬

১০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; যাহাবী, *মিযানুল ইতেদাল*, মিসর : দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩৮২ হি./১৯৬৩ খ্রি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯

১১. সুয়ূতী, *আলইতকান*, দিল্লী : কুতুবখানা এশাআতে ইসলাম, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির গ্রহণ করো। ১. সাইদ বিন যুবায়ের; ২. মুজাহিদ ; ৩. ইকরামা ও ৪. দাহ্হাক [র]।

যাহাবী বলেন :[১৫] "شيخ القراء المفسرين بلا مراء اخذ التفسير عن ابن عباس"

সাবুনী বলেন :[১৬]

"تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل ابن عباس وقرأه عليه قراءة تفهم وتدبر ووقوف عند كل اية من ايات القران يسأله عن معناها ويستفسره عن اسرارها."

মনীষীদের বক্তব্য থেকে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুজাহিদ [র] একজন উচ্চাসনের তাফসিরবেত্তা ছিলেন। তাফসির চর্চায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী কুরআনের ব্যাখ্যা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন:[১৭] মুজাহিদ [র] এর হাদিস, তাফসির ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে, যা অন্যরা পছন্দ করেন না। তাঁর তাফসিরের একটি সংকলন মিশরের খুদাইবিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। মুজাহিদের হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রেও অবদান রয়েছে। আবু হাতেম বলেন : মুজাহিদ আয়শা [রা] থেকে মুরসাল সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন। ইবনে সাদের মতে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ফকীহ ও সুবিজ্ঞ হাদিসবেত্তা ছিলেন। যাহাবীর মতে, তিনি উম্মাতের ইমাম এবং তাঁর বক্তব্য দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা যায়।[১৮] তিনি ১০৩ হিজরি সালে সিজদারত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ইয়াহইয়া আলকাত্তানের মতে, ১০৪ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৯]

---

১৫. যাহাবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬১

১৬. সাবুনী, *তিবইয়ান* , মক্কা : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫ হি., পৃ. ৭৮

১৭. যাহাবী, প্রাগুক্ত

১৮. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

১৯. সুয়ুতী, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, পাকিস্তান : আলমাকতাবাতুল কুদসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি., ৯০ম খণ্ড, পৃ. ২২৪; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৭২৪

Dhaka University Institutional Repository

আবু আবদুল্লাহ ইকরামা [র]

[জন্ম : ২৫ হি., মৃত্যু: ১০৫ হি.]

নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি ইকরামা একজন বিখ্যাত তাফসিরবেত্তা। তিনি ইবনে আব্বাসের (রা) আযাদকৃত গোলাম।[১] এ কারণে তিনি 'মাওলায়ে ইবনে আব্বাস' নামে বেশি প্রসিদ্ধ। মক্কায় বসবাসকারী ইকরামার পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবু আবদুল্লাহ ইকরামা আল বারবারী আলমাদানী মাওলায়ে ইবনে আব্বাস।[২] তিনি আফ্রিকার বারবারী বংশীয় ক্রীতদাস ছিলেন।[৩] হুসাইন ইবনে আবিল হুর আল আম্বারী নামক এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে [রা] এই গোলাম উপহার স্বরূপ দিয়েছিল।[৪] ইবনে আব্বাস [রা] তাঁকে স্বযত্ন লালনের পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রা) ছাড়াও আলি ইবনে আবি তালিব, আবু হুরাইরা, ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু সাইদ আলখুদরীসহ বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।[৫]

হযরত ইকরামা [র] জ্ঞান সাধনায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বিদ্যান্বেষণ যেন তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য মোহে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যান্বেষণে তাঁর কতটুকু একাগ্রতা ছিল তা তাঁর একটি বক্তব্য থেকে আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইকরামা [র] নিজে বলতেন :[৬] 'আমি বিদ্যান্বেষণে চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছি। এই দীর্ঘ সময় বিদ্যান্বেষণে থাকার কারণে পৃথিবীর অনেক পথ পারি দিতে হয়েছে, ভ্রমণ করতে হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের লীলাভূমি হিসেবে স্বীকৃত মিশর, শাম, ইরাক, আফ্রিকাসহ অসংখ্য দেশ।'[৭]

যাহাবীর মতে, তিনি তাফসির ও মাগাযীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন দেশ জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করেছেন। তার থেকে প্রায় ৩০০ জন ব্যক্তি রেওয়ায়াত করেন। তন্মধ্যে ৭০ জনের বেশি ছিল তাবেয়ি। তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর মদিনায় ফিরে আসেন। আমির তাঁকে তলব করলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাক্ষাৎ করেননি।[৮]

তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির শাস্ত্রে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। সমসাময়িক মনীষীগণ তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ি বলেন :[৯]

"ما بقى احد اعلم بكتاب الله من عكرمة"

'আমাদের যুগে ইকরামার [র] চেয়ে কুরআনের বড় কোন আলিম জীবিত নেই।' কাতাদা [র] বলেন :[১০] তাবেয়িদের মাঝে বড় আলিম ছিলেন চারজন। ১. আতা; ২. সাইদ ইবনে জুবায়ের; ৩. ইকরামা ও ৪. হাসান বসরী [র]। তাবেয়িদের মধ্যে তাফসির শাস্ত্রে যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তিনি তাঁদের একজন। যে কেউ কুরআনের কোন আয়াতের তাফসির জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর ব্যাখ্যা করতেন সুস্পষ্টভাবে। হাবিব বিন আবি সাবিত বলেন :[১১]

---

১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭
২. প্রাগুক্ত
৩. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬
৪. প্রাগুক্ত
৫. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪; তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭
৬. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬
৭. ইবনে কাসির, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯বম খণ্ড, পৃ. ১৪৫
৮. যারকলী, *আলাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৪৩
৯. মিফতাহুস সাআদা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০; আসকালানী; প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১; সাবুনী, পৃ. ৭৯
১০. প্রাগুক্ত
১১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

"اجتمع خمسة : طاوس مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ، وعطاء، فاقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه عن اية الا فسرها لها"

তিনি কুরআনের কোন্ আয়াত কোন্ প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। ইয়াহইয়া বিন আয়ুব আল মিসরী বলেন :[১২] ইবনু জুরাইজ আমাকে প্রশ্ন করলেন–

"هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت : لا، قال : فاتكم ثلثا العلم"

ইবনে হাব্বান বলেন :[১৩] "ইকরামা তাঁর যুগের বিশিষ্ট ফিকাহবিদ ও কুরআন বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। আমর বিন দিনার বলেন :[১৪]

"دفع الى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه"

তাফসিরে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইকরামা [র]–এর প্রশংসা করেছেন তাফসিরবেত্তা কাতাদা [র]। তিনি বলেছেন : 'পরিপূর্ণ তাফসিরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইকরামা [র] অনন্য মর্যাদার অধিকারী।' বিশিষ্ট তাফসির বিশারদ সাইদ ইবনে জুবায়ের ও মুজাহিদও [র] তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন নানাভাবে। ইকরামা [র] যতদিন বসরায় বসবাস করছিলেন ততদিন ইমাম হাসান আলবসরী নিজে কোন ফতোয়া দিতেন না।[১৫] তাঁর সম্পর্কে সামাক বিন হারব বলেন : আমি ইকরামাকে বলতে শুনেছি :[১৬] "لقد فسرت ما بين اللوحين" এখানে لوحين দ্বারা মাসাহিফের মাঝে যা আছে তাঁর সব কিছুকে বুঝানো হয়েছে।[১৭]

ইকরামা বলেন :[১৮] "كان ابن عباس يجعل فى رجل الكبل ويعلمنى القران والسنن"

ইকরামা বলেন :[১৯] "كل شئ احدثكم فى القران فهو ابن عباس"

ইকরামার [র] তাফসির গ্রহণযোগ্য কি–না এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দু'টো অভিমত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন তাঁর তাফসির গ্রহণযোগ্য নয়, তাঁর থেকে বর্ণনাও করা যাবে না। আবার কেউ এর সম্পূর্ণ বিপরীত বলেছেন; তাঁর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলেছেন। যারা তাঁর রেওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ গোল্ড যিহের অন্যতম।[২০] এরা মূলত তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করে। ইবনে হাজার [র]–এর মতে অভিযোগ তিনটি হচ্ছে–

০১. ইকরামা [র] কিছু কথা ইবনে আব্বাসের [রা] প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন ;

০২. তিনি আকিদা বিশ্বাসে খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন;

০৩. তিনি শাসক ও গভর্নরদের থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতেন।

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, পৃ. ১০৫

১৬. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১৭. সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৮. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১৯. প্রাগুক্ত

২০. গোল্ড যিহের, *মাযাহিবুত তাফসির* [আরবি অনুবাদ] পৃ. ৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পন্ডিতগণ উক্ত অভিযোগ তিনটির সত্যাসত্যের জন্য বেশ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, উক্ত অভিযোগগুলো মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা বেশি তাদের মধ্যে আল্লামা তাবারী, ইবনে হাব্বান, আবদুল্লাহ বিন মানদা, আবু ওমর ইবনে আবদুল বার অন্যতম।[২১]

মুসলিম পন্ডিগণ অভিযোগ তিনটির নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। যেমন–

❖ মিথ্যাচারের অভিযোগটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা ইকরামা দুই ব্যক্তি থেকে হাদিস শিক্ষা করতেন। বর্ণনা করার সময় হয়তো এক ব্যক্তির নামে বর্ণনা করতেন অন্য জনের নাম গোপন রাখতেন। আবার অন্য সময় একই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে হয়তো তিনি অন্য ব্যক্তির সূত্রে রেওয়ায়েত করতেন। ইকরামার [র] এভাবে দুই ব্যক্তির সূত্রের রেওয়ায়াতকে হয়তো কেউ কেউ জাল হাদিস মনে করেছেন, যার সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। কেননা দু'টো সূত্রের দু'টো বর্ণনাই সঠিক ও যথার্থ ছিল। এ প্রসঙ্গে ইকরামা [র] বলতেন :[২২]

"ارأيت هولاء الذين يكذبونى من خلفى افلا يكذبونى فى وجهى"

'যারা আমার অগোচরে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তারা আমার সামনে এসে কেন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না?'

যেহেতু কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে পারেনি সেহেতু তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়ার অভিযোগটি সত্য নয়।

❖ এভাবে তাঁর খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অভিযোগটিও সত্য নয়। বস্তুত তিনি কোন কোন ফিকহী মাসআলার শাখা-প্রশাখায় এমন নীতি অবলম্বন করেছিলেন যা বাহ্যত খারেজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আর এ কারণেই কেউ কেউ তাঁকে খারেজী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, যা আদৌ ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আজলী [র] বলেন :[২৩]

'ইকরামা [র] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম এবং মক্কায় বসবাসকারী একজন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি। লোকেরা তাঁকে খারেজী বলে, অবশ্য তিনি এই অভিযোগে অভিযুক্ত নন। আল্লামা তাবারী [র] বলেন :[২৪] 'কোন ব্যক্তিকে কোন ভ্রান্ত মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়ার কারণেই যদি তাকে অনির্ভরযোগ্য বলা হয়, তবে অধিকাংশ হাদিসবেত্তাকেই প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হয়ে যাবে। কেননা তাদের প্রায় সকলের প্রতিই এমন সব বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা তারা পছন্দ করতেন না।'

এছাড়াও দেখা যায় যে, হাদিস শাস্ত্রের যারা ইকরামার [র] কঠোর সমালোচনাকারী তাঁরাও তাঁদের গ্রন্থে ইকরামার [র] রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। ইকরামা [র] থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন– ইমাম বুখারী, মুসলিম ও মালেক [র]। এঁরা সকলেই তাঁকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাঁর থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন, যা তাঁর গ্রহণযোগ্যতারই প্রমাণ করে।

২১. হাফিয ইবনে হাজার, *হাদউস সারী [ফাতহুল বারীর মুখবন্ধ]*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২

২২. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৮

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত; *হাদউস সারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

❖ তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগটির উত্তরে বলা যায় যে, তিনি শাসক ও গভর্নরদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পুরস্কার গ্রহণ করা কোন দোষের ব্যাপার নয়। আর কেউ পুরস্কার গ্রহণ করলেই তার রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগটিও যথার্থ নয়।[২৫]

ইকরামা [র] যে দিন ইনতিকাল করেন ঐ দিন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি কুসাইর উয্যাও মারা যান। ইকরামা [র]–এর জানাযায় লোক সমাগম কম হয় এবং কবির জানাযায় লোক সমাগম তুলনামূলক বেশি হয়। এতে গোল্ড যিহের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ মানুষ বংশ পরম্পরায় একজন গোলামকে তাঁর মৃত্যুর পরেও একজন আদি আরবীয়ের চেয়ে তুচ্ছ মনে করেছে। আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার [র] এর জবাবে বলেন :[২৬]

"والذى نقل انهم شهدوا جنازة كثير وتركوا عكرمة لم يثبت لان ناقلهم يسم"

'লোকেরা কুসাইরের জানাযায় অংশ নেয় আর ইকরামার [র] জানাযা বর্জন করে এ কথাটি প্রমাণিত নয়। কেননা এটা জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি বর্ণনা করেছে।'

এছাড়া ইকরামার [র] জানাযায় লোক কম হওয়ার কারণ হচ্ছে– সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করে রেখেছিল। তিনি গ্রেফতারী এড়ানোর জন্যে একরকম আত্মগোপন করেই থেকে ছিলেন। আর আত্মগোপন থাকা অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাই বাস্তব কারণেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি, জানাযায় বেশি লোকের সমাগম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। জানাযার লোক সমাগমের স্বল্পতা দিয়ে তাঁর সম্মান–মর্যাদা মূল্যায়ন করা যায় না। বরং তিনি যেদিন ইনতিকাল করেন সেদিন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল:[২৭]

"مات افقه الناس واشعر الناس"

'আজ সবচেয়ে বড় ফকিহ ও সবচেয়ে বড় কবির ইন্তিকাল হয়েছে।'

তাফসির শাস্ত্রের এই মহান সাধক ১০৪ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন।[২৮] কেউ কেউ বলেছেন : তিনি ১০৫ হিজরি সালে মক্কায় ইনতিকাল করেন।[২৯] কারো কারো মতে, তিনি ১০৭ হিজরি সালে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৩০] আলী সাবুনীর মতে, তিনি মদিনায় ১০৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।[৩১]

২৫. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯
২৬. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩
২৭. হাফিয ইবনে কাসির, প্রাগুক্ত, ৯বম খণ্ড, পৃ. ২৪৫
২৮. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২; আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-২৭৩
২৯. আহমাদ মুস্তাফা আলমারাগী, তাফসিরে মারাগী, বৈরূত: দারু এহইয়া আততুরাস আলআরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭
৩০. শামসুল হক, *তাফসির শাস্ত্র পরিচিতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৭০
৩১. সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তাউস ইবনে কায়সান [র]

[জন্ম : ৩৩ হি., মৃত্যু : ১০৬ হি.]

তাফসির চর্চার ক্ষেত্রে মক্কা, মদিনা ও ইরাকের অসামান্য অবদান রয়েছে। এই তিনটি স্থানে এ শতকে সাহাবিগণ তাফসির-চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা] মক্কায়, উবাই বিন কাব মদিনায় ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] ইরাক কেন্দ্রের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে তাফসিরের দরস দিতেন। এসব কেন্দ্রে সাহাবিগণ অবস্থান করায় সমকালীন লোকদের জন্য কুরআন শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। সাহাবিগণ তাবেয়িগণের মাঝে কুরআনের তাফসির পেশ করতেন। যেসব আয়াতের অর্থ বুঝতে তাবেয়িগণ সমস্যা মনে করতেন সাহাবিগণ সেসব আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। এসব দরসে বসা শিক্ষার্থীগণ সাহাবীগণ যা বলতেন তা আত্মস্থ করতেন এবং অনুপস্থিতদের মাঝে শ্রুত বিষয়গুলো বর্ণনা করতেন। মক্কা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাউস ইবনে কায়সান ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে- আবু আবদুর রহমান তাউস বিন কায়সান আলইয়ামানী আলহুমাইরী আলজানাদী।[১] ইয়ামান শহরে বসবাস করার কারণে তাঁকে জানাদী এলাকার দিকে নিসবাত করা হয়। তিনি বুহাইর বিন রাইসান-এর মুক্তদাস ছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে হামাদান এর মুক্ত দাস বলেছেন।[২] ইলম ও আমলে তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়িগণের অন্যতম ছিলেন। ফিক্হ ও তাফসির বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ আলিম তাউস مستجاب الدعوة ছিলেন। তিনি জীবনে ৪০ বার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইবনে হাব্বান বলেন :[৩]

"كان عن عباد اهل اليمن ومن سادت التابعين وكان مستجاب الدعوة وحج اربعين حجة."

তিনি ৫০ জন সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :[৪]

"جالست خمسين من الصحابة."

তিনি অনেক সাহাবির সান্নিধ্যে গমন করে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতেন। বিশেষত তিনি ইবনে আব্বাসের [রা] কাছে বেশি যাতায়াত করতেন এবং তাঁর থেকে তাফসিরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। এ কারণে তাঁকে ইবনে আব্বাসের প্রতিষ্ঠিত মক্কা কেন্দ্রের তাফসিরের ছাত্র হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়।[৫]

আমানতদারীতা, ধর্মভীরুতা ও তাকওয়া পরহেযগারীতে তাউস ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর ওস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে সত্যায়ন করে বলেন :[৬]

"انى لاظن طاوسا من اهل الجنة."

---

১. আদদাহাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, মদিনা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি./১৪১৭ হি., পৃ. ১২; ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২; এছাড়াও জীবনবৃত্তান্তের জন্য দেখা যেতে পারে : *তাবকাতু ইবনে সাদ, ৫/৫৩৭; ওয়াফিআতুল আইআন, ২/৫০৯; তারিখুল ইসলাম, ৪/১২৬*

২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; আদদাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"তাউসকে জান্নাতবাসী ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি না।"

ওমর বিন দিনার বলেন :[৭]

"مارأيت أحدا مثل طاوس."

'আমি তাউসের মত আর কাউকে দেখিনি।'

আর ইবনে মুইন তাঁকে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

তাহযিবুত তাহযিব গ্রন্থের প্রণেতা বলেন :[৯]

"كان طاوس من شيخ اهل اليمن وكان كثير الحج."

কুরআন ব্যাখ্যায় তাউসের অবদান অসামান্য। কিন্তু তিনি গতানুগতিক ধারার কোন তাফসির গ্রন্থ রচনা করে যাননি। কেবল বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে তাঁর কুরআন ব্যাখ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়।

الاعلام গ্রন্থে তাঁর জীবন সম্পর্কে যাহাবী বলেন :[১০]

"طاوس بن كيسان الخولانى الهمدانى ابوعبد الرحمن من اكابر التابعين تفقها فى الدين ورواية للحديث وتقشفافى العيش وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك اصله فى الفرس ومولده ومنشاه باليمن توفى حاجا بالمزدلفة وكان (هشام بن عبد مالك) حاجا تلك السنة فصلى عليه وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء قال ابن : متجنبو السلطان ثلاثة : ابو ذر، وطاوس، والثورى."

তাউস [র] হজ্বব্রত অবস্থায় يوم التروية এর পূর্বে ১৬০ হিজরি সালে পবিত্র মক্কায় ইনতিকাল করেন। হিসাম বিন আবদুল মালিক তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।[১১]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৮. প্রাগুক্ত

৯. যাহাবী, *তাহযিবুত তাহযিব*, বৈরূত : দারুল ফলন, তা:বি:, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮-১০

১০. যাহাবী, *আলআলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২২

১১. আলদাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

হাসান বসরী [র]

[জন্ম : ২১ হি., মৃত্যু : ১১০ হি.]

ইমাম হাসান আলবসরী [র] বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] কর্তৃক ইরাকে প্রতিষ্ঠিত তাফসির কেন্দ্রের একজন স্বনামখ্যাত তাবেয়ি মুফাসসির। বসরাবাসীদের ইমাম, সুফিদের অগ্রদূত ও সমকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে। ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও অসাধারণ বাগ্মী হাসান বসরীর উপদেশ–নসিহাতের প্রভাবে অসংখ্য পথহারা ব্যক্তি আলোর পথের সন্ধান পেয়েছে। তাকওয়া পরহেযগারীতে অনন্য, বীরত্ব ও সাধক হিসাবেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী।

তাঁর নাম হাসান।[১] উপনাম আবু সাইদ। পিতার নাম ইয়াসার। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হচ্ছে– আবু সাইদ আলহাসান বিন আবিল হাসান ইয়াসার আলবসরী।[২] তবে তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে হাসান বসরী নামেই খ্যাত। ইরাক বিজয় অভিযানকালে তাঁর পিতাকে মায়সান হতে ক্রীতদাসরূপে মদিনায় আনয়ন করা হয়। তিনি খ্যাতনামা যায়দ ইবনে ছাবিতের আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন এবং খায়রা নাম্নী উম্মে সালমার এক আশ্রিতা রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দাম্পত্য বন্ধনের ফলে ২১ হি./৬৪২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা ওমরের [রা] শাসনামলে হাসান বসরী মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর যৌবন আলি বিন আবি তালিবের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়। রবি বিন যিয়াদের সাহচর্যের কারণে তিনি মুআবিয়ার [রা] সময়ে খোরাসানে আসেন অতপর বসরায় জীবনযাপন করেন।[৪]

সাহাবি ও নবি [স]–এর পরিবারে হাসান বসরীর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। অতপর তিনি আলি [রা]–এর কাছে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি মদিনা ও বসরার বহু মুহাদ্দিস ও ফকিহ থেকে জ্ঞানার্জন করে সমকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতে পরিণত হন। তিনি ১২০ জন সাহাবির সাহচর্য লাভ করেন তন্মধ্যে ৭১ জন ছিলেন বদরী সাহাবি।[৫] তাঁর সম্পর্কে ইমাম গাযালী বলেন :[৬]

"كان الحسن البصرى اشبه الناس كلاماً بكلام الانبياء واقربهم هديا من الصحابة وكان فى غاية عن الفصاحة تتصبب الحكمة من فمه."

তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সবসময় মশগুল থাকতেন। কুরআন সুন্নাহভিত্তিক ওয়াজ নসিহাত বর্ণনা করার সময় তিনি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করতেন যে, উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী কেঁদে ফেলতেন।[৭] তিনি আল্লাহর ভয়ে এত ভীত থাকতেন যে, তাঁর মনে হতো জাহান্নামের আগুন কেবল তাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সত্য প্রকাশে তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করতেন না। তদানীন্তন

---

১. অদ্যাবধি সকল গ্রন্থে হাসান নামটি আলিফ লামসহ الحسن আছে। তবে এটি প্রকৃতপক্ষে আলিফ ছাড়া حسن হবে। এটিই সঠিক। *[দেখা যেতে পারে : আলযাহাবী, তাবকাতুল মুফাসসিরিন, পৃ. ১৩]*

২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, *সম্পাদনা পর্ষদ, ঢাকা* : ই.ফা.বা., ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৯

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতিমান ব্যক্তি ইবনে সিরিন ও আশশাবীকে ইয়াযিদের খিলাফতের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে সাহস পাননি, কিন্তু হাসান বসরী অকপটে ইয়াযিদের খিলাফতের অধিকার অস্বীকার করেন। আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের কাছে লিখিত পত্রে তিনি অনুরূপ বাক স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন। ফলে পরবর্তী লেখকগণ ঐ সকল পত্রে স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি হাসান বসরীর অধ্যধিক প্রবণতা লক্ষ্য করে ঐগুলো ওয়াসিল বিন আতার লিখিত পত্র বলে অনুমান করেন। তদীয় সমকালীন হাজ্জাজের সমকক্ষ বাগ্মী বলে তিনি স্বীকৃত।[৮]

তিনি অনেক হাদিস মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বর্ণনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন :[৯]

"يابن اخى : لقد سألتنى عن شئ ما سألنى عنه احد قبلك . ولولا منزلتك منى ما اخبرتك انى فى زمان كما ترى وكان فى عمل الحجاج كل شئ سمعتنى اقول قال رسول الله فهو عن على بن ابى طالب غير انى فى زمان لا استطيع ان اذكر عليا."

তবে মুরসাল সূত্রে হাদিস বর্ণনা করার কারণে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদিস কবুল হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ তাঁর হাদিস কবুল হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, আবার কেউ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম ইবনুল মাদিনী বলেন :[১০]

"حسن کی مرسلات اگر ثقه راویوں سے مروی ہوں تو وہ صحیح ہیں اور بہت کم ساقط الاعتبارہیں."

'বিশ্বস্ত রাবীর থেকে বর্ণিত হলে হাসানের হাদিস কবুলযোগ্য, অন্যথায় কবুলযোগ্য নয়।'

ইমাম আবু যারআর মতে :[১১] 'হাসান বসরী যেসব হাদিস قال رسول الله বলে বর্ণনা করেছেন সেসব হাদিস যাচাই বাচাই সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তবে চারটি হাদিসের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি।' তবে ইমাম আহমাদ হাসান বসরী ও আতার [র] মুরসাল সূত্রের বর্ণিত হাদিসসমূহকে "اضعف المراسيل" বলে উল্লেখ করেছেন।[১২]

হাসান বসরীর সামনে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তিনি সেসব আয়াতের তাফসির করতেন। তাকদির সম্পর্কে তিনি বলতেন, যে তাকদির অস্বীকার করে সে কাফির।[১৩]

তাঁর সম্পর্কে বিকরুল মুবানী বলেন :[১৪]

"من سره ان ينظر الى اعلم عالم ادركناه فى زمانه فلينظر الى الحسن."

ইবনে সাদ বলেন :[১৫]

"كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مامونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما"

আদনাছাবী বলেন :[১৬]

"كان من سادات التابعين وافتى فى زمان الصحابة بالغ الفصاحة وبليغ المواعظ كثير العلم بالقران ومعانية."

তিনি ১১০ হি./৭২৮ খ্রি. বসরায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।[১৭]

---

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯
৯. আসকালানী, *তাহযিবুত তাহযিব*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৯১৮/১৩২৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬
১০. মাওলানা জাটিস তাকী ওসমানী, *উলুমুল কুরআন*, সাহারানপুর : যাফারিয়া বুক ডিপো, তা:বি:, পৃ. ৪৭৭
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. আদনাহাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৭. প্রাগুক্ত; সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫ ; তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

Dhaka University Institutional Repository

আতা বিন রাবাহ [র]

[জন্ম : ২৭হি.; মৃত: ১১৪ হি.]

আতা বিন রাবাহ [র] বিশিষ্ট তাবেয়ি মুফাসসিরের অন্যতম। তাফসির শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ৪ জন তাবেয়িদের মধ্যে আতা বিন রাবাহ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ আতা বিন আবি রাবাহ আলমাক্কী আলকুরাশী।[১] আদনাছাবীর মতে, তাঁর নাম আতা বিন আবি রাবাহ বিন আসলাম।[২] তিনি ২৭ হি. সালে জানাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগতভাবে তিনি জানাদী হলেও মক্কায় তিনি বসবাস করেন।[৩] জানা যায়, তিনি কালো, অন্ধ, খঞ্জ ও প্যারালাইসিসট রুগী ছিলেন।[৪] বনী ফাহারের মুক্তদাস আতা বিন রাবাহকে তাঁর পিতা মুহাম্মাদের দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়।[৫] মক্কায় অবস্থান করার কারণে তিনি ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আমর ইবনুল আসসহ প্রসিদ্ধ সাহাবির কাছ থেকে কুরআনের দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। তাঁর নিজের বর্ণনা মতে, তিনি ২০০শত সাহাবির সাহচর্য লাভ করেন।[৬] এ কারণে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। মক্কাবাসীরা ফতওয়া জানার জন্য তাঁর কাছে আগমন করতেন। এ কারণে মক্কাবাসীরা যখন ইবনে আব্বাসের কাছে হাজির হতো তখন তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন : তোমাদের কাছে কি আতা নেই?[৭] আর ইমাম আবু হানিফা [র] বলতেন :[৮]

"مارايت فيمن لقيت افضل من عطاء"

'যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তন্মধ্যে আতার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে আমি আর কাউকে দেখিনি।"

আওযায়ী বলেন :[৯]

"مات عطاء يوم عطآء وهو ارضى اهل الارض عند الناس."

সালমা বিন কুহাইল বলেন :[১০]

"ما رايت احد يريد بهذا العلم وجه الله الا ثلاثة : عطاء، ومجاهد وطاوس."

ইবনে হাব্বান বলেন :[১১]

"كان من سادت التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا وهو عند اصحاب الكتب الستة."

আতা বিন রাবাহ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন খ্যাতিমান আলিম ছিলেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাঁর স্থান সবার শীর্ষে। মনীষীদের বক্তব্য দ্বারা তিনি যে একজন

১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
২. আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫. প্রাগুক্ত
৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন তাও প্রমাণিত হয়। তবে তাঁর সম্পর্কে তাঁরই ওস্তাদ হযরত ইবনে আব্বাসের [রা] কোনো উক্তি লক্ষ্য করা যায় না। তবে ইবনে আব্বাসের [রা] অন্যান্য শিষ্য থেকে আতার সুখ্যাতির কথা জানা যায়। তিনি মানাসিকুল হজ্ব সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এজন্যে কাতাদা [র] বলেন :[১২]

"كان اعلم التابعين اربعة : كان عطاء بن ابى رباح اعلمهم بالمناسك وكان سعيد بن جبير اعلمهم بالتفسير وكان عكرمة اعلمهم بالسير وكان الحسن اعلمهم بالحلال والحرام."

"তাবেয়িগণের মধ্যে চার জন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আতা বিন আবি রাবাহ মানাসিক সম্পর্কে ভাল জানতেন। সাইদ বিন জুবাইর তাফসির সম্পর্কে, ইকরামা সিয়ার ও হাসান বসরী হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক পারদর্শী ছিলেন।"

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা] থেকে আতা বিন বিন রাবাহ-এর চেয়ে অনেকেই বেশি রেওয়ায়েত করেছেন। তাফসির সম্পর্কে মুজাহিদ ও সাইদ ইবনে জুবাইরের বর্ণনাই বেশি পাওয়া যায়। তবে তাফসির সম্পর্কে আতা বিন রাবাহ-এর এই কম সংখ্যক বর্ণনার কারণে তাফসির বিশেষজ্ঞদের মাঝে তাঁর মর্যাদার কমতি নেই। তাফসির শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনা সূত্রের কমতির কারণ বোধ হয় তিনি القول بالرأى পরহেয করে চলতেন। বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির তিনি এড়িয়ে যেতেন। তাফসিরে বুদ্ধিভিত্তিক সংযোজন তিনি হয়তোবা পছন্দ করতেন না। যেমন এ সম্পর্কে আবদুল আযিয বিন রাফী বলেন :[১৩]

"سئل عطاء عن مسألة فقال : لاادرى فقال له : الا تقول فيها برأيك؟ قال انى استحى من الله ان يدان فى الارض براى."

তাঁর মৃত্যুসাল সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। ড. হুসাইন আযযাহাবীর মতে, তিনি ১১৪ হি. সালে ইনতিকাল করেন।[১৪] আর আদনাছাবীর মতে, তিনি ৮০ বছর বয়সে ১১৫ হি. সালে ইনতিকাল করেন।[১৫] আর আলী সাবুনীর মতে, তিনি মক্কায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে ৮৭ হি. সালে সমাহিত করা হয়।[১৬] তবে যাহাবীর মতে, প্রথম মতটি বেশি অগ্রগণ্য।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
১৫. আদনাছাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৬. আলী সাবুনী, *আততিবইয়ান*, মক্কা : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি., পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কাতাদা বিন দিআমা [র]

[জন্ম : ৬১ হি., মৃত্যু: ১১৭ হি.]

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসির কাতাদা [র]–এর পূর্ণ নাম আবুল খিতাব কাতাদা বিন দিআমা আসসাদুসী আলবসরী।[১] তিনি হিজরি ৬১ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। আনাস বিন মালেক, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবনে সিরিন, ইকরামা, আতাসহ বিশেষজ্ঞ সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে রেওয়ায়াত করেন।[২] স্মৃতি শক্তির প্রখরতা ও অসাধারণ ধীশক্তির কারণে সমকালীন যুগে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :[৩]

"ما قلت لمحدث قد اعد على وما سمعت اذناى شيئا الا وعاه قلبى."

বর্ণিত আছে যে, তিনি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব [রা]–এর কাছে গমন করতেন, আর তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁকে প্রশ্ন করতেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি কি আপনার সকল প্রশ্ন মুখস্থ বলবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলো তখন কাতাদা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :[৪]

"سألتك عن كذا فقلت فيه كذا. وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا حتى اورد عليه جميع ما سمعه منه."

সাইদ তাঁর এভাবে জবাব দিতে শুনে অভিভূত হয়ে বললেন :[৫] "ماكنت اظن ان الله خلق مثلك."

মুররা বর্ণনা করেন :[৬]

"ماأتانى عراقى احسن من قتادة وقرئت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها."

"আমার কাছে কাতাদা অপেক্ষা উত্তম কেউ আগমন করেনি। একবার জাবির [রা] একটি সাহিফা পাঠ করা মাত্র তিনি তা মুখস্থ করে ফেলেন।"

ইবনে সিরিনও কাতাদার [র] মেধা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল মুসাইয়্যেব বলেন:[৭] "مارايت عراقيا احفظ من قتادة."

"আমি ইরাকীদের মাঝে কাতাদার চেয়ে বেশি মুখস্থ করতে পারতেন এমন আর কাউকে দেখিনি।"

কাতাদা [র] বিদ্যাবত্তায় পারদর্শী হওয়ায় তিনি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন এবং তাফসির শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। মামার বলেন, আবু আমর বিন আলাকে আমি আল্লাহর বাণী: «وما كنا له مقرنين» সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে কোনো উত্তর দেননি। মামার বলেন, আমি শুনেছি যে, কাতাদা مقرنين এর ব্যাখ্যা مطيقين দ্বারা করেছেন। একথা আবু

---

১. মাওলানা জাস্টিস তাকী ওসমানী, *উলূমুল কুরআন*, সাহারানপুর : যাকারিয়া বুক ডিপো, তা:বি:, পৃ. ৪৭৮

২. আলি সাবুনী, *আততিবইয়ান*, মক্কা: আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি., পৃ. ৮৬; ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. আসকালানী, *তাহযিবুত তাহযিব*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৯১৮/১৩২৮ হি., ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১

৭. আবদুল আযিম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, বৈরুত : দারুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮/১৪০৯ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

আমরকে বললে তিনি বলেন, কাতাদার তাফসিরই যথেষ্ট।[৮] আবু আমরের বর্ণনা দ্বারা মূলত কাতাদার তাফসিরের অগাধ পান্ডিত্যের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনের উপর তাঁর এত বেশি পারদর্শিতা ছিলো যে, তিনি বলতেন :[৯]

"قران کریم کی کوئی ایت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کچھ نہ کچھ (یعنی کوئی نہ کوئی روایت) سن نہ رکھی ہو."

'কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যে সম্পর্কে তিনি কিছু না কিছু জ্ঞান রাখেন।' ইমাম আহমাদ বলতেন :[১০]

"قتادہ رح تفسیر کے زیادہ بڑے عالم ہیں"

'কাতাদা তাফসিরের খুব বড় আলিম ছিলেন।'

আদনাছাবী বলেন :[১১]

"أخذ القران ومعانيه وروى عن انس بن مالك وعن غيرهم."

'কাতাদা কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যায় জ্ঞানার্জন করেন, তিনি আনাস বিন মালিক ও অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন।'

কাতাদার [র] দৃষ্টি শক্তি না থাকলেও তিনি কুরআন মুখস্থ করতে দ্বিধাবোধ করেননি, দৃষ্টিশক্তি কুরআন চর্চার পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। আহমাদ বিন হাম্বল পঞ্চমুখ হয়ে তাঁকে ইমামুত তাফসির ও ফিকহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শাবীতো তাঁকে "حاطب ليل" বলে মন্তব্য করেন।[১২] মামার যুহুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাফসিরে তোমার কাছে কে বেশি পারদর্শী কাতাদা না মাকহুল? উত্তরে তিনি কাতাদার [র] নাম বলেন।[১৩]

কাতাদা [র] কুরআনের পাশাপাশি হাদিস বর্ণনায়ও অবদান রাখেন। তিনি বলতেন, আমি যখন কোনো মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শ্রবণ করতাম, তখন তা আমার মুখস্থ হয়ে যেতো। তিনি বিশ্বস্ত রাবীর অন্যতম ছিলেন। ইবনে সাদ বলেন :[১৫] "كان ثقة مامونا حجة فى الحديث"

ইবনে হাব্বান তাঁর নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গে বলেন :[১৬]

"كان من علماء الناس بالقران والفقه ومن حفاظ اهل زمانه"

তিনি ১১৭ সালে বসরায় ইনতিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। বসরাবাসী তাঁর মৃত্যুতে কেঁদে কেঁদে শোক প্রকাশ করে।[১৭] ড. হুসাইন যাহাবী বলেছেন, তিনি ১১৭ হি. সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর।[১৮] এই মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা তাঁর জন্ম যদি ৬১ হি. সালে হয়, তবে তাঁর মৃত্যুর সময় বয়স ৫৬ বছর হওয়াটাই সঠিক। আসকালানী তাহযিব গ্রন্থে এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

৮. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬
৯. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৭৮
১০. প্রাগুক্ত
১১. আদনাছাবী, তাবক্বাতুল মুফাসসিরিন, পৃ. ১৪
১২. আলি সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮,পৃ. ১২৫
১৪. তাকী ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮
১৫. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. আলি সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১৮. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ বিন কাব আলকুরাযী [র]

[মৃত্যু. ১১৭/১১৮ হি.]

উবাই ইবনে কাব [রা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার তাফসির কেন্দ্রের প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসির হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন কাব আলকুরাযী। তাঁর পূর্ণ নাম আবু হামযা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাব বিন সালিম বিন আসাদ আলকুরাযী আলমাদানী।[১] কুরাযী নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করে ইমাম বুখারী [র] বলেন :[২]

"ان اباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة فترك."

আর এটা এই জন্য যে, বনি কুরাইযা গোত্রের লোকেরা যখন রাসুল [স]–এর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন রাসুল [স] শিশু ও নারী ব্যতিরেকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ থেকেই তাঁকে কুরাযী বলা হয়।

কুরাযী রাসুল [স]–এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩] এ অভিমতটি ইবনে কুতাইবার। তবে হাফিয ইবনে হাজার বলেন :[৪]

"قلت وما تقدم نقله عن قتيبة من انه ولد فى عهد النبي صـ وانما الذى ولد فى عهده هو ابوه."

তিনি প্রথমে কুফায় এবং পরে মদিনায় বসবাস করেন।[৫] তিনি বিপুল সংখ্যক সাহাবি থেকে রেওয়ায়াত করেন। তন্মধ্যে আলি বিন আবি তালিব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহভীরুতা, হাদিস বর্ণনা ও কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই ইবনে সাদ বলেন :[৬] "كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا صالحا."

আউন বিন আবদুল্লাহ বলেন :[৭] "مارايت احدا اعلم بتأويل القران منه."

"কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁর চেয়ে অতীব জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি।"

আজলী বলেন :[৮] "مدنى تابعى ثقة رجل صالح عالم بالقران."

"তিনি ছিলেন মদিনার অধিবাসী, তাবেয়ি, বিশ্বস্ত, ন্যায়বান ও কুরআনের পণ্ডিত।"

ইবনে হাব্বান বলেন :[৯] "كان من افاضل اهل المدينة علماء وفقها."

"তিনি মদিনার শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফিকহবিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।"

১১৭ হি. সালে কোন একদিন তিনি মসজিদে দরস লিপ্ত ছিলেন, এমতাবস্থায় মসজিদের ছাদ ধসে পড়ে। এতে তিনি ও তাঁর সাথীরা মারা যান। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, অন্য ঘটনার কথা বলেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।[১০] আদনাছাবী বলেন, এই ঘটনাটি তাঁর মৃত্যু সাল নির্ধারণের জন্য। তবে এসব বক্তব্যের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু সাল যথাক্রমে ১১৭, ১১৮ ও ১২০ হি. বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান: এদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ.১১৬
২. দেখা যেতে পারে: তাহযিবুত তাহযিব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২১
৩. আদনাছাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, মদিনা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রি./১৪১৭ হি., পৃ. ৯
৪. ইবনে হাজার, *আততাহযিব*, ৯বম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪
৫. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২১
৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬
৭. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২১ ; *খুলাসাতু তাহযিবুল কামাল*, পৃ. ২০৫
৮. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ১১৬
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. সামসুদ্দিন যাহাবী, *সিয়ারু আলাম আননুবালা*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা:বি:, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬; আসকালানী, প্রাগুক্ত ৯বম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

যায়েদ বিন আসলাম [র]

[মৃ. ১৩৬ হি.]

যায়েদ বিন আসলাম প্রসিদ্ধ তাবেয়ি মুফাসসির। পূর্ণ নাম আবু উসমা/আবু আবদুল্লাহ যায়েদ বিন আসলাম আলআদুবী আলউমরী আলমাদানী। আবু উসামা বা আবু আবদুল্লাহ তাঁর কুনিয়াত।[১] তিনি উমর বিন আবদুল আযিযের খিলাফতের সমসাময়িক মুফাসসির ছিলেন। মসজিদে নববিতে তিনি হাদিসের দরস দিতেন।[২] তাঁর বর্ণনা সূত্রের বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। ইমাম আহমাদ, আবু যারআ, আবু হাতিম ও ইমাম নাসায়ীর মতে, তিনি বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন, الكتب الستة এরও অন্যতম সদস্য তিনি।[৩]

যায়েদ বিন আসলামের নাম সমকালীন যুগে একজন প্রসিদ্ধ আলিম হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেই তাঁর সান্নিধ্যে গমন করেছেন সেই তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন:[৪]

"ان على بن الحسين كان يجلس الى زيد بن اسلم ويتخطى مجلس قومه فقال له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك الى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال على : انما يجلس الرجل الى من ينفعه فى دينه."

জানা যায় তাফসিরের উপর তাঁর একটি গ্রন্থ ছিল যা তাঁর থেকে তারই পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন। ইবনে উজলান বলেন :[৫]

"ماهبت احد قط هيبتى لزيد بن اسلم."

একদা তিনি সনদবিহীন হাদিস বর্ণনা করছিলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন হে আবু উসামা! এটা কি? উত্তরে তিনি বললেন :[৬]

"يابن اخى ما كنا نجالس السفهاء."

তিনি তাফসির রায় থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। হাম্মাদ বিন যায়েদ উবায়দুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :[৭]

"لاأعلم به بأسا الا انه يفسر برأيه القران ويكثر منه."

বস্তুত তিনি তাফসির বির রায়কে দোষের কিছু মনে করতেন না, যে কারণে তিনি এ ধরনের তাফসির পেশ করা থেকে সতর্কতাও অবলম্বন করতেন না। যেমনটা অনেক সাহাবি ও তাবেয়ির

১. আলি সাবুনী, *আততিবইয়ান*, মক্কা : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫/১৪০৫, পৃ. ৮৩; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬

২. আলি সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪. প্রাগুক্ত

৫. আলি সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে হয়েছে। যায়েদ বিন আসলাম যেহেতু কোনো বিদআতি মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সেহেতু তাঁর তাফসিরকে বিদআতের দোষে দোষারোপ করা যায় না। আর এমনটা হলে অবশ্যই উবাইদুল্লাহ তাঁর বর্ণনায় প্রকাশ করতেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। বরং তিনি যায়েদের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন।[৮] মদিনার অনেক খ্যাতিমান আলিম তাঁর থেকে তাফসিরের জ্ঞানার্জন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান মালিক বিন আনাসের [র] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯]

তিনি ১৩৬ হি. সালে মদিনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন।[১০] অবশ্য কেউ কেউ এই মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[১১]

---

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭

১১. আসকালানী, *তাহযিবুত তাহযিব*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৯১০/১৩২৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫-৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরি তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

একনজরে

- আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী
- আবু মানসুর আলমাতুরিদী

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ১

আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী

[জন্ম : ২২৪ হি.; মৃত্যু : ৩১০ হি.]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর এই জীবনব্যবস্থা পরিচালনার মৌলিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধান হচ্ছে আলকুরআন। জীবনব্যবস্থার বিধান সংবলিত এই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল এর আদেশ-নির্দেশাবলী তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা। মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা এই তাৎক্ষণিক কার্যকরণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। ৬১০ খ্রি. থেকে ৬৩৩ খ্রি. পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ তেইশ বছরের যখনই কোনো আয়াত রাসুল [স]-এর উপর নাযিল হতো রাসুল [স] তা উপস্থিত সাহাবিদের সামনে পাঠ করে শুনাতেন। অধিকন্তু আয়াতগুলো তাঁর সাহাবিদের মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। তৎকালীন সময়ে মক্কা ও মদিনায় লিখন সামগ্রীও ছিল অপ্রতুল, তাই মৌখিক প্রচারই প্রাধান্য লাভ করে। রাসুল একাজে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করে মদিনায় অবস্থানের প্রথম দিকে রবীআ গোত্রের লোকদেরকে সাক্ষাৎদানকালে সমাপনী ভাষণে বলেছিলেন : "যা বললাম তা মনে রেখ, আর যাদের রেখে এসেছো তাদের কাছে প্রচার করো।[১] ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অতদ্ব্যতীত কুরআন লেখার মাধ্যমেও প্রচার হয়। রাসুল [স] লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তাই তিনি সর্বাবস্থায় এমনকি ভ্রমণের সময়ও লিপিকার ও লিখন সামগ্রী সাথে রাখতেন।[২] অবশ্য রাসুলের [স] জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখতে তিনি নিষেধ করেন। [তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল না] ফলে ইসলামের প্রথম যুগে রাসুল [স] প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যাও লেখা হতো না। কুরআনের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবই মুখে মুখে চলতো। এ কারণে হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত কুরআনের কোনো তাফসির গ্রন্থ নেই বললেই চলে। পরে, ধীরে ধীরে হাদিস সংগ্রহ এবং গ্রন্থনার সাথে সাথে কুরআনের তাফসির রচনাও জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় রূপ পরিগ্রহ করে। এ পর্যায়ে তাফসির রচনার ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হয়। একদল মুফাসসির মুহাদ্দিসদের পদ্ধতি অনুসরণ করে সনদভিত্তিক তাফসির রচনায় ব্রতী হন। তাঁরা ইসনাদের সত্যাসত্যের উপর মতনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তাফসিরের ক্ষেত্রে আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি./৯২২ খ্রি.] ছিলেন পথিকৃত। তাঁর সময়ে [২২৪-৩১০ হি.] আব্বাসীয় সমাজ স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিকাশ লাভ করে। খলিফাগণ এসব প্রাজ্ঞ মনীষীর বিদুষী ও সুন্দরী কন্যাদের বিবাহ করে অনারবদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকেই ছিলেন অনারব রমণীর সন্তান।[৩] এভাবে আরব ও অনারবের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে সভ্যতা ও জাতিসত্তারও বিকাশ লাভ করে। আর ইবনে জারির আততাবারী আরব আজমদের অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন করেন। এ যুগে আরবি ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের অনন্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কর্ডোবা থেকে

---

১. ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, *আলমিশকাতুল মাসাবিহ*, বৈরুত : দারুল ফিকার, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১

২. M. Habib, *"Islam's writting on the wali ..."* The Unesco courier (Dec. 1977), P. 43

৩. তাহাযিবুল আসার, সম্পাদনা-*নাসির ইবনে সাদ আল রশিদ*, মক্কা : মাতাবি আলসাফা, ১৪০২ হি., ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা-জিম

Dhaka University Institutional Repository

কাশগড় পর্যন্ত জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, চিকিৎসাবিদ, ধর্মবিদ ও ঐতিহাসিক তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করেন। ইবনে জারির আততাবারী পারসিক হয়েও ব্যুৎপত্তি অর্জন এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[8]

ব্যবহারিক প্রয়োজনে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। এ কারণে ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠে এ সময়ে। সমকালীন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকতো। নিয়মিত ও বহিরাগত শিক্ষার্থীগণ সেখানকার পণ্ডিত ব্যক্তিদের থেকে জ্ঞানার্জন করতেন। কুফার প্রথিতযশা পণ্ডিত আবু কুরাইবের শিক্ষায়তনে আল্লামা তাবারীর পাঠগ্রহণ একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৫] তখনকার দিনের আরবদের মধ্যে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় মেয়েদের ছেলেদের সাথে পড়াশুনা করার অনুমতি দেয়া হতো। মেয়েরা কুরআন পাঠ করতে শেখে এবং একই সজো কিছু ধর্মীয় জ্ঞান লাভের প্রয়াস পায়। যারা লেখা পড়া অব্যাহত রেখে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তারা শিক্ষা পেশা হিসাবে গ্রহণ করতেন। তাদের প্রাথমিক পাঠক্রমে কুরআন, হাদিস, ব্যাকরণ, গণিত ও কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাধ্যমিক পর্যায়ে কুরআনের তাফসির, হাদিসের ভাষ্য, ধর্মতত্ত্ব, আইন বিজ্ঞান, অলংকার শাস্ত্র ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয় এ সময়ে।[৬]

আব্বাসীয়দের আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগিত অত্যন্ত দ্রুত ও বৈপ্লবিকভাবে ত্বরান্বিত হয়। এ কারণে খলিফা মামুনের আমলকে যথার্থই ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। একে রোমের আগস্টীয় যুগ (Augustan) এর সাথে তুলনা করা যায়। কারণ সে যুগেও জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সৈয়দ আমীর আলীর মতে :[৭] তাদের আমলে মুলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে। ইউরোপের খ্রিস্টান ছাত্ররাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদের অধ্যাপকদের কাছে ভিড় করতো।" খলিফা মামুনের বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগতির প্রমাণ বহন করে। এ প্রসজো একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বলেন :[৮] "বাইতুল হিকমাকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ, এ উভয় সময়ের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় ভূষিত করা যায়।" কারণ বলোগনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ প্রতিষ্ঠিত হয় এরও অনেক পরে।

অতএব বলা যায়, বাগদাদ নগরী বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, রাই, দামিশক ও মিসর প্রভৃতি মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য যে, আল্লামা তাবারী এসব শিক্ষায়তনের শ্রেষ্ঠ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

---

৪. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি. পৃ. ৫০-৫১

৫. ড. মোঃ আজিজুল হক, *আল্লামা জারীর তাবারী [র] ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি. , পৃ. ৪৭

৬. Sydur Rahman. *An Introduction to Islamic culture and philosopohy.* Dhaka : Bangla Academy. 1751. P. 51

৭. প্রাগুক্ত

৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকথা

তাফসির অভিজ্ঞানে যাঁদের অবদান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সমুজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে তৃতীয় হিজরি শতকের কৃতীমান পুরুষ, বিশ্বখ্যাত পন্ডিত, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, কিরআত, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, কবিতা ও চিকিৎসা অভিজ্ঞানসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারির আততাবারী ছিলেন অন্যতম। প্রসিদ্ধ ইমাম, প্রতিষ্ঠিত গবেষক, খ্যাতিমান মনীষা ও বিশ্বখ্যাত শ্রেষ্ঠ পন্ডিতের তালিকায় তাঁর নাম সবার শীর্ষে। তিনি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরুল কুরআন, ইতিহাসবেত্তা, তাফসির সাহিত্যের সনাতন ধারার পথিকৃত এবং কুরআন হাদিসের আলোকে ইতিহাস রচয়িতাদের অগ্রপথিক। জ্ঞানতাপস তাবারী তাঁর সুদীর্ঘ ছিয়াশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবনের অমরকীর্তি স্বরূপ তিন হাজার পৃষ্ঠার 'আলজামিউল বায়ান আনতাবিলি আইয়িল কুরআন' শিরোনামে একখানি অনবদ্য তাফসির রচনা করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের এ তাফসিরখানি সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রণীত হলেও তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার কারণে সাড়ে এগার'শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসিরখানি মুসলিম জাহানে প্রামাণ্য ও নন্দিত তাফসির হিসেবে আজও বিশেষভাবে সমাদৃত। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের প্রথিতযশা পন্ডিতগণও এই গ্রন্থকে তথ্য সংগ্রহ ও তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার উৎস বলে মনে করে থাকেন। এখানে তাবারীর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লামা তাবারীর মূল নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম জারির, পিতামহের নাম ইয়াযিদ, প্রপিতামহের নাম কাসির এবং তিনি গালিবের পুত্র।[৯] কেউ তাঁর প্রপিতামহের নাম খালিদ বলেছেন।[১০] তাঁর উপাধি আবু জাফর। কিন্তু তাবারিস্তানে জন্ম হওয়ার জন্য তিনি 'তাবারী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[১১] তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে–

"ابو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الامولى البغدادى"

তাঁর বংশক্রম বর্ণনায় এই মতপার্থক্যের কারণ হলো, তাবারী নিজ বংশ পরিচয়ের প্রতি তেমন কোনো গুরুত্বারোপ করতেন না। একদিন জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বংশ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবন জারির স্বীয় নাম-ই শুধু উল্লেখ করেন। প্রশ্নকারী একটু বাড়িয়ে বলতে বললে তিনি বাড়িয়ে কবি রুযুবার নিম্নের একটি চরণ আবৃত্তি করে শুনালেন :

فقد رفع العجاج ذكرى فادعنى * باسمى اذا الانساب طالت يكفينى

'কবি রুযুবা আল ইজ্জাজ আমার স্মরণকে সমুন্নত করেছে। তুমি আমার নাম ধরেই ডাক। আমার জন্য যথেষ্ট। যদিও আমার বংশ পরম্পরা অনেক দীর্ঘ।[১২] তিনি ২২৪ হিজরি মোতাবেক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ

---

৯. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন,* পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; আবদুল আযিম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন,* বৈরুত : দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩

১০. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আততাবারী, *জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন,* বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; ইবন নাদিম, আলফিহরিস্ত, বৈরুত : মাকতাবা আলখাইয়াত, ১৮৭২ খ্রি. পৃ. ২৩৪

১১. ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫

১২. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, পৃ. সা-জিম

Dhaka University Institutional Repository

উপকূলের বিস্তৃত পাবর্ত্য প্রদেশ তাবারিস্তানের[১৩] 'আমুল'[১৪] নামক স্থানে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ২২৪ হিজরি/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ ছাড়াও কারো কারো মতে, তিনি ২২৫ হিজরি/৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৬] তবে অধিকাংশ পন্ডিতের মতে, তিনি ২২৪ হিজরি/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭]

তাবারীর বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানস্পৃহা ও বিদ্যানুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। পিতার কাছেই তাঁর জ্ঞানসাধনার হাতে খড়ি হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি আলকুরআনুল কারিম মুখস্থ করেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলে বেলায় নিজগৃহে অবস্থানকালে গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন।[১৮] আট বছর বয়সে তিনি নামাযের ইমামতি করেন, নয় বছর বয়সে হাদিস লেখা শুরু করেন।[১৯] এভাবে অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[২০] এই সময় ইরাক ছিল মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। তাই একজন কবি বলেছিলেন : 'আমি দেখেছি এক মানুষকে যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সম্পাদকের গাম্ভীর্য, এমন একজন যিনি ব্যক্ত করেছেন ইরাকের সুমহান সংস্কৃতি।'[২১] যুবক তাবারী তাঁর উচ্চশিক্ষা শেষ করার জন্য ইরাকের বাগদাদে এসেছিলেন।[২২] ১২ বছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে ইসলামি শিক্ষায়তনসমূহে যাতায়াত শুরু করেন। প্রথমত রাঈ এবং পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ থেকে জ্ঞানার্জন করে ২৩৬ হিজরিতে আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী, সর্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ মদিনাতুস সালাম বা বাগদাদে গমন করেন।[২৩] তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি

---

১৩. তাবারিস্তান পারস্যের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশের নাম। এর পূর্বনাম মাযান্দ্রারান। আরবদের বিজয়ের পর তাবারিস্তান নামকরণ করা হয়। আরবদের বিজয়ের পূর্বে এ অঞ্চলটি গভীর অরণ্যে বেষ্টিত একটি বনভূমি অঞ্চল ছিল। আরবদের বিজয়ের পর তারা এসব বন-জঙ্গল 'তাবার' নামক কাটারী যন্ত্র দিয়ে পরিষ্কার করে এর অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করে। পরবর্তীতে এই তাবার নামক কাটারী যন্ত্র থেকেই এই স্থানের নাম তাবারিস্তান রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়। *[বিস্তা: তাহযিবুল আসার, ১ম খণ্ড]*

১৪. 'আমুল' তাবারিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধশালী নগরী। এটি পূর্ব মাযান্দ্রারান সমতূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে হারহায নদীর তীরবর্তী কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। মুসলিম শাসনামলে এ স্থানটি শিল্প-সাহিত্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : ওয়াফাআতুল আইআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭]*

১৫. ইবন খাল্লিখান, *ওয়াফাআতুল আইআন,* মিসর : বুলাক প্রেস, ১২৯৯ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭ ; P.k. Hitti, *History of the Arabs*, London : Macmillon & Co. Ltd. 1961, P. 390; *Encyclopaedia Britannica*, London : william Benton, Vol.xxL, 1973, P. 594

১৬. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 'সা' ; EB, Vol. 11, P. 934

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৫৭৬; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা'; P.K Hitti. OP. cit, P. 390; EB Vol. xxi, P. 594

১৯. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 'সা'; আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪

২০. প্রাগুক্ত

২১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ ; আলখতিব আলবাগদাদী, *তারিখ বাগদাদ,* কায়রো : মাকতাবাত আলখানজী, ১৩৪৯ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৫০

২২. আর.এ. নিকলসন, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস* [বাংলা অনুবাদ] কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৩২৪

২৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের [র] কাছে হাদিস অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস তাবারী বাগদাদে তাঁর নিকট পৌঁছার আগেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [র] ইনতিকাল করেন।[২৪] অতপর তিনি বাগদাদে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত আলিমদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ, ইতিহাস, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ শরিআতের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে আল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল জায়াফরানী, ইউনুস ইবন আবদুল আলা, আবদুল হাকিম মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান, আবদুল ওয়াহাব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৫] এরপর তিনি বসরায় গমন করেন। বসরা গমনের পথে তিনি ওয়াসিতে বসবাসরত অনেক মুহাদ্দিসের কাছে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা আসসানআনী আলবসরী এবং মুহাম্মাদ ইবন বাশশার বুন্দারের [মৃ. ২৫২ হি.] মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না প্রমুখের কাছ থেকে হাদিস অভিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।[২৬] আল্লামা তাবারী বসরার শীর্ষস্থানীয় আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর তিনি ইসলামের মুখ্য বিষয়ের উপর অধিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে কুফায় গমন করেন। সেখানকার মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নিকট হাদিস ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ আবু কুরাইবের নিকট থেকে এক লক্ষ হাদিস গ্রহণ করেন।[২৭] এ প্রসঙ্গে তাবারী বলেন : "একদা আমি কতিপয় মুহাদ্দিসের সাথে আবু কুরাইবের সন্নিকটে যাই। মুহাদ্দিসগণ ঘরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি নিজেই বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে তিনি জানতে চান, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার হাদিস মুখস্থ করেছে? একথা শুনে উপস্থিত সবাই আমার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতপর আমি উক্ত লিখিত হাদিসগুলো মুখস্থ বলে দিলাম।"[২৮]

কুফায় জ্ঞানার্জনের পর তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি মিসর গমন করেন।[২৯] মিসর গমনের পথে সিরিয়া এবং তৎসমুদ্র উপকূল সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিভ্রমণ করে প্রখ্যাত আলিমদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ২৫৩ হিজরিতে তিনি মিসরের ফুসতাত শহরে উপনীত হয়ে সেখানকার বিখ্যাত পন্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফিকাহ অধ্যয়ন করেন। তাবারীর পান্ডিত্যের কথা দ্রুত মিসরে ছড়িয়ে পড়লে আবুল হাসান আলি ইবন সিরাজ নামের একজন বিখ্যাত আলিম তাঁর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। তিনি তাবারীকে কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, আরবি সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এতে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাঁর প্রশংসা করেন।[৩০] তাবারী মিসর

---

২৪. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা'; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আলবাস আলইসলামী, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্নৌ, ভারত, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১১ হি., ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩ পৃ. ৪০

২৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, *সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮

২৬. তাহযিবুল আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২৭. আলখতিব আলবাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২, EL, Vol. 6. P. 578 ; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২৮. আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, মুজামুল উদাবা, বৈরুত : দারুল এহইয়া ট্রাস্ট, তা: বি:, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১

২৯. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 'জিম'

৩০. প্রাগুক্ত, P.K. Hitti, op. cit., P. 391; EL Vol . vl, P. 578; EB, Vol . 11, P. 480; ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পুনরায় বাগদাদ ফিরে আসেন। জীবনের শেষ দিনগুলো সেখানেই অতিবাহিত করেন। বাগদাদ থেকে জন্মভূমি তাবারিস্তানে তিনি মাত্র দুইবার স্বল্পকালীন সফরে গিয়েছিলেন।[৩১] বাগদাদে বসেই তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত তাফসিরুল কুরআন ও ইতিহাস প্রণয়ন করেন।[৩২] বিভিন্ন দেশে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন খ্যাতিমান আলিমদের সাহচর্যে অবস্থান করে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করা। আলকুরআনের তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহের প্রাক্কালে তাঁর আর্থিক সংকটের কথা জানা যায়। তবে এই আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর জ্ঞানার্জনে কোন ছেদ পড়েনি, জ্ঞান চর্চার পথে কোন অন্তরায়ও সৃষ্টি হয়নি। তিনি বাধা–বিপত্তি ও কষ্টকে ধৈর্যও সহিষ্ণুতা দিয়ে মোকাবেলা করে জ্ঞানসাধনার পথে সামনেই অগ্রসর হতেন। জানা যায়, তাঁর পিতা বাৎসরিক ভাতা পাঠাতেন কিন্তু তা সময়মত তাঁর হাতে পৌছাত না। এ কারণে বহুদিন তাঁকে অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার বাধ্য হয়ে জামার আস্তিন পর্যন্ত বিক্রি করে তাঁকে রুটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত বাগদাদে খলিফা মুতাওয়াক্কিল–এর প্রধান উজির উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া–এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাবারীকে তাঁর পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। তাবারী কতদিন এই পেশায় বহাল ছিলেন তা নিশ্চিত করে জানা যায় না, তবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক যখন ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। এই ঘটনার ১৫ বছর পরে আরো একবার কপর্দকশূন্য অবস্থায় কায়রো শহরে [৮৭৬–৮৭৭ খ্রি.] দেখা যায়। তবে শীঘ্রই তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং সেখানেই তিনি অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনা করে জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করেন।[৩৩]

জ্ঞানপিপাসার অদম্য স্পৃহা নিয়ে তাবারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। তিনি রাঈ থেকে শুরু করে সিরিয়া, খোরাসান, বাগদাদ, কুফা, বসরা, দামিশক, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য পরিভ্রমণ করেন। সমকালীন পন্ডিতদের কাছ থেকে শরিআতের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে বিশ্বখ্যাত পন্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনে খুযাইমা বলেন:[৩৪] "ما اعلم على اديم الارض اعلم من ابن جرير." "এই পৃথিবীতে মুহাম্মদ বিন জারির অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।"

এ কারণে তাঁর শিক্ষক সংখ্যার সঠিক হিসাব দেয়া বেশ কঠিন। তবে হাকিম শামসুদ্দিন যাহাবী ৪২ জন শিক্ষকের নামোল্লেখ করেছেন।[৩৫] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন : মুহাম্মাদ ইবন হামিদ আররাযী, আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা, আবু ইবরাহিম আলমুযানী আল মিসরী, হান্নাদ ইবন আবি জুরাইয, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, সুফিয়ান ইবন ওয়াকী, ইবরাহিম ইবন সাইদ আলওজাহারী ও সাইদ ইবন আমর আস সুকূনী প্রমুখ।[৩৬]

---

৩১. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 'জিম'
৩২. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬
৩৩. আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ. ৪১
৩৪. আর.এ. নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫;শামসুদ্দিন আযযাহাবী, *সিয়ারু আলাম আন নুবালা*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৮ হি., ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮
৩৫. যাহাবী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬৫
৩৬. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দাল

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবারী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিনয়ী, নির্মোহ ও সরল জীবন চর্যায় বিশ্বাসী এই মানুষটি প্রায় অতিমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর সর্বব্যাপক জ্ঞানের আলোক চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৩৭] পার্থিব প্রতিপত্তি ও ধন–সম্পদের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় থেকে তিনি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। রাজা–বাদশাহর দরবারে গমন ও অনুদান গ্রহণ করাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। সদা অল্পে তুষ্ট থাকতেন এবং প্রায়ই তিনি এই কবিতা পাঠ করতেন :[৩৮]

اذا عسرت لم يعلم شقيقى * واستغنى فيستغنى صديقى

حيائى حافظ لى ماء وجهى * ورفقى فى مطالبتى رفيقى

ولو انى سمحت بذل وجهى * لكنت الى الغنى سهل الطريق

একবার আব্বাসীয় খলিফা আলমুকতাফী বিশেষ কোন বিষয়ে তাবারীর সমর্থন পেতে চাইলেন। খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৩৯] এভাবে তিনি ফিকহ গ্রন্থ রচনা করে সম্মানী গ্রহণ করা ও বিচারকের পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন (عرض عليه القضاء فابى) । এব্যাপারে তিনি তাঁর সঙ্গী–সাথীদের বলতেন : আমি কখনো কোন পদের জন্য আসক্ত হয়ে পড়লে তোমরা আমাকে তা থেকে বারণ করবে।[৪০] পুণ্যময় চরিত্রের অধিকারী তাবারী একাধারে ছিলেন ধার্মিক, আল্লাহভীরু, পরহেজগার ও আল্লাহ প্রেমে উজ্জীবিত।

আল্লামা তাবারীর ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি বিদ্যমান। তাঁর প্রতিপক্ষগণ তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে কেউ রাফিযী, মুতাযিলী সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রবক্তা হিসেবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর প্রতি এরূপ ধারণা অমূলক ও বিভ্রান্তিকর। কেননা তিনি ছিলেন আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। এব্যাপারে আবদুল আযিয ইবন মুহাম্মাদ আততাবারী বলেছেন :[৪১] 'মুহাম্মাদ ইবন জারির তাবারী আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর কালামের চিরন্তন হওয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।' খিলাফত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক খলিফা নির্বাচিত হওয়াকেও সমর্থন করতেন, তিনি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসৃত আকিদা, কবরের আযাব, আল্লাহর দর্শন, জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত, মিযান ও মুজার উপর মাসিহ বৈধ হওয়াতেও বিশ্বাস করতেন। তাঁর রচিত তাফসির তাবারী গ্রন্থ তাঁর নীরব সাক্ষী। মূলত তাঁকে শিয়া, রাফিযী ও মুতাযিলী বলার কারণ হলো, তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দক্ষ ফকিহ মনে করতেন না। ফলে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের রোষানলে পতিত হন।[৪২]

এছাড়াও তাবারী নামে ঐ সময় আরো একজন ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেন। যিনি ছিলেন শিয়া মাযহাবের অনুসারী। অনেকেই এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারীর ব্যাপারে এসব কারণে শিয়া, মুতাযিলা

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. আর.এ. নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৩৯. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'দাল'

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. 'রা'-'যা'

৪১. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আততাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১

৪১. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'; ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

৪২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'; আততাবাকাতুশ শাফিইয়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা রাফিযী বলা যায় না। তিনি এসব মাযহাবে বিশ্বাসী তো দূরের কথা এসব মাযহাবে বিশ্বাসী লোকদের কোন সংবাদ ও সাক্ষ্য পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না।[৪৩]

আল্লামা তাবারী মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দশ বছরকাল শাফেয়ি মাযহারের অনুসরণ করতেন এবং সে অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করতেন।[৪৪] পরবর্তীকালে তিনি এই মাযহাব পরিত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে তাঁর পিতার নামানুসারে 'জারীরিয়া' মাহযাব নামে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফেয়ি মাযহাবের সাথে এই মাযহাবের তেমন কোন বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য কালের পরিক্রমায় এই জারীরিয়া মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে।[৪৫] এদিকে ইবনে হাজার আসকালানী তাবারীকে জারীরিয়া মাযহাবের প্রবর্তক হিসেবে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, তাবারী প্রথম জীবনে শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী এবং শেষ জীবনে তিনি শিয়া মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৪৬] তবে অধিকাংশ আলিম আসকালানীর এই অভিমতকে অস্বীকার করেন। কেননা তিনি শিয়াদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। বস্তুত শরিআতের বিভিন্ন শাখায় তাবারীর জ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় নিজেই ইজতিহাদ করতেন এবং তারই ভিত্তিতে ফতওয়া প্রদান করতেন। তাঁর সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেছেন : 'তিনি একজন মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন। তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করেননি।[৪৭]

সুদীর্ঘ ছিয়াশি বছর জীবত থাকার পর প্রায় ১১শ' বছর পূর্বে ৩১০ হি./৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলিফা আলমুকতাদির বিল্লাহর আমলে মুসলিম জাহানের এ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম স্বাভাবিক অবস্থায় বার্ধক্যজনিত কারণে শাওয়াল মাসে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।[৪৮] তাঁর ইনতিকালের বছর ও মাস সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই, দ্বিমত আছে তাঁর ইনতিকালের তারিখ সম্পর্কে।[৪৯] তাঁর ইনতিকালের পর জানাযা নিয়ে হাম্বলী মাযহাবপন্থীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে তাঁর ভক্তবৃন্দ সংগোপনে তাঁকে সমাহিত করেন।[৫০] দাফনের পূর্বে তাঁর জানাযা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়।[৫১] তাঁর ইনতিকালে অনেকে শোকাহত হয়ে শোক গাঁথা রচনা করেন। অনেকের মধ্যে সাইদ ইবনুল আরাবি তাবারীর মৃত্যুতে এই শোক গাঁথা রচনা করেন :[৫২]

حدث مفظع خطب جليل . دق عن مثله اصطبار الصبور

قام ناعى العلوم اجمع لما . قام ناعى محمد بن جرير.

---

৪৩. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২

৪৪. ইবন হাজার আসকালানী, *লিসানুল মিযান*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৩২০ হি., পৃ. ১৪২; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ ;

৪৫. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; তাহযিবুল আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিক, পৃ. 'শিন'

৪৬. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; জালালুদ্দিন সুয়ুতী; *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, বৈরুত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩/১৯৮৩, পৃ. ৩০

৪৭. ইবন খাল্লিকানের মতে, তাবারী ৩১০ হিজরির শাওয়াল মাসের শনিবার দিবাভাগের শেষাংশে ইনতিকাল করেন এবং শাওয়ালের ছাব্বিশ তারিখ রোববার বাগদাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাসান ইবন আবু বসর আহমদ ইবন কামিল আলকাযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৩১০ হিজরির শাওয়াল মাসের দুইদিন বাকি থাকতে শনিবার মাগরিবের সময় ইনতিকাল করেন, আর রোববার সকালে দাফন দেয়া হয়। আল সুবকীও এই মতের প্রবক্তা। তবে খতিব আলবাগদাদীর মতে, ৩১০ হিজরির শাওয়াল মাসের চারদিন বাকি থাকতে তাঁর ইনতিকাল হয়।
[দ্র: খতিব আলবাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'ত্বা']

৪৮. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৪৯. ড. আহমাদ আমিনের মতে, তাবারীর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে শামসুদ্দিন যাহাবী বলেছেন, তাঁকে সমাহিত করার পর একমাস কবরে দিবারাত্রি জানাযা পড়া হয়েছিল। *[বিস্তারিত দ্র: সিয়ারু আলাম আন নুবালা, শামসুদ্দিন যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮]*

৫০. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫১. শামসুদ্দিন যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ২৮৩

৫২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাবারীর গ্রন্থ পর্যালোচনা

আল্লামা তারারী কঠোর পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায় আর সত্যিকার জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। দু:খ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, আর্থিক দৈন্যতাও তাঁর সৃজনশীল গবেষণার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং এসব কিছুকে তিনি উপেক্ষা করে জাগতিক জীবনের পরবর্তী প্রজন্মের হিদায়াত লাভ আর পারত্রিক জীবনে মহান প্রভুর সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা তথা জ্ঞান সাধনায় আজীবন ব্যাপৃত থাকেন। এ কারণে জানা যায়, আলি বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল গাফফার আসসামআনী আললুগাবী বলেন:[১]

"مكث ابن جرير اربعين سنة يكتب كل يوم اربعين ورقة"

'তাঁর জীবনের শেষ ৪০ বছর প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।' আবু মুহাম্মাদ আলফারাগানী 'সিলাহ আল তারিখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাবারী বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দৈনিক লিখতেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর রচনাবলী হিসেব করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রতিদিন গড়ে ১৪ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন।[২] বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা এরই প্রমাণ বহন করে। এসব গ্রন্থ তাঁকে ইতিহাসে চির অমর করে রেখেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে-[৩]

১. জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন ;
২. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক;
৩. তাহযিবুল আসার ;
৪. ইখতিলাফুল ফুকাহা;
৫. কিতাবুল কিরাত;
৬. কিতাবুল লিবাস;
৭. লতিফুল কাওল ফি আহকামি শরাইল ইসলাম;
৮. কিতাবুশ শরব;
৯. কিতাবু উম্মাহাতিল আওলাদ;
১০. আল আদাদ ওয়ান নাযিল;
১১. মুসনাদু ইবন আব্বাস;
১২. তারিখুর রিজাল মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবিইন;
১৩. আততাফসির ফি উসুলিদ দ্বীন;
১৪. মানাসিকুল হজ্ব;
১৫. মুখতাসারুল ফারাইদ;
১৬. আলজামি ফিল কিরাত;
১৭. কিতাবুল ফাযাইল;

---

১. খতিব আলবাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৩; P.K. Hitti, op cit, P. 391; আর.এ নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫; আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১১
২. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'
৩. শামসুদ্দিন যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খন্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. 'সিন'- 'সোয়াদ'

Dakha University Institutional Repository

১৮. ইবারাতুর বাইয়া;

১৯. আলবাছির;

২০. সারিহুস সুন্নাহ;

২১. আদাবুল কুযাত;

২২. দালাইলুল ইমামা;

২৩. ইখতিলাফু উলামাই আমসাল;

২৪. আদাবুন নুফুস;

২৫. বাসিতুল কাওল;

২৬. আলমুযায ফিল উসুল;

২৭. মুখতাসারুল ফারাইদ;

২৮. ফাযাইলু আবি বকর;

২৯. কিতাবু উম্মাহাতুল আওলাদ;

৩০. রিসাতুল বাসির ফি মাআলি মিদ্দীন;

৩১. কিতাবুল বাসিত ফিল ফিক্হ;

৩২. আলজামি ফিল কিরাত;

৩৩. কিতাবুত তাবসির ফিল উসুল;

৩৪. আলমুসতারশাদ ফি ইমামাতি আলি ইবনে আবি তালিব ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাফসির গ্রন্থ 'জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন; হাদিসগ্রন্থ 'তাহযিবুল আসার' এবং ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখুল উমাম ওয়ালমুলুক' বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ।[৪]

আল্লামা জারির তাবারী তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার উপরোক্ত রচনাবলীর মধ্যে ৩টি গ্রন্থের পর্যালোচনা এখানে উপস্থাপন করছি।

এক.
জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন

(جامع البيان عن تأويل اى القران)

আল্লামা তাবারীর কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন' গ্রন্থখানি। প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত আলকুরআনের একটি সুবিন্যস্ত হাদিসভিত্তিক প্রামাণ্য তাফসির। এ সুবিশাল তাফসির গ্রন্থখানি প্রণয়নের জন্যই তাবারী সমগ্র বিশ্বজগতে উচ্চ মর্যাদার

৪. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৬; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৬; খতিব আলবাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 'সোয়াদ'-'দোয়াদ'

Dhaka University Institutional Repository

আসনে সমাসীন হতে পেরেছেন। জানা যায় যে, তিনি ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় ত্রিশ খণ্ডে এই অনবদ্য রচনাকে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্কালের স্বল্পতা, পাঠকের নিরুৎসাহিতা আর সুধীজনের বিশেষ অনুরোধের কথা চিন্তা করে তিনি তা সংক্ষিপ্ত করে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সীমিত করেন।[৫]

এ গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষার গতিশীলতা, অনন্য উপস্থাপনা, অভিনব বিন্যাস কৌশল, বর্ণনা শৈলীর অসাধারণত্বের দিক দিয়ে তাবারীর তাফসিরখানি তাফসির অভিজ্ঞানের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে আলিমগণ তাবারীকে সনদভিত্তিক তাফসির রচনার পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করেন।[৬] প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মতে, প্রাথমিক তাফসির গ্রন্থ হিসেবে তাবারীর এই গ্রন্থের কোন বিকল্প নেই।

আল্লামা সুয়ুতী বলেন:[৭]

"تفسير محمد بن جرير الطبرى اجل التفاسير واعظمها فانه يتعرض لتوجيه الاقوال وترجيح بعضها على بعض"

'তাবারীর তাফসিরখানি বিশুদ্ধতায় অনন্য এবং জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অনুপম। তিনি কোন ঘটনার বিবরণে বিভিন্ন রিওয়ায়িত উপস্থাপন করেছেন এবং যাচাই-বাছাই করে একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।' আল্লামা নববীর [মৃ. ১৭৬ হি.] মতে :[৮]

"اجمعت الامة على انه لم يصنف مثل تفسير الطبرى"

'তাবারীর তাফসিরখানি তাফসির অভিজ্ঞানের এক অনন্য কীর্তি। এর অনুরূপ কোন তাফসির গ্রন্থ আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি।'

আবু হামিদ, আলইসফিরাইনীর মতে :[৯]

"لوسافر رجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا"

"তাবারীর তাফসিরের জ্ঞানার্জনে কেউ যদি চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করে তবে তা মোটেই অতিরঞ্জিত হবে না।"

ইবনে খুযাইমা বলেন :[১০]

"قد نظرت فيه من اوله الى اخره وما اعلم على اديم الارض اعلم من محمد بن جرير"

"আমি তাবারীর তাফসির আদ্যপ্রান্ত পড়েছি। তবে ভূ-পৃষ্ঠে তাবারী অপেক্ষা ইলমে তাফসিরে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।"

যাহাবী বলেন :[১১] "وله كتاب فى التفسير لم يصنف مثله"

---

৫. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'-'সোয়াদ' ; আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮
১০. প্রাগুক্ত
১১. শামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

"তাবারীর তাফসির গ্রন্থের সমকক্ষ তাফসির গ্রন্থ কেউ অদ্যাবধি রচনা করতে পারেনি।"

আলজাবুরী বলেন :[১২]

"তাফসির জগতে তাবারীর তাফসির একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। তাফসির বিল মাসুরের ক্ষেত্রে সকল তাফসিরবেত্তাদের নির্ভরযোগ্য উৎস ও উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।"

ইবনুল খতিব বলেন :[১৩]

"جمع من العلوم مالم يشاركه فيه احد من اهل عصره"

"তাবারীতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একত্র করা হয়েছে। সমকালীন কেউ তা অতিক্রম করতে পারেনি।"

এ তাফসিরখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তাবারীর এ তাফসিরখানি সুদীর্ঘ এক হাজার এগার বছর পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে মিসরের মায়মানা প্রিন্টিং প্রেসে এবং পরবর্তীতে বুলাক প্রেসে মুদ্রণ করে ৩০ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়।[১৪] ইবন নাদিমের মতে, প্রথমে এর ফারসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[১৫] ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৬] শাকের ভ্রাতৃদ্বয় সম্প্রতি এতে (তাবারীর আরবি তাফসিরে) প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে মিসর থেকে প্রকাশ করেছেন। তাফসিরখানি পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এর উপর অনেক গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।[১৭]

তাবারীর তাফসির পদ্ধতি

বিশ্ব নন্দিত মুফাসসির আল্লামা তাবারী, যাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামি জ্ঞান গবেষণায়। জ্ঞান সাধনা আর প্রভুর আরাধনার ফলে তিনি সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে তিনি স্বর্ণালী সাফল্য স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি আর পর্বতসম সম্মান তিনি কুড়িয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। সৃষ্টির তৃপ্তি আর শৈলীর বিকাশে তিনি ছিলেন পথিকৃত। আর এসব কিছুই ছিল তাঁর অমর কীর্তি "জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন" কে ঘিরে। বিস্ময়কর রচনাশৈলী ও অনবদ্য উপস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন তাঁর তাফসির গ্রন্থকে। তাফসিরখানি অধ্যয়ন করলে এর প্রমাণ মেলে ; পরিস্ফুটিত হয় অনন্য তাফসির পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলি। যেসব পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে এ গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল তার কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

---

১২. দিরাসাতুন ফিততাফসির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
১৩. ইবনুল খাতিব, *তারিখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩
১৪. আর.এ নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
১৫. ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
১৬. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, *তাফসির তাবারী*, [বাংলা অনুবাদ] ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪
১৭. ড.এম.এম রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবারী তাফসির রচনায় বিশেষভাবে যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে, হাদিস উদ্ধৃত করতে গিয়ে সনদ বা বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা রক্ষা করা। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যেসব হাদিস উদ্ধৃত করেছেন তার প্রতিটি হাদিসই সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন। সনদ বর্ণনায় তিনি সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেননি। এ কারণে তাঁকে সনদভিত্তিক তাফসির রচনার পথিকৃত বলা হয়।[১৮] এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাদ্দিসদের হাদিস বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর কোন বক্তব্যই সনদ বর্জিত নয়, গোটা তাফসির বর্ণনাকারী পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। তাঁর তাফসিরের আরেকটি অনন্য পদ্ধতি হচ্ছে, ইজাযুল কুরআনের[১৯] আলোচনা সন্নিবেশিত করা। যেসব আয়াতে কুরআনের রচনাশৈলী সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আল্লামা তাবারী সেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় যৌক্তিক প্রমাণ আর অভিনব বর্ণনা পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। ইজায সম্পর্কে তাবারীর অভিমত হচ্ছে: "আলকুরআনের চিরন্তনবাণী একটি অবিনশ্বর মুজিযা, যা চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার দ্বারাও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কুরআনের রচনাশৈলী ও ভাবার লালিত্য এতই অসাধারণ যে, যা অন্যসব আসমানী কিতাবের গুণাবলিকে ম্লান করে দেয়। তদানীন্তন আরবের কত খ্যাতনামা কবি, আর যুগযুগান্তরের কত সাহিত্যরথী ও বাগ্মীদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের সকল সাধনা ও প্রচেষ্টা একান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।"[২০] কুরআনের যে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের মুহুর্মুহু চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, আল্লামা তাবারী সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।[২১]

---

১৮. আল্লামা তাবারী ব্যতীত সনদভিত্তিক তাফসির রচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্তদের অবদান সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আলকাযবিনী, পরিচিত ইবনে মাজা নামে [মৃ. ২৭৫/৮৮৮]; আবু বকর ইবনে আলমুনযির মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আন নিশাপুরী [মৃ. ৩১৮/৯৩০]; আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আততামিমী, পরিচিত ইবনে আবি হাতিম নামে [মৃ. ৩২৭/৯৩৮]; আবুস শায়খ ইবনে হিব্বান আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর [মৃ. ৩৬৯/৯৭৯]; আবু লাইস নাসর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আসসামারকান্দী [মৃ. ৩৭৩/৯৮৩]; আল হাকেম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ [মৃ. ৪০৫/১০১৪]; আবু বকর ইবনে মারদুবিয়া আহমদ ইবনে মুসা আলআসবাহানী [মৃ. ৪১০/১০৯৯]; আবু ইসহাক আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আসসালাবী আননিশাপুরী [মৃ. ৪২৭/১০৩৬]; আবু মুহাম্মাদ আলহুসাইন ইবনে মাসউদ, পরিচিত আলফাররা ও আলবাগভী নামে [মৃ. ৫১০/১১১৬]; আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক ইবনে গালিব ইবনে আতিয়া আল আন্দালুসী আলগারনাতী [মৃ.৫৪৬/১১৫১]; আবুল ফিদা ইমাদুদ্দিন ইসমাইল ইবনে আমর ইবনে কাসির আলবসরী, পরিচিত ইবনে কাসির নামে [৭০০-৭৭৪/১৩০০-১৩৭৩]।

১৯. **ইজায** ঃ ইজায (اعجاز) শব্দটি আজয (عجز) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ কোন কিছু করতে অক্ষম বা অপারগ হওয়া। যেহেতু অনন্য আলকুরআনের উপর নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সুউচ্চ প্রাসাদ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এর ভাবধারা ও রচনারীতিকে আয়ত্তাধীনে আনা পৃথিবীর মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত, তাই এই অতুলনীয় পদ্ধতিকে বলা হয় 'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের অলৌকিকতা। ইজাযের এই পরিভাষার উদ্ভব কখন কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা বেশ মুশকিল। তবে একথা সত্য যে, এটা কোন মনুষ্য আবিষ্কৃত বিষয় নয়। হিজরি ১ম ও ২য় শতকে ইজায শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। হিজরি ৩য় শতকের প্রথম ভাগে আলি বিন যায়ন আততাবারী 'আলউসলুব আলবালাগ' নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তবে এ গ্রন্থের কোথাও তিনি ইজায শব্দটি ব্যবহার করেননি। সম্ভবত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [মৃ. ২৪১ হি.] সর্বপ্রথম নবি-রাসুলদের জন্য মুজিযা শব্দের ব্যবহার করেন। ইবনে ইয়াযিদ আলওয়াসেতী [মৃ. ৩০৬ হি.] তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ইজাযুল কুরআন' নামক গ্রন্থে ইজায শব্দের ব্যবহার করেন। এরপর থেকে এ শব্দটি ব্যাপকাকারে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেহেতু পুন:পুন: চ্যালেঞ্জ ঘোষণা সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করতে নিখিল বিশ্বের জ্বিন ও ইনসান অপারগ হয়েছে এবং আরবি ভাষায় একেই বলা হয়েছে 'فهم يعجزون عنه' তাই আল্লামা তাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] উক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন 'ইজায' শব্দকে। আলকুরআনের এই বাকপদ্ধতি ও রচনাশৈলীই শুধু অননুকরণীয় এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠলো, তখন তার সমালোচনা শাস্ত্রের সীমাবদ্ধগণ্ডী অতিক্রম করে গেলো। বস্তুত এই বাকপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সাহিত্য বিচারকগণ যে বিশাল সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তারই নাম হচ্ছে 'ইজাযুল কুরআন' বা কুরআনের আলংকারিক অসাধারণত্বের বিচার। *[বিস্তারিত দ্র: ইজাযুল কুরআন, ইমাম আলবাকিল্লানী, পৃ..]*

২০. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৫

২১. বিস্তারিত দ্র: জারীর আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের তাফসির।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির করার পদ্ধতি তাঁর তাফসিরে লক্ষ্য করা যায়। তাফসিরের ক্ষেত্রে এটি একটি বলিষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।[২২] কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসিরের একটি নমুনা হচ্ছে– আল্লাহর বাণী :[২৩]

«فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين»

"কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে জান্নাত থেকে পদস্খলিত করল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বের করে দিল। আর আমি বললাম : তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু, তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে কিছুকালের অবস্থান ও জীবিকা।"

আল্লামা তাবারী উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে অনেক সম্পূরক আয়াত ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন : হযরত ইবন আব্বাস, ইবন মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে বললেন :[২৪]

«يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين»

"আর আমি বললাম : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যা, যেভাবে, যেখান থেকে চাও, তৃপ্তিসহকারে খাও, কিন্তু এ গাছের কাছেও যেও না। গেলে, তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"

এমন সময় ইবলিস আদম ও হাওয়া (আ)–এর কাছে গমনের আশা ব্যক্ত করলে প্রহরী তাকে বাধা প্রদান করে। অতপর সে সাপের রূপ ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করে আদম ও হাওয়া (আ) কে বলল :[২৫]

«يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى»

হে আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্বের বৃক্ষের এবং অবিনশ্বর রাজ্যের সন্ধান দেব?

তাবারীর তাফসিরখানি অধ্যয়ন করলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তিনি প্রায় অধিকাংশ আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে এভাবে অনেক আয়াত উপস্থাপন করেছেন।[২৬] তাবারীর তাফসিরের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো, তিনি প্রতিটি আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে মহানবি (স), সাহাবি ও তাবেয়িদের বর্ণিত হাদিস সনদসহকারে উল্লেখ করেছেন। হাদিসের অসংখ্য প্রামাণ্য উদ্ধৃতিতে তাঁর তাফসিরটি পরিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে তিনি রাসুলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসকেই সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আল্লামা তাবারী–ই প্রথম মুফাসসির যিনি তাফসির সম্পর্কীয় প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করে তাঁর তাফসিরে উদ্ধৃত করেছেন। আর পরবর্তীকালে

২২. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমুদ আননাসাফী, *মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল*, বৈরুত : সাআদা, ১৩২৬ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

২৩. আলকুরআন, ২ : ৩৬

২৪. আলকুরআন, ২ : ৩৫

২৫. আলকুরআন, ২০ : ১২০

২৬. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫–২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরগণ এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই তাফসির রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।[২৭] হাদিস দ্বারা কুরআনের আয়াতের তাফসিরের একটি নমুনা পেশ করা গেল। আল্লাহর বাণী :[২৮]

«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»

"তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ। তারপর আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" আল্লামা তাবারী এই আয়াতের 'مرض' শব্দের তাফসির করতে গিয়ে একখানি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাবারী বলেন : আয়াতে 'مرض' শব্দের দ্বারা যে রোগের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত বিশ্বাসগত রোগ। আর তা হলো মহানবি (স) এবং তিনি যা কিছু মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এবং তা গ্রহণ করতে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা। যার ফলে তারা তাঁর প্রতি ঈমানও আনে না আর তাঁকে অস্বীকারও করে না। আল্লামা তাবারী এর তাফসির সঠিক প্রমাণের জন্য হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। যেমন ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'مرض' হলো সন্দেহ–সংশয়। তবে ইবন আব্বাসের (রা) সূত্রে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে 'مرض' দ্বারা মুনাফেকী বা কপটতা বুঝানো হয়েছে। আবদুর রহমান ইবন যায়দ থেকে বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যানুসারে 'مرض' দ্বারা আত্মিক রোগকে বুঝানো হয়েছে, দৈহিক রোগ বুঝানো হয়নি।[২৯] এভাবে তিনি হাদিস দ্বারা কুরআনের তাফসির করার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর তাফসির গ্রন্থে তিনি ফিক্হী বিভিন্ন মাযহাবের বিভিন্ন অভিমতও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন।

আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে তিনি ফিক্হী মাসআলা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে বক্তব্যটি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটিকে বিভিন্ন দলিল–প্রমাণ দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ তাফসিরের একটি নমুনা পেশ করা গেল। আল্লাহর বাণী :[৩০]

«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون»

"তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জান না।"

আলোচ্য আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আল্লামা তাবারী ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খাওয়া জায়িয কীনা এ ব্যাপারে ফিকহবিদদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। ফিকহবিদদের মধ্যে যাঁরা এসব প্রাণীর গোশত হালাল হওয়ার কথা বলেছেন, তাবারী তাদের সাথে একমত হয়ে বলেন : "আয়াতখানি দ্বারা উল্লিখিত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল হওয়া বুঝায় না।" আয়াতে উল্লিখিত 'لتركبوها' শব্দ দ্বারা যদি একথা বুঝায় যে, উক্ত প্রাণী তিনটি কেবল আরোহণের জন্য, ভক্ষণের জন্য নয়, তবে আল্লাহর বাণী :[৩১]

২৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪
২৮. আলকুরআন, ২ : ১০
২৯. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২
৩০. আলকুরআন, ১৬ : ৮
৩১. আলকুরআন, ১৬ : ৫

Dhaka University Institutional Repository

«فيها دف ومنافع ومنها تأكلون» দ্বারা শুধু ভক্ষণ, উপকার নেয়া ও উত্তাপ অর্জন করা বুঝাবে, আরোহণ করা বুঝাবে না। অথচ আলিমগণ এ আয়াতের দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা ও এদের উপর আরোহণ করা উভয়ই বৈধ মনে করেন। কাজেই 'لتركبوها' দ্বারা উক্ত প্রাণী তিনটির উপর আরোহণ করা যেমন বৈধ তদ্রূপ এর গোশত ভক্ষণ করাও বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য পরবর্তীতে গৃহপালিত গাধা ও খচ্চরের গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে তা হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হাদিসে ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের প্রতি কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তা ভক্ষণ করার বিধান বহাল থেকে যায়। অতএব উপরোক্ত আয়াতের আলোকে ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম দাবি করা অযৌক্তিক।[৩২]

তাবারীর তাফসিরের আর একটি অনন্য পদ্ধতি হলো মুতাযিলা, কাদরিয়া ও জাহমিয়া তথা বাতিল ফিরকার মতামত উল্লেখ করত তা খণ্ডনের মাধ্যমে তাদের কঠোর সমালোচনা করা। তিনি এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৩৩]

«غير المغضوب عليهم ولا الضالين»

"তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" উক্ত আয়াতের তাফসিরে কাদরিয়া সম্প্রদায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাবারী তার বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাঁর মতে, কাদরিয়া সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর বিবেক বর্জিত লোক মনে করে যে, আয়াতে 'الضالين' দ্বারা আল্লাহ খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ আয়াতে যেভাবে তিনি ইয়াহুদিদেরকে المغضوب বলেছেন, তদ্রুপ খ্রিস্টানদেরকে مضلون বলে আখ্যায়িত না করে তাদেরকে الضالون বলেছেন। তাবারী বলেন : এ বক্তব্য তাদরে মূর্খতারই পরিচয় বহন করে। তাদের মতে, বান্দা নিজ ইচ্ছাধীন, মুক্ত ও স্বাধীন। সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই নিজের কাজ সম্পাদন করে। প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষা–সাহিত্য ও বাগধারা সম্পর্কে কোন বিশেষ জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এরূপ উদ্ভট উক্তি পেশ করেছে।[৩৪] আর তাবারী তাদের এসব বক্তব্য হাদিসের প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন।[৩৫]

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের ব্যাকরণগত দিক তুলে ধরাও তাবারীর তাফসিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে তিনি কুফা ও বসরার ব্যাকরণবিদদের উক্তি উল্লেখপূর্বক কুফার বৈয়াকরণিকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৬]

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর বাণী :[৩৭] «غير المغضوب عليهم ولاالضالين» উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

৩২. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৩

৩৩. আলকুরআন, ১ : ৭

৩৪ আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

৩৫. আদি ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন : "ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين هم النصارى" *(বিস্তারিত দ্র: মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল, সহিহ বুখারী, তাফসির অধ্যায়)*

৩৬. «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» এর ব্যাখ্যার জন্য দেখা যেতে পারে, জারির আততাবারী, আলজামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন, ১ম খণ্ড।

৩৭. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াত : ৭

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতের "غير" শব্দটির محل الاعراب সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য হয়েছেন যে, এটি কাসরাহ বা যের দিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তাবারী তাদের মতের সাথে একমত হতে পারেননি, তিনি ভিন্নমতের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

প্রথমত, আয়াতের غير শব্দটি الذين শব্দের বিশেষণ পদ। তাই الذين যেহেতু যের–এর স্থানে অবস্থান করছে, তাই غير শব্দটিতেই যের হওয়া যুক্তিযুক্ত। এতে মাওসুফ ও সিফাতের মধ্যে বিদ্যমান সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকে। আর الذين শব্দটি নির্দিষ্ট ও غير শব্দটি অনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এটি غير এর বিশেষণ হতে পারে। কেননা الذين শব্দের صلة (সিলাহ) যায়েদ, আমর এসব নামের মত معرفه مؤقته নয় বরং এটি হচ্ছে الرجل - العبير এসব শব্দের ন্যায় نكره مجهولة শব্দটি معرفه مؤقة হতো তবে غير المغضوب عليهم কে কখনো এর সিফাত বানানো সমীচীন হতো না। কেননা معرفه مؤقة–এর সিফাত যদি অনির্দিষ্ট নেয়া হয়, তবে নি:সন্দেহে ঐ অনির্দিষ্ট শব্দের মাঝেও নির্দিষ্ট শব্দের ইরাব সংযোজন করা আবশ্যক হয়ে যায়। আর তা আরবি ব্যাকরণের নিয়মে বিরোধী। তবে تقرير عامل পদ্ধতিতে নাকারাতেও মারিদার হারাকাত হতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই।[৩৮] দ্বিতীয়ত, উক্ত আয়াতে الذين শব্দটি معرفه غير موقته এর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং তা معرفه موقته –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং صراط শব্দের اضافت –এর কারণে পূর্বে উল্লিখিত শব্দটি যের এর স্থানে পতিত হয়েছে। অতএব এ অবস্থায় আয়াতের মূল ভাষ্য হবে : «صراط الذين انعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم ولاالضالين» তাবারী বলেন : غير শব্দটিতে হারাকাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত দিক দিয়ে এতদুভয়ের মাঝে যথেষ্ট মিল রয়েছে।[৩৯] প্রয়োজনীয় বর্ণনা, অতিরিক্ত আলোচনা পরিহার করেছেন এবং যে সমস্ত মুফাসসির তাফসিরের ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা–চেতনা তথা ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের উদ্ধৃতি তিনি তাঁর তাফসিরে গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি মনে করতেন যে, তাফসিরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। রাসুল বলেছেন :[৪০]

"من قال فى القران برائيه فليتبوا مقعده من النار"

তাঁর তাফসিরে ইসরাইলী বর্ণনার[৪১] ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি কাবুল আহবার,

---

৩৮. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪০. আলহাদিস, *জামে আততিরমিযী*, (বাংলা অনুবাদ) বাংলাদেশ ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০, পৃ.১০১

৪১. **ইসরাইলী বর্ণনা :** যে সকল তথ্য, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাকে ইসরাইলিয়াত বা ইসরাইলি বর্ণনা বলে। হিজরি প্রথম শতকের শেষলগ্নে মুসলিম গবেষকগণ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী সম্পর্কে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহুদিদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। প্রাচীন সভ্যতার ঘটনাবলী সম্পর্কে আরবদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে আহলি কিতাবের লোকদের প্রদত্ত তথ্য ও বর্ণনাসূত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ মনে করতেন। ইসলাম গ্রহণকারী একজন ইয়াহুদি পণ্ডিত কাবুল আহবার এ ধরনের বর্ণনার অগ্রপথিক। পরবর্তীকালে এসব বর্ণনার অধিকাংশ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আরবরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। অধুনাকালের অনেক তাফসির গ্রন্থে এ ধরনের ইসরাইলি বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তাফসির সাহিত্যে ইসরাইলি বর্ণনার অনুপ্রবেশের একটি বিশেষ কারণ ছিল। আর তা হচ্ছে রাসুল (স)–এর একখানি হাদিস। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সা) বলেছেন : 'একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। বণি ইসরাইল হতে বর্ণনা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা প্রচারকারী জাহান্নামী।'

[বিস্তারিত দ্র: আলইসরাইলিয়াত ফিত তাফসির ওয়াল হাদিস, পৃ. ১৩–৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ বিন সালাম, ওয়াহাব বিন মুনিব্বাহ প্রমুখের কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৪২] আলকুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি এসব মনীষীর থেকে ইসরাইলী বর্ণনার শরণাপন্ন হয়েছেন।[৪৩] অবশ্য ইসরাইলী বর্ণনা তাঁর তাফসিরে সংযোজন করায় তাফসিরের মান কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।[৪৪]

যেমন আল্লাহর বাণী :[৪৫]

«قالوا ياذاالقرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا »

"তারা বলল : হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করবো এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন।"

আল্লামা তাবারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি ইসরাইলী রেওয়ায়িত উল্লেখ করে বলেন:[৪৬]

"ان ذا القرنين كان رجل من اهل مصر- أسمه مرزبا بن مردبة اليونانى من ولد يونن بن يافث بن نوح"

এভাবে তিনি আল্লাহর বাণী :[৪৭]

«قال رب انى لااملك الانفسى واخى»

আয়াতের তাফসিরে মুফাসসির সুদ্দি থেকে একটি ইসরাইলী বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, হযরত মুসা [আ] উয ইবনে উনুক এর মুখোমুখি হলে তিনি আসমানে দশ গজ লাফ দিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত মুসা [আ]-এর এবং তাঁর লাঠির উচ্চতাও ছিল দশ গজ করে। পরিশেষে তিনি উযের পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন।

আল্লামা ইবনে কাসির উক্ত বর্ণনার সমালোচনা করে বলেন, এরূপ একটি বর্ণনা আওফ আলবাক্কালী থেকেও বর্ণিত আছে। আর তাবারী এই বর্ণনাটি ইবনে আব্বাস [রা] থেকে গ্রহণ করেছেন। এইরূপ বর্ণনা ইবনে আব্বাস করেছেন কীনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই বলা যায়, এটি ইসরাইলী বর্ণনা, যা বনু ইসরাইলদের অজ্ঞ লোকদের মাঝে নির্বিচারে প্রচলিত ছিল।[৪৮] ইসরাইলী বর্ণনায় উয ইবনে উনুকের আকার-আকৃতি শক্তি-সাহসকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা বিবেকবান লোকের পক্ষের উদ্ধৃত করা সমীচীন নয়। আল্লামা ইবনে কাসির আরো বলেন, উয ইবনে উনুক সম্পর্কিত যে সকল কাহিনী ইসরাইলী বর্ণনায় স্থান পেয়েছ ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক কাহিনী মাত্র।[৪৯] কুরআনের বিভিন্ন

৪২. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪
৪৩. আবুজাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৯৪
৪৬. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ২৫
৪৭. তাবারী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১
৪৮. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *মাআরেফুল কুরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭
৪৯. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আলইসরাইলিয়্যাত ফিততাফসির ওয়াল হাদিস*, মিসর : মাকতাবা ওয়াহাবা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯০খ্রি./১৪১১ হি, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের পঠন–পদ্ধতির বিশ্লেষণও তাঁর তাফসিরে দেখা যায়। কেননা তাবারী ছিলেন ইলমুল কিরআতের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত ব্যক্তি।[৫০] এ বিষয়ে তিনি 'কিতাবুল কিরআত' নামে ১৮ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি কুরআনের ভাষার উচ্চারণ ও পঠনরীতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি অবলুপ্ত হওয়ার কারণে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তিনি 'তাফসির' ও 'কিরাআত' কে দুইটি আলাদা বিষয়রূপে গণ্য করেছেন।[৫১] তিনি কিরআত বর্ণনার পাশাপাশি কুরআনের অক্ষরের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ক্বারীদের অভিমতও উল্লেখ করেছেন।[৫২]

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আল্লাহর বাণী :[৫৩] «ملك يوم الدين»

এ আয়াতের ملك শব্দের কিরাআত বর্ণনা প্রসঙ্গে তাবারী বলেন যে, ملك শব্দের কিরাআত নিয়ে কারীদের মাঝে মতবিরোধ আছে। কেউ এ শব্দটিকে ملك পড়েছেন। আবার কেউ ملك যের বিশিষ্ট ل দ্বারা পড়েছেন। আবার কেউ কেউ ملك –এর বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন। যারা «ملك يوم الدين» পড়েন, তাদের কাছে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রতিদিন দিবসের নিরংকুশ মালিকানা কেবল আল্লাহ তাআলারই। এতে সৃষ্টিজগতের কারো কোন সামান্যতম অধিকার নেই। আর যারা «ملك يوم الدين» পড়েন, তাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, «ملك يوم الدين» দ্বারা এমন দিবসকে বুঝানো হয়েছে যে দিনের বিচার কার্যে আল্লাহর সাথে আর কারো কোন অংশীদার নেই। তাবারী বলেন, উপরোক্ত দুইটি কিরআতের পদ্ধতি ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমার কাছে প্রথম মতটিকে আমি উত্তম বলে মনে করি।[৫৪]

তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবি কবিতা ব্যবহার করেছেন। কোন শব্দ কোন সময় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] যেমন আল্লাহর বাণী :[৫৬]

«يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون»

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবারী নিম্নের আরবি কবিতা দ্বারা ব্যাখ্যা করেন :

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا . تكف ثقلتم لنا كل مؤثق

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم . وكلمح سراب فى الفلا متألق.

---

৫০. আল্লামা তাবারী সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন মানুষ তাঁর তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত হতো। আবু আলি আলকুম্মারী বলেন : আমি পবিত্র রমযান মাসে একটি প্রদীপসহ আবু বকর ইবন মুজাহিদের সাথে ছিলাম। তিনি নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ না করে তাবারীর কিরআত শোনার জন্য তাবারীর মসজিদের দরজায় উপনীত হন। আমি তাঁকে বললাম, লোকজন আপনার জন্য মসজিদে অপেক্ষা করছে আর আপনি এখানে দাঁড়িয়ে অন্যের কিরআত শুনছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন : "আল্লাহ তাআলা ইবন জারীর অপেক্ষা সুন্দর কিরআত পাঠকারী আর কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন কিনা আমার জানা নেই।" *[দ্র: আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, মুজামুল উদাবা, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫৮–৬০]*

৫১. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪

৫২. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬

৫৩. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াত : ৩

৫৪. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭–৬৮

৫৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫

৫৬. আলকুরআন, ২ : ২১

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতে বর্ণিত لعل শব্দটি এবং কবিতায় উল্লিখিত لعل শব্দটি একই অর্থে (দৃঢ়তার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৭]

তিনি তাঁর তাফসিরের সমর্থনে যেসব কবিদের কবিতার দ্বারা উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা পরবর্তীতে ইসলামি গবেষকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।[৫৮] এসব কবিতার উদ্ধৃতি তাবারীর তাফসিরে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কুরআন ব্যাখ্যায় আরবি কবিতার প্রয়োজনীয়তা যে কতটুকু এ তাফসিরখানিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি শাব্দিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিও তাঁর তাফসিরের লক্ষণীয় বিষয়। তিনি কঠিন ও জটিল শব্দের বিশ্লেষণ করে পাঠকের সামনে বোধগম্য ও সহজবোধ্য করে তুলেছেন। শব্দের উৎপত্তিগত বিশ্লেষণ এবং গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তিনি তাঁর তাফসিরে উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৫৯]

«يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا»

এ আয়াতে উল্লিখিত وفد, শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, وفد শব্দের দ্বারা দল বা কোন কাফেলাকে বুঝায়। এ শব্দটির বহুবচন হিসেবে الوفود শব্দ ব্যবহার হয়। আবার কখনো الوفود। শব্দটি افد, শব্দের বহুবচনরূপে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৬০]

মূলত আল্লামা তাবারী তাঁর তাফসির গ্রন্থ রচনায় দু'টি পদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমত, তিনি আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে সনদসহ প্রামাণ্য হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর দ্বিতীয়ত, তিনি কিরআত বা পঠন–পদ্ধতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবি ব্যাকরণবিদদের মতামত উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ দু'টি পদ্ধতি তাঁর তাফসিরখানিকে অন্যান্য তাফসিরকারকের তাফসির থেকে ব্যতিক্রমধর্মী করে তুলেছে।

তাবারীর তাফসিরের মূল্যায়ন

আলকুরআনের ভাষ্যগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা মতন অপেক্ষা ইসনাদ–এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তাফসির রচনায় ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে তাবারীর নাম শীর্ষে। তিনি সনদভিত্তিক, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিকপ্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ "জামিউল বায়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন" রচনা করে পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়ে নিয়েছেন। হাদিসভিত্তিক তাফসির রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি নেই। মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবি ভাষায় এ তাফসিরখানি বিরচিত হলেও অধুনাকালেও এটি সমানভাবে সবার কাছে সমাদৃত। তাঁর তাফসিরের আবেদন সর্বকালীন। আলকুরআনের বিভিন্ন যুগের ব্যাখ্যাকারগণ তো এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেনই। এছাড়াও অন্যান্য মনীষীও এর মূল্যায়ন করে সমানভাবে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এতে এর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতারই ইঙ্গিত বহন করে। এখানে বিশ্বখ্যাত কয়েকজন প্রাজ্ঞ আলিমের উক্তি উপস্থাপিত হলো :

---

৫৭. আবুজাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. আলকুরআন, ১৯ : ৮৫
৬০. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.] বলেন :[৬১]

"قد من الله على بادامه مطالعته والاستفادة منه وارجو ان اصرف العناية اختصاره وتهذيبه ليسهل على كل احد تناوله"

"রাসুলুল্লাহ (স), সাহাবি ও তাবেয়িদের থেকে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে কেবল তাফসির তাবারী গ্রন্থটিই বিরচিত হয়েছে, এর পূর্বে এমন তাফসির আর একটিও রচিত হয়নি।"

ইমাম নববি [মৃ. ৬৭৬ হি.] বলেন :[৬২]

"ذلك لانه جمع فيه بين الرواية والدراية لم يشاركه فى ذلك احد لاقبله ولابعده"

"তাবারীর তাফসির গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই তাফসিরটি তাঁর অনন্যকীর্তি। এর সমতুল্য তাফসির আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি।"

ইবন তাইমিয়া [মৃ. ৭২৮ হি.] বলেন :[৬৩]

"واما التفاسير التى فى ايدى الناس فاصحها تفسير محمد بن جرير الطبرى - فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة . وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبى"

"তাবারীর তাফসির গ্রন্থখানি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, সত্যিই এটি একটি অতুলনীয় তাফসির গ্রন্থ।"

আবদুল আযিম যারকানী বলেন :[৬৪]

"كان تفسير من اجل التفاسير بالمأثور واصحها واجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين عرض فيه لتوجيه الاقوال ورجح بعضها على بعض . وذكر فيه كثيرا من الاعراب واستنباط الاحكام . وقد شهد العارفون بانه لايظهرله فى التفاسير."

"তাবারীর তাফসির এ যাবৎ রচিত তাফসিরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কোনো তাফসিরের সাথেই এর তুলনা হয় না। আয়াতের ব্যাখ্যার সনদসহ হাদিস উপস্থাপন, শাব্দিক বিশ্লেষণে আরবি কবিতা ও ব্যাকরণের ব্যবহার নি:সন্দেহে তাঁর তাফসিরখানি অন্যান্যের তাফসিরের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।"

আবু উমার [মৃ. ৩৬০ হি.] বলেন :[৬৫] "আমি তাবারীর তাফসিরখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি। কোথাও ভাষাগত বা আরবি ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি।"

তাফসির অভিজ্ঞানে সুবিজ্ঞ এসব মনীষীর মূল্যায়ন দ্বারা তাবারীর তাফসিরের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যেন তাবারীর জীবনের সার্থক সৃষ্টি, অমরকীর্তি।

---

৬১. আদদাছাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, মদিনা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৯৯৭খ্রি./১৪১৭হি., ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫১

৬২. *তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮

৬৩. ড. ফাহাদ রুমী, *দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত : মাকতাবা আততাওবা, ১৪২১ হি., পৃ. ১৫৫

৬৪. আবদুল আযিম যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৮; পৃ. ৩৩

৬৫. আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

তাহযিবুল আসার

(تهذيب الآثار)

আল্লামা তাবারী তাফসিরের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। তবে তাফসিরের পাশাপাশি হাদিস অভিজ্ঞানেও তাঁর পাণ্ডিত্যের কমতি ছিল না। সমকালীন যুগে তাঁর মত হাদিসবেত্তা খুব কমই ছিল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল 'তাহযিবুল আসার' নামক হাদিস বিষয়ক গ্রন্থখানি এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি তাঁর তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ক বই দুইটি যেভাবে পরিকল্পিতভাবে রচনা সমাপ্ত করে গেছেন সেভাবে 'তাহযিবুল আসার' গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনা কর্ম পরিসমাপ্ত করার পূর্বেই মৃত্যু তার জীবন কেড়ে নেয়। বিষয়বস্তুর বিন্যাস পদ্ধতি ও অনন্য প্রকাশভঙ্গির কারণে গ্রন্থটি হাদিস অভিজ্ঞানের একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ হিসেবে সমকালীন যুগে পরিচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে খতিব আলবাগদাদী বলেন :[৬৬] "তাবারীর তাহযিব গ্রন্থখানি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এরূপ অনন্য গ্রন্থ আর একটিও দেখিনি।"

তাবারীর এই গ্রন্থে সিহাহসিত্তাহসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের ন্যায় অধ্যায় বিন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। তিনি এটি তার নিজস্ব স্টাইলেই সংকলন করেছেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। গ্রন্থটির আদ্যপ্রান্ত পাঠ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায় খুব সহজেই। এ গ্রন্থে সাহাবি ও তাবেয়ির হাদিস উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। হাদিস সংকলনের সাথে সাথে হাদিসের বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. আততিজরাহ; ২. ওয়াসিয়াতুর রাসুল বিস–সালাত; ৩. আল গোসল মিনাল জানাবাত; ৪. আলহিদায়াত মিনাল মুশরিক; ৫. আল মানাকিব ও ৬. আননাহী আনিস সাওম আইয়াম মিন্নী ইত্যাদি। তাবারী আলোচিত বিষয়ে ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ও প্রাজ্ঞ আলিমদের অভিমত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। হাফিয ইবনে কাসির বলেন :[৬৭] "তাবারীর মূল্যবান গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহযিবুল আসার একটি অন্যতম গ্রন্থ। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনা কর্ম সমাপ্ত হলে হাদিস অভিজ্ঞানের একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হতো।" ইয়াকুত বলেন :[৬৮] তাবারীর তাহযিব গ্রন্থটির অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী কোন বিদ্বানজনের পক্ষে সমাপ্ত করা অসম্ভব ছিল।"

তাহযিবুল আসার গ্রন্থখানির গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৪০২ হিজরি সালে সউদি সরকারের তত্ত্বাবধানে অসামাপ্ত হাদিসখানির ১ম খণ্ড প্রকাশ পায়। নাসির ইবনে সাদ আল রশিদের সম্পাদনায় মক্কাস্থ মাতাবি আলসাফা নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এটি প্রকাশ করে।[৬৯]

---

৬৬. খতিব আলবাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

৬৭. তাবারী, *তাহযিবুল আসার*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সোয়াদ, দোয়াদ

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইবন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তিন.

তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক

অথবা তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক

তাবারীর জামিউল বয়ান তাফসির গ্রন্থের ন্যায় আরো একটি বিস্ময়কর অমরকীর্তি 'তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক গ্রন্থটি'। তাঁর মতে, ইতিহাস অভিজ্ঞান ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বলা যায়, এই বোধ ও চিন্তা-চেতনা থেকেই এ গ্রন্থ রচনায় তিনি মনোনিবেশ করে বিশ্বখ্যাত ইতিহাসমূলক অনন্য গ্রন্থটি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চার যে ধারা অব্যাহত ছিল তিনি তার পূর্ণতা দান করে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। বিশ্বসৃষ্টি থেকে শুরু করে মানব জনগোষ্ঠীর ঘটনাপ্রবাহ, চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ ও সমাজের সকল শ্রেণীর অভিব্যক্তির বিবরণ এ গ্রন্থে উপস্থাপন করে তাবারী পথিকৃতের সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছেন। পরবর্তী ইতিহাসবেত্তাগণ তাবারীর ইতিহাসকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্ব ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন।[৭০] আরব ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে তাবারী ছিলেন এমন একজন পরিশ্রমী জ্ঞানতাপস যিনি উপাদানের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বাবস্থার সাথে পরবর্তী অবস্থার নিরীক্ষায় জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সৃষ্টি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যার কথা বলেছেন, তার সমাধানের উৎস হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত পরিসরে রূপায়িত হয়ে থাকে এই ইতিহাস দর্শনও তার গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর চিরন্তন হওয়ার কথা আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর [র] মতে :[৭১] "তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি মূল চিন্তাধারা তাতে বিশ্লেষিত হয়েছে। আদম [আ] থেকে রাসুল [স]-এর সৃষ্টি পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন।"

আল্লামা তাবারী মুসলিম মিল্লাতের গৌরবগাঁথা ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামি ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তিনি তার খতিয়ান পেশ করেছেন। তাঁর ইতিহাস রচনায় সমালোচনা স্থান পায়নি। তাঁর উত্তরসুরি ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে সমালোচনামূলক ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আলমাসউদী পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়েছেন।[৭২] তাবারীর মতে, সনদের বলিষ্ঠতার উপর ঘটনার সত্যাসত্য নির্ভরশীল। এ কারণে তিনি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য রিওয়ায়াত দিরায়াত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন

---

৭০. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৭, পৃ. ২১৬

৭১. শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, (উর্দু অনুবাদ : আবদুর রহীম) লাহোর : কওমী কুতুবখানা, ১৯৬২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২

৭২. মফিজুল্লাহ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

এবং মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁর গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর উত্তরসুরি ঐতিহাসিকগণ তাবারীতে বর্ণিত ঘটনাবলী গ্রহণের প্রাক্কালে সনদ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।[৭৩]

তাবারী ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে হাদিসবেত্তা ও ফিকহবিদগণের নীতিমালা অনুসরণ করতেন। এ জন্য তাঁর ইতিহাসে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি ইতিহাস রচনায় সাল-তারিখভিত্তিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাল-তারিখের ক্রমানুসারে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী বিন্যাস করেছেন।[৭৪]

আল্লামা তাবারী তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক গ্রন্থে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে- হযরত আদম [আ], আদম [আ]-এর জান্নাতে বসবাস, পৃথিবীতে মানব সমাজ প্রসঙ্গ, নূহ [আ]-এর প্লাবন, ইবরাহিম [আ]-এর আগমন, মুসা [আ] ও ফিরাউন, দাউদ [আ] ও সমকালীন প্রসঙ্গ, ঈসা [আ] এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি, বখতে নাসর ও বায়তুল মুকাদ্দাস, আসহাবে কাহফ, কিসরা নাওশার ওয়ান, মহানবি [স]-এর বংশক্রম, মহানবি ও খাদিজা [রা]-এর পরিণয়, ওহি প্রসঙ্গ, বদরের যুদ্ধের পটভূমি, মক্কা বিজয়ের ঘটনা, মুরতাদের বিরুদ্ধে আবুবকর [রা]-এর ভূমিকা, দিওয়ান প্রতিষ্ঠায় হযরত ওমর ফারুক [রা]-এর অবদান, মুআবিয়া সকাশে আলি [রা]-এর প্রতিনিধি, উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি, আলমানসুর ও আবু মুসলিমের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।[৭৫] এসব বিষয়ের উপর তিনি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কুরআন ও হাদিসের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

অতএব বলা যায়, আল্লামা তাবারী সময়ের পরীক্ষায়, ইসলামি জ্ঞান গবেষণায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাফসির অভিজ্ঞানকে মর্যাদার স্বর্ণালী আসনে তিনিই সমাসীন করেছিলেন। তিনি শুধু তাফসির অভিজ্ঞান চর্চায়ই জ্ঞানসাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, অন্যান্য বিষয়েও তিনি সমানভাবে অবদান রেখেছেন, সম্মান কুড়িয়েছেন। ইতিহাসবেত্তা হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি এরই প্রমাণ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা দ্বারা মৌলিক চিন্তার পরিমণ্ডলকে তিনি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাবারীর ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং জ্ঞানকোষ তথ্য সমৃদ্ধ সংযোজন হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। তাঁর জ্ঞান গবেষণা, নিরলস প্রচেষ্টা মুসলিম ইতিহাস চর্চার শুধু জনক হিসেবে খ্যাতি এনে দেননি বরং একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে। রচনাশৈলীতে মৌলিকত্ব, বিন্যাস পদ্ধতিতে অভিনবত্ব, গবেষণায় অসাধারণত্ব তাঁকে এনে দিয়েছে অমরত্ব। মুফাসসির তাবারী হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

---

৭৩. আবদুল আযিয আদদূরী, *নাশাআতুল ইলম আততারিখ ইনদাল আরব*, বৈরূত : মাতবাআহ আলকালুসিকিয়াহ, ১৯৬০ খ্রি., পৃ. ৫৫-৫৬

৭৪. তাবারী, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৪

৭৫. বিস্তারিত দ্র: *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ১ম -৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ২

আবু মানসুর আলমাতুরিদী

[মৃত্যু: ৩৩৩ হি./৯৪৪ খ্রি.]

আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ বাণী সমষ্টি। মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য এটি প্রধান উৎস। মানব জাতির এমন কোন প্রয়োজন নেই, যা এতে আলোচিত হয়নি। এ কারণে এটি বিশ্বমানবতার সকল সমস্যার সমাধানদাতা হিসেবে স্বীকৃত। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিবেচনায় আলকুরআন সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন পড়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত এক সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের যা আরব পরিভাষায় তাফসির অভিজ্ঞান নামে খ্যাত। স্বয়ং রাসুল [স] একাজে শামিল হয়ে কুরআন ব্যাখ্যার শুভ সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সাহাবি ও তাবেয়িগণ তাফসির অভিজ্ঞানে অবদান রাখেন। কাল পরিক্রমায় বিভিন্ন যুগের মুসলিম মনীষীগণ এ শাস্ত্রের সমৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম তাফসির অভিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আবু মানসুর আলমাতুরিদী তাঁদের মধ্যে অন্যতম মনীষা। কুরআনের ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সনদ ও মতন পদ্ধতি অনুসরণ অনুসৃত হয়ে আসছে সে ক্ষেত্রে আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারীকে [মৃ. ৩১০ হি.] সনদভিত্তিক তাফসির রচনার পথিকৃত বলা হয়। আর ইমাম মাতুরিদীকে [মৃ. ৩৩৩ হি.] বলা হয় মতনভিত্তিক তাফসিরের পথিকৃত। তিনি সর্বপ্রথম কুরআনের তাফসির রচনার ক্ষেত্রে ইসনাদ অপেক্ষা মতন-এর উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তাফসির রচনায় ব্রতী হন। তিনি পূর্বে বর্ণিত তাফসির ও তাবিলের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে তাবিলের নীতিতে তাফসির রচনা করেন। মতন এর মর্ম প্রকাশের জন্য তিনি এক আয়াতকে অন্য আয়াত এবং হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, সিরাত, তাবাকাত প্রভৃতি সূত্র ব্যবহার করেন এবং যুক্তি ও বিবেকের সমর্থনকে কাজে লাগান। তাঁর অনুসৃত এ পদ্ধতি হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে দেখা যায়। ইমাম আবু জাফর আততাহাবী [মৃ. ৩২১ হি./৯৩৩ খ্রি.] তাঁর সংকলিত 'শরাহ মাআনিল আসার' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তখন ছিল ইসনাদভিত্তিক হাদিস সংকলনের সময়। সে সময়কার পাঠকদের কাছে সূত্র অনুল্লিখিত রচনা, বিশেষত কুরআন-হাদিস সম্পর্কিত বিষয়ে রচিত গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারাই স্বাভাবিক। এ জন্যে হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এ পদ্ধতির খুব একটা প্রসার পরিলক্ষিত হয় না। তবে সময়ের পরীক্ষায় এ পদ্ধতি পরবর্তীকালে একমাত্র পদ্ধতিতে পরিণত হয়।

ইমাম মাতুরিদী আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল[১] [৮৪৭-৮৬১ খ্রি.]-এর সময় জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষক ঐতিহাসিকগণ আব্বাসী খিলাফতের প্রথম নয় জন[২] খলিফার যুগকে আব্বাসী

১. খলিফা ওয়াসিক [মৃ. ৮৪৭ খ্রি.]-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি বিলাসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হযরত আলি [রা]-এর পরিবারের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। মুতাওয়াক্কিল হযরত হুসাইনের মাযার ধ্বংস করেন এবং ফাতেমীয়দের নিকট থেকে 'ফিদক' বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত সমুদয় রাজকর্মচারীকে বরখাস্ত করেন এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে ধর্মান্ধতার পরিচয় দেন। অমুসলিমরাও তার হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হয়। তিনি তুর্কী আমিরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তুর্কীদের বিরাগভাজন হন। ৮৬১ খ্রি. তিনি তুর্কী দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন। *[বিস্তারিত দ্র: পি.কে.হিট্টি, হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস, লন্ডন ১৯৫১, পৃ. ৪৫৫]*

২. আবুল আব্বাস সাফফাহ [৭৫০-৭৫৪ খ্রি.]; আলমানসুর [৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.]; আলমাহদী [৭৭৫-৭৮৫খ্রি.]; হারুনুর রশিদ [৭৮৬-৮০৯ খ্রি.]; আলআমিন [৮০৯-৮১৩ খ্রি.]; আলমামুন [৮১৩-৮৩৩ খ্রি.]; মুতাসিম [৮৩৩-৮৪২ খ্রি.]; ওয়াসিক [মৃ. ৮৪৭ খ্রি.]

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেন।[৩] তারা দ্বিতীয় পর্বের সূচনাকাল ধরেন বংশের দশম খলিফা আলমুতাওয়াক্কিল হতে এবং এ যুগের সমাপ্তি টানেন আলমুহতাদি [৮৬৯–৭০] তে। সময়কালটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক উপাত্তের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। আব্বাসীয় যুগ নানা কারণে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। এ সময় আরব সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে সিন্দু দেশ এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সাহিত্য, শিক্ষা দর্শন, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষার সমন্বয় ঘটায় আরবগণ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষিত লোক, বিজ্ঞানী ও শিল্পী, কবি সাহিত্যিকদের তাঁরা স্বাগত জানায়, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করেন। তাঁরা গ্রন্থাগার স্থাপন করে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের সঞ্চিত জ্ঞান অনুশীলনের ব্যবস্থা করে। গ্রীক, রোমান, সিরীয়, পারসিক এবং ভারতীয় জ্ঞানের গ্রন্থসমূহ আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করে আগামী দিনের সভ্যতার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষা–দীক্ষায়, জ্ঞান–বিজ্ঞানে, সভ্যতা–সংস্কৃতিতে আব্বাসীয় যুগ শুধু ইসলামের নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মুসলিম সুধীমণ্ডলী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। তাফসির অভিজ্ঞানে ইমাম মাতুরদীসহ অনেক খ্যাতনামা মনীষী অবদান রাখেন। এই যুগে ন্যায় শাস্ত্র প্রণেতা ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ি ও আহমাদ বিন হাম্বল [র] ধর্ম জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই আমলে হাদিস সংগ্রহের ইতিহাসে 'সিহাহ সিত্তাহ' বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী এই সমস্ত হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও মুসলমানদের দান কম ছিল না। ইস্পাহানী, ইবনে খাল্লিকান, আবু নাওয়াস, ফিরদৌসী, আনসারী, জালালুদ্দিন রুমী ও ইবনে ইসহাকের সাহিত্য চর্চা এক বিশেষ যুগের সূচনা করেছিল। এছাড়াও বহু মনীষী তাঁদের বিভিন্নমুখী প্রতিভা দ্বারা সভ্য জগতকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবন্ধ করেছেন। এখানে আব্বাসীয় যুগের অন্যতম কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুফাসসির মনীষী আল্লামা আবু মানসুর আলমাতুরিদীর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

জীবনকথা

ইমাম মাতুরিদী সামারকান্দের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাতুরিদ পল্লীতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলআব্বাসী [২৩২–২৪৭ হি.]–এর সময়কালে জন্মগ্রহণ করেন। কোনও জীবনীকার তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি হিজরি ২৪৮ সালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর ওস্তাদ মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল রাযী [মৃ. ২৪৮ হি.] যখন ইনতিকাল করেন তখন মাতুরিদীর বয়স কমপক্ষে দশ বছর ছিল। মাতুরিদী প্রাথমিক শিক্ষা মাতুরিদ পল্লীতে সমাপ্ত করার পর তিনি মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল রাযীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি ফিকহ ও তাওহিদ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এ সময় তাঁর বয়স দশ বছর হলে তাঁর জন্মসাল ২৩৮ হি. সাল হওয়া সম্ভব। আর একথা স্বীকার করলে তিনি প্রায় ৯৫ বছর জীবিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।[৪] এছাড়াও বলা যায়, ইমাম মাতুরিদী খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় [২৩২–২৪৭ হি.]

৩. P.K. Hitti. *History of the Arabs*. London : 1951. P. 466.

৪. ড. একেএম আইউব আলী, *আকিদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম মাতুরিদী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩/১৪০৪ হি., পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিল যখন নিহত হন তখন মাতুরিদীর বয়স ৯ বছর। আর তিনি ইনতিকাল করেন খলিফা মুত্তাকী বিন মুকতাদির আলআব্বাসী [৩২৯-৩৩৩ হি.]-এর খিলাফতকালে। এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, মাতুরিদী আশআরীর[৫] কমপেক্ষ ২২ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আর আশআরী ২৬০ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় আশআরীর জন্মসাল ২৭০ হিজরি বলে উল্লেখ আছে। এ হিসাবে মাতুরিদীর জন্ম সাল ২৩৮ অথবা ২৪৮ হিজরি সালে হওয়া প্রমাণিত হয়।[৬]

তাঁর নাম আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ মাহমুদ আলমাতুরিদী। নিসবতী নাম মাতুরিদী। সামারকান্দের মাতুরিদ অঞ্চলে জন্ম লাভ করার কারণে তিনি এই নামে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তাঁর প্রকৃত নাম ঢাকা পড়ে যায়। তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উপাধিগুলো হচ্ছে- ইমামুল হুদা, ইমামুল মুতাকাল্লিমিন, রাইসু আহলিস সুন্নাহ, মুসলিহু আকায়িদিল মুসলিমীন, আলামুল হুদা ইত্যাদি। তাঁকে আনসারীও বলা হয়। কেননা তিনি আবু আইয়ুব খালিদ বিন যায়েদ বিন কালিব আলআনসারী [রা]-এর বংশধর ছিলেন। রাসুল [স] মক্কা থেকে মদিনায় যখন হিজরত করেন তখন তিনি এই সাহাবির কাছে সতের মাস অবস্থান করেন।[৭] তবে মুরতাযা যুবাইদী আনসারী উপাধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে । তিনি কোনো কোনো গ্রন্থে মাতুরিদী শব্দের পরে আনসারী শব্দ অতিরিক্ত পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে :[৮]

"فان صح ذلك فلا ريب فيه فانه ناصر السنة وقامع البدعة ومحيى الشرعية كما ان تكتبه تدل على ذلك ايضا."

"একথা যদি সত্য হয়, তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সুন্নাতের সাহায্যকারী, বিদআতের ধ্বংসকারী ও শরিআতের জীবনদানকারী ছিলেন। তাঁর লেখনীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।"

সম্ভবত যুবাইদী তাঁর উক্ত বক্তব্য দ্বারা একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মাতুরিদী নসবের দিক দিয়ে আনসারী ছিলেন না, বরং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও দ্বীনের সাহায্যে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৯]

---

৫. **আশআরী ঃ** আবুল হাসান আলআশআরী একজন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি ২৬০ হিজরি সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু হাসান আলি বিন ইসমাইল আলআশআরী। তবে তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে আশআরী নামেই খ্যাত। তিনি আবু মুসা আশআরী [রা] বংশধর। তিনি বিখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ আল জুবাইয়ের ৪০ বছর পর্যন্ত ছাত্র ছিলেন। তৎপর আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারণের ঔচিত্য সম্পর্কে এক বিতর্ক উপলক্ষে জুবাইরের সাথে মতভেদ হওয়ায় তিনি নিজস্ব পথ অবলম্বন করেন। তখন থেকেই তিনি মুতাযিলী মত খণ্ডন এবং সুন্নী মতের সমর্থন করতে থাকেন এবং ধর্মনীতি বিষয়ক ও বিতর্কমূলক বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। ইবনে ফুরাকের মতে, আশআরীর রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৩০০টি। তবে ইবনে আসাকীর ৯৯ টি নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আলইবানা আনলিউসুল দিয়ানা, রিসালা ফি ইসতিহসানিল খাওদ ফিল কালাম; মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর কিতাবুশ শারহ ওয়াত তাফসিল, লুম, মুজায, ইযাহুল বুরহান, তাবিয়িন প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। তাঁর প্রচারিত মতবাদসমূহ হচ্ছে- খোদার সিফাত বা গুণাবলী আছে, কুরআন চিরন্তন-ইহার প্রত্যেক অংশই চিরন্তন ও শাশ্বত, বিশ্বাসীরা খোদার দর্শন লাভে ধন্য হবে, খোদা বিশ্বভুবনের একমাত্র ও আদি কারণ, খোদা জাগতিক ঘটনাসমূহের একমাত্র কারণ, মানুষ প্রজ্ঞার সাহায্যে খোদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করতে পারে না ইত্যাদি। ফিকহী ব্যাপারে তিনি শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ৩২৪ হি./৯৩৫ খ্রি. বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

[বিস্তারিত দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১ম খণ্ড, পৃ. ৮২-৮]

৬. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান*, মিসর : মাতবাআতুন নাহদা আলমিছরিয়া, তা:বি:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬

৭. সামআনী, *আলআনসাব*, পৃ. ৩৯৮; ইবনুল আসির, লুবাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬; ইয়াকুত, *মুজামুল বুলদান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮; আহমাদ আমিন, *জাহরুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫

৮. যুবাইদী, *শারহুল এহইয়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫

৯. ড. একেএম আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মাতুরিদীর জীবন সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন বেশি কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি কীভাবে লালিত পালিত হয়েছেন, কীভাবে শিক্ষাগ্রহণ করছেন, কার দ্বারা তিনি উৎসাহিত হয়েছেন, জ্ঞানার্জনের জন্য কোন কোন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। এসব ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। তবে কেউ কেউ তাঁর শায়খদের নামোল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর কিছু গ্রন্থের নামও বলেছেন। এ পর্যায়ে তাবাকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাতুরিদী ৪ জন শায়খের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। যাঁদের প্রত্যেকের সনদ ইমাম আবু হানিফা [র] পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁরা হচ্ছেন– আবু বকর আহমাদ বিন ইসহাক বিন সালিহ আলজুযজানী; আবু নসর আহমাদ বিন আলআব্বাস বিন আলহুসাইন আলইয়াদী আলআনসারী; নাসির বিন ইয়াহইয়া আলবলখী [মৃ. ২৬৮/৮৮১] ও মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আররাযী [মৃ. ২৪৮/৮৬২]। তন্মধ্যে আবু বকর আলজুযজানী, আবু নসর আলইয়াযী ও নাসির বলখী, ইমাম আবু সুলাইমান মুসা বিন সুলাইমান আলজুযজানী থেকে ফিকহ শাস্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। আর জুযজানী ফিকহ শাস্ত্রের দুই ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বিন আলহাসান থেকে দীক্ষা লাভ করেন। আর এই দুই ইমাম ইমাম আবু হানিফার থেকে ফিকহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন।[১০]

মাতুরিদীর শায়খ মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল ও নাসির বলখী দীক্ষা লাভ করেন ইমাম আবু মুতীল হাকাম বিন আবদুল্লাহ আলবলখী ও আবু মুকাতিল হাফস বিন সালাম আসসামারকান্দীর থেকে। আর এরা উভয়েই আবার ইমাম আবু হানিফার শিষ্য। তবে মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলহাসানের থেকে পান্ডিত্য অর্জন করেন।[১১] তবে ইমাম মাতুরিদীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণার জন্য তাঁর শায়খদের একটি তালিকা উপস্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার একটি ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।[১২]

সারণী : ১

ইমাম আযম আবু হানিফা [র] [মৃ. ১৫০ হি.]

কাযী আবু ইউসুফ [মৃ. ১৮২ হি.] | মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী [মৃ.১৮৯ হি.]

আবু সুলাইমান মুসা আলজুযজানী [মৃ. ২০০ হি. পর]

আবু বকর আহমাদ আলজুযজানী | আবু নসর আহমাদ আলইয়াদী | নাসির বিন ইয়াহইয়া বলখী [মৃ. ২৬৮ হি.]

ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি./৯৪৪ খ্রি.]

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

১১. যুবাইদী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫

১২. ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, *মানহাজুল ইমাম মাতুরিদী*, আলমাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ১৯৯৩/শাবান ১৪১৩, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ২

ইমাম আযম আবু হানিফা [র]

আবু মুতীউল হাকাম আলবলখী [মৃ. ১৯৯ হি.] | আবু মুকাতিল হাফস সামারকান্দী [মৃ. ২০৮ হি.]

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আররাযী [মৃ. ২৪৮ হি.] | নাসির বিন ইয়াহইয়া আলবলখী [মৃ. ২৬৮ হি.]

ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]

সারণী : ৩

ইমাম আযম আবু হানিফা [র]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী [মৃ. ১৮৯ হি.]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আররাযী [মৃ. ২৪৮ হি.]

ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]

তৎকালীন সময়ে হানাফী মাযহাবের প্রচার–প্রসারে ইমাম মাতুরিদীর শায়খদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর শায়খ আবু বকর আলজুযজানী একজন সুবিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম হচ্ছে– আলফারকু আততামিযু ও কিতাবুত তাওহিদ।[১৩] তাঁর অপর শায়খ আবু নসরও একজন সুবিজ্ঞ ফকিহ ও ইমাম ছিলেন। তাঁকে 'সামারকান্দের ফকিহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি সাদ বিন উবাদা আলআনসারী আলখাজরাজীর বংশধর ছিলেন। ইদ্রিসী তারিখে সামারকান্দে উল্লেখ করেন :[১৪]

"كان من اهل العلم والجهاد ولم يكن احد يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته."

তাবাকাতের ভাষ্যানুযায়ী তিনি মাতুরিদীর সাথে শায়খ আবু বকর আল জুযজানীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। তার অপর শায়খ মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আররাযী মুহাম্মাদ বিন হাসান, আবু মুতী বলখী ও আবু মুকাতিল সামারকান্দী থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কাযী ছিলেন। যাহাবী মিযান গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :[১৫] "حدث عن وكيع وطبقته" মাতুরিদীর অপর শায়খ নাসির বলখীর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিন ২৬৮ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন।[১৬]

---

১৩. আবদুল কাদির আলকুরাশী, *আলজাওয়াহিরুল মুদিয়া ফি তাবাকাতিল হানফিয়া*, হায়দারাবাদ : দাইয়াতুল মাআরিফ, ১ম সংস্করণ ১৩৩২ হি./১৯১৪ খ্রি. পৃ. ২৬

১৪. ড. একেএম আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১৫. আবদুল হাই লাখনাবী, *আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়া*, মিসর: মাতবাআতুস সাআদাহ, ১ম সংস্করণ ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ২২১

১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মাতুরিদীর জন্ম ইসলামি পরিবারে, বেড়ে উঠা দ্বীনি ইলমী পরিবেশে আর রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণার মাধ্যমে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সন্দেহ সংশয় তাঁকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর জীবদ্দশায় এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাসলাক থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর গোটা জীবন ইলমে কালাম, ফিকহ, তাফসির ও হাদিসের জ্ঞান গবেষণায় অতিবাহিত হয়েছে। এসব তিনি খোরাসানের সমকালীন প্রসিদ্ধ হানাফী আলিমদের থেকে অর্জন করেছিলেন। এদের থেকেই আবু হানিফার অভিমতের রেওয়ায়িত করেন। মাতুরিদী জ্ঞানের আকলী ও নকলী বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। ফলে তিনি সমকালীন একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ; তাফসিরবেত্তা ও মুতাকাল্লিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, ইসলামের খেদমত ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। শায়খ মাহমুদ আলকাফাবী [মৃ. ৯৯০ হি.] মাতুরিদীর প্রশংসা করে বলেন :[১৭]

"هوا امام الهدى قدوة اهل السنة والاهتداء رافع اعلام السنة والجماعة قالع اضاليل الفتنة والبدعة. الشيخ الامام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى امام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين نصره الله بالصراط المستقيم فصار فى نصرة الدين القويم. صنف التصانيف الجليلة ورد اقوال اصحاب العقائد الباطلة."

"মাতুরিদী ছিলেন কালাম শাস্ত্রবিদগণের ইমাম এবং মুসলমানগণের আকীদা বিশুদ্ধকারী। আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথ লাভে সাহায্য করেছেন এবং তিনি সুদৃঢ় দ্বীনের সাহায্যে দন্ডয়মান হয়েছেন। তিনি মূল্যবান গ্রন্থসমূহের রচয়িতা এবং ভ্রান্ত আকিদাপন্থীদের মতবাদ খন্ডনকারী।"

কাফাবীর এ মন্তব্যে সুস্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মাতুরিদী বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সমকালীন যুগের একজন প্রখ্যাত মনীষী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জুবাইদী বলেন:[১৮]

"وحاصل ماذكروه انه كان اماما جليلا مناضلا عن الدين موطدا لعقائد اهل السنة ؛ قطع المعتزلة وذوى البدع فى مناظراتهم وخصمهم فى محاوراتهم حتى اسكتهم."

জুবাইদী আরো বলেন :[১৯]

"انه كان مهدى هذه الامة فى وقته."

কাফাবীর ন্যায় জুবাইদীও মাতুরিদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তাঁরা তাঁকে একজন সমকালীন চিন্তানায়কের স্থানে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের সংস্কারক ও দার্শনিকদের নেতা হিসাবে তাঁর যে উপাধি রয়েছে সে ব্যাপারেও তিনি একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

---

১৭. কাফাবী, *আলামুল আখইয়ার*, দারুল কুতুব আলমিছরিয়া, নং ৮৪,পৃ. ১২৯
১৮. জুবাইদী, প্রাগুক্ত, পৃ.
১৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মাতুরিদীর রচনাবলি

ইমাম মাতুরিদীর সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামি জ্ঞান গবেষণায়। তিনি তাঁর জীবনে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও ইলমুল কালামের বিশ্ব নন্দিত গ্রন্থগুলো একথার প্রমাণ বহন করে। তাবাকাতের গ্রন্থকারগণ তাঁর গ্রন্থাবলির কোন চূড়ান্ত তালিকা উল্লেখ করেননি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টির কম হবে না।[২০] এসব রচনায় তিনি মুতাকাল্লিমিনদের অনুসৃত পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দ্বীনের সংরক্ষণার্থে যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তাঁর উপস্থাপিত দলিল কখনো বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের সমর্থিত দলিলের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়নি। অনুরূপ তিনি সুফিবাদের পদ্ধতিও তিনি অনুসরণ করেননি, যাঁরা শুধু কাশফ ও ইলহামের উপর নির্ভর করে। তাঁদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ মারিফাত চর্চাই নফসকে সকল পাপাচার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। মাতুরিদীর মতে, বুদ্ধির অবস্থান হচ্ছে পঞ্চইন্দ্রিয়ের ন্যায়।[২১]

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে–

১. তাবিলাতুল কুরআন (تأويلات القران)

২. কিতাবুত তাওহিদ (كتاب التوحيد)

৩. কিতাবুল মাকালাত (كتاب المقالات)

৪. রাদ্দু আহলিল আদিল্লা লিলকাবী (رد أهل الادلة للكعبى)

৫. বায়ানু আওহামিল মুতাযিলা (بيان اوهام المعتزلة)

৬. আররাদ্দু আলাল কারামিতা (الرد على القرامطة)

৭. মাখাযুশ শারাই ফি উসুলিল ফিকহ (مأخذ الشرائع فى اصول الفقه)

৮. কিতাবুল জাদাল (كتاب الجدل)

৯. শারহু ফিকহিল আকবার লি আবি হানিফা (شرح فقه الاكبر لابى حنيفة)

১০. কিতাবুল উসুল আও উসুলুদ দিন (كتاب الاصول أو اصول الدين)

১১. রাদ্দু কিতাবুল ইমামা লি বাদির রাওয়াফিয (رد كتاب الامامة لبعض الروافض)

১২. রাদ্দুল উসুলুল খামসা লি আবি মুহাম্মাদ বাহেলী (رد الاصول الخمسة لابى محمد الباهلى)

১৩. কিতাবু রাদ্দু তাহযিবুল জাদাল লিল কাবী (كتاب رد تهذيب الجدل للكعبى)

১৪. রাদ্দু কিতাবু ওরিদুল ফুসসাক লিলকাবী (رد كتاب وعيد الفساق للكعبى)

২০. ড. এমএম রহমান,প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২১. ড. একেএম আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১–২৯২

Dhaka University Institutional Repository

তাবিলাতুল কুরআন পর্যালোচনা

ইমাম মাতুরিদীর এটি তাফসির বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তবে এ গ্রন্থটি বিভিন্ন নামে মুসলিম মিল্লাতের কাছে পরিচিত। তাবাকাত গ্রন্থের প্রণেতাগণের কাছে এটি তাবিলাতুল কুরআন নামেই পরিচিত। তবে কাশফুয যুনুনের রচয়িতা হাজী খলিফার মতে, এটি তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ নামে পরিচিত।[২২] আর মিসরের দারুল কুতুব-এ যে কপিটি সংরক্ষিত আছে সেটি অবশ্য অন্য একটি নামে পরিচিত। এই কপিটি ৬৫৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এই গ্রন্থটির অপর একটি কপি যা তুরস্ক, ভারত ও বার্লিন-এর গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে। অবশ্য এ কপিটিতে তাবিলাতুল কুরআন শিরোনামই মুদ্রিত আছে। ব্রুকলম্যানের বর্ণনায়ও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। এছাড়াও এর প্রায় ৫০টি পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে। যার অধিকাংশ ইস্তাম্বুলে লাইব্রেরীতে, কিছু মিসরের দারুল কুতুবে, দামিস্কের দারুল কুতুব জাহেরিয়া, বার্লিনের তুবানজান, লন্ডনের মুতহাফ বারিতানি, ভারতের বাঁকীপুর, মাকতাবা তাশখান্দ ও উজবেকিস্তানে সংরক্ষিত আছে।[২৩]

তাবিলাতের পান্ডুলিপিসমূহ

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তাবিলাতের হস্তলিপিগুলোর পরিসংখ্যান হচ্ছে-

১. আসাদ আফেন্দী ৪৮ [১/৩৬৮ পৃষ্ঠা, ৭১৫ হি.]

২. বাঁকীপুর ১৮, ২য় বিভাগ ১৫৭, নং ১৪৭ [১/১৮৪ পৃ.]

৩. বার্লিন, তুবানজান ৪১৫৬ [কায়রো ১/৪৩ মাকতাবা মাহমুদ মদিনা বাঁকীপুর, আরবি তালিকা ২৯৪]

৪. বশির আগা ৯ [১০১৫ পৃ., ১১ হিজরি]

৫. জারুল্লাহ ইস্তাম্বুল ৪৭ [২৭০ পৃ. ৬৫০ হি.]

৬. জারুল্লাহ ইস্তাম্বুল ৪৮ [২৮৬ পৃ. ৬৫০ হি.]

৭. জারুল্লাহ ইস্তাম্বুল ২৩০ [৩৩৬ পৃ. ৬৫৭ হি.]

৮. জুর লায়লা ইস্তাম্বুল ১০ [২/৭৫৩ পৃ. ১১১৭ হি.]

৯. হুমাইদিয়া ১৭৬ [৮৮৭ পৃ., ১১৮০ হি.]

১০. হুমাইদিয়া ৩০ [৬৩৩ পৃ. ১১ হি.]

১১. হুমাইদিয়া ৩১০ [৭০৯ পৃ., ১১৬৪ হি.]

১২. জারুল্লাহ ৪৯ [২৯৫ পৃ. ৬৫০ হি.]

১৩. খালিদ আফিন্দী ২২ [আলিফ বা, ৯৮৭ বা, ১১ হি.]

১৪. দারুল কুতুব জাহিরিয়া দামিশক, তাফসির ৯৯ [৬৫৯ পৃষ্ঠা]

১৫. দারুল কুতুব মিছরিয়া কায়রো, তাফসির ৮৭৩ [২৫৯ পৃ., ৫৮০হি.]

---

২২. হাজী খলিফা, কাশফুয যুনুন, ইলমুত তাবিল অধ্যায়, মিসর : মাতবাতুল আলম, ১ম সংস্করণ ১৩১০ হি/১৮৯৩ খ্রি., ১ম খণ্ড,পৃ. ২২৫

২৩. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

১৬. রাগিব ৩৫ [৮৯৭ পৃ., ৮৯০ হি.]

১৭. রাগিব ৩৬ [৭৩৮ পৃ., ৮৩৭ হি.]

১৮. রাগিব ৩৭ [৭১৬ পৃ. ১১৬৪ হি.]

১৯. রিফান ১৮২ [৫৩২ পৃ., ১১৬২ হি.]

২০. সারা আহমাদ সালিস ১/২৮ [২/২৮৩ পৃ., ৮ম হি.]

২১. সারা আহমাদ সালিস ২/২৮ [৩/৩২৮ পৃ., ৬ষ্ঠ হি.]

২২. সারা মদিনা ১৭৯ [১০২৩ পৃ., ১১ হি.]

২৩. সারা মদিনা ১৮০ [৯৫২ পৃ. ১১ হি.]

২৪. সালিম আগা ৪০ [৯১০ পৃ., ১৩ হি.]

২৫. সালিম আগা ১৪০ [৩৭৭ পৃ., ১৩ হি.]

২৬. শহিদ আলি ৫৩ [৪৭৫ পৃ., ১১১৬ হি.]

২৭. শহিদ আলি ২৮৩ [১/৪২১ পৃ. ৯বম হিজরির কাছাকাছি]

২৮. তাশখন্দ ৫১২৬ [২৪]

২৯. তাশখন্দ ৫১২৭ ২য় অংশের শেষ

৩০. আতিফ ৭৬ [১/৪৫৬ পৃ. ১১৫৫ হি.]

৩১. আতিফ ৭৭ [২/৪৩২ পৃ., ১১৫৬ হি.]

৩২. কুরাহ জালাবী যাদাহ, ৫ [আলিফ বা–১৬৮ বা, ১১ হি.]

৩৩. কায়সারিয়া রশিদ ৪৭

৩৪. কাওনিয়া ইউসুফ আফিন্দী ৫৫৫২

৩৫. কুবরিলি ৪৭ [৫১৮ পৃ., ১১ হি.]

৩৬. কুবরিলি ৪৮ [৩০২ পৃ., ৯বম হি.]

৩৭. লালাহ লি ১০০ [৯৫৮ পৃ., ১২ হি.]

৩৮. মুহাম্মাদ বুহারী ১৪ [৩৭৬ পৃ., ১১২৪ হি.]

৩৯. মোহর শাহ ইস্তাম্বুল ৮ [৯৩০ পৃ., ১০২৩ হি.]

৪০. আলমুতহাফুল বারিতানী, প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ৯৪৩২ [২/২১১ পৃ., ৬৬৫ হি.]

৪১. নুর উসমানিয়া ১২২ [৬২৪ পৃ., ১১৬৫ হি.]

৪২. নুর উসমানিয়া ১২৩ [৮৪৪ পৃ., ১১০৩ হি.]

৪৩. নুর উসমানিয়া ১২৪ [৮৪০পৃ., ১১২৪ হি.]

৪৪. নুর উসমানিয়া ১২৫ [৮৪১ পৃ., ১২৬৫ হি.]

৪৫. ওয়ালি উদ্দিন ৪২৩ [১/২৮৬ পৃ., ৮ম হি.]

৪৬. ওয়ালি উদ্দিন ৪২৪ [২/২৮৮ পৃ., ৮ম হি.]

৪৭. ওয়ালি উদ্দিন ৪২৫ [৩/২৬২ পৃ., ৮ম হি.]

৪৮. ওয়ালি উদ্দিন ৪২৬ [৩৩১ পৃ., ৯বম হি.]

---

২৪. দেখা যেতে পারে : মাজাল্লা মাহাদুল মাখতুতাতুল আরাবিয়া, ৬, ৩২২; ব্রুকলম্যান, তারিখুল আদাবিল আরাবী, মিসর : দারুল মাআরিফ, ৪র্থ সংস্করণ, তা:বি: ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে ইরাকের আওকাফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ –এর ১ম খণ্ড প্রকাশ করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশও উক্ত সম্পাদিত কপি ২খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

সামারকান্দীর শরহে তাবিলাতের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় ১২টি; যা পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। নিম্নে তার একটি পরিসংখান দেয়া হলো–

১. আসআদ ৪৮ (১/৩৬৮ পৃষ্ঠা)

২. বাঁকীপুর ১৪৮০ (সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারা ২৩৮ আয়াত)

৩. বায়যিদ উমুমী ৪২৩ (২৮২ পৃষ্ঠা)

৪. বায়যিদ উমুমী ৪২৪ (২৮৮ পৃষ্ঠা)

৫. বায়যিদ উমুমী ৪২৫ (২৬২ পৃষ্ঠা)

৬. বায়যিদ উমুমী ৪২৬ (৩৩১ পৃষ্ঠা)

৭. জারুল্লাহ ৫১ (৩২৪ পৃষ্ঠা সুরা সাজদা : ৩২ থেকে সুরা নাস : ১১৪ পর্যন্ত)

৮. জারুল্লাহ ২২৯ (৩৩৬ পৃষ্ঠা সুরা ফাতিহা থেকে সুরা আলে ইমরান পর্যন্ত)

৯. জারুল্লাহ ২৩০ (৩৬৬ পৃষ্ঠা, সুরা নিসা : ৪ থেকে সুরা আরাফ : ৭ পর্যন্ত)

১০. হুমাইদিয়া ১৭৬ (৮৮৯ পৃষ্ঠা, উত্তম ও পরিপূর্ণ)

১১. সারা মদিনা ১৭৯ (১০৬৩ পৃষ্ঠা, উত্তম ও পরিপূর্ণ)

১২. শহিদ আলি ২৮৩ (২৪১ পৃষ্ঠা, সুরা ফাতিহা থেকে আনফাল : ৮ পর্যন্ত)

'তাবিলাতুল কুরআন' কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক একটি অনন্য তাফসির গ্রন্থ। হানাফী মাযহাবের মতাদর্শের ভিত্তিতে বিরচিত এটির সমকক্ষ পূর্বে আর কোন গ্রন্থ বিরচিত হয়নি। ইমাম আব্দুল কাদের কুরাশী [মৃ. ৭৭৫ হি.] মাতুরিদীর তাবিলাতুল কুরআনের প্রশংসা করে বলেন :[২৫]

"هوكتاب لايوازيه فيه كتاب بل لا يرانيه شئ من تصانيف من سبقه فى ذلك الفن."

কাশফুয যুনুনের প্রণেতা হাজী খলিফা ও আবদুল কাদের কুরাশীর ন্যায় কোন সংযোজন বিয়োজন ছাড়া তাবিলাতুল কুরআনের প্রশংসা করেছেন। অতপর তিনি 'তাবিলাতুল মাতুরিদীর' নামের অন্য একটি গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেন:[২৬]

"وهى ما اخذ منه اصحابه السبرزون تلقفا. ولهذا كان اسهل تناولا من كتبه جمعه الشيخ الامام علاء الدين محمد بن احمد ابن ابى احمد السمرقندى صاحب تحفة الفقهاء فى ثمان مجلدات كذا وجد فى ظهر نسخه ولعل ماذكره عبد القادر هو هذا فظن انه من تصنيفه."

কাশফুয যুনুনের প্রণেতার বক্তব্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে দু'টো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটির নাম তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ। এটি মাতুরিদীর নিজস্ব রচনা। অপরটির নাম তাবিলাতুল মাতুরিদীয়া। এটা তাঁর নিজস্ব গ্রন্থ নয়, এটা তাঁর শিষ্যদের সংকলন।

২৫. আবদুল কাদের কুরাশী, *জাওয়াহিরুল মুদিয়া*, মিসর : দারুল কুতুব, পৃ. ২৫১

২৬. ড. একেএম আইউব আলী, উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তবে এটা একত্রিত করেছেন ইমাম আলাউদ্দিন আসসামারকান্দী। এ জন্যেই হাজী খলিফা মনে করেছেন যে, মাতুরিদীর উপরে বর্ণিত ২য় গ্রন্থটিও ইমাম আলাউদ্দিন একত্রিত করেছেন।

মাতুরিদীর প্রতি সম্বোধিত তাবিলাত গ্রন্থের ৩টি কপির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম কপিটি যেটি তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ নামে মিসরের দারুল কুতুব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এ কপিটির ১ম পৃষ্ঠায় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে ভূমিকায় লেখকের কোন বক্তব্য ছিল কিনা তাও জানা যায় না। ইস্তাম্বুলের শহিদ আলি পাশা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কপিটি অবশ্য পরিপূর্ণ। এটির নাম দেয়া আছে তাবিলাতুল কুরআন। তবে গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে কোন বক্তব্য এখানে উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থের শুরুতে অবশ্য তাফসির তাবিল সম্পর্কে মাতুরিদীর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে। উপরের বক্তব দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ ও তাবিলাতুল কুরআন একই কিতাব, ভিন্ন গ্রন্থের নাম নয়। নামের পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাই বলা যায় "الكتاب واحد لكنه معروف باسمين" কিতাব একটি তবে দু'টি নামে প্রসিদ্ধ।

আর মাকতাবা খোদাবখশ–এর কপিটিও তাবিলাতুল কুরআন নামে পরিচিত। এ কিতাবের বহিরাংশে মাতুরিদীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকাংশে মাতুরিদীর পরিচয় ও তাফসির তাবিল প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান আছে। এ কপিটিও পরিপূর্ণ নয়, এটি তাবিলাতের ১ম খণ্ড মাত্র। এই কপিটির ভূমিকায় লেখক সম্পর্কে যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে–

"শায়খুল ইমাম যাহেদ বলেন :[২৭] ইমাম মাতুরিদীর দিকে সম্পর্কিত তাবিলাতুল কুরআন গ্রন্থখানি মূল্যবান ও প্রভূত উপকারী একটি গ্রন্থ। এতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ও ইমাম আযমের উসুলের মৌলিক বিবরগুলোর বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এ কিতাবটি তাঁর রচিত নয়, অনুরূপ কিতাবুত তাওহিদ, মাকালাত ও মাখাযুশ শারাই তাঁর রচনা নয়। এগুলো তাঁর থেকে তাঁর আসহাব কর্তৃক সংকলিত।"

ভারতের খোদাবখশ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কপিটি মাতুরিদীর তাবিলাতুল কুরআন ও তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ নামে বিদ্যমান আছে। ব্যাখ্যাকার হচ্ছেন আলাউদ্দিন আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আসসামারকান্দী। ব্যাখ্যায় তিনি তাবিলাতের বিভিন্ন কঠিন শব্দ ও অস্পষ্ট অর্থের বিবরণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এই ব্যাখ্যার উপাদান তিনি তাঁর শায়খ আবুল মুঈন আননাসাফী থেকে অর্জন করেছেন।

উপরোক্ত তিনটি কপির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, انها فى الحقيقة شرح لما جاء فيها। হাজী খলিফা কাশফুয যুনুন গ্রন্থে 'তাবিলাতুল মাতুরিদীয়া ফি বায়ানি উসুলু আহলিস সুন্নাহ ওয়া উসুলিত তাওহিদ' নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি বস্তুত ৮ খণ্ডে বিভক্ত, আর এটি সংগ্রহ করেছেন শায়খ আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ। অবশ্য এই বক্তব্য হাজী খলিফার বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা তার মতে তাবিলাত গ্রন্থটি মাতুরিদীর নিজস্ব রচনা।

তবে ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তাবিলাত মাতুরিদীর রচনা। তাঁর তাবিলাত

২৭. ড. একেএম আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
২৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ও কিতাবুত তাওহিদের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, দু'টি গ্রন্থের বর্ণনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। উভয় গ্রন্থেই কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও অপষ্ট শব্দের সুস্পষ্ট বর্ণনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থ দুইটির অধিকাংশ স্থানেই বক্তব্যের সামঞ্জস্য এমনভাবেই পরিলক্ষিত হয় যে, মনে হয় এক বক্তব্যই দুই জায়গায়ও স্থান পেয়েছে। এখানে মাতুরিদীর কিতাবুত তাওহিদ থেকে 'আল্লাহর দর্শন' সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো, এতে উপরোক্ত বক্তব্যের এই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে যে, দুটি গ্রন্থই ইমাম মাতুরিদীর নিজস্ব রচনা। رؤية باری تعالی সম্পর্কে মাতুরিদী বলেন :[২৮]

"القول فی رؤیة الرب عز وجل عندنا لازم حق من غیر ادراك ولا تفسیر. فاما الدلیل علی الرؤیة فقوله تعالی : «لا تدركه الابصار هو یدرك الابصار»[২৯] ولوكان لایری لم یكن لنفی الادراك حكمة.اذ لا یدرك غیره بغیر رؤیة. فموضع نفی الادراك وغیره من الخلق لا یدرك الا بالرؤیة لا معنی له ۰ وبالله التوفیق ......"[৩০]

উপরোক্ত বক্তব্যটি কিতাবুত তাওহিদ থেকে নেয়া। আর তাবিলাতে যে বক্তব্যটি আছে সেটিরও এর সাথে মিল আছে। উভয় বক্তব্যের মাঝে তেমন বড় কোন পার্থক্য নেই। মাতুরিদীর তাবিলাতে সুরা আরাফের ১৪৩ নং আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সাথে কিতাবুত তাওহিদের ব্যাখ্যার মিল আছে। এভাবে অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে, যাতে উভয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা এক ও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হবে। তবে মাতুরিদী "وبالله التوفیق والله الموفق ولاقوة الابالله." এই শব্দগুলো কিতাবুত তাওহিদে তেমন বেশি ব্যবহার করেননি, যা তিনি তাবিলাত গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। উল্লিখিত বক্তব্যের পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাবিলাত মাতুরিদীর রচনা নয়। বরং এটা তারই রচনা এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

মাতুরিদীর তাফসির পদ্ধতি

ইমাম মাতুরিদীর বিস্ময়কর সৃষ্টি তাবিলাতুল কুরআন। তিনি কুরআন ব্যাখ্যায় গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে মতন বা আধুনিক পদ্ধতি উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর তাফসিরটি মুসলিম মিল্লাতের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসির হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যে এ তাফসিরখানি সমুজ্জ্বল, যেসব পদ্ধতি ইমাম মাতুরিদী তাঁর রচনায় অবলম্বন করেছেন তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে প্রদত্ত হলো–

ইমাম মাতুরিদী তাঁর তাফসিরে বর্ণনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি এক সাথে অনুসরণ করে তাফসির পেশ করেছেন। সম্ভবত তিনিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পদ্ধতির অনুসরণের প্রয়াসী হয়েছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সাথে যেখানে মুতাযিলাদের সাথে বিরোধ লক্ষ্য করা গেছে মাতুরিদী সেখানেই দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আহলুস সুন্নার অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাফসিরের মধ্যে তিনি আহলুস সুন্নাহর আকিদাকে আকলী ও নকলী দলিল দ্বারা সমর্থন করেছেন।

ইমাম মাতুরিদী কুরআনের আয়াতাবলি থেকে ফিকহী মাসআলা–মাসায়িলও উদ্ভাবন করেছেন। অতপর উদ্ভাবিত মাসআলাগুলো সম্পর্কে তাঁর ওস্তাদের অভিমত নিয়ে ইমাম আযম আবু হানিফারও সমর্থন নিয়েছেন। কখনো অন্যকোন ফিকাহবিদদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

২৯. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ১০৩

৩০. এভাবে মূল কপিতে আছে। সম্ভবত এটাই সঠিক যে, "فموضع نفی الادراك وغیره من الخلق بغیر رؤیة لا معنی له"

৩১. ড. এম. এম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর অসামান্য পান্ডিত্য দ্বারা ইতেকাদী মাসায়েল এমনভাবে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন যে, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোন তাফসিরে পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেই আলকুরাশী বলেন :[৩১]

"انه لا يوازنه فيه كتاب ولا يوانيه شئ من تصانيف من سبقه فى ذلك الفن."

তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্ণতাদানের জন্য প্রমাণ হিসাবে কুরআনের আয়াত, হাদিসে নববী ও সালফদের বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। এর দ্বারা তিনি আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টকরণ ও আহকাম বের করার প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ কারণে লেখকের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি কুরআন ও হাদিসকে তাঁর স্মৃতিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতেন যে, তিনি যখনই কুরআন হাদিসের দলিল একত্রে কিংবা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে চাইতেন পারতেন।

মাতুরিদী তাঁর তাফসিরে কোন কোন হাদিস بالمعنى উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্মরণে থাকা হাদিসের উপর নির্ভর করতেন। ولا يرجع الى نصوص الاحاديث فى اثناء تاويله তাবিলাতুল কুরআনে কখনো তিনি তাবিলকৃত আয়াতের অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন। অতপর তার পরিপূর্ণতার জন্য তাবিলের আয়াত উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এটা তিনি সংক্ষিপ্তকরণের জন্য করেছেন।

তিনি তাবিলের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে কবিতা দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে তেমন কোন গুরুত্বারোপ করতেন না।

لان القران حجة للعربية فى تقنينها تقوم عليه بحوث علماء اللغة.[৩২]

ইমাম মাতুরিদীর "رسالة فيما لايجوز الوقف عليه القران" নামে একটি পুস্তিকা রয়েছে। তবে এটি তাঁর রচনা কীনা এ ব্যাপারেও কথা উঠেছে। কেউ এটাকে তাঁর রচনা বলে দাবি করেছেন। আবার কেউ এটাকে অন্যের রচনা বলে মনে করেছেন। আলামুল হুদা আবু মানসুর বলেন :[৩৩]

"ان هذه الرسالة ليست من مكتوباته بل من مقولاته التى منسوب اليه."

আবার কেউ বলেছেন, মাতুরিদী ছাত্রদের সামনে "مواضع الوقف فى القران" সম্পর্কে দরস দিয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ লিখে রেখেছেন বা মুখস্থ করেছেন যা পরবর্তীতে তাঁর নামে পুস্তিকা আকারে সংকলন করা হয়েছে। ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এর কপি মওজুদ আছে। যেমন–

১. কুবরিলী মুহাম্মাদ পাশা, ইস্তাম্বুল, নং ৭০৫ [মাজমুয়ে রিসালাহ–এর সাথে একত্রে, পৃষ্ঠা ১৪৪, অধ্যায় ৪৪, ১৩ হি.] মুহাম্মাদ আসিম এই কপিটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. শহিদ আলি, ইস্তাম্বুল, নং ৬০/৩৭৬৫ [পৃষ্ঠা ৫৯–৬০, ১০ম হি.]

৩. তালাআত ইস্মাম্বুল, নং ৯৪০ [পৃষ্ঠা ১৬৭–১৬৮]

৪. মাহমুদ, ইস্তাম্বুল, নং ২/৮৯২ [পৃষ্ঠা ১৭৯–১৮৯, সাল ৭৯৫ হি.]

৫. এস. ওয়াজেদ, প্যারিস,নং ৬৩৬৭/৭২২ [পৃষ্ঠা ১৩–১৪,১২ হি.]

৬. তিব, ইস্তাম্বুল, নং ৪/১৪৬ [পৃষ্ঠা ১০৩–১০৫,১১ হি.]

এসব পাণ্ডুলিপি অবশ্য বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি ও পরিবর্তন–পরিবর্ধনে ভরপুর।[৩৪]

---

৩২. দেখা যেতে পারে : তাফসিরুল মাতুরিদী, সম্পাদনা : ড. ইবরাহিম আওদাইন ও সাইয়্যেদ আওদাইন, কায়রো, ১৩৯১ / ১৯৭১

৩৩. ড. এম.এম রহমান, প্রাগুক্ত. ১৮

৩৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মাতুরিদীর এই পুস্তিকায় আলকুরআনের যেসব আয়াতে وقف, বা বিরতি নেয়া জায়েয নেই সেসব স্থানগুলো নির্ধারণ করেছেন। আয়াতের এসব স্থানে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে যায়, তবে সে কাফির হবে। আর কেউ যদি অসাবধাতানবশত থেমে যায়, তবে তার সালাত বিনষ্ট হবে। কোনো ইমাম যদি এইসব স্থানের ওয়াকফ নিয়ম না জেনে ইমামতি করেন, তবে তাঁর ইমামতি করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ। আলকুরআনে এরূপ স্থান অনেক আছে। এখানে নমুনা হিসাবে ৫১টি স্থানের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো। যেমন–

১. কেউ যদি সুরা ফাতিহার «المستقيم» –এর উপর ওয়াকফ করে অতপর «صراط الذين» পাঠ করে, তবে সে নি:সন্দেহে আল্লাহর সাথে কুফরী করলো।[৩৫]

২. কোন কোন শায়খ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী :[৩৬] «الحمد لله» ওয়াকফ করে পাঠ করার পর যদি কেউ «رب العلمين» পড়ে তাও কুফরী হবে।

৩. যদি আল্লাহর বাণী :[৩৭] «صراط الذين»–এর ওয়াকফ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে «انعمت عليهم» দ্বারা শুরু করে, তবে তা কুফরী হবে। আর এটা যদি সালাতে ভুলবশতও হয়, তবে সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহর বাণী :[৩৮] «فلما اضاءت ماحوله» –এর উপর ওয়াকফ করে «ذهب الله بنورهم» পড়লে কুফরী হবে।

৫. আল্লাহর বাণী :[৩৯] «على ملك سليمان وما» এর উপর ওয়াকফ করে «كفر سليمان» দ্বারা পড়া শুরু করাও কুফরী।

৬. কেউ যদি «قالوا» এর উপর ওয়াকফ করে «واتخذ الله ولدا» বলে পড়া শুরু করে তাও কুফরী হবে।[৪০]

৭. আল্লাহর বাণী :[৪১] «الله يعلم وانتم لا تعلمون» এর উপর ওয়াকফ করে «كان ابراهيم يهوديا» দ্বারা শুরু করা কুফরী।

৮. আল্লাহর বাণী :[৪২] «لقد سمع الله قول الذين قالوا» এর উপর ওয়াকফ করে «ان الله فقير» পড়া কুফরী।

৯. "ربنا ما" এর উপর ওয়াকফ করে «خلقت هذا باطلا» দ্বারা শুরু করা কুফরী।[৪৩]

১০. «سبحانه ان يكون» এর উপর ওয়াকফ করে «له ولد» দ্বারা শুরু করলে কুফরী হবে।[৪৪]

---

৩৬. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*. আয়াত : ১
৩৭. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াত : ৬
৩৮. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৭
৩৯. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১০২
৪০. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১১৬
৪১. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াত : ৬৬–৬৭
৪২. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১৮১
৪৩. আলকুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১৯১
৪৪. আলকুরআন, *সুরা নিসা*, আয়াত : ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

১১. «وقالت اليهود والنصارى» –এর শেষ শব্দে ওয়াকফ করে «نحن ابناء الله واحباؤ» দ্বারা পাঠ শুরু করলে কুফরী করা হবে।[৪৫]

১২. «قالت اليهود» পড়ে ওয়াকফ করে «يد الله مغلولة» পড়লে কুফরী করা হবে।[৪৬]

১৩. আল্লাহর বাণী :[৪৭] «انت قلت للناس» এর উপর ওয়াকফ করে «اتخذى وامى الهين من دون الله» দ্বারা পড়া শুরু করা কুফরী।

১৪. আল্লাহর বাণী :[৪৮] «بديع السموات والارض انى» এর উপর থেমে «يكون له ولد» দ্বারা পড়া শুরু করা কুফরী।

১৫. আল্লাহর বাণী :[৪৯] «قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا» পাঠ করে থেমে গিয়ে «تشركوا به شيئا» দ্বারা পড়া শুরু করলে কুফরী হবে।

১৬. কেউ যদি «قل لا» এর উপর ওয়াকফ করে «اقولكم عندى خزائن الله» বলে পড়া শুরু করে তবে তা কুফরী হবে।[৫০]

১৭. এভাবে «قل هل» এর উপর ওয়াকফ করে «يستوى الاعمى والبصير» দ্বারা পড়া শুরু করা কুফরী।[৫১]

১৮. কুরআনের বাণী :[৫২] «وقالت النصارى» এর উপর ওয়াকফ করে «المسيح ابن الله» দ্বারা পড়া শুরু করলে কুফরী হবে।

১৯. এভাবে «وقعد الذين» এর উপর ওয়াকফ করে «كذبوا الله» পড়াও কুফরী।[৫৩]

২০. আল্লাহর বাণী :[৫৪] «الا ان اولياء الله لا» এর উপর ওয়াকফ করে «خوف عليهم» পড়লে কুফরী হবে।

২১. আল্লাহর বাণী :[৫৫] «ان ابانا لفى ضلال مبين» এ আয়াতের «مبين» এর উপর থেমে «اقتلوا يوسف اواطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم» পড়লে সালাত বিনষ্ট হবে।

২২. «قل هل» এর উপর থেমে «يستوى الاعمى والبصير» পড়া কুফরী।[৫৬]

২৩. এভাবে «ام هل» এর উপর থেকে «تستوى الظلمات والنور» পড়া কুফরী। এভাবে কুরআনে বহু জায়গায় আছে।[৫৭]

২৪. «قالت رسلهم أ» এর উপর ওয়াকফ করে «فى الله شك» পড়লে কুফরী হবে।[৫৮]

---

৪৫. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ১৮
৪৬. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ৬৪
৪৭. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত : ১১৬
৪৮. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত : ১০১
৪৯. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত : ১৫১
৫০. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত : ৫০
৫১. আলকুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত : ৫০
৫২. আলকুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত : ৩০
৫৩. আলকুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত : ৯০
৫৪. আলকুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত : ৬২
৫৫. আলকুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত : ৮–৯
৫৬. আলকুরআন, *সূরা রাদ*, আয়াত : ১৬
৫৭. আলকুরআন, *সূরা রাদ*, আয়াত : ১৬
৫৮. আলকুরআন, *সূরা ইবরাহিম*, আয়াত : ১০

Dhaka University Institutional Repository

২৫. আল্লাহর বাণী :[৫৯] « وماانتم بمصرخى » পড়ে ওয়াকফ করে « انى كفرت » পড়া শুরু করলে কুফরী হবে।

২৬. আল্লাহর বাণী :[৬০] « وقالوا يايها الذى نزل عليه الذكر » এর উপর ওয়াকফ করে « انك لمجنون » পড়া কুফরী।

২৭. « وقال الله لاتتخذوا » পড়ে এর উপর ওয়াকফ করে « الهين اثنين » পড়া কুফরী।[৬১]

২৮. এভাবে « فان الله لا » এর উপর ওয়াকফ করে « يهدى من يضل » পড়া শুরু করলে কুফরী হবে।৩[৬২]

২৯. আল্লাহর বাণী :[৬৩] « افاصفاكم ربكم بالبنين » এর উপর যদি ওয়াকফ করা হয় এবং পরে যদি « اتخذ من الملائكة اناثا » দ্বারা শুরু করা হয়, তবে তা কুফরী হবে।

৩০. কুরআনের বাণী :[৬৪] « وينذر الذين قالوا » পড়ার প্রাক্কালে ওয়াকফ করত « واتخذ الله ولدا » পড়লে কুফরী হবে।

৩১. আল্লাহর বাণী :[৬৫] « لااله الا انا » -এর উপর ওয়াকফ করত « فاعبدونى » পড়লে কুফরী হবে।

৩২. আল্লাহর বাণী :[৬৬] « من شجرة مباركة زيتونة لا » এর উপর ওয়াকফ করে কেউ যদি « شرقية » পড়ে, তবে সে কুফরী করলো।

৩৩. আল্লাহর বাণী :[৬৭] « اسجدوا للرحمان قالوا » এর উপর ওয়াকফ করত « وما الرحمان » পড়া কুফরী।

৩৪. « قال فرعون » এর উপর ওয়াকফ করত « وما رب العلمين » পড়া কুফরী।[৬৮]

৩৫. এভাবে « من مرقدنا هذا » এর উপর ওয়াকফ করত কেউ যদি « ماوعد الرحمن » পড়ে, তবে তা কুফরী হবে।[৬৯]

৩৬. আল্লাহর বাণী :[৭০] « الا انهم من افكهم ليقولون » এর উপর ওয়াকফ করে « ولد الله » পড়া কুফরী।

৩৭. আল্লাহর বাণী :[৭১] « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم » এর শেষ শব্দের উপর ওয়াকফ করত « هذا ساحر كذاب » পড়লে কুফরী হবে।

৩৮. এভাবে আল্লাহর বাণী :[৭২] « ماكان يدعوا الله من قبل وجعل » এর উপর কেউ যদি ওয়াকফ করত « لله اندادا » পড়া শুরু করে, তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে।

৫৯. আলকুরআন, *সূরা ইবরাহিম*, আয়াত : ২২
৬০. আলকুরআন, *সূরা হাজার*, আয়াত : ১৫
৬১. আলকুরআন, *সূরা নাহাল*, আয়াত ৫১
৬২. আলকুরআন, *সূরা নাহাল*, আয়াত : ৩৭
৬৩. আলকুরআন, *সূরা বনী ইসরাইল*, আয়াত : ৪০
৬৪. আলকুরআন, *সূরা কাহাফ*, আয়াত : ৪
৬৫. আলকুরআন, *সূরা আম্বিয়া*, আয়াত : ২৫
৬৬. আলকুরআন, *সূরা নূর*, আয়াত : ৩৫
৬৭. আলকুরআন, *সূরা ফুরকান*, আয়াত : ৬০
৬৮. আলকুরআন, *সূরা শুআরা*, আয়াত : ২৩০
৬৯. আলকুরআন, *সূরা ইয়াসিন*, আয়াত : ৫৩
৭০. আলকুরআন, *সূরা সাফফাত*, আয়াত : ১৫১-১৫২
৭১. আলকুরআন, *সূরা সোয়াদ*, আয়াত : ৪
৭২. আলকুরআন, *সূরা যুমার*, আয়াত : ৮

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. আল্লাহর বাণী :[৭৩] «الى فرعون وهامان وقارون» এর ওয়াকফ করার পর কেউ যদি «ساحركذاب» পড়ে, সে যেন কুফরী করলো।

৪০. «يا هامان» এর উপর ওয়াকফ করার পর কেউ যদি «ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسباب» পাঠ করে, তবে সে কুফরী করলো।[৭৪]

৪১. «ولكن ظننتم» এর উপর ওয়াকফ করত কেউ যদি «ان الله لايعلم كثيرا مما تعملون» পড়ে সে কুফরী করলো।[৭৫]

৪২. আল্লাহর বাণী :[৭৬] «يتنازعون فيها كأسا لا» এর উপর ওয়াকফ করে «لغو فيها» দ্বারা পড়া শুরু করা কুফরী।

৪৩. যদি «وظل من يحموم لا» এর উপর ওয়াকফ করত কেউ «بادر» পড়া শুরু করলে কুফরী হবে।[৭৭]

৪৪. আল্লাহর বাণী :[৭৮] «كمثل الشيطان اذ قال للانسان» এর উপর ওয়াকফ করার পর «اكفر» পড়লে কুফরী হবে।

৪৫. «وابتغوا» পড়ে ওয়াকফ করত «من فضل الله» পড়া শুরু করাও কুফরী।[৭৯]

৪৬. «ويقولون» পড়ার পর ওয়াকফ করত কেউ যদি «انه لمجنون» পড়ে তবে সে কুফরী করলো।[৮০]

৪৭. «فقال» –এর উপর ওয়াকফ করার পর কেউ কেউ যদি «انا ربكم الاعلى» পড়ে, সে যেন কুফরী করলো।[৮১]

৪৮. আল্লাহর বাণী:[৮২] «والليل اذا سجى ما» পড়ে কেউ যদি ওয়াকফ করত «ودعك ربك» পড়ে,তবে তা কুফরীর শামিল হবে।

৪৯. «الكافرون لا» এর উপর ওয়াকফ করত «اعبد ما تعبدون» পড়লে কুফরী হবে।[৮৩]

৫০. এভাবে "لا," এর উপর ওয়াকফ করত «انا عابد ماعبدتم» পড়লে কুফরী হবে।[৮৪]

৫১. কুরআনের বাণী :[৮৫] «ولم يكن» এর উপর ওয়াকফ করত «له كفوا احد» পড়লে কুফরী হবে।

---

৭৩. আলকুরআন, *সুরা মুমিন*, আয়াত : ২৪
৭৪. আলকুরআন, *সুরা মুমিন*, আয়াত : ৩৬
৭৫. আলকুরআন, *সুরা ফুসসিলাত*, আয়াত : ২২
৭৬. আলকুরআন, *সুরা তুর*, আয়াত : ২৩
৭৭. আলকুরআন, *সুরা ওয়াকিয়া*, আয়াত : ৪২
৭৮. আলকুরআন, *সুরা হাশর*, আয়াত : ১৬
৭৯. আলকুরআন, *সুরা জুমআ*, আয়াত : ১০
৮০. আলকুরআন, *সুরা কলম*, আয়াত : ৫১
৮১. আলকুরআন, *সুরা নাযিআত*, আয়াত : ২৪
৮২. আলকুরআন, *সুরা আদদুহা*, আয়াত : ২–৩
৮৩. আলকুরআন, *সুরা কাফিরুন*, আয়াত : ১–২
৮৪. আলকুরআন, *সুরা কাফিরুন*, আয়াত : ৪
৮৫. আলকুরআন, *সুরা ইখলাস*, আয়াত : ৪

Dhaka University Institutional Repository

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অনুসারীদের মাঝে দুইজন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাতের কাছে অত্যন্ত সম্মানীয়। একজন হলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, সুবিজ্ঞ আলিম ইমাম আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল আলআশআরী। আর অপরজন হলেন হানাফী মাসলাকের জ্ঞানগুরু ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী।[৮৬] সুন্নী ইলমুল কালামের দুই মেরু বলে এঁদের স্বীকৃতি আছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলিমগণ এঁদের চিন্তাধারাকে হিদায়াত লাভ এবং ভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার অবলম্বন মনে করেন।[৮৭] এতদসত্ত্বেও ইমাম মাতুরিদী সুন্নী ইলমুল কালামকে অনেক ক্ষেত্রে আশআরীর সাথে মতবিরোধ করেছেন। উভয়ের মতবাদের পার্থক্যগুলো হচ্ছে–[৮৮]

১. আশআরীর মতে, ওহির মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান পাওয়া যায়, আর মাতুরিদীর মতে, প্রজ্ঞার মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান পাওয়া যায়।

২. আশআরীর মতে, মানুষের কর্ম, কর্মের শক্তি ও ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা উৎপাদন করেন। মানুষ শুধু তা অর্জন করে। কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। আর মাতুরিদী মনে করেন, মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম আল্লাহ উৎপন্ন করলেও দু'টি থেকে একটি বেছে নেওয়া মানুষের কর্তব্য, এটা আল্লাহর কাজ নয়।

৩. আশআরীর মতে, আল্লাহ কোন সৎকর্মশীল লোককে শাস্তি প্রদান করতে পারেন, ইহা প্রজ্ঞার বিরোধী নয়। কিন্তু মাতুরিদী বলেন, আল্লাহ কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে– ইহা অচিন্তনীয় ব্যাপার।

৪. আশআরীর মতে, রাসুলগণ অসাবধনতাবশত কবিরা গুনাহ করতে পারেন। পক্ষান্তরে মাতুরিদীর মতে, রাসুলগণ কবিরা গুনাহ করতে পারেন না।

৫. আশআরীর মতে, আল্লাহর কাজের গুণাবলী অবভাসিক, আর মাতুরদীর মতে, তা চিরন্তন শাশ্বত।

৬. আশআরী মনে করেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের শক্তি–সামর্থ্যের বাইরেও কর্ম দাবি করতে পারেন। কিন্তু ইমাম মাতুরিদীর মতে, আল্লাহ তাআলা তা পারেন না। কেননা আল্লাহর বাণী :[৮৯] «لا يكلف الله نفسا الا وسعها» "আল্লাহ তাঁর বান্দার শক্তি–সামর্থ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না।"

৭. আশআরীর মতানুসারে, আল্লাহর মধ্যে বিদ্যমান, শব্দ শ্রুত হওয়া সম্ভব। তবে মাতুরিদীর মতে, এ ধরনের শব্দ শ্রুত হওয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মাতুরিদীর মতবাদ দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালীর আবির্ভাবের পর আশআরিয়া মতবাদের সাথে মিশে মাতুরিদীয়া মতবাদ সুন্নী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আশআরী যেহেতু ফিকহী মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী [র]–এর অনুসারী ছিলেন, এ কারণে ইমাম শাফিয়ীর কাছে তাঁর ইলমুল কালাম স্বীকৃতি লাভ করে।

---

৮৬. তাশকুবরা যাদাহ, *মিফতাহুস সাআদাহ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১

৮৭. আবু উযবা, *আররাওদাতুল বাহিয়া*, পৃ. ৩

৮৮. *O'Leary, Arabic Thought and its place in History*, P. 218; Syed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, P. 117

৮৯. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে মাতুরিদী হানাফী মাসলাকের ইমাম হওয়ার কারণে তাঁর ইলমুল কালাম হানাফীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। কালক্রমে আশআরীর কালাম শাস্ত্র এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, যা বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্যে চলে আসে। ইবনুল আসির বলেন :[৯০] এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, কোন আলিম ফিকহী মাসলাকে হানাফী হবেন, আর ইলমুল কালামে আশআরী মতবাদের অনুসারী হবেন। আশআরীর মতবাদ প্রধানত দুইটি কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমত, আশআরীর যুগ মাতুরিদীর চেয়ে প্রাচীন ছিল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার রচনাও ছিল বেশি। ইলমুল কালামে পূর্ব থেকে যেসব আলিম কাজ করতেন তাঁরা সকলেই আশআরীর অনুসরণ করতেন। এ কারণে তাঁর প্রসিদ্ধি বেশি ঘটে। দ্বিতীয়ত, আশআরী ও মাতুরিদীর মতপার্থক্যগুলো মৌলিক কোন বিষয় ছিল না, বরং তা ছিল শাখাগত পার্থক্য মাত্র। এ কারণে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকাইদে আশআরিয়া ও মাতুরিদীয়া এক ও অভিন্ন বলে বিবেচিত হয়। কোন কোন মাসআলায় যতটুকু মতপার্থক্য মনে হয়, তা কোন দোষের ব্যাপার নয়। এর দ্বারা দ্বীনি আকিদার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।[৯১] এই দুই মহান ব্যক্তি কালামের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখায় যে মতবিরোধ করেছেন, তা "الروضة البهية فيما وقع بين الاشاعرة والماتريدة" শিরোনামে আবু উযবা আলহাসান বিন আরদিল মুহাসিন আলাদা পুস্তক রচনা করেন। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সংখ্যা মতান্তরে ৫০, ৪০ ও ১৩টি বলে উল্লেখ করেছেন।[৯২]

ইমাম মাতুরিদী তাফসির শাস্ত্রে যে মতনভিত্তিক পদ্ধতি সংযোজন করেন, তাঁর প্রভাব পরবর্তী তাফসিরকারকের তাফসিরে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে মাতুরিদীর প্রভাব পর্যালোচনার জন্য তাঁর পদ্ধতি অনুসরণে রচিত কতিপয় প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. ফখরুদ্দিন আররাযী [মৃ. ৫৫৪/১১৫০]। তাঁর তাফসিরের নাম মাফাতিহুল গায়িব। মুসলিম মিল্লাতের কাছে এটি তাফসির কাবির নামে পরিচিত।

২. কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী [মৃ. ৬৯১/১২৯২]। তিনি রচনা করেন আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল। এটি তাফসির বায়যাবী নামে বেশি প্রসিদ্ধ।

৩. আবুল বারাকাত আবু আবদুল্লাহ আননাসাফী [মৃ. ৭০১/১৩০১]। তাঁর গ্রন্থের নাম মাদাবিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল।

৪. আবুল হাসান আলি আলখাযিন [মৃ. ৭৪১/১৩৪০]। লুবাবুত তাবিল ফি মাআলিউত তানযিল তাঁর গ্রন্থের নাম।

৫. আবু হাইয়ান আলআন্দালুসী [মৃ. ৭৪৫/১৩৪৪]। আলবাহরুল মুহিত তাঁর রচিত গ্রন্থ।

৬. নিযামুদ্দিন আননিশাপুরী [মৃ. ৯বম শতকের শুরুতে]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান।

৭. জালালুদ্দিন মহাল্লী [মৃ. ৮৭৪/১৪৬৯] ও জালালুদ্দিন সুয়ুতী [মৃ. ৯১১/১৫০৫]। এঁদের রচিত গ্রন্থের নাম জালালাইন।

---

৯০. ইলমুল কালাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২

৯১. বিস্তারিত দ্র: ইলমুল কালাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮–৯৫

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৮. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আশশারবিনী [মৃ. ৯৭৭/১৫৬৯]। তিনি আসসিরাজুল মুনির নামে একটি তাফসির রচনা করেন।

৯. আবুস সাউদ আলইমাদী [মৃ. ৯৮২/১৫৭৪]। তাঁর গ্রন্থের নাম ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মা জায়াল কিতাবিল কারিম।

১০. শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০/--]। তাঁর তাফসিরের নাম আসসাবউল মাসানী। এটি রুহুল মাআনী হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

১১. শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু [মৃ. ১৩২৩/১৯০৫]। তাঁর কিতাবের নাম তাফসিরুল কুরআনিল হাকিম। তবে এটি সর্ব সাধারণের কাছে তাফসিরুল মানার নামে পরিচিত।

১২. শায়খ মুস্তফা আলমারাগী [মৃ. ১৩৬৪/১৯৫৮]। তাঁর গ্রন্থের নাম আদদুরুসুদ্দীনিয়্যা। তবে এটি তাফসিরে মারাগী নামে খ্যাত।

১৩. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ [মৃ. ১৩৭৭/১৯৫৮]। তিনি রচনা করেন তরজমানুল কুরআন।

১৪. মাওলানা আকরম খাঁ [মৃ. ১৩৮৮/১৯৬৮]। তিনি রচনা করেন তাফসিরুল কুরআন।

১৫. মাওলানা আবুল আলা মওদূদী [মৃ. ১৩৯৯/১৯৭৯]। তাঁর রচিত কিতাবের নাম তাফহিমুল কুরআন।

বস্তুত ইমাম আবু হানিফা ছিলেন কালাম শাস্ত্রের পথিকৃত। আর মাতুরিদী ছিলেন এর পূর্ণতাদানকারী। তিনি কুরআন, সুন্নাহ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও যৌক্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফার [র] উপস্থাপিত মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। উগ্রপন্থী মুতাযিলা, কারামিয়া ও বাতিনিয়াদের বাতিল আকিদা খন্ডন করেছেন। ইমাম আবু হানিফার [র] শিষ্যদের কেউ তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলোকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে, আবার কেউ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মুতাযিলা আকিদা গ্রহণ করে, কেউ বা চরমপন্থা অবলম্বন করেন। এ সময়ে মাতুরিদী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কালাম শাস্ত্র দৃঢ়তার সাথে অনুশীলন করেন।[৯৩]

তাফসির শাস্ত্রের এই জ্ঞানতাপস ইসলামের বিভিন্ন শাখায় অনেক অবিস্মরণীয় অবদান রাখায় পর আব্বাসীয় খলিফা আলমুত্তাকী-এর সময়ে ৩৩/৯৪৪ সালে সামারকান্দে ইনতিকাল করেন।[৯৪] সমারকান্দেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। সামারকান্দে তাঁর কবর বিদ্যমান আছে।[৯৫] তবে মাতুরিদীর কিতাবুত তাওহিদের ভাষ্য মতে, তিনি ৩৩২ হি.সালে ইনতিকাল করেন।[৯৬] আল্লামা কাওসারী ও কুতুবুদ্দিন হালাবীর বর্ণনা সূত্রে ইমাম আবু হানিফার مقدمة العالم والمتعلم -এর মধ্যে মাতুরিদীর মৃত্যুসাল ৩৩২ হি. বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৭]

তবে অধিকাংশ বর্ণনা মতে মাতুরিদী ৩৩৩ হি. সালেই ইনতিকাল করেছেন।

৯৩. ড. এ.কে.এম. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৯৪. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪৬; ড. এ.কে.এম আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৯৫. মাতুরিদী, কিতাবুত তাওহিদ, ইস্তাম্বুল, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪০৬

৯৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অতএব বলা যায়, মাতুরিদী শাখার প্রধান ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরিদী কুরআনের আধুনিক পদ্ধতির অন্যতম রূপকার। সনাতনী ধারা থেকে কুরআনের ব্যাখ্যাকে আধুনিক ধারায় রূপান্তরিত করতে তিনি পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়ে নিয়েছেন। কেননা তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাফসিরের সনদভিত্তিক ধারার পরিবর্তে মতনভিত্তিক ধারার প্রবর্তন করেন। ফলে তাফসির অভিজ্ঞানে এক নবতর ধারা সংযোজিত হয়। পরবর্তীকালে এই ধারার উপর ভিত্তি করে মনীষীগণ তাফসির রচনা করতে থাকেন। অনেকেই এই ধারা বজায় রেখে তাফসির রচনা করে আসছেন। বর্তমানেও এই ধারার তাফসির রচনা অব্যাহত আছে।

তবে পরিতাপের বিষয় মহান ব্যক্তিত্বের কালজয়ী সৃষ্টির অনন্য অবদানের কথা মানুষের অজানাই থেকে গেছে। কোনো ভাষাতেই এই মনীষীর জীবন ও কর্মের উপর তেমন বেশি গবেষণা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে এ সম্পর্কিত দুইজন গবেষক হচ্ছেন যথাক্রমে ড. এ.কে.এম আইউব আলী ও ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁরা এতদসম্পর্কিত যে বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন তাও আরবি ভাষায়। ব্যাপক প্রচার ও গবেষণার স্বার্থে এসব গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হওয়া সময়ের দাবি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজরি তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গের জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

একনজরে

- ❖ আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস
- ❖ আবুল লাইস আসসামারকান্দী
- ❖ আবুজাফর আততাহাবী

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ১

আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস

[জন্ম : ৩০৫ হি./৯১৭ খ্রি; মৃত্যু : ৩৭০ হি./৯৮০ খ্রি.]

আলকুরআনের তাফসির এবং এর দর্শন উপলব্ধির জন্য রাসুল [স]–এর জীবদ্দশায় তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হয়। সাহাবায়ে কেরামের সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। আরব ভূমি থেকে সুদূর স্পেন পর্যন্ত মুসলমানদের অধিকারে আসে। এ সময়ে অনেক সাহাবি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন নবদীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে কুরআন–হাদিসের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য। তাঁরা কুরআনের তাফসির বিষয়ে সুবিজ্ঞ হয়ে উঠেন। এঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশিদুনের চার সদস্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)–এর অবদান অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীতে তাফসিরের তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তবে তাফসির সংকলনের অভিযাত্রা শুরু হয় হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাবেয়িদের যুগে। তাবেয়ি সাহাবিদের থেকে সংগৃহীত তাফসির সংক্রান্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে তাফসির অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। এ ক্ষেত্রে মুজাহিদ, ইকরামা, সাইদ ইবনে জুবাইর, মুকাতিল ও আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ তাবেয়ির অবদান সর্বজনবিদিত। এরপর হিজরি তৃতীয় শতকে তাফসির চর্চার স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। এ যুগে মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের উদ্ভব হয়। এসব বাতিল চিন্তাধারার প্রভাব থেকে তাফসির অভিজ্ঞানকে মুক্ত করার লক্ষ্যে হাদিস সাহিত্যের আলোকে তাফসির সাহিত্য বিরচিত হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের ধারা প্রাধান্য লাভ করে। এ শতকে তাফসির অভিজ্ঞানের تفسير بالمأثور তথা সনদভিত্তিক তাফসির–এর পথিকৃত আল্লামা ইবনে জারীর আততাবারীর (মৃ. ৩১০ হি.) আগমন ঘটে। তিনি কুরআনের তাফসিরের পাশাপাশি এর সমর্থনে ব্যাখ্যাসহ হাদিস উল্লেখ করেন। সাহাবিদের প্রদত্ত তাফসিরের ভিত্তিতে তিনি তাফসির রচনা করেন। তিনি ইসনাদের সত্যাসত্যের উপর মতনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। ইসনাদভিত্তিক তাফসির রচনা সে সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এরপর মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার সাথে তাফসির রচনার ধারায়ও পরিবর্তন আসে। এ সময়ে তাফসির সাহিত্য এক নবতর ধারায় অনুপ্রবেশ করে। অন্যান্য জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তাফসির অভিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারার আদলে তাফসির রচনার প্রবণতা দেখা দেয়। সে সময়ে মুফাসসিরগণ যে মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাফসির রচনা শুরু করেন। বলাবাহুল্য এ শতাব্দীতেই হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হ শাস্ত্র সংক্রান্ত তাফসির "আহকামুল কুরআন"–এর রচয়িতা আল্লামা আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস (র)–এর আগমন ঘটে। নিম্নে তাঁর জীবন ও তাফসির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

জীবনকথা

হিজরি চতুর্থ শতকের হানাফী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা জাসসাস হিজরি ৩০৫ সালে জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ নগরী বর্তমান ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম

১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ। পিতার নাম আলি, উপনাম আবু বকর। তবে তিনি উপাধি বা বিশেষ উপনাম আলজাসসাস অভিধায় সমধিক পরিচিত।[২] জাসসাস তাঁর পারিবারিক উপাধি।

আলজামে বলেছেন :[৩]

"الجصاص بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة فى اخره صاد اخرى. هذه النسبة الى العمل بالجص ذكره السمعانى .

"جصاص" শব্দের "ج" বর্ণে যবর "ص" বর্ণে তাশদিদ ও পরবর্তী صবর্ণ সাকিন (جصاص) তিনি জিপসাম (Gypsum–নরম খনিজ পদার্থ)–এর কারিগর ও এর ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কের কারণে জাসসাস নামে খ্যাত। সামআনীও এই কথাই উল্লেখ করেছেন।"

তাবাকাতুল কারী–এর গ্রন্থকারের মতে :[৪]

"احمد بن على ابو بكر الرازى الامام الكبير الشأن المعروف بالجصاص . وهو لقب له."

"আহমাদ বিন আলী আবু বকর আররাযী অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। তিনি আলজাসসাস অভিধায় পরিচিত। এটা তাঁর উপাধি ছিল।"

পারস্যের রায় নামক স্থানে তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন। এ জন্যে তাঁকে রাযীও বলা হয়ে থাকে। এ কারণে কেউ কেউ জাসসাস ও রাযীকে দুই ব্যক্তি মনে করে থাকেন। তবে সমসাময়িক জীবনী লেখকদের প্রদত্ত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, আবু বকর আলজাসসাস এবং আবু বকর আর রাযী একই ব্যক্তি। তবে প্রামাণ্য সূত্র মতে, তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ ইবন আলি। আবদুল হাই–আলকানুবী আলহিন্দী বলেন :[৫]

"ذكره بعض الاصحاب بلفظ الرازى وبعضهم بلفظ الجصاص وهما واحد خلافا لمن توهم انهما اثنان."

কাশফুয যুনুনের গ্রন্থকার হাজী খলিফা তাঁর নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু কম বেশি উল্লেখ করেছেন। তিনি জাসসাসের নাম একস্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আলি এবং অপর স্থানে আহমাদ ইবনে আলি উল্লেখ করেছেন। আর এ কারণেই তাঁর নাম সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পরে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর নাম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি তা মূলত উল্লিখিত কারণের প্রেক্ষিতেই। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।[৬] যাঁরা এই দুই অভিধায় অভিহিত ব্যক্তিকে দুইজন ব্যক্তি মনে করেছেন, তাঁরা নিতান্তই ভুলবশত করেছেন। আলকামুস এর গ্রন্থকার তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে এ কথাটিই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।[৭]

আল্লামা জাসসাস (র)–এর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করেন। অত:পর পঁচিশ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে গমন করেন। বাগদাদ থেকে বেরিয়ে তিনি আহওয়ায গমন

২. হাফিয আহমাদ বিন আলি খতিব, *তারীখু বাগদাদ*, মিসর : মাতবাআতুস সাআদা, ১৩৪৯ হি:, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫; আবদুল হাই ইবনুল ইমাদ, *শাযরাতুয যাহাব*, কায়রো : *মাকতাবাতুল কুদসী*, ১৩৫০ হি., ৩য় খণ্ড, ২১ ; হাফিয ইবনে কাসির, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, পাকিস্তান: *আলমাকতাবাতুল কুদসিয়া*, ১৯৮৪ হি., ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৯৭-২৯৮

৩. আবু বকর আলজাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুত : *দারুল কুতুব আলইলমিয়া*, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. হাজী খলিফা, *কাশফুয যুনুন ফি আসমাইল কুতুব ওয়াল ফুনুন*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮২ খ্রি. পৃ. ৪২

৭. জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* (বাংলা অনুবাদ: মাওলানা আবদুর রহীম) খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি./১৪২০ হি., ১ম খণ্ড পৃ. লেখকের জীবনী অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সেখান থেকে পুনরায় বাগদাদ ফিরে আসেন। এরপর হাকেম নিশাপুরীর সাথে নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তিনি শায়খ আবুল হাসান আলকারখী (মৃ. ৩৪০ হি.)–এর কাছে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ৩২৫ হিজরিতে বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করেন। পরে আহওয়ায চলে যান এবং পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন অত:পর তাঁর শিক্ষক ও শায়খ আবুল হাসান আলকারখীর পরামর্শক্রমে নিশাপুরের শাসকের সাথে নিশাপুর চলে যান। তিনি নিশাপুর অবস্থানকালেই আবুল হাসান কারখীর ইনতিকাল হয়। তাই ৩৪৪ হিজরিতে তিনি আবার বাগদাদ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮] এখানে তিনি হাদিস বিষয়ক জ্ঞানার্জন করেন আবদুল বাকী বিন কানে' (র) থেকে। আলকুরআনের আহকাম বা বিধি–বিধান পর্যায়েও তাঁর নিকট থেকে অনেক জ্ঞানার্জন করেন। তিনি বহু প্রশ্নের যথোপযুক্ত সমাধান দেন। এছাড়াও তিনি আবুল আব্বাস আল আসাম, দায়ালাজ, ইবনে আহমাদ আততাবরানী, মুসা ইবনে নুসায়ের আলরাযী ও আবু সাঈদ আলবুরদায়ী থেকেও ইলমে ফিক্হ ও ইলমে হাদিসের গভীর জ্ঞানার্জন করেন।[৯]

বিদেশ পরিভ্রমণের ইতি টেনে তিনি বাগদাদেই বসবাস শুরু করেন। অত:পর অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বাগদাদের ফিক্হ শিক্ষার্থীগণ তাঁর থেকে ফিক্হ বিষয়ক প্রভূত জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। এদের মধ্যে কুদুরীর শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আলজুরজানী এবং আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আলজাফরানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধ্যাপনায়ও হানাফী মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।[১০]

আল্লামা আবু বকর আলজাসসাস তাঁর জীবনকালে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। খতিব আলবাগদাদী বলেছেন : তাঁর জীবনকাল অবধি ইমাম আবু হানিফার (র) মাযহাবের অনুসারীদের তিনিই ইমাম ছিলেন।[১১] তিনি তাঁর পূর্ববর্তী হানাফী ইমামদের দ্ব্যর্থবোধক উক্তি ও অস্পষ্ট অভিমতের ব্যাখ্যাদান, দুর্বোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহের সঠিক বিশ্লেষণে গভীর প্রজ্ঞা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর শিক্ষক আবুল হাসান আলকারখীর জ্ঞান–গরিমা, নৈতিক আদর্শবোধ ও মহৎ গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। এর ফলে ইমাম কারখীর ইনতিকালের পর অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। তিনি ইমাম কারখীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন।[১২]

আল্লামা জাসসাস–এর অগাধ পান্ডিত্যের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পরে। তাই তাঁকে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কাজী আবু বকর আলআবহারীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন সময়ে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার মত তিনিই অধিকতর যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু জাসসাস অতীব আল্লাহ ভীতি আর ন্যায় নীতির কারণে এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ প্রসঙ্গে ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[১৩]

"انه خوطب فى ان يلى القضاء فامتنع واعيد عليه الخطاب فلم يقبل."

৮. প্রাগুক্ত

৯. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, *সিয়ারু আলাম আন নুবালা,* বৈরূত ; মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪৮৮ হি., ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০; জাসসাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. হাফিয আহমাদ বিন আলখতিব, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩২

১৩. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, ইমাম জাসসাস ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লাহ তাআলাকে এত বেশি ভয় করতেন যে, তিনি ভাবতেন বিচার কার্যের ন্যায় এত বড় কঠিন দায়িত্ব তাঁর পক্ষে সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়। আর তাই তিনি সদা এধরনের পদ থেকে দূরে থাকতেন, এড়িয়ে চলতেন এসব প্রস্তাবকে।[১৪]

হানাফী ফিক্হ-এর গোড়াপত্তনকারী, আহকামুল কুরআনের অন্যতম পথিকৃত আল্লামা আবু বকর আলজাসসাস ৬৫ বছর জীবিত থাকার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ৩৭০ হিজরির ৭ জিলহাজ্জ স্বীয় জন্মভূমি বাগদাদেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন (انا لله وانا اليه راجعون) তাঁর সুযোগ্য ছাত্র আবু বকর আল খাওয়ারিজমী তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।[১৫]

অবশ্য জীবনী লেখকগণ তাঁর মৃত্যু সাল নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। খতিব আলবাগদাদীর মতে, তিনি ৩৭০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। অধিকাংশ মনীষী অবশ্য এই মতের সাথে একমত হয়েছেন। তবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আযযারকানী তাঁর শারহিল মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া (شرح المواهب اللدنية) গ্রন্থের সপ্তম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, জাসসাসের মৃত্যু ৩১৫ হিজরিতে হয়েছে।[১৬] তিনি একথাও বলেছেন যে, আবু বকর আররাযী আহমাদ বিন আলী বিন হুসাইন একজন ইমাম, হাদিসের হাকিম এবং নিশাপুরের হানাফী ইমামদের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আবু হাতিম ও উসমান আদ দারেমীর কাছে হাদিস শ্রবণ করেছেন। আর তাঁর কাছ থেকে আবু আলি ও আবু আহমাদ আলহাকেম শুনেছেন। ইবনে উকদা (ابن عقدة) বলেছেন :[১৭]

كان من الحفاظ জাসসাস হাদিসের একজন হাফিয ছিলেন। তিনি হিজরি ৩১৫ সালে ইনতিকাল করেন।

কাশফুয যুনুন (كشف الظنون) -এর গ্রন্থকার হাজী খলিফা আহকামুল কুরআন (احكام القران) গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন :[১৮]

"انه لمحمد بن احمد المعروف بالجصاص الرازى المتوفى سنة سبعين وثلثمائة."

"এ গ্রন্থটি (আহকামুল কুরআন) জাসসাসের আররাযী অভিধায় পরিচিত মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদের রচিত। তিনি ৩৭০ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন।" উসুলে ফিকহ্ (اصول الفقه) উল্লেখ পর্যায়েও এই মৃত্যুসাল তথা ৩৭০ হিজরি সালের কথাই উল্লেখ আছে।[১৯]

আদাবুল কাযা (ادب القضاء)-এর ব্যাখ্যাকার খাস্সাফ তিনিও এই একই (৩৭০ হি.) মৃত্যু সালের কথা লিখেছেন। শারহুল জামে সগীর (شرح الجامع الصغير) গ্রন্থের শরাহ লেখকদের প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলি আল জাসসাসের মৃত্যু সাল ৩৭০ হিজরিতে লিখেছেন। আলজামি আলকাবীর (الجامع الكبير) গ্রন্থে শরাহ প্রসঙ্গেও একই কথা উল্লেখ করেছেন। মুখতাসারুল কারখীর (مختصر الكرخى) শরাহ গ্রন্থসমূহের উল্লেখ পর্যায়েও জাসসাসের মৃত্যু সাল ৩৭০ হিজরি লিখেছেন।[২০]

---

১৪. হাফিয আহমাদ বিন আলখতিব, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩
১৫. প্রাগুক্ত, বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : *আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়া*, পৃ. ২৭-২৮
১৬. আলজাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জাসসাসের মৃত্যু সালের পার্থক্যের সাথে সাথে নামের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নাম কোন স্থানে আহমাদ ইবনে আলি আবার কোন স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আলি এবং কোন স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আবদুল হাই-আলকানবী আলহিন্দীর মতে-প্রথমোক্ত মতটিই যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য।[২১]

আল্লামা জাসসাস তাফসির, হাদিস ও ফিক্‌হ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর ইসলামি জ্ঞান গবেষণা তথা গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তা সত্যিই বিশ্বমানবতার হিদায়াতের অনন্য উৎস হিসাবে বিবেচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো–[২২]

০১. আহকামুল কুরআন (احكام القران)[২৩]
০২. শারহু মুখতাসারুল কারখী (شرح مختصر الكرخى)
০৩. শারহু মুখাতাসারুত তাহাবী (شرح مختصر الطحاوى)
০৪. শারহু জামিউ মুহাম্মাদ (شرح جامع محمد)
০৫. কিতাবুল ফি উসুলিল ফিক্‌হ (كتاب فى اصول الفقه)
০৬. শারহুল আসমাইল হুসনা (شرح الاسماء الحسنى)
০৭. আদাবুল কাযা (ادب القضاء)
০৮. শারহুল জামি আসসগীর (شرح الجامع الصغير)
০৯. শারহুল জামি আলকাবীর (شرح الجامع الكبير)

২১. প্রাগুক্ত
২২. আলজাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪
২৩. এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করবো। (গবেষক)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জাসসাসের তাফসির পদ্ধতি

আবু বকর আহমাদ আলজাসাসের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে অনেক গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'আহকামুল কুরআন' নামক প্রামাণ্য তাফসির গ্রন্থখানি। এ গ্রন্থখানির জন্যই তাঁকে একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ও মুজতাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ গ্রন্থে আল্লামা জাসসাসের কঠোর প্ররিশ্রম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানানুশীলনের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে হানাফী মতাদর্শের শীর্ষস্থানীয় ইমাম আল্লামা জাসসাস তাঁর তাফসির গ্রন্থে আলকুরআন থেকে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি আলকুরআনের সকল আয়াতের ধারাবাহিক তাফসির সন্নিবেশ করার পরিবর্তে কেবল আহকাম বা বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম–বিধি সম্বলিত আয়াতসমূহের তাফসির করেছেন। সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফিকহী মাসআলা মাসায়িলও আলোচনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত এ গ্রন্থে আহকাম সম্বলিত আয়াতাবলী থেকে বিভিন্ন মাসআলা ও প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিধি–বিধান প্রণয়নের নীতিমালা ও পদ্ধতি ব্যতিক্রমধর্মী ধারায় উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাফসিরখানির ভাষা, বিন্যাস কৌশল ও বর্ণনাশৈলী অসাধারণ। তাফসিরখানি পাঠ করলে জাসসাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁর তাফসির গ্রন্থখানি অনন্য মর্যাদায় বিশ্ব দরবারে স্বর্ণালী আসনে সমাসীন সেসব অতুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো–

⁜ এ গ্রন্থখানিতে তিনি আলকুরআনের সকল আয়াতের তাফসির করেননি। কেবল আহকাম বিষয়ক আয়াতাবলীর ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে ফিকহ বিষয়ক কিতাবসমূহের বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণের নমুনা পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থ যেহেতু আলকুরআনের আয়াতভিত্তিক ফিকহী আলোচনা, তাই এ গ্রন্থে কুরআনের পরম্পরাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২৪]

"وهو يعرض لسور القران كلها ولكنه لايتكلم الا عن الايات التى لها تعلق بالاحكام فقط."

⁜ মুফাসসির (র) এ তাফসিরখানিতে আলকুরআনের আয়াতকে প্রথমে উল্লেখ করে হাদিস দ্বারা সে আয়াতের তাফসির করেছেন। তাফসিরে তিনি ফিকহী মাসআলা উল্লেখ করে ইমামদের বিস্তারিত অভিমতসমূহ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এসব মাসআলায় হানাফী মাযহাবের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[২৫]

"يعد هذا التفسير من اهم كتب التفسير الفقهى خصوصا عند الحنفية لانه يقوم على تركيز مذهبهم والترجيح له."

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের আয়াতখানি উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহর বাণী :[২৬]

«والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصدقين.»

---

২৪. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড., পৃ. ৪৩৯

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. আলকুরআন, *সূরা নূর*, আয়াত : ৬

Dhaka University Institutional Repository

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।"

উপরোক্ত আয়াতটি লিয়ানের[২৭] বিধান সম্পর্কিত আয়াত।

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আল্লামা জাসসাস বিভিন্ন ইমামদের মতামত উল্লেখ করে বলেন :[২৮] ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের [র] মতানুসারে কেবল লিআন দ্বারা স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচারক উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেন। ইমাম মালিক ও যুফারের মতে :[২৯] লিআনের দ্বারাই স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে, এটি বিচারকের ফয়সালার উপর নির্ভরশীল নয়। সুফিয়ান সাওরী ও হাসান বিন সালেহ বলেন :[৩০]

"لا يجب اللعان اذا كان احد الزوجين مملوكا أوكافرا ويجب اذا كان محدودا فى قذف."

আওযায়ী বলেন :[৩১]

"لا لعان بين اهل الكتاب ولابين المحدود فى القذف وامراته."

আল লাইস বলেন :[৩২]

"فى العبد اذا قذف امرأتة الحرة وادعى انه رأى عليها رجلا : «يلاعنها لانه يحد لها اذا كان اجنبيا فان كانت امة او نصرانية لاعنها فى نفى الولد اذا ظهر بها حمل ولا يلاعنها فى الرؤية لانه لا يحدلها والمحدود فى القذف يلاعن امرأته.»

---

২৭. লিয়ান ঃ লিআন (لعان) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- বদ দোআ, প্রতিশোধ, ক্রোধ, অসন্তুষ্টি, অভিসম্পাত, অনুগ্রহ বঞ্চিত ইত্যাদি। পরিভাষায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপ করা হলে এবং নিজে ব্যতীত অন্যকোন সাক্ষী না থাকলে এর মোকাদ্দমায় ফয়সালা দেয়ার পদ্ধতিকে ইসলামি শরিআতে লিআন (لعان) বলে। অথবা, স্বামী স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ বাক্য বলাকে শরিআতের পরিভাষায় লিআন বলে। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে তার শুক্রজাত সন্তান নয়, অপরদিকে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসাবে আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। তখন স্বামীকে তার সপক্ষে চারজন সাক্ষী পেশ করতে বলা হবে। যদি সে যথাবিহিত চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তা হলে স্ত্রীর প্রতি যেনার হদ্দ-বিধান প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে 'লিআন' করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে আলকুরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য প্রদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলুক যে, মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। স্বামী যদি এসব কথা হতে বিরত থাকে তাহলে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার শপথ না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার শপথ করে নেয়, তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে আলকুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার শপথ নেয়া হবে। যদি স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকার করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি উপরোক্ত ভাষায় শপথ করতে সম্মত হয়ে যায় এবং শপথ করে নেয়, তাহলে লিআন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা-ই- ভাল জানেন। তবে দুনিয়ার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উপরোক্ত পন্থায় লিআন সংঘটিত হয় তখন তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারা একে অপরের জন্য চির জীবনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দিবে অথবা বিচারক উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এই বিচ্ছেদের পর তাদের মধ্যে আর কখনো পুনর্বিবাহ হতে পারবে না।

[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : তাফসির মাআরিফুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির অংশ]

২৮. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে শাবরামা বলেন :[৩৩]

"يلاعن المسلم زوجته اليهودية اذا قذفها."

উসমান আলবাত্তী বলেন :[৩৪] কেবল স্বামীর লিআনের দ্বারাই স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটবে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে কেবল তালাকের দ্বারাই উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে। ইমাম শাফেয়ির [র] মতে :[৩৫]

"كل زوج جاز طلاقة ولزمه الفرض يلاعن اذا كانت ممن يلزمها الفرض."

উপরোক্ত মতামত উল্লেখের পর আল্লামা জাসসাস হানাফী মাযহাবের ইমামদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অন্য ইমামদের উপস্থাপিত অভিমত খণ্ডন করে বলেন, লিআন সম্পর্কিত আলবাত্তানীর অভিমত যুক্তিসংগত নয়। কেননা আমাদের জানা মতে, তাঁর কথার সাথে অন্য কোন ফিকহ শাস্ত্রবিদের সাথে সামঞ্জস্য নেই। অনুরূপ লিআন সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি [র] যে অভিমত উপস্থাপন করেছেন তাও অন্য ফকিহদের উপস্থাপিত অভিমতের বিপরীত, কোন সামঞ্জস্য নেই। অতপর আল্লামা আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের [র] অভিমত স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নিম্নের হাদিস উল্লেখ করেন।

হযরত আমর ইবনুল আস [রা] রাসুল [স] থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল [স] ইরশাদ করেছেন :[৩৬]

"اربع من النساء ليس بينهن وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر."

হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসুল [স] ইরশাদ করেছেন:[৩৭]

"اربع ليس بينهن ملاعنه اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك."

আল্লামা জাসসাস অধিকাংশ মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে অন্যান্য ইমামের উপস্থাপিত দলিলের উত্তর প্রদান করেছেন। যেমন ওযুর মাসআলায় তিনি ইমাম শাফেয়ির [র] মতামতের সমালোচনাপূর্বক বলেছেন : ওযুর সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ধৌত করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি [র] যে মত পোষণ করেছেন তা ফিকাহবিদ ও সালফে সালেহীনদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। মনে হয় ইমাম শাফেয়ি [র] জাসসাসের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। এ প্রসঙ্গে ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[৩৮]

"كان الشافعى فى نظر الجصاص ممن لايعتد برأيه حتى ينعقد الاجماع بدونه."

আল্লামা জাসসাস হানাফী মাযহাবের একজন গোড়া সমর্থক ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য মাযহাবের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মান্না আলকাত্তান বলেন :[৩৯]

৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. প্রাগুক্ত
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১
৩৯. মান্না আলকাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, বৈরূত:মুআসসাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি.,পৃ. ৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

"الجصاص يتعصب لمذهب الحنفية تعصبا مسقوتا يحمله التعصب فى تفسير الايات وتاويلها انتصارا لمذهبه ويشتد فى الرد على المخالفين متعنتا فى التأويل بصورة تنفرا القارئ احيانا من متابعة القراة لعباراتة اللاذعه فى مناقشة المذاهب الأخرى."

আল্লামা জাসসাস তাফসির করার ক্ষেত্রে মুতাযিলী আকিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. হুসাইন আযযাহাবী বলেন :[৪০]

"كذلك نجد الجصاص يميل الى عقيدة المعتزلة ويتأثربها فى تفسيره ."

মান্না আলকাত্তান বলেন :[৪১]

"ويبد ومن تفسير الجصاص كذلك انه ينحى المعتزلة فى العقائد"

জাসসাস যে মুতাযিলী আকিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা মহান আল্লাহর বাণী :[৪২]

«لاتدركه الابصار» "দৃষ্টিসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।" এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তিনি এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। তিনি সরাসির আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করেছেন।[৪৩] অথচ তিরমিযি ও সুনানে আহমাদের হাদিসে ইবনে ওমর [রা]–এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাদেরকে প্রতিদিন সকাল–বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।[৪৪] বুখারী শরিফের এক হাদিসেও আছে যে, রাসুল [স] এক চন্দ্রালোকিত রাতে সাহাবিদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, (পরকাল) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।[৪৫]

এমনিভাবে জাসসাসের তাফসিরে হযরত মুআবিয়া [রা]–এর প্রতি তাঁর অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :[৪৬]

«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق.... الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور.»

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে; আর আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম; যারা বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর–বাড়ি থেকে, শুধু এ জন্যে যে, তারা বলে : "আমাদের রব আল্লাহ।" আর আল্লাহ যদি মানুষের একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত নাসারাদের আশ্রম ও গীর্জা, ইয়াহুদীদের সিনাগণ এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। তারা এমন লোক, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং নেক কাজের পরিণামতো আল্লাহরই হাতে।"

৪০. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১
৪১. মান্না আলকাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮
৪২. আলকুরআন, *সুরা আনআম*, আয়াত : ১০৩
৪৩. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮
৪৪. মুফতি মুহাম্মাদ শফী, *তাফসির মাআরিফুল কুরআন*, সুরা আনআমের ১০৩ নং আয়াতের তাফসির অংশ দেখা যেতে পারে।
৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. আলকুরআন, *সুরা হজ্ব*, আয়াত : ৩৯-৪১

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতে খোলাফায়ে রাশিদুনের কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে দ্বীন কায়েমের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা ইমামতের দায়িত্ব দিয়েই তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন, এর মধ্যে হযরত মুআবিয়া [রা] কে শামিল করা যায় না। কেননা আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুহাজিরীন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন, আর মুআবিয়া [রা] মুহাজিরিন ছিলেন না, তিনি طلقاء –এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪৭] অনুরূপ আল্লাহর বাণী :[৪৮]

«وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ....الاية»

"তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তিনি আধিপত্য দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়–ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তায়। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরিক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এরপরও নাশোকরী করবে, তারাইতো নাফরমান।"

উল্লিখিত আয়াতে জমিনে যে আধিপত্য ও প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত খোলাফায়ে রাশিদুনের চার সদস্যের বেলায় প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর মধ্যে মুআবিয়া [রা] কে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কেননা তিনি ঐ সময় ইমান আনয়ন করেননি।[৪৯]

"ولايدخل فيهم معاوية لانهم لم يكن مؤمنا فى ذلك الوقت"

আল্লাহর বাণী :[৫০]

«وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما »

"আর যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দিবে।" এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে জাসসাস বলেন: হযরত মুআবিয়া [রা]–এর বিরুদ্ধে হযরত আলি [রা] ও তাঁর অনুসারীগণ যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত।[৫১]

প্রকৃতপক্ষে হযরত আলি ও মুআবিয়া [রা]–এর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের প্রেক্ষিতে যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে হযরত আলি [রা] সত্যপন্থী ছিলেন কিন্তু মুআবিয়া [রা] যে সত্যপন্থী ছিলেন না বরং বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে জাসসাস [রা] যে অভিমত পোষণ করেছেন তা সঠিক নয়। কেননা সম্মানিত সাহাবিগণের মাঝে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে একজনকে সত্যপন্থী ও অপরজনকে বাতিলপন্থী বলে রায় দেয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার পরিপন্থী। তবে এ ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন করাই উত্তম।[৫২] কেননা তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তাঁদের ভুল সিদ্ধান্তের দরুন তাদেরকে ভর্ৎসনা করা যাবে না।[৫৩]

---

৪৭. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২১
৪৮. আলকুরআন, *সুরা নুর*, আয়াত : ৫৫
৪৯. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬
৫০. আলকুরআন, *সুরা হুজুরাত*, আয়াত : ৯
৫১. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩১
৫২. *শরহুল ফিকহিল আকবার*, বৈরূত: দারুল কুতুব, তা:বি: পৃ. ২৩-২৪
৫৩. আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল কুতুব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪২

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত আল্লামা জাসসাসের অমর কীর্তি স্বরূপ আহকামুল কুরআন গ্রন্থখানির ব্যাপারে কিছু সমালোচনা করার সুযোগ থাকলেও এ তাফসির গ্রন্থখানি হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শরিআতের বিধান সম্পর্কিত আলকুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাদান এবং এ সকল আয়াত হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সকল বিধি–বিধান নির্ণয় করা যায় উহার নির্দেশনার উদ্দেশে গ্রন্থখানি রচিত। এ কারণে পৃথিবীর বহু খ্যাতিমান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এ তাফসিরখানি প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে বৈরুতের দারুল কুতুব আল ইলমিয়া অন্যতম। বাংলা ভাষায়ও ইতোমধ্যে এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটির প্রথম বাংলা অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে গ্রন্থখানির পুন:মুদ্রণের ব্যাপারে তাদের আর কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হলে পাঠক মহলের ক্রমাগত দাবির প্রেক্ষিতে খায়রুন প্রকাশনী মে ২০০১ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। পাঠক সমাদৃত, বিশ্বনন্দিত এ তাফসিরখানির বাংলা অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃত, দক্ষসংগঠক, ইসলামি চিন্তাবিদ, সুসাহিত্যিক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [র]।[৫৪]

অবশ্য তাঁর পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, মাওলানা আবদুর রহীম [র] জীবনের শেষভাগে নানা কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও এ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। গ্রন্থখানির অনুবাদ করার প্রাণপণ চেষ্টা করার পরেও তিনি পুরো অনুবাদ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের অনুবাদ করার পর তিনি এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন হতে পারেনি। তবে তাঁর রেখে যাওয়া অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর, বর্তমান (২০০২) চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান। যিনি ইতোমধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষক, সফল গবেষক, প্রতিষ্ঠিত লেখক ও বিশিষ্ট অনুবাদক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

---

৫৪. মাওলানা আবদুর রহীম [র] ঃ বর্তমান শতকে যে ক'জন মুসলিম মনীষা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পাশাপাশি লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শনরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [র] তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯১৮ সালে ২ মার্চ [১৩২৫, ফাল্গুন ৮] বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম, ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলাদেশে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (O.I.C)-এর অন্তর্গত ফিক্হ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। মাওলানা আবদুর রহীম [র] ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুর-এ অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামি দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামি মহা সম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্ত:পার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামি বিপ্লবের ৩য় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধত্ব করেন। বাংলা ভাষায় ৬০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি জ্ঞান চর্চায় পথিকৃতের সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– ১. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা; ২. ইসলামের অর্থনীতি; ও মহাসত্যের সন্ধানে; ৪. বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব; ৫. আজকের চিন্তাধারা; ৬. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি; ৭. পরিবার ও পারিবারিক জীবন; ৮. হাদীস সংকলনের ইতিহাস; ৯. সুন্নাত ও বিদয়াত; ১০. শিরক ও তাওহীদ; ১১. নবুয়্যাত ও রিসালাত; ১২. ইসলাম ও মানবাধিকার; ১৩. নারী; ১৪. কমিউনিজম ও ইসলাম; ১৫. বিজ্ঞান ও জীবন বিধান; ১৬. ইসলামী শরীয়াতের উৎস; ১৭. অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম; ১৮. রাষ্ট্র ও সরকার; ১৯. উন্নত জীবনের আদর্শ; ২০. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি বিশ্বখ্যাত তাফহিমুল কুরআন, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামের হালাল-হারাম, বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত ও আবু বকর আল জাসসাসের ঐতিহাসিক তাফসির গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআনসহ' বহু গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির বেশি। ইসলামের মহান খাদেম, যুগস্রষ্টা মনীষী ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর [১৩১৯-১৪ আশ্বিন] ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে: মাওলানা আবদুর রহীম-এর আত্মজীবনী গ্রন্থ]*

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে দ্বীনে তাঁর স্থান

আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস যাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামি জ্ঞান গবেষণায়। এ কারণে তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামি জ্ঞান বিশারদ ও হানাফী মাযহাবের চতুর্থ স্তরের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন–

- খতিব আলবাগদাদী বলেন :[৫৫]

"هو امام اصحاب ابى حنيفة ؓ فى وقته وكان مشهورا بالزهد."

"তাঁর জীবনকাল অবধি ইমাম আবু হানিফা [র]–এর মাযহাবের অনুসারীদের তিনিই ছিলেন ইমাম এবং তাকওয়া পরহেজগারীতেও বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন।"

- মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আযযারকানী [র] বলেন:[৫৬] "ইমাম আবু বকর আলজাসসাস [র] হাদিসের হাফিয এবং নিশাপুরস্থ হানাফী ইমামদের মুহাদ্দিস ছিলেন।"
- ইবনে উকদা বলেন :[৫৭] ইমাম আবু বকর আররাযী [র] হাদিসের হাফিয ছিলেন।
- আহমাদ বিন আলি বলেন :[৫৮] আবু বকর আররাযী একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন, আলজাসসাস অভিধায়ই তিনি বেশি পরিচিত।
- ইবনে কাসিরের মতে:[৫৯]

"وكان عابدا زاهدا ورعا- انتهت اليه رياسة الحنفية فى وقته ورحل اليه الطلبة من الافاق."

বস্তুত আল্লামা জাসসাস [র] কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রজ্ঞার কারণে তাফসির অভিজ্ঞানে নবতর ধারার সংযোজন করতে পেরেছিলেন। অধ্যাপনা ও ইসলামি সাহিত্যে গবেষণার পাশাপাশি তিনি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ রচনা করে তাফসিরের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহসহ অসংখ্য বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের কারণে তিনি দ্বীনি ইলমের যে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আহকামুল কুরআনের মত তার অনবদ্য রচনা যুগযুগ বিশ্বমানবতার হিদায়াত ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

---

৫৫. জাসসাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. প্রাগুক্ত
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জাসসাসের তাফসিরের নমুনা

প্রায় বার'শ বছর পূর্বে আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' নামে একটি অনন্য তাফসির গ্রন্থ রচনা করে তাফসির সাহিত্যের ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছেন। এ গ্রন্থে তিনি আলকুরআনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকহ অনুসারে সমস্যাবলীর সমাধান দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গ্রন্থে তিনি সমস্ত কুরআনের আয়াতের তাফসির পেশ করেননি, বরং এ গ্রন্থে তিনি কেবল আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসির পেশ করেছেন। যেসব আয়াত বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়িলের সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল সেসব আয়াতের তাফসির করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে লক্ষণীয়। এখানে তাঁর তাফসিরের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো–

এক.

আল্লাহর বাণী : [১]

«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»

"(মুত্তাকী তারা) যারা গায়ব-এর প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

আল্লামা জাসসাস উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে সালাত ও যাকাত-এর আদেশ রয়েছে। কেননা এ দুইটি কাজ মুত্তাকীদের গুণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। তাকওয়ার শর্তও হচ্ছে তাই। যেমন يؤمنون بالغيب বা গায়ব-এর প্রতি ঈমান বলে আল্লাহ, পুনরুত্থান ও হাশরের প্রতি ঈমান আনাকে বুঝিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত যৌক্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে আরো যা যা বিশ্বাস করা প্রয়োজন তাও তাকওয়ার শর্তের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতে উল্লিখিত সালাত ও যাকাত ফরযরূপে প্রমাণিত হলো।[২]

তিনি আরো বলেন– اقامة الصلاة –'নামায কায়েম কর' কথাটির বিভিন্ন তাৎপর্য বিদ্যমান। যেমন তা সম্পূর্ণ করা, একটি জিনিসকে যথার্থভাবে দাঁড় করে দেয়া, তাকে বাস্তবায়িত করা। যেমন আল্লাহর বাণী :[৩] واقيموا الوزن بالقسط, "এবং ন্যায়পরায়ণতা সহকারে তোমরা ওজন দাঁড় কর।" আবার কেউ কেউ يقيمون –এর অর্থ করেছেন তাঁরা আদায় করে'। কেননা সালাতে قيام বা দাঁড়ানো তো কর্তব্য। এ কারণে আদায় করার কথা বুঝানোর জন্য 'তারা কায়েম করে' বলা হয়েছে। সালাতে 'দন্ডায়মান' ফরয তাও এ থেকে বুঝা যায়, যদিও 'দন্ডায়মান' ছাড়াও সালাতে আরো একটি ফরয রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :[৪] «فاقرءوا ماتيسر من القران» 'কুরআনের যা পড়া সহজ, তাই তোমরা পড়।' অর্থাৎ নামাযে 'সালাত' দ্বারা সেই নামায বুঝানো হয়েছে যাতে কুরআন পাঠ করা হয়।

১. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ৩

২. আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস, *আহকামুল কুরআন,* বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

৩. আলকুরআন, *সূরা আররাহমান,* আয়াত : ৯

৪. আলকুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল,* আয়াত : ২

Dhaka University Institutional Repository

আর আল্লাহর বাণী :[৫] «ومما رزقناهم ينفقون» 'আমি তাদের যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে'। সম্বোধনের তাৎপর্যে এই অর্থ নিহিত রয়েছে যে, –এর অর্থ হচ্ছে, অর্থ ব্যয় ফরয। তা আল্লাহর হক হিসেবে ধার্যকৃত ব্যয় যেমন যাকাত ইত্যাদি। কেননা অন্যত্র আল্লাহ বলেন :[৬]

«وانفقوا من ما رزقناكم من قبل ان يأتى احدكم الموت»

"আর আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসার পূর্বে।"

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[৭] «وانفقوا فى سبيل الله» 'তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর'। আল্লাহ আরো বলেন :[৮] «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله.....» 'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীকৃত করে রাখে, তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না।.....

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যাকাত প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এই 'ব্যয়'–এর কথা সালাত–এর সাথে একত্রিত ও পাশাপাশি রেখে বলা হয়েছে। আর সালাত যেহেতু ফরয, তাই এই ব্যয়টাও যে ফরয তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আর তা আল্লাহর ঈমানের কথা বলার পর বলা হয়েছে বলে সে ব্যয়টা ঈমানের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এই ব্যয় হচ্ছে মুত্তাকীদের অন্যতম গুণ পরিচিতি। সালাত ও যাকাত উভয়টি যে ফরয তা এভাবেও বুঝা যায় যে, 'সালাত' শব্দটি যখন সিফাত ও শর্তহীনভাবে ব্যবহৃত হবে, তখন তা থেকে সর্বজন পরিচিত ফরয সালাতই বুঝা যাবে। যেমন আল্লাহর বাণী :[৯] «اقم الصلاة لدلوك الشمس» 'সূর্য ঢলে পড়লে সালাত কায়েম কর'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন :[১০] «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 'তোমরা সালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সময়ের সালাতের প্রতি'।

এখানে'সালাত' শব্দ বলে যখন ফরয সালাত বুঝানো হয়েছে, তখন এই انفاق বা ব্যয় বলতে ফরয ব্যয়কে বুঝাবে। আর ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে। তা থেকে বুঝা যায় 'রিযিক' নাম হতে পারে কেবল مباح বা অনিষিদ্ধ রিযিকের। নিষিদ্ধ রিযিক এ পর্যায়ে ধর্তব্য নয়। যা যুলুম কিংবা অপহরণ করা হয়েছে, তা রিযিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তা আল্লাহ তাকে রিযিক হিসেবে দেননি। তা রিযিক হলে তা ব্যয় তরাও বৈধ হবে, অন্যকে দান করাও সঙ্গত হবে। তা দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশা করাও অসমীচীন হবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে অপহরণকৃত মাল দ্বারা সাদকা করা হারাম।"[১১] এ প্রসঙ্গে রাসুল [স] বলেছেন:[১২] "لا تقبل صدقة من غلول."

'অপহৃত মালের সাদকা কবুল হয় না'।

---

৫. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ৩
৬. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ১০
৭. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ১৯
৮. আলকুরআন, *সূরা তাওবা,* আয়াত : ৩৪
৯. আলকুরআন, *সূরা ইসরা,* আয়াত : ৭৮
১০. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ২৩
১১. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮
১২. আলহাদিস, উদ্ধৃত : *আহকামুল কুরআন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

আল্লাহর বাণী :[১৩]

«واذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا» 'আর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফিরিশতাদের বললাম, তখন তারা সকলেই সিজদা করলো।'

আল্লামা জাসসাস বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সিজদা করার আদেশ করে আল্লাহ আদম [আ]–এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধিই লক্ষ্য ছিল। আর এ কারণেই ইবলিস বলেছিল :[১৪] «أأسجد لمن خلقت طينا. قال ارءيتك هذا الذى كرمت على»

"আমি কি সিজদা করবো তাকে, যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? আপনি কি লক্ষ্য করেননি, এতে করে আপনি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবেন?"

ইবলিস একথা বলে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল যে, সে আদমকে সিজদা করছে না। কেননা আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর এই আদেশ দ্বারা আদমকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হবে। আদমকে কিবলার স্থানে দণ্ডায়মান করে সিজদাকারীদেরকে সিজদা করার আদেশ করা হলে তাতে আদমের মর্যাদা দানের কোন ব্যাপার হতো না, যাতে করে ইবলিসের হিংসা হওয়ার কোন কারণ হতো। যেমন কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার প্রতি মুখ করেই তো সালাত আদায় ও সিজদা করা হয়, তাতে কাবার কোন মর্যাদা হয় না। একথাও বলা হয়েছে যে, আদমের শরিআতে সৃষ্টির জন্য সিজদা করা বৈধ ছিল। সম্ভবত সেই শরিআতি বিধান হযরত ইউসুফ [আ] পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য সাধারণভাবেই সিজদা করা হতো। তাঁর প্রতি সম্মান–মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনই হতো এর উদ্দেশ্য। যেমন মুসাফাহা–করমর্দন ও মুআনাকা–গলায় গলায় মেলানো। অথবা তা ছিল হাতে চুমা দেয়ার পর্যায়ের কাজ। হাতে চুমা দেয়া বৈধ হওয়া সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত আছে। যদিও তা অপছন্দ করার বর্ণনাও আছে। তবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য সিজদা করা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে হাদিস দ্বারা।[১৫] হাদিসখানি হযরত আয়েশা, জারির ও আনাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] এরশাদ করেছেন :[১৬]

"ما ينبغى لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر الامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها."

"কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তিকে সিজদা করা সমীচীন নয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে যদি অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করা ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নি:সন্দেহে স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর তো অনেক বড় অধিকার আছে।"

---

১৩. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ৩৪

১৪. আলকুরআন, *সুরা ইসরা,* আয়াত : ৬১-৬২

১৫. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

১৬. আলহাদিস, উদ্ধৃত : *আহকামুল কুরআন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তিন.

আল্লাহর বাণী :[১৭]

«ماننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أومثلها»

"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি।"

আল্লামা জাসসাস বলেন, ফিকাহবিদগণ মুতাআখখিরীন-এর কেউ কেউ মনে করেছেন যে, আমাদের নবি মুহাম্মাদ [স]-এর শরিআতে নুসুখ বা বাদ করে দেয়া নেই। নুসুখ পর্যায়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা হযরত মুহাম্মাদ [স]-এর পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসুলের শরিআত রদ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কথা। যেমন শনিবারের উৎসব, কাবার দিক ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে সালাত আদায়, কেননা আমাদের নবি হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর প্রবর্তিত শরিআত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উক্ত কথা যে ব্যক্তি বলেছেন তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, যা এখন সংরক্ষিত নয়। ফিকহ, উসুলে ফিকহও তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁর আকিদাও সঠিক ছিল, নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলতেন না। তাঁর পরিচয় সকলের জানা ছিল না। তাই এ কথাটি প্রকাশের সুযোগ পাননি এবং তাঁর পূর্বেও কেউ এ ধরনের কথা বলেনি। তবে একথা সত্য যে, প্রাচীন ও পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী দ্বীনের ও শরিআতের মানসুখ হওয়া অনেক কিছুই একত্র করে আমাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন, যা কেউ সন্দেহও করেনি। আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করারও সুযোগ পায়নি।

আল্লাহর বাণী اوننسها। শব্দটির অর্থ আমরা বিলম্বিত করলাম। এ থেকে গঠিত النسئة। অর্থ বিলম্বিত ঋণ। যেমন আল্লাহর বাণী :[১৮]

«انما النسئ زيادة فى الكفر» এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আয়াতের অর্থ যখন ভুলে যাওয়া করা হবে, তখন আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার পাঠ লোকদেরকে ভুলিয়ে দেবেন, যেন তারা তা পাঠই না করে। এটা আবার দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত, হয় আল্লাহ তার পাঠ ত্যাগ করতে বলবেন, ফলে লোকেরা কালাতিক্রমে তার পাঠ ছেড়ে দেবে। হঠাৎ করে ভুলে যাওয়াও সম্ভব। তাদের চিন্তা থেকে দূর হয়ে যাবে। আর তা নবি [স]-এর জন্য একটি মুজিযা হবে। দ্বিতীয়ত, শব্দটি ننساها -'আমরা তা ভুলে যাই' হলে তার অর্থ হবে তা বিলম্বিত করা হবে, তা অবতীর্ণ করবেন না, তার পরিবর্তে তা অবতীর্ণ করবেন যা সেটির স্থলাভিষিক্ত হবে কল্যাণের কাজে অথবা বান্দার জন্য তা হবে অতীব কল্যাণকর অপরটির তুলনায়। অথবা এও হতে পারে যে,পরবর্তীটা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত সেটি নাযিল করার কাজ বিলম্বিত করে দেবেন। অতপর তার পরিবর্তে অন্যটি অবতীর্ণ হয়ে যাবে। সেটি যদি পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হতো, তাহলে কল্যাণের দিক দিয়ে সেটিই তার স্থলাভিষিক্ত হতো।

---

১৭. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত :১০৬

১৮. আলকুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত : ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বাণী :[১৯] نأت بخير منها أومثلها –এর তাফসিরে হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, তার তুলনায় তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর সহজ ও সুবিধার দিক দিয়ে। যেমনিভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলার জন্য দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল বিশজনের পরিবর্তে। তখন আল্লাহ তাআলার কথা সত্যে রূপায়িত হয়েছিল এভাবে :[২০] الئن خفف الله عنكم 'এখন আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব কিছুটা হালকা করে দিলেন'।

আল্লামা জাসসাস বলেন, অনেকের মতে হাদিস দ্বারা কুরআন মানসুখ হওয়া জায়েয নয়। কেননা সুন্নাত আর যাই হোক, তা কুরআনের চেয়ে অধিক কল্যাণকর হতে পারে না। এ কথাটি যিনি বলেছেন, তিনি খুব চিন্তাভাবনা করে কথা বলেছেন বলে মনে হয় না। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন– পাঠের দিক দিয়ে ও نظم বা সুসংবদ্ধতার দিক দিয়ে কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর, এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা نظم –এর মুজিযা হওয়ার ক্ষেত্রে মানসুখকারী ও মানসুখ দুইটিই সমমানের। দ্বিতীয়ত মুতাকাদ্দেমীন এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন যে, نظم উপস্থিত নেই। কেননা তাদের কথা দু'টি কথার একটিকে ভিত্তি করে হয়েছে। হয় বোঝা হালকাকরণ কিংবা কল্যাণময়তা। আর তা সুন্নাত দ্বারাও হতে পারে। যেমন হতে পারে কুরআন দ্বারা। তাদের কেউ বলেননি যে, পাঠের কথাই বুঝিয়েছেন। অতএব উপরোক্ত আয়াত থেকেই একথা প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাত দ্বারা কুরআনের আয়াত মানসুখ হওয়া জায়েয।[২১]

চার.

আল্লাহর বাণী :[২২]

«ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينت والهدى» "আমার নাযিল করা উজ্জ্বল নিদর্শন ও জীবন বিধান যারা গোপন করে রাখবে..."। আল্লামা জাসসাস বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনি ইলম প্রকাশ করা ও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াকে একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষণা করে এবং তা গোপন করতে প্রবলভাবে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন :[২৩]

«ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا»

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তদ্বারা সামান্য মূল্য ক্রয় করে..।"

জাসসাস বলেন, আর যেসব বিষয়ের উপর অকাট্য দলিল এসেছে, অকাট্য দলিল যা যা নি:সন্দেহে ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে অনিবার্যভাবে, তাও অবশ্যই বয়ান ও প্রকাশ করতে হবে, তা গোপন করে রাখা পরিহার করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নাযিল করা যুক্তি প্রমাণ ও হিদায়াতের বিধান গোপন করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তাঁর এই ঘোষণায় সেইসব আইন–বিধানই শামিল, যা স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত এবং যা সেসব দলিলের

---

১৯. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াতাংশ : ১০৬

২০. আলকুরআন, *সূরা আনফাল*, আয়াত : ৬৬

২১. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২

২২. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৫৯

২৩. আলকুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, আয়াত : ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে উদ্ভাবিত।[২৪] কেননা যে কাজ করা একজন লোকের নিজের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত সে কাজ করে কোন পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার থাকতে পারে না। তা গ্রহণ বৈধও হতে পারে না। ঠিক যেমন দ্বীন–ইসলাম কবুল করার পর কোন পারিশ্রমিক কোন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি পেতে পারে না। এই মর্মে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসুল [স]–এর কাছে এসে বলল : আমি আমার লোকদেরকে একশটি ছাগল দিয়েছি, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। একথা শুনে রাসুল [স] ছাগলগুলো লোকটির নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে বললেন। এরপর তারা যদি ইসলাম ত্যাগ করে তবে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। 'যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তার বিনিময় সামান্য মূল্য গ্রহণ করে' আল্লাহর এই কথাটি অন্য দিক দিয়ে দ্বীন প্রচারের কাজে বা তা গোপন করে পারিশ্রমিক গ্রহণ উভয়কেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কেননা তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে কথাটি বিনিময় সর্বদিক দিয়েই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অভিধানে ثمن অর্থ বিনিময় বা বদল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও দ্বীনি সব ইলম শিক্ষাদানের শ্রমে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পূর্ণ না জায়েয। আর 'তবে তারা তাওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে এবং গোপন করা ইলম বয়ান ও প্রকাশ করা শুদ্ধ করেছে' কথাটি প্রমাণ করে যে, গোপন করা থেকে তাওবা হবে তা প্রকাশ ও বয়ান করার কাজের মাধ্যমে। গোপন করার অপরাধের জন্য শুধু লজ্জিত হওয়া বা অনুতপ্ত হওয়া তওবার জন্য কিছুই যথেষ্ট নয়।[২৫]

পাঁচ.

আল্লাহর বাণী :[২৬] «والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس» "আর নৌকা–জাহাজ, যা সমুদ্রে জনকল্যাণমূলক পণ্যাদিসহ চলাচল করে....।"

আল্লামা জাসসাস বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা, প্রমাণ হয় যে, নদী সমুদ্রে চলাচল করায় কোন দোষ নেই। চাই সে চলাচল যোদ্ধা হিসাবে হোক বা ব্যবসায়ী হিসাবে হোক বা বৈষয়িক কোন কল্যাণার্জনের জন্য হোক। কেননা আয়াতে কল্যাণকর জিনিসের কথা বলা হয়েছে। তাতে কোন এক প্রকারকে অন্যান্য প্রকার সফর থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। আল্লাহর বাণী :[২৭] «هو الذى يسيركم فى البحر والبحر» "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও নদীসমুখে পরিভ্রমণ করিয়েছেন।" তিনি আরো বলেন :[২৮]

«ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله»

"তোমাদের রব তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য নদী–সমুদ্রে নৌকা–জাহাজ চালান, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে পার।" এসব আয়াতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়–বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন :[২৯]

«فاذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله»

২৪. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
২৬. আলকুরআন, *সূরা বাকারা,* আয়াত : ১৬৪
২৭. আলকুরআন, *সূরা ইউনুস,* আয়াত : ২২
২৮. আলকুরআন, *সূরা ইসরা,* আয়াত : ৬৬
২৯. আলকুরআন, *সূরা জুমআ,* আয়াত :১০

Dhaka University Institutional Repository

"যখন সালাত সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে।" আল্লাহ আরো বলেন:[৩০] «ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم»

"তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় তোমাদের কোন পাপ নেই"।

সাহাবিদের একটি জামাআত থেকে বর্ণিত আছে যে, নদী-সমুদ্রে চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ বৈধ। অবশ্য হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [রা] নদী-সমুদ্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাতে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে। ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নদী-সমুদ্রে তোমাদের কেউ যেন জলযানে আরোহণ করে চলাচল না করে। যদি তা করতেই হয়, তাহলে যেন যোদ্ধা হিসেবে কিংবা হাজী হিসাবে বা উমরাকারী হিসেবে করে। সম্ভবত এটা তার একটা পরামর্শ কিংবা জলযানে আরোহী সম্পর্কে তার মনে একটা ভীতি ছিল, সে কারণে একথা বলেছেন। নবি [স] থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, যা মুহাম্মদ ইবনে বকর আলবসরী, আবু দাউদ সাঈদ ইবনে মানসুর, ইসমাইল ইবনে যাকারিয়া, মুতরাফ, বাশার, আবু আবদুল্লাহ, বশির ইবনে মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবি [স] এরশাদ করেছেন :[৩১]

"لا يركب البحر الا حاج اؤ معتمر او غاز فى سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا"

"হজ্বযাত্রী, উমরাকারী কিংবা আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী ছাড়া অন্য কেউ যেন সমুদ্রপথে চলাচল না করে। কেননা সমুদ্রের নিচে আগুন রয়েছে এবং সে আগুনের নিচেও সমুদ্র রয়েছে।"

ছয়.

আল্লাহর বাণী :[৩২]

«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু; রক্ত, শূকরের গোশত এবং এমন জিনিস যা জবাইর সময় আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নাম উচ্চারিত হয়েছে।"

আল্লামা জাসসাস বলেছেন, আয়াতে الميتة বলতে শরিআতের দৃষ্টিতে মৃত জন্তু বুঝিয়েছেন, যা জবাই করা হয়নি। জীব-জন্তু অনেক সময় শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার কারণে মারা যায়, যার মৃত্যুর কোন কারণ মানুষ ঘটায়নি। অবশ্য অনেক সময় আবার মানব সৃষ্ট কারণেও হয়ে থাকে। যখন মানুষ মুবাহ নিয়মে জবাই করার উদ্দেশে তার মৃত্যুর কোন কারণের সৃষ্টি করেনি। জন্তুর মৃত্যু যদি আল্লাহর করা কোন কাজের দরুন হয়ে থাকে, তাও হারাম হবে। যদি আমরা একথা জানি যে, হারাম-হালাল, নিষেধ ও মুবাহ ইত্যাদি আমাদের কাজ কর্মের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের ছাড়া অন্য কারোর কাজের সাথে শরিআতের এসব বিধি-বিধান সম্পর্কিত হয় না। কেননা মানুষকে অন্যের কাজ থেকে বিরত রাখা সঙ্গত নয়। কোন কাজের জন্য আদেশও করতে পারেন না। কেননা তার অর্থ কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না শ্রোতাদের কাছে। তাতে হারাম-হালালকরণ

৩০. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৯৮
৩১. আলহাদিস, উদ্ধৃত : *আহকামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯
৩২. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ ব্যবহার হতে পারে, যদিও তা প্রকৃত নয়। বরং তা হারামকরণের হুকুমের তাগিদের দলিল হয়ে যায়। তা মুনাফা বা ফায়দা লাভের সব দিকই পরিব্যাপ্ত হয়। এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, মৃত জন্তু দ্বারা কোনরূপ উপকার নেয়া জায়িয নয়। নিজেদের পালিত কুকুর ও যখমকারীকেও খাওয়ানোও জায়িয নয়। কেননা তাও এক ধরনের উপকার লাভ। অথচ আল্লাহ তায়ালা প্রাণীকে শর্তহীনভাবেই হারাম করেছেন। মূল মৃতটাই হারাম। এই নিষেধের হুকুমের উপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। ফলে তার এক বিন্দু জিনিসি থেকেও কোন প্রকার উপকার গ্রহণ বৈধ নয়। তবে মানবার যোগ্য কোন দলিল দ্বারা কোন জিনিস বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হলে ভিন্ন কথা। নবি [স] থেকে বর্ণিত হাদিস মৃত মাছকে এই সাধারণ হারামকরণ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। পশুপালও এ পর্যায়ে গণ্য বলে তা মুবাহ।[৩৩] আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল [স] এরশাদ করেছেন :[৩৪]

"احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والسمك واما الدمان فالطحال والكبد."

“দুই প্রকার মৃত জন্তু ও রক্ত আমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। মৃত জন্তুর মধ্যে রয়েছে পঙ্গপাল ও মাছ। আর রক্তের মধ্যে রয়েছে তিল্লি ও কলিজা।”

সাত.

আল্লাহর বাণী :[৩৫]

«ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»

“পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই।”

বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে বলেছেনে, তারা যখন কিবলা পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারল না, অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করলো, তখন আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন যে, পূর্ণমাত্রায় পুণ্যশীলতা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর আদেশ পালন ও অসুনরণ । পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই কোন পুণ্যশীলতা নয়, যদি তা আল্লাহর আদেশ পালন ভিত্তিক না হয়। আর এক্ষণে আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর আদেশানুযায়ী কাবার দিকে মুখ করা। কেননা কাবা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মানসুখ হয়ে গিয়েছে। অন্য কোনদিকে মুখ করলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হবে। আল্লাহর বাণী :[৩৬]

«ولكن البر من امن بالله واليوم الأخر»

“বরং পুণ্য আছে কেউ ইমান আনলে আল্লাহর উপর, আখিরাতের উপর।” বলা হয়েছে এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ان البر بر من امن بالله –এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃত পুণ্যশীলতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান

৩৩. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০

৩৪. আলহাদিস, উদ্ধৃত : *আহকামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪

৩৫. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৭৭

৩৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এনেছে। যেমন কবি খানসা বলেন ;[৩৭]

"ترتع مارتعت حتى اذا دكرت

فانما هى اقبال وادبار."

আল্লাহর বাণী :[৩৮] «وأتى المال على حبه» "প্রকৃত পুণ্যশীল সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহর ভালবাসার কারণে ধন-সম্পদ দান করবে।" আয়াতের على حبه -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, ধন-সম্পদের মুহাব্বাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধন-সম্পদের মায়া-মুহাব্বাত থাকা সত্ত্বেও তা দান করে। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :[৩৯]

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»

"তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয়বস্তুর থেকে ব্যয় করবে।"

আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ বলা হয়েছে দান করার ভালবাসা। অর্থাৎ দান করার সময় অসন্তুষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আরো একটা অর্থ হতে পারে, আর তা হলো আল্লাহ তাআলার মুহাব্বাত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :[৪০]

«قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى»

"আপনি বলে দিন : যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর।" আল্লামা জাসসাস বলেন, এক সাথে এই সব কয়টি অর্থ ও বক্তব্য হতে পারে। তবে নবি [স]-এর থেকে যে হাদিস বর্ণিত আছে তাতে মনে হয়, এখানে ধন-সম্পদের ভালবাসার কথাটাই মূল বক্তব্য। হাদিসটি জাবির ইবনে আবদুল হামিদ উমরাতা ইবনুল কাকা আবু হুরাইরা [রা]-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসুল [স] কে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল! কোন্ দান সাদকা অতীব উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন :[৪১]

"ان تصدق وانت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان"

"তুমি সাদকা করবে এ অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ্য-সবল, তুমি দারিদ্র্যকে ভয় পাও, ধন-ঐশ্বর্যের আশা পোষণ করছ। আর তুমি অপেক্ষা করবে না সেই মুহূর্তের, যখন প্রাণটা কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে এসেছে বের হয়ে যাওয়ার জন্য। আর তখন তুমি বলতে থাক: অমুককে এত অমুককে এত আর অমুকের পাওনা ছিল ইত্যাদি।

৩৭. উদ্ধৃত: জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০

৩৮. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৭৭

৩৯. আলকুরআন, *সুরা আলেইমরান*, আয়াত : ৯২

৪০. আলকুরআন, *সুরা আলেইমরান*, আয়াত : ৩১

৪১. আলহাদিস, উদ্ধৃত: জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

আট.

আল্লাহর বাণী :[৪২] «كتب عليكم القصاص فى القتلى» হত্যাকাণ্ডে তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে।"

আল্লামা জাসসাস বলেন, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাজ্ঞ কথা। এর পরে যা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজন পরে না, তা বলা না হলেও পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়ার কোনরূপ অসুবিধা হতো না। এতটুকু বলে শেষ করলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে তার তাৎপর্য সহজেই বুঝা যেত। আর এর বাহ্যিক অর্থই এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, সকল নরহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা মুমিনের কর্তব্য। আর কিসাস হচ্ছে – "ان يفعل به مثل ما فعل به"

"একজনের সাথে যে আচরণ কেউ করেছেন, তার সাথে সেইরূপ আচরণ করা। "আরবি ভাষায় বলা হয়– اقتص اثر فلان "অমুকে যেমন করেছে তার সাথে সমান সমান তেমনই কর।" যেমন আল্লাহর বাণী :[৪৩]

«فارتدا على اثارهما قصصا»

"অতপর তারা দু'জনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পুনরায় ফিরে গেল।"

আলোচ্য আয়াতের « كتب عليكم » অর্থ তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে «كتب عليكم الصيام» দ্বারা রোযা ফরয করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে মুমিনদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে, যখন তারা হত্যাকাণ্ড ঘটাবে। এই কিসাস সকল নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর উপর কার্যকর হবে। কেননা 'নিহত' কথাটি সাধারণ ও ব্যাপক। বিশেষভাবে লক্ষ্য হচ্ছে হত্যাকারীরা। কেননা হত্যাকাণ্ড ঘটলে সে কাজের কর্তা হবে হত্যাকারী। তাই প্রত্যেক হত্যাকারীর উপরই 'কিসাস' কার্যকর হতে হবে। তা অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপরই জারী হবে, সব হত্যাকারীই সমান ও নির্বিশেষে দণ্ডনীয়। নিহত ব্যক্তি যেই হোক, ক্রীতদাস হোক, যিম্মি হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক। কেননা মূল আয়াতে ব্যবহৃত القتلى। 'নিহত' শব্দটি এই সবকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আয়াতে সম্বোধন যদিও মুমিনদের প্রতি, নিহতের জন্য 'কিসাস' কার্যকর করা তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কর্তব্য। তার অর্থ এই নয় যে, মুমিন ব্যক্তি নিহত হলেই 'কিসাস' করতে হবে না। না, সে অর্থ নয়। ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ ও নির্বিশেষ তাৎপর্য অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য বিশেষীকরণের দলিল না পাওয়া পর্যন্ত। আর এ আয়াতে কোন কোন নিহতের 'কিসাস' করতে হবে, অন্য কোন কোন নিহতের 'কিসাস' করতে হবে না, এমন কথা নেই।[৪৪]

---

৪২. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৭৮
৪৩. আলকুরআন, *সুরা কাহাফ*, আয়াত : ৬৪
৪৪. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

নয়.

আল্লাহর বাণী :[৪৫]

«كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.»

"যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় সে যদি কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার জন্য ইনসাফের সাথে পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়দের জন্য অসিয়াত করা বিধিবদ্ধ করা হলো। মুত্তাকীদের জন্য এটি একটি কর্তব্য।"

আল্লামা জাসসাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্ববর্তী ফিকাহবিদদের থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে দেখা যায় যে, আয়াতের "خير" শব্দের অর্থ হচ্ছে- ধন-সম্পদ। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তবে এই ধন-সম্পদ কতটুকু হলে তাতে অসিয়াত করা ফরয, এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। হযরত আলি [রা] থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার এক আযাদ করা ব্যক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার ঘরে গেলেন। তখন তার মালিকানায় সাত অথবা ছয়শত দিরহাম নগদ মুদ্রা মওজুদ ছিল। সে বলল : 'আমি অসিয়াত করবো না।' হযরত আলি [রা] বললেন, না। কেননা আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন:[৪৬] ان ترك خيرا 'যদি বেশি কিছু রেখে যেতে থাকে।' আর তোমার এই ছয়শত কি সাতশত দিরহাম কোন বেশি কিছু সম্পদ নয়। আলি [রা] থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে :[৪৭] "اربعة الاف درهم وما دونها نفقة" চার হাজার দিরহাম হলে অসিয়াত, তার কম হলে তা তো দৈনন্দিন খরচের সম্পদ মাত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বলেছেন :[৪৮]

"لاوصية فى ثمان مائة درهم"

"আটশত দিরহামে কোন অসিয়াত নেই।" হযরত আয়েশা [রা] অসিয়াত করতে ইচ্ছুক এক মহিলাকে বলেছিলেন, 'না, তুমি অসিয়াত করবে না। লোকেরা বলেছে, সে মহিলার সন্তানাদি ছিল। আর তার মাল ছিল খুবই সামান্য। তিনি জানতে চাইলেন, তার সন্তান কয়টি? বলল, চারটি। বললেন, তার কত মাল আছে? বলল, তিন হাজার। যেন সে তাদের কাছে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তখন হযরত আয়েশা [রা] বললেন, এ মাল তো ভাল পরিমাণের। ইবরাহিম নাখয়ী বলেছেন, সম্পদের পরিমাণ হাজার দিরহাম থেকে কমের দিকে পাঁচশত দিরহাম হলে অসিয়াত করা যাবে।[৪৯]

---

৪৫. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৮০

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. আলহাদিস, উদ্ধৃত: জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

৪৮. আলহাদিস, উদ্ধৃত: জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

৪৯. বিস্তারিত দ্র: জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

দশ.

আল্লাহর বাণী :[৫০]

«يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»

“হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয কর হলো যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।”

আল্লামা জাসসাস বলেছেন, كما كتب على الذين من قبلكم আল্লাহর এ বাণীতে দিনের সংখ্যা বুঝাবার মতো কিছু নেই। সিয়ামের পরিচিতি, নিয়ম–কানুনও কিছু বলে দেয়া হয়নি, সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি, শব্দ ছিল অস্পষ্ট। পূর্বের লোকদের রোযার সময়টা ও সংখ্যাটা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্য ফরয করা রোযার নিয়ম–পরিচিতি জানতে পারতাম, ঘুমের পরে কোন্ কাজ নিষিদ্ধ তাও জানা যেত। ফলে আমাদের পূর্ববর্তীদের রোযার পরিচিতি জানবার জন্য শব্দের বাহ্যিক অর্থ ব্যবহারের কোন উপায়ই আমাদের জন্য ছিল না। তাই এর পরেই আল্লাহ বলেছেন : اياما معدودات –‘গণ্য কিছু দিন’। কম সংখ্যক বা বেশি সংখ্যক দিন বুঝাবার জন্য এরূপ বলা খুবই সঙ্গত। এর পরে আল্লাহ আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলেন :[৫১]

«شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه»

“রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।”

এ আয়াতে রোযার দিনের সংখ্যা ও সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই মাসকাল ধরে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইবনে আবু লাইলা থেকে এই তাৎপর্যেরই বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইবনে আব্বাস ও আতার বর্ণনায় এই পাওয়া গেছে যে, ‘নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন’– এর তাৎপর্য হলো প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা। রমযান সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাই ছিল। পরে এ আয়াত দ্বারা তা মানসুখ হয়ে গেছে। আল্লাহর বাণী:[৫২]

«فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى»

“রমযান মাসে তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোই হবে তার সময়।” জাসসাস বলেছেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে রোগী ও বিদেশ যাত্রীর পক্ষে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। রোযা তার জন্য ক্ষতির কারণ হোক, আর নাই হোক, কিন্তু আমরা একথা জানি যে, রোযা রাখা রোগীর জন্য ক্ষতিকর না হলে তার জন্য এই সুযোগ নয়। তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি নেই।[৫৩]

---

৫০. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৩

৫১. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৫

৫২. আলকুরআন, *সুরা বাকারা*, আয়াত : ১৮৪

৫৩. জাসসাস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ২

আবুল লাইস আসসামারকান্দী

[জন্ম : ৩১০ হি.; মৃত্যু: ৩৯৬ হি.]

আলকুরআনের তাফসির রচনা করে যাঁরা ইতিহাসের স্বর্ণালী আসনে সমাসীন হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আসসামারকান্দী অন্যতম মুফাসসির মনীষা। সনদভিত্তিক তাফসির রচনায় যাঁদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল তাঁদের মধ্যে অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী, সুবিজ্ঞ আলিম, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনায় পারদর্শী, সর্বোতমুখী প্রতিভার অধিকারী, ক্ষণজন্মা প্রথিতযশা ইমাম আল্লামা সামারকান্দীর নাম সকলের শীর্ষে। তাঁর সময়ে অন্যান্য জ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি তাফসির অভিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাফসির রচনার প্রবণতা দেখা দেয়। বিশেষত আছার, রায়, আকিদা ও সুফি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাফসির রচনায় সে যুগের প্রখ্যাত আলিমগণ আত্মনিয়োগ করেন। আল্লামা সামারকান্দীর নিরলস পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান গবেষণার অমর কীর্তি 'বাহরুল উলুম' তাফসির গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তার তাফসিরখানি মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াত ও প্রেরণার উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করছে। কুরআন ব্যাখ্যায় কালজয়ী এই মুফাসসির আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর কালাতিক্রমী চিন্তাধারা, কুরআন, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে অনন্য পথ নির্দেশনা কালের গন্ডি পেরিয়ে আজও মুসলিম মিল্লাতের কাছে সমভাবে সমাদৃত হচ্ছে। তিনি মেধা, মনন ও রচনাশৈলীর অনন্য ছোঁয়ায় জ্ঞানের পরিমন্ডলকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি অর্জনের সাথে সাথে যুগ যুগান্তরের জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য অফুরন্ত জ্ঞান সম্ভার ও সাহিত্যকীর্তি রেখে গেছেন। এ রচনা সামগ্রীর মাধ্যমে তিনি দ্বীনকে সমুন্নত ও সত্যকে সুউচ্চ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সাবলীল ও অলংকারপূর্ণ দ্যোতনায় আলকুরআনের তাফসির রচনায় তাঁর ভূমিকা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

জীবনকথা

আবুল লাইস আসসামারকান্দী হিজরি ৩০১ সালে খোরাসানের অন্তর্গত সামারকান্দ[১] নামক

১. এ শহরটি সামারকান্দীর জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। শহরটি প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইয়াকুত আলহামুবী এ শহরকে ভূস্বর্গ হিসেবে উল্লেখ করে জনৈক কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

للناس اخرهم جنة • وجنة الدنيا سمرقند

'মানুষের জন্য আরেকটি জান্নাত রয়েছে,
আর দুনিয়ার জান্নাত হলো সামারকান্দ।'

এ শহরে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় জ্ঞান চর্চার লীলাভূমিতে পরিণত হয়। ফলে আলিম, ফিকাহবিদ, সুফি সাধক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানপিপাসুদের অভীষ্ট লক্ষ্যস্থল হিসাবে গণ্য হয়। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সামারকান্দী, মুহাম্মদ ইবনে উসমান সামারকান্দী ও ইসহাক সামারকান্দী এই শহরেই জন্মগ্রহণ করার ফলে এ শহরের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।

[বিস্তারিত দ্র: তাফসির সামারকান্দী, ১ম খণ্ড]

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ নগরীতে এক রক্ষণশীল দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁর জন্মসাল ৩১০ হিজরির কথা বলেছেন।[২] সামারকান্দীর প্রকৃত নাম নসর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। পারিবারিক নাম আবুল লাইস। তাঁর বংশপরম্পরা সম্পর্কে শামসুদ্দিন যাহাবী বলেন :[৩]

"هو نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندى التوزى والبلخى الحنفى."

'নসর বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আসসামারকান্দী আততাওযী আলবলখী আলহানাফী।' তবে সামারকান্দী মুফাসসিরের চেয়ে ফকীহ হিসেবেই বেশি পরিচিতি লাভ করেন। এই পরিচিতির কারণ সম্পর্কে জীবনী লেখকগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো সামারকান্দী تنبيه الغافلين লেখা শেষ করে তা সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশে গমন করলেন। তিনি গ্রন্থটির যথার্থতা প্রমাণের নিমিত্তে রাসুল [স]–এর রওযা মোবারকে রাত্রি যাপন করলেন। ঐ রাত্রিতে তাঁর সাথে রাসুল [স]–এর যিয়ারত ঘটে। নবি [স] উক্ত কিতাবটি হাতে নিয়ে বললেন : "হে ফকীহ! তুমি তোমার কিতাবটি হাতে নাও।" এ কথা শুনে তার অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়। আর এরপর থেকেই রাসুলের দেয়া এই উপাধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেন এবং তাঁর মূল নাম ঢাকা পড়ে যায়।[৪] নবির [স] প্রাপ্ত এই উপাধিতে কেউ তাকে ডাকলে তিনি আনন্দবোধ করতেন। সামারকান্দে জন্মের কারণে তাঁকে সামারকান্দীও বলা হয়।[৫] তবে ড. হুসাইন আযযাহাবীর মতে, তিনি امام الهدى উপাধিতে ভূষিত হন।[৬] অবশ্য এই উপাধিটি আবুল মানসুর আলমাতুরিদীর।[৭] বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা প্রতিষ্ঠায় অনন্য কৃতিত্বের কারণে লোকেরা তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্লামা সামারকান্দীর পারিবারিক শিক্ষায়তনে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে গমন করেন। শিক্ষার্জনের ধারাবাহিকতায় খলিল ইবনে আহমাদ –এর কাছ থেকে ইলমুল হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করেন। এরপর তিনি বলখে গমন করে তৎকালীন বিখ্যাত আলিম মুহাম্মদ ইবনে ফদল আলবলখীর কাছ থেকে ইলমুততাফসিরে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিমদের থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।[৮]

---

২. সামারকান্দী, *বাহরুল উলুম*, বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

৩. যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯২ খ্রি., ১৬ শ খণ্ড, পৃ. ৩২২

৪. প্রাগুক্ত

৫. সামারকান্দী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.

৬. ড. হুসাইন আযযাহাবী, *আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭ খ্রি./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪

৭. ইমাম মাতুরিদী সামারকান্দের অধিবাসী। তিনি কবে কখন জন্মগ্রহণ করেন তা জানা যায় না। তবে যে তিনি ৯৯৪ খ্রি./৩৩৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমামুল হুদা, ইমামুল মুতাকাল্লিমিন, রাইসু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ও ইলমুল হুদা ইত্যাদি উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়। অনুরূপ তাঁকে আনসারীও বলা হয়। তিনি ধর্মতত্ত্বের মাতুরিদী শাখার প্রধান। মাতুরিদ সামারকান্দের একটি মহল্লাহর নাম। তিনি আলআশআরীর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু আলআশআরী তাঁর অপেক্ষা অল্প কিছুদিন পূর্বে ৩৩০/৯৪১ সালের কাছাকাছি সময় ইনতিকাল করেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে كتاب البيان وهم المعتزلة، كتاب المقالات، كتاب التوحيد، تاويلات اهل السنة অন্যতম। *[বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : অত্রগবেষণা অভিসন্দর্ভ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়]*

৮. মুকাদ্দামাতুত তাহকীক, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

কাসিম বিন কাতলুবাগা বলেন : تفقه ابو الليث على جعفر الهنداواني আবুল লাইস সামারকান্দী আবু জাফর আলহানদাওয়ানী থেকে ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন বলখী তাকে ছোট হানিফা (حنيفة الصغير) বলে ডাকতেন।[৯] তিনি তাফসির হাদিসের পাশাপাশি তর্কবিদ্যায়ও গভীর জ্ঞানার্জন করেন। সমকালীন সমাজে একজন বিশিষ্ট তর্কবিদ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংবাদ দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসুর আগমন ঘটে। তারা তাঁর থেকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষার্থীর মধ্যে লোকমান ইবনে হাকিম, মুহাম্মদ ইবনে আবদির রহমান ও নাঈম আল খতিবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০]

আল্লামা সামারকান্দী আমৃত্যু জ্ঞান গবেষণায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সমকালীন সমাজে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের একজন খ্যাতিমান পন্ডিত ছিলেন। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পারদর্শিতার কারণে তাঁর সুনাম–সুখ্যাতি সেকালের মানুষের মুখে মুখে বিরাজ করতো। তিনি ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য আজও হিদায়াত ও প্রেরণার উৎস হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. বাহারুল উলুম (بحر العلوم) : এটি সামারকান্দী তাফসির বিষয়ক রচনা। মুসলিম সমাজে এটি 'তাফসির আবু লাইস সামারকান্দী' হিসেবে বেশি পরিচিত।[১১] কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে এ তাফসিরে তিনি সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

২. কিতাবুন নাওয়াযিল ফিল ফিকহ (كتاب النوازل فى الفقه): এটি তাঁর ফিকহ বিষয়ক রচনা। ৩৭৬ হিজরিতে এ কিতাবটির লেখার কাজ সম্পন্ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি সমকালীন বিশেষজ্ঞ ফিকাহবিদদের রিওয়ায়িত সন্নিবেশ করেন। মুহাম্মদ ইবনে সাজা, মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল ও আবু বকর আলইসহাক এসব ফিকাহবিদের অন্যতম। তিনি গ্রন্থটির সূচনা বক্তব্যে বলেন :[১২]

"الحمد لله على نعمته التى لاتحصى"

৩. খাযানাতুল ফিকহ (خزانة الفقه): এটিও তাঁর ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ। তবে আদনাবীর তাবাকাতুল মুফাসসিরিন গ্রন্থে এ কিতবখানির নাম খাযানাতুল আকমাল (خزانة الاكمل) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ফিকহ বিষয়ক মাসআলা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ড. সালেহ আদদীন। এটি মিসর থেকে প্রথমবারের মত এক খন্ডে প্রকাশিত হয়। লেখক সূচনা বক্তব্যে বলেন :[১৩]

الحمد لله رب العالمين

৯. শামসুদ্দিন যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩১

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১১. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪

১২. হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনুন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮২ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮১

১৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪. তাম্বিহুল গাফিলীন (تنبيه الغافلين): এক খণ্ডে সমাপ্ত সামারকান্দীর এ গ্রন্থটি ওয়ায নসিহাত ও বিভিন্ন উপদেশমূলক বাণী দ্বারা সজ্জায়ন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সর্বমোট ৯৪ টি অধ্যায় রয়েছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সমকালীন চাহিদা মেটানোর জন্যে ফারসি ও তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়। এটি মিসর, কলকাতাসহ অনেক দেশ থেকে প্রকাশ পায়। গ্রন্থটি সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন :[১৪] "কিতাবটিতে অনেক মাওযু হাদিস রয়েছে। তবে গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের জন্য অনেক উপকারী ও ফলপ্রদ।" গ্রন্থটির সূচনা বক্তব্য হচ্ছে–

الحمد لله الذى هدانا لكتابه........ الخ.

৫. বুস্তানুল আরিফীন (بستان العارفين): হাদিসের আলোকে বিরচিত শরিআতের বিভিন্ন হুকুম–আহকাম ও আদাব–শিষ্টাচার সম্পর্কিত বর্ণনা এ গ্রন্থে গ্রন্থাবন্ধ করা হয়েছে। ১৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম তাম্বিহুল গাফিলীন (تنبيه الغافلين) –এর প্রান্তটীকায় প্রকাশিত হয়।[১৫]

৬. মুকাদ্দিমাহ ফি বায়ানিল কাবাইর ওয়াস সাগাইর (مقدمة فى بيان الكبائر والصغائر) : কবিরা ও সগিরা গুনাহ সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ এটি সামারকান্দীর প্রসিদ্ধ মুকাদ্দিমা গ্রন্থ। অনেকে এ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে জুননুন ইবনে আহমাদ, শায়খ আহমাদ, শায়খ মুসলেহ উদ্দিন মুস্তফা ইবনে যাকারিয়া, জিবরিল ইবনে হাসান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ভাষ্যগুলোর মধ্যে মুসলেহ উদ্দিনের আততাওহিদ নামের ভাষ্যগ্রন্থটি সর্ববৃহৎ ভাষ্যগ্রন্থ। এছাড়া আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ আলউসমানী আলআনসারী এ গ্রন্থটির একটি কাব্যরূপের নাম রাখেন। নামটি হচ্ছে–

المنح المعظمة فى نظم مسائل المقدمة

গ্রন্থটির সূচনা বক্তব্য হচ্ছে– بسم الاله ربنا مبتديا * والحمد لله المعظم تاليا.

৭. মুখতালাফ আর রিওয়াইয়্যাহ (مختلف الرواية) এক খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থে সামারকান্দী হাদিস বিষয়ক অনেক মতানৈক্যপূর্ণ বর্ণনা সন্নিবেশ করেছেন। জানা যায় এর একটি কাব্যরূপ ব্যাখ্যা গ্রন্থও রয়েছে। গ্রন্থটির সূচনা বক্তব্য হচ্ছে– الحمد لله المتفرد بذاته [১৬]

৮. কিতাবু উয়ুনিল মাসায়িল (كتاب عيون المسائل): এ কিতাবখানির নাম কেবল আল্লামা আদনাবী তাঁর তাবকাতুল মুফাসসিরিন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে এ কিতাবটির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১৭]

৯. কিতাবু তাসিসুন নাযায়ির (كتاب تأسيس النظائر): এ কিতাবখানির নামও কেবল আল্লামা আদনাবী উল্লেখ করেছেন। অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।[১৮]

---

১৪. মুজামুল মাতবুআত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫০
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. হাজী খলিফা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯৫
১৭. আদনাছাবী, *তাবকাতুল মুফাসসিরিন*, মদিনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ খ্রি./১৪০৭ হি., পৃ. ৯২
১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম উম্মাহর এই বিশ্বখ্যাত মনীষা গভীর অধ্যবসা ও গবেষণায় থেকে থেকে এক সময় জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যান। তাঁর মৃত্যুসাল সম্পর্কে জীবনীকারদের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহর গ্রন্থকারের মতে, তিনি ৩৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। দাউদীর মতে, তিনি ৩৯৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আর হাজী খলিফা কাশফুয যুনুন গ্রন্থে তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মতগুলো যথাক্রমে ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৩ হিজরি। তবে অভিজ্ঞমহলের মতে, তিনি ৩৯৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। অনেকের মতে, এমতটিই বেশি যৌক্তিক।[১৯] সামসুদ্দিন যাহাবীর মতে, তাঁর মৃত্যুসাল ৩৭৫ হিজরি।[২০] আদনাবীর মতে, ৩৭৩ হিজরি।[২১]

তাফসির পর্যালোচনা

আল্লামা সামারকান্দীর অনবদ্য রচনাশৈলীর কালজয়ী সৃষ্টি 'বাহারুল উলুম' তাফসির গ্রন্থখানি। মুসলিম মিল্লাতের কাছে এ তাফসিরখানি 'তাফসির সামারকান্দী' হিসেবে সমধিক পরিচিত। ভাষার মাধুর্য ও বর্ণনায় লালিত্যে সমৃদ্ধ তাফসিরখানি বিশ্বব্যাপী প্রামাণ্য তাফিসির হিসেবে বিবেচ্য। নিরলস পরিশ্রম ও গভীর পান্ডিত্যের ছোঁয়ায় বিরচিত তাঁর তাফসিরটি মুসলিম জাহানে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী তাফসির হিসেবে স্বীকৃত। সামারকান্দীর অবিস্মরণীয় কীর্তির প্রমাণ স্বরূপ এ তাফসিরটি সনদভিত্তিক তাফসিরেরও অন্যতম। এতে আলকুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির সংকলিত হয়েছে। যেসব বৈশিষ্ট্যে এ তাফসিরটি সমুজ্জ্বল এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হলো–

আল্লামা সামারকান্দী রচিত তাফসিরে 'বাহারুল উলুমে' যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি হচ্ছে تفسير القران بالقران বা কুরআনের এক আয়াত দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতের তাফসির। কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। যেমন আল্লাহর বাণী :[২২]

«والذين امنوا وعملوا الصلحت سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار»

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অবশ্যই আমি অচিরেই দাখিল করব এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।"

উপরোক্ত আয়াতে জান্নাত ও নহরের তাফসির পেশ করা হয়নি। তাই সামারকান্দীর মতে, জান্নাত দ্বারা ফলফুল দ্বারা বেষ্টিত বাগানকে বুঝানো হয়েছে। যার তলদেশ দিয়ে চারটি নহর বা ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। ঝর্ণাধারাগুলো হচ্ছে, পানির নহর, দুধের নহর, শরাবের নহর ও মধুর নহর। মুফাসসির তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি তাফসির হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী :[২৩]

«مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم»

---

১৯. হাদিয়াতুল আরেফিন, পৃ. ৪৯০ ; আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ২২০

২০. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩২

২১. আদনাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

২২. আলকুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত : ৫৭

২৩. আলকুরআন, *সূরা মুহাম্মাদ*, আয়াত : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এরূপ: সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু শরাবের নহর, আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধুর নহর এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকারের ফলমূল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা অনন্তকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে?"

সামারকান্দী কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য আয়াত ব্যাখ্যা হিসেবে না পেলে তিনি সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হতেন। কেননা সুন্নাহর ভিত্তিতে কুরআনের তাফসির করাকে তিনি অতীব শক্তিশালী মনে করতেন। তাঁর তাফসিরটির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবন্ধ করলে এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় অনায়াসে। তিনি প্রায় আয়াতেরই তাফসির করার জন্য হাদিস ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে সংশ্লিষ্ট আয়াতে উল্লিখিত শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন, অতপর আয়াতের সংশ্লিষ্ট হুকুম বর্ণনা করার পর তাঁর সমর্থনে হাদিস উপস্থাপনায় প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:[২৪] «غير

المغضوب عليهم ولاالضالين»

সামারকান্দীর মতে, غير المغضوب এর অর্থ হলো غير طريق اليهود বা ইয়াহুদীদের পথ ব্যতীত। ولا الضالين অর্থ হলো ولا النصارى বা খ্রিস্টান ব্যতীত। সকল তাফসিরকার এব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, المغضوب দ্বারা ইয়াহুদী ও الضالين দ্বারা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। তবে যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, তাহলে খ্রিস্টানগণ কি مغضوب এর অন্তর্ভুক্ত নয়? আর ইয়াহুদীরাই শুধু ضالون –এর অন্তর্ভুক্ত? তাহলে কেন مغضوب দ্বারা ইয়াহুদী এবং ضالون দ্বারা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, مغضوب দ্বারা ইয়াহুদী এবং ضالون দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে; তা হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। এটি নিছক কারো কোন ব্যক্তিগত অভিমত নয়। যেমন হযরত আদী ইবনে হাব্বান [রা] থেকে বর্ণিত, রাসুল [স] এরশাদ করেছেন:[২৫]

"ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين هم النصارى"

'অভিশপ্ত হচ্ছে ইয়াহুদী আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়।'

এ তাফসিরটি আসারের ভিত্তিতে রচিত। তিনি ব্যক্তিগত মতামতের (تفسير بالراى) দ্বারা কুরআনের তাফসির করাকে হারাম মনে করতেন। কেননা তিনি মনে করতেন তাফসিরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। রাসুল [স] বলেছেন :[২৬]

"من قال فى القران برائيه فليتبوأ مقعده من النار."

'যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত অভিমত দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।' হযরত ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত, রাসুল [স]। আরো বলেছেন :[২৭]

"من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"

২৪. আলকুরআন, *সুরা ফাতিহা*, আয়াত : ৭

২৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, *সহিহ বুখারী*, তাফসির অধ্যায়, পৃ. ১১০

২৬. আলহাদিস, জামে আততিরমিযী (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা: বি.আই.সি, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ১০১

২৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'যে ব্যক্তি ইলম ব্যতীত কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়।'

উল্লেখ্য এ তাফসিরের প্রারম্ভে الحث على طلب التفسير নামে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে তাফসির (تفسير بالراى) হারাম হওয়ার ব্যাপারে সনদসহ অনেক বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

তিনি তাফসির করতে গিয়ে কুরআন হাদিসের অনুপস্থিতে সাহাবিদের বাণী দ্বারা আয়াতের তাফসির করেছেন। তাফসির সামারকান্দী এরূপ অসংখ্য সাহাবির বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ। যেমন হযরত আলি [রা], হযরত উমর [রা], হযরত উবাই ইবনে কাব [রা], জারির ইবনে আবদিল্লাহ [রা], আবদুল্লাহ বিন যুবাইর [রা], আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রা] প্রমুখ খ্যাতনামা মুফাসসির সাহাবিদের অসংখ্য বাণী আয়াতের ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মুফাসসির প্রখ্যাত তাফসিরকার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] থেকেও অনেক বর্ণনা এ তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

তাফসির করতে গিয়ে মহানবি [স] থেকে রেওয়ায়িত না পেলে তিনি তাবিয়েদের বাণীর প্রতি ধাবিত হতেন। তাবেয়িদের মধ্যে প্রখ্যাত তাফসিরকারকদের রেওয়ায়িত তাঁর গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।এদের মধ্যে হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইকরামা, আতা, ওয়াহাব বিন মুনিব্বাহ, মুকাতিল, সুদ্দী ও কালবী [র] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে তিনি মুজাহিদ [র] থেকে বেশি রেওয়ায়িত গ্রহণ করেছেন।[২৯]

তিনি আয়াতের তাফসিরে প্রথমত শব্দগত বিশ্লেষণ অতপর রিওয়ায়িতের মাধ্যমে আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। শব্দগত বিশ্লেষণে তিনি কুরআনের আয়াত দ্বারা উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন رب العلمين এর ব্যাখ্যায় رب শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন : رب العلمين এর অর্থ হলো سيد العلمين আর আরবি ভাষার অভিধানে رب শব্দের অর্থ হলো السيد। -যেমন : ارجع الى ربك[৩০] এভাবে তিনি কুরআনের আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কখনো শীর্ষস্থানীয় অভিধানবেত্তাদের নামোল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে অভিধান বিশারদ খলিল ইবনে আহমাদ, জুযায, ফাররা ও আসমাঈর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এদের নামোল্লেখ না করে, কেবল قال اهل اللغة বাক্য ব্যবহার করে তাফসির পেশ করেছেন।

কুরআনের কঠিন শব্দের অর্থ খুঁজে না পেলে তিনি প্রাচীন আরবি কবিতার শরণাপন্ন হয়েছেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই হযরত উমর [রা] কবিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন:[৩১]

"عليكم بديوانكم قالوا وما ديوانا قال شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعنى كلامكم."

---

২৮. সামারকান্দী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. আলকুরআন, *সুরা ইউসুফ*, আয়াত : ৫০

৩১. ড. হুসাইন আযযাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের জন্য দিওয়ান অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তারা বললো, আমাদের দিওয়ান কোনটি? তিনি বললেন, জাহেলী যুগের কবিতা। নিশ্চয়ই তাতে তোমাদের কিতাবের (কুরআনের) তাফসির ও তোমাদের কালামের অর্থ রয়েছে।" তাই সামারকান্দী কুরআনের জটিল শব্দের অর্থ অনুধাবনে তাঁর তাফসিরে আরবি কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৩২]

«اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة»

"যখন আপনার রব ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা–প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" আয়াতের الملائكة শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ শব্দটি الك-يالك থেকে এসেছে। যার অর্থ রিসালাহ। যেমন কবির কবিতায় :[৩৩]

"وغلام ارسلته امه بالوك فبذلنا ماسأل"

এভাবে কবি امين শব্দের কিরাআত–পঠন রীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এ শব্দটি মাদ্দসহ (مد) কিংবা বর্জন করে পড়লে একই অর্থ হয়। যেমন কবি বলেন :[৩৪]

يارب لا تسلبنى حبها ابدا * يرحم الله عبدا قال أمين

অন্য এক কবি বলেন :[৩৫]

تباعد عنى فطحل اذ دعوته * امين فزاد الله ما بيننا بعدا

এভাবে সামারকান্দী আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে অনেক ফিকহী মাসআলা–মাসায়িলও আলোচনা করেছেন। আল্লাহর বাণী :[৩৬]

«فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »

"তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে উক্ত স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"

আলোচ্য আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে মুফাসসির বলেন, তিন তালাক প্রদান করার পর ঐ মহিলার জন্য আর বৈধ হবে না যতক্ষণ না ঐ মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার সহবাস হওয়া শর্ত। এমর্মে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের [রা] বর্ণিত হাদিস দলিল হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, একদা রিফা আলকারযী নিজ স্ত্রী তামিমা বিনতে ওয়ারকে তিন তালাক প্রদান করলে স্ত্রী রাসুলের শরণাপন্ন হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! রিফা আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছে। অতপর (ইদ্দত শেষে) আব্দুর রহমান আমাকে বিবাহ করে। কিন্তু আমি তাকে নপুংষক হিসাবে পেয়েছি। রাসুল [স] একথা শুনে বললেন, তুমি পুনরায় রিফার কাছে ফিরে যেতে চাও? মহিলাটি যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে হ্যাঁ বললেন। তখন রাসুল [স] বলেন : তুমি রিফার কাছ ফিরে যেতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তুমিও তার স্বাদ গ্রহণ করবে।[৩৭]

৩২. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ৩০

৩৩. সামারকান্দী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. আলকুরআন, *সুরা বাকারা,* আয়াত : ২৩০

৩৭. বিস্তারিত দ্র: তাফসির সামারকান্দী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার তাঁর তাফসিরে ইসরাইলী বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এ কারণে তাঁর তাফসিরের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। তবে তিনি এসব বর্ণনা পরিত্যাগ করেননি। যেমন আল্লাহর বাণী :[৩৮]

«فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه»

"কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলিত করলো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বের করে দিলো।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সামারকান্দী হযরত ইবনে আব্বাস [রা] থেকে যে রেওয়ায়িত উল্লেখ করেন তা মূলত ইবনে আব্বাস [রা] আহলে কিতাবের থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাটি হচ্ছে এরূপ :

বিহিশতে হযরত আদম [আ]-এর বসবাস ও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতপ্রাপ্ত দেখে শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। সে আদমকে বেহেশত থেকে বের করার জন্য সাপের আকৃতি ধারণ করে বিহিশতের দরজায় এসে আদম ও হাওয়া [আ] কে ডাক দেয়। এরপর সে উভয়কে বলতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক ঐ গাছের কাছে এজন্য যেতে নিষেধ করেছেন যে, যদি তোমরা ঐ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা ফিরিশতায় পরিণত হবে। একথা শুনে তারা ফল খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হলেন এবং উভয়েই ফল খেয়ে নিলেন।[৩৯]

সামারকান্দীর তাফসিরে ইসরাইলী রেওয়ায়িত উল্লেখ করার কারণ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাওরাত কিতাব অধ্যয়ন করতেন। এছাড়াও আহলি কিতাবের পন্ডিতদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল। যে কারণে তিনি সহজেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন।[৪০] অবশ্য একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, শুধু সামারকান্দী নন অনেক প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ তাদের তাফসিরে কম-বেশি ইসরাইলী রেওয়ায়িত ব্যবহার করেছেন। সর্বপ্রথম সাহাবিদের বর্ণনার মাধ্যমে তাফসির শাস্ত্রে ইসরাইলী রেওয়ায়িতের অনুপ্রবেশ ঘটে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সামারকান্দীর তাফসিরের আরো একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন শব্দের কিরাআত বা পঠনরীতি উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতের একাধিক কিরাআত উল্লেখ করে প্রাজ্ঞ আলিমদের মতামত বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রামাণ্য মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৪১]

«مالك يوم الدين»

এ আয়াতে مالك শব্দের পঠনরীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে নাফে ইবনে কাসির, হামযা, আবু আমর ইবনুল আলা ইবনে আমের প্রমুখের মত উল্লেখ করেছেন। এদের মতে, ملك শব্দটি আলিফ ছাড়াই ملك পড়া যায়। তবে আছিম কাসায়ী ملك শব্দটি আলিফের সাথে مالك -ই পড়েছেন। এদের মতে আলিফসহ مالك পড়া গুণাগুণ বর্ণনার দিক থেকে অধিক যৌক্তিক। কেননা বলা হয়ে থাকে مالك الدابة مالك الدار কিন্তু ملك الدار বা ملك الدابة বলা হয় না। পক্ষান্তরে যারা আলিফ ছাড়া

৩৮. আলকুরআন, *সূরা বাকারা*, আয়াত : ৩৬

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. মুকাদ্দামাতুত তাফসীর, পৃ. ৫৬

৪১. আলকুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত : ৩

Dhaka University Institutional Repository

ملك পড়েন তাদের যুক্তি হচ্ছে– ملك গুণাগুণ বর্ণনায় অধিক অর্থবহ। কেননা যখন তুমি বলবে فلان ملك هذه البلدة –এর দ্বারা প্রভুত্ব বুঝাবে, মালিকানা বুঝাবে না। আর যদি مالك هذه البلدة পড়, তবে এর দ্বারা প্রকৃত মালিকানা বুঝাবে। মালিক ইবনে দিনার আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মহানবি [স], আবু বকর [রা], উমর [রা], উসমান [রা], আলি [রা] الحمد لله رب العلمين[৪২] দ্বারা সালাত শুরু করতেন এবং مالك يوم الدين আলিফসহ পাঠ করতেন।

সামারকান্দী বলেন, আমার পিতা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাজা আলবলখীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি কাসাইর পঠনরীতি অনুযায়ী مالك يوم الدين পড়তেন। তিনি একদা রাতে এই মর্মে স্বপ্নে দেখলেন যে, জনৈক আগন্তুক ব্যক্তি তার কাছে আলিফ ছাড়া ملك পড়ার কারণ জানতে চাইলো। তাঁকে বললেন, তোমার কাছে কি রাসুলের [স] হাদিস পৌঁছেনি? তিনি [স] বললেন, اقرؤا القران فخما مفخما –তিনি আরো বললেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তাকে প্রত্যেকটি অক্ষরে দশটি করে নেকী প্রদান করা হয়, তুমি প্রত্যেক কিরাআতে কেন দশটি নেকী কম অর্জন করছো? ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি অভিধানবেত্তা কুতরুব এর শরণাপন্ন হয়ে তার কাছে مالك ও ملك পড়ার পার্থক্য জানতে চান। তিনি বললেন, ملك অর্থ হলো রাজা–বাদশা আর مالك অর্থ যিনি রাজা–বাদশাহর মালিক। এরপর তিনি বিখ্যাত কারী কাসাইর কিরআত– পঠনরীতি অনুযায়ী আলিফসহ مالك পড়তে লাগলেন।[৪৩]

এছাড়া সামারকান্দী তাঁর তাফসিরে নাসিখ–মানসুখ, মাক্কী–মাদানী ও আসবাবুন নুযুলসহ অনেক বিষয়ের প্রাণবন্ত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যা তার তাফসিরখানিকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

বস্তুত আল্লামা সামারকান্দী একজন ক্ষণজন্মা মুফাসসির। তিনি তাঁর মেধা–মনন দিয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করে বিশ্বখ্যাত একটি তাফসির রচনা করেছেন। যা কালের গন্ডি পেরিয়ে একুশ শতকেও বিশ্ববাসীর কাছে সমভাবে সমাদৃত হচ্ছে। তাফসির অভিজ্ঞানে তাঁর এই ব্যতিক্রমী সংযোজন অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল।

৪২. আলকুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত : ১

৪৩. সামারকান্দী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : ৩

আবু জাফর আততাহাবী

[জন্ম : ২৩৯/৮৫৩; মৃত্যু: ৩২১/৯৩৩]

আলকুরআন মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ বাণী সমষ্টি। এই বাণীকে সমুন্নত করা তথা এর আবেদন বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দেয়ার জন্য প্রত্যেক যুগে অসংখ্য মুসলিম মনীষী আত্মোৎসর্গ করেছেন। কুরআনের দাবিকে সহজ–সরল ভাষায় মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পবিত্র কুরআনের দুইটি উপাদান আছে। একটি নযম (نظم) বা মূলপাঠ, আর অন্যটি হচ্ছে মানা (معنى) বা অর্থ।[১] মূলপাঠের কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যাদান কার্য রাসুল [স]–এর জীবনকাল থেকেই চলে এসেছে। জীবদ্দশায় রাসুল [স] নিজেই ছিলেন কুরআনের ভাষ্যকার। সাহাবিদের মাঝে কখনো কোন আয়াতের খুঁটিনাটি প্রশ্নের উদ্রেক হলেও অনেক সময় ধৈর্যধারণ করতেন, আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন :[২] সকল বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না, যদি জবাব প্রকাশ করে দেয়া হয়, তবে তোমাদের ক্ষতি হবে।" প্রয়োজনে আল্লাহ রাসুল [স]–এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতেন। আবার কখনোবা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রশ্নকারী বেশে হযরত জিবরাইল [আ] কে প্রেরণ করতেন।[৩] রাসুলের [স] ইনতিকালের পর সাহাবিগণ ও পরে তাবেয়িগণ কুরআন ব্যাখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই ধারা অব্যাহত রাখেন। প্রাথমিক পর্যায় তাফসির হাদিস গ্রন্থের সাথে গ্রন্থিত হলেও হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংগ্রহ ও গ্রন্থনার সাথে সাথে কুরআনের ভাষ্য রচনা ও জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় রূপ পরিগ্রহ করে। বলাবাহুল্য এ সময়েই আবু জাফর আততাহাবীর [মৃ. ৩২১ হি.] আগমন ঘটে। তিনি ছিলেন হিজরি তৃতীয়–চতুর্থ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান তাফসির শাস্ত্রবিদ। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ আলিম, হাদিস বিশারদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ ও ইসলামি শরিআতে ইজতিহাদের অন্যতম যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব। তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ ও আকায়িদসহ ইসলামের বহু বুনিয়াদী বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনার জন্য ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম তাহাবীর নাম অবিস্মরণীয়। হাদিসের প্রামাণ্যতমনির্ভর ফিকহের বস্তুনিষ্ঠতা বিশ্লেষণ, নিরূপণ ও এ দু'য়ের সমন্বয় পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থাবলি রচনায় তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহর মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। হানাফী ফিক্‌হ–এর অনুসৃত সূত্রে ফিকহবিদ হিসেবে তাঁর ইজতিহাদ ইমাম আবু হানিফা [মৃ.১৫০/৭৬৭]–এর কর্মকাণ্ডের সম্পূরক মনে করা হয়। সিহাহসিত্তার সংকলকগণ ইসনাদের মানদণ্ডে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে নিজ নিজ পদ্ধতি ও শর্তানুসারে তাঁদের গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। এ কারণে হাদিসের মতনের তুলনায় ইসনাদের গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। কিন্তু ইমাম তাহাবী এক্ষেত্রে এক অভিনব ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি সনদের সাথে সাথে মতনের প্রতিও বিশেষ গরুত্বারোপ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম

১. আলকুরআন, *সূরা মায়িদা,* আয়াত : ১০১

২. সহিহ বুখারী, ২ : ২৭

৩. Muhammad Ali, *The Religion of Islam,* Lahor : 1950, P. 61 Quotes narration of a Hadith by Abu Hurairah in Support of this statement.

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন ও দুর্বোধ্য হাদিসের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের উদ্দেশে হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন, হাদিস শাস্ত্রে তা আজও এক অতুলনীয় অবদান হিসেবে স্বীকৃত। আহকাম সম্পর্কিত হাদিস একত্রে সন্নিবেশ করে ইমামদের মতামত উল্লেখকরণের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের সম্মান অর্জন করেছেন। ইমাম তাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাফসিরুল কুরআন রচনায় অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ও অপূর্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক সামআনীর [মৃ. ৫৬২ হি./১১৬৬ খ্রি.] বর্ণনা মতে, ইমাম তাহাবী দশম আব্বাসী খলিফা আলমুতাওয়াক্কিলের সময় [২৩২ হি./৮৪৭ খ্রি.–২৪৭ হি./৮৬১ খ্রি.] জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তখন মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা স্থীতিশীল ছিল না। তবে সামাজি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই উন্নত। ব্যবসায়–বণিজ্য, শিল্প–কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিসর ছিল উন্নতির চরম শিখরে। এ সময় ফুসতাত শহর উন্নতির দিক দিয়ে বাগদাদ শহরকেও ছাড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আলমাকদিসী বলেন :[৫]

"انها (مدينة الفسطاط) ناسخ بغداد ومفخر الاسلام ومتجر الانام واجل من مدينة السلام."

“নিঃসন্দেহে এটি [ফুসতাত নগরী] বাগদাদের সৌন্দর্য ম্লানকারী, ইসলামের গৌরবজনক বাণিজ্য কেন্দ্র ও শান্তির নগরী [বাগদাদ] থেকেও শ্রেষ্ঠতম।” এ সময়ে মিসরের অধিকাংশ গ্রামবাসী খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিল। তারা কিবতী ভাষাভাষী।[৬] তাহাবীর সময় আব্বাসীয় যুগ ছিল বিভিন্নমুখী সংস্কৃতি ও বিবিধ জ্ঞান–বিজ্ঞানের লীলাকেন্দ্র। খলিফা আলমামুন প্রতিষ্ঠিত [৮৩০ খ্রি.] ‘বাইতুল হিকমা’ জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তখন জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রভূত ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। হিজরি তৃতীয় শতকের শেষাংশ থেকে চতুর্ত শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা–দীক্ষা ও জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৭] এ শতক মূলত তাফসির অভিজ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার শতক। এ শতকে তাফসিরের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও নানান ধারার তাফসির রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম তাহাবীও এতে শামিল হয়ে তাফসির রচনায় অবদান রাখেন। এখানে ইমাম তাহাবীর জীবনকথা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

জীবনকথা

বিশ্ব বরেণ্য পন্ডিত আল্লামা আবু জাফর আততাহাবী ২৩৯ হি./৮৫৩ খ্রি. মিসরের নিভৃত পল্লী ‘তাহা’ [৮]তে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] এই গ্রামের নামানুসারে তাঁকে তাহাবী বলা হয়। এই নামে তিনি

---

৪. Samani, *Alansab*, Leyden : E.J. Brili imprime Rie orientale London : Luzac & Co. 46 Great Russell Street, 1912, P. 369

৫. আলমাকদিসী, *আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম*, লিডেন : মাতবাআতুল ব্রিল, ১৯০৬ খ্রি., পৃ. ১৯৭

৬. প্রাগুক্ত

৭. আহমাদ আমিন, *যুহরুল ইসলাম*, কায়রো : মাকতাবাতুল নাহদাহ ওয়াল মিছরিয়া, ৭ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫

৮. তাহা ঃ মিসরের একটি গ্রামের নাম। গ্রামটির ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে। মিসরের সাইদ এলাকায় এর অবস্থান। প্রাচীনকালে এটি একটি কর্মব্যস্ত নগরী ছিল। সাইদ এলাকায় এই নামে আরো ৩টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে দুইটি বনি সুওয়াইফ এর অন্তর্ভুক্ত এবং একটি আলমুনিয়া-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহা এই মুনিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য হামাবীর মতে, ‘তাহা’ নীল নদের পশ্চিম দিকে উত্তর সাইদে অবস্থিত একটি জেলার নাম। আবু জাফরকে এই জেলার দিকেই সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। আর সামআনীর মতে, ‘তাহা’ সাইদ অঞ্চলের নিম্নাংশের একটি গ্রাম। এখানে লাল কাদামাটি দিয়ে কলস তৈরি করা হয়। আমাদের জানামতে সকল ঐতিহাসিক ‘তাহা’ কে মিসরের সাইদ বা উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে তাগরী বারদী এই মতের সাথে একমত নন। *[বি: দ্র: হামাবী, মুজামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০]*

৯. তাহাবীর জন্মসাল সম্পর্কে কমপক্ষে ১০টি অভিমত রয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে- ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৮৮ ও ৩৩১ হি. সাল। অধুনাকালে ২২৯ হি. সাল বেশি প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, এর আদলে তাঁর মূল নাম ঢাকা পরে যায়। তবে ইমাম হামাবীর মতে, ইমাম তাহাবী 'তাহা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। তবে তিনি এই গ্রামেরই নিকটবর্তী একটি গ্রাম 'তাহাতুত'–এর অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এই গ্রামের নামানুসারে সম্পৃক্ত হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না।[১০] তাঁর পুরো নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালামাহ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামাহ ইবনে সুলাইম ইবনে সুলাইমান ইবনে জনাব।[১১] অধিকাংশ জীবনীকার তাহাবীর বংশধারা বর্ণনায় আবদুল মালিক পর্যন্ত একইভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে খাল্লিখান 'সালামাহ' নামটি উল্লেখ করেননি।[১২] তাঁর উপনাম আবু জাফর; ইয়ামানের আযদ হাজার গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আযদী ও হাজরীও বলা হয়।[১৩] আলজীযাহ শহরের দিকে আরোপ করে তাঁকে আলজীযীও বলা হয়।[১৪] তিন পিতা ও মাতার দিক থেকে দক্ষিণ ও উত্তর আরবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ইমাম তাহাবীর পরিবার বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জানা যায়, তাহাবীর দাদা সালামাহ মিসরের সেনাবাহিনী ও তথাকার রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা থেকেই হাদিস শ্রবণ করেন।[১৫] তাঁর পিতা ২৬৪ হি./৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।[১৬] তাঁর মাতাও ইসলামি আইন শাস্ত্রের একজন সুবিজ্ঞ মহিলা ছিলেন। যিনি আরবের আদনান গোত্রের সদস্য ছিলেন। জীবনীকারদের মতে, তাঁর মাতার নাম জানা যায় না। তবে ইমাম সুয়ুতী [মৃ.৯১১/১৫০৫] তাকে মিসরের শাফেয়ি মাযহাব অনুসারী ফিকহ শাস্ত্রবিদদের একজন মনে করেন।[১৭]

তাহাবীর পিতা মুহাদ্দিস ও মাতা ফকীহ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা তাঁদের কাছেই সমাপ্ত করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন।[১৮] তিনি কুরআন শরিফ মুখস্থ করেন এবং কুরআনের ১০টি পঠন পদ্ধতি [কিরআতে আশারাহ] সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করেন।[১৯]

এভাবে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আরবি ব্যাকরণ নিজ গৃহেই সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য শহরে গমন করেন। তিনি সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিম ও তাহাবীর মামা মুযানীর কাছে হাদিস, শাফেয়ি ফিকহ ও মুসনাদ অধ্যয়ন করেন।[২০] কাব্যকলার প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি অন্যের কাছে যেসব কবিতা শ্রবণ করতেন সেসব কবিতা পিতাকে শুনায়ে পিতার মতামত গ্রহণ করতেন। যেমন :[২১]

১০. হামাবী, *মুজামুল বুলদান*, বৈরুত : দারুল কুতুব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০
১১. কাতলুবাগা, *তাজুত তারাজিম*, বাগদাদ : মাকতাবাতুল আনী, ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ৮-৯
১২. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান*, মিসর : মাতবাআতুল নাহদাহ আলমিসরিয়া, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩
১৩. সামআনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
১৪. কালকাসন্দী, *সুবহুল আশা*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২
১৫. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. আবদুল মজিদ মাহমুদ, *আবু জাফর তাহাবী ওয়া আসারুহু ফিল হাদিস*, কায়রো : আলমাজলিসুল আলা, ১ম সংস্করণ ১৩৬৫ হি./১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ৫১
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৯. ইবনুল আমির, *গায়াতুল বায়ান*, মিসর : মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৩৫১ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২
২০. মোল্লা আলি কারী, *আলআসমারুল জানিয়্যাহ*, পাটনা : খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, হস্তলিপি, নং ২৫৪১, পৃ. ৯৮
২১. তাহাবী, *মুশকিলুল আসার*, হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মাআরিফ, ১৩৩৩ হি./১৯১৫ খ্রি., পৃ. ১১১-১১২

Dhaka University Institutional Repository

لقد كان ذوالقرنين قبلك مسلما + ملكا تدين له الملوك وتحشد

بلغ المشارق والمغرب يبتغى + اسباب علم من حكيم مرشد

فراى مغيب الشمس عند غروبها + فى عين ذى خلب وشاط حرمد.

"তোমার পূর্বে যুলকারনাইন ছিলেন একজন মুসলমান বাদশাহ। সমকালনীন বাদশাগণ তাঁর অনুগত থাকতেন এবং তাঁর কাছে সমবেত হতেন। তিনি সুবিজ্ঞ ও পথ প্রদর্শকের পক্ষ থেকে জ্ঞানের উপাত্ত লাভের সন্ধানে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে উপনীত হন।"

তখন তিনি সূর্যাস্তের সময় তাঁর অন্তস্থলকে কর্দমাক্ত কালো মাটিযুক্ত একটি কূপরূপে দেখতে পেলেন।"

এই কবিতাটি পিতার সামনে উপস্থাপন করলে কবিতাটি ছন্দের দিক থেকে অসামঞ্জস্য বলে মন্তব্য করেন। পিতা কবিতাটি উদ্ধৃত করে শুনালে তাহাবী পিতার উদ্ধৃত কবিতাকে সঠিক বলে মন্তব্য করে বলেন :[২২]

"هذا هو الصواب حتى تلتئم توافى هذه الابيات وتعود كلها الى الحروف المكسرة الروى ولاتختلف."

ইমাম তাহাবীর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মাযহাব পরিবর্তন করা। এর কারণ সম্পর্কে সিরাজী [মৃ. ৪৭৬ হি./১০৮৩ খ্রি.] বলেন :[২৩]

"أخذ العلم عن ابى عمران وعن ابى خازم وغيرها. وكان شافعيا يقرأ على ابى ابراهيم المزنى - فقال يوما والله لاجاء منك شئ فغضب (ابو جعفر) من ذلك وانتقل إلى (ابوجعفر بن ابى عمران) فلما صنف مختصره قال : رحم الله ابا ابراهيم اوكان حيا للكفر عن يمينه."

"তাহাবী আবু জাফর ইবনে ইমরান এবং আবু খাযিম প্রমুখ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ সময় তিনি আবু ইবরাহিম মুযানী থেকে জ্ঞান লাভ করেন। এ সময়ে একদা বললেন : 'আল্লাহর শপথ! তোমার থেকে সৃজনশীল কিছু আশা করা যায় না।' এতে তাহাবী রাগান্বিত হয়ে আবু জাফর ইবনে আবু ইমরান–এর কাছে চলে আসেন। অতপর যখন তিনি তার 'মুখতাসার' কিতাবখানি রচনা করেন তখন তিনি বললেন : 'আল্লাহ আবু ইবরাহিমের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি জীবিত থাকলে নিজ শপথের কাফফারা আদায় করতেন।"

অনুরূপ একটি কারণ আবদুল কাদির আলকুরাশী তাঁর গ্রন্থে আবুল হুসায়ন আল কুদুরী থেকে বর্ণনা করে বলেন :[২৪]

"كان ابو جعفر الطحاوى يقرأ على المزنى فقال له يوما والله لاافلحت فغضب وانتقل من عنده"

"আবু জাফর আতাহাবী মুযানী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। একদা মুযানী তাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'আল্লাহর শপথ! তুমি সফলকাম হতে পারবে না।' এতে তাহাবী রাগান্বিত হন এবং তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন।"

২২. প্রাগুক্ত

২৩. সিরাজী, *তাবকাতুল ফুকাহা*, বাগদাদ প্রেস, ১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ৪১-৪২

২৪. কুরাশী, *আলজাওয়াহিরুল মুদিয়াহ*, হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মাআরিফ, ১ম সংকরণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ইমাম তাহাবী নিজে তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের অন্য একটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনাটি হচ্ছে– আবু আলি খলিলী তাঁর কিতাবুল ইরশাদ গ্রন্থে ইমাম মুযানী–এর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ইমাম তাহাবী ইমাম মুযানীর বোনের পুত্র ছিলেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশশুরুতী একদা ইমাম তাহাবীকে স্বীয় মামার বিরোধিতা করে ইমাম আবু হানিফা [র]–এর মাযহাব গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এর জবাবে তাহাবী বলেন, মামাকে সব সময়ই ইমাম আবু হানিফার গ্রন্থাবলি মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করতে দেখতাম। আর এ কারণেই আমি মাযহাব পরিবর্তন করি।[২৫]

বস্তুত ইমাম মুযানীর কথায় যে ইমাম তাহাবী রাগান্বিত হয়েছিলেন, তা ইমাম তাহাবীর একটি সপ্নে দেখা বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম মুযানী ইনতিকালের পর ইমাম তাহাবী স্বপ্নে দেখেন যে, মুযানী তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন :[২৬] يا ابا جعفر! اغضبك وكررها مرتين "হে আবু জাফর! আমি তোমাকে রাগান্বিত করেছি। হে আবু জাফর! আমি তোমাকে রাগান্বিত করেছি।

ইমাম তাহাবী মাযহাব পরিবর্তনের পর হানাফী শায়খদের সংস্পর্শে আসেন। এ ক্ষেত্রে কাযী বাক্কার ইবনে কুতাইবা এবং আহমাদ ইবনে আবু ইমরানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের থেকে তিনি নানান বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ২৬৮ হি. সালে সরকারি নির্দেশে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সেখানে তিনি দামিশকের প্রধান কাযী আবু খাযিম আবদুল হামিদ ইবনে আবদুল আযিয [মৃ. ২৯২ হি.] থেকে ফিকহ বিষয়ে পড়াশুনা করেন।[২৭] এ সফরে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস, গাযাহ ও আসকালান শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[২৮]

ইমাম তাহাবীই সর্বপ্রথম যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার বলে মিসরের নায়েবে কাযীর পদ অলংকৃত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারী, আলিম সমাজ ও জ্ঞানী গুণী মহলে তাঁর মর্যাদা ও পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমাম তাহাবীর বৈষয়িক উন্নতিও সাধিত হয়। তাঁর প্রাথমিক জীবন দরিদ্রতায় কাটলেও কাযীর পদ অলংকৃত করার পর সচ্ছলতা ফিরে পান। তবে এই সচ্ছলতার কারণ ছিলো উপহার সামগ্রী হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া। কাযী থাকাকালীন সময়ে তিনি অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি তাঁর ওস্তাদ বাক্কারের সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এতে তাঁর ফিকহ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবেও সচ্ছল হন। তাহাবীর লিখিত বক্তব্যের প্রতি শাসকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তিনি কাযীকে তাহাবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ওস্তাদ বলেন, তিনি আমার সেক্রেটারী। তিনি আবার তাঁর কুনিয়াত জিজ্ঞাসা করেন। কাযী বললেন, তাঁর কুনিয়াত আবু জাফর। তখন তিনি তাহাবীর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন :[২৯]

"اطال الله بقائه وادام عزه واعلاة لجميع ما في هذا الكتاب."

'হে আবু জাফর! আল্লাহ তোমার স্থায়িত্ব দীর্ঘ করুন, তোমার সম্মান ও মর্যাদা সুউচ্চ করুন।

---

২৫. আলইয়াফী, *মিরআতুয যামান,* পাটনা : খোদা বখশ লাইব্রেরি, হস্তলিপি নং ২২২৭, প্রসেস নং ২৪২৮, পৃ. ১৯৫

২৬. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০

২৭. আবদুল হাই লাখনাবী, *ফাওয়াইদুল বাহিয়াহ,* পৃ. ৩২

২৮. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০

২৯. মুহাম্মাদ ইউসুফ, *মুকাদ্দামাতু আমানিল আহবার,* পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাবী উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন আল্লাহভীরু মানুষ ছিলেন। আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। দ্বীনদার আবিদ ইমাম তাহাবীর অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পরে। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর প্রজ্ঞার কথা সেকালে মানুষের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সমকালীন পণ্ডিতগণের মন্তব্যে সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে এসব মনীষীর কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

ইবনুল ইমাম হাম্বলী বলেন :[৩০] ইমাম তাহাবী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন শায়খ, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং প্রখ্যাত আলিম। তিনি ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

আল্লামা সুয়ুতী বলেন :[৩১] ইমাম তাহাবী ছিলেন হাদিস শাস্ত্রের হাফিয, অভিনব কিতাবসমূহের প্রণেতা; বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী এবং ফিকহ শাস্ত্রবিদ। তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে এরূপ অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আর কাউকে পাওয়া যায় না। তাঁর ইনতিকালের পর মিসরে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে।

আল্লামা যাহাবী বলেন :[৩২] ইমাম তাহাবী প্রতিষ্ঠিত রাবী এবং সুবিজ্ঞ ফকিহ ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর সমকক্ষ আলিম ছিল বিরল।

ইবনুল আসির বলেন :[৩৩] তাহাবী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন সুবিজ্ঞ ফিকহবিদ, ইমাম ও বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী। ইবনে আবদুল বার বলেন :[৩৪] তিনি ছিলেন কুফাবাসীদের ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি, তদুপরি ফিকাহবিদদের মাযহাবেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল।

আল্লামা ইবনে তাগরী বারদী বলেন :[৩৫] তিনি ছিলেন ফিকহশাস্ত্রবিদ, হাদিস-বিশারদ, হাদিসের হাফিয, ইখতিলাফুল উলামা, আহকাম, আরবি অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রে সমকালীন যুগের অপ্রতিরোধ্য ইমাম ও অনবদ্য গ্রন্থসমূহের প্রণেতা।

ইবনে কাসির বলেন :[৩৬] তিনি ছিলেন হানাফী ফিকহ-এর মূল্যবান গ্রন্থাবলির অন্যতম রচয়িতা। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত রাবী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের অন্যতম ছিলেন।

ইবনুল জাওযী বলেন :[৩৭] ইমাম তাহাবী একজন বিখ্যাত রাবী, প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কাতলুবাগা বলেন :[৩৮] তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ফিকাহবিদ ও ইমাম ছিলেন।

---

৩০. ইবনুল ইমাদ, *শাযরাতুয যাহাব*, কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হি./ ১৯৩২ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮
৩১. সুয়ুতী, *হুসনুল মুহাদারাহ*, মিসর : মাতবাআতু ইদারাতিল ওয়াতান, ১২৯১ হি./১৮৮২ খ্রি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮
৩২. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০
৩৩. ইবনুল আসির, *আললুবাব, মাতবাআতুস সাআদাহ*, ১৩৫৬ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২
৩৪. ইবনে আবদুল বার, *জামিউল বায়ানিল ইলম*, মিসর : আলমুনিরিয়া, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯
৩৫. ইবনে তাগরী বারদী, *আন নুজুমুয যাহিরাহ*, মিসর : ওযারাতুস সাকাফাহ, ৮৫৫ হি./১৪৮০ খ্রি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০
৩৬. ইবনে কাসির, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ২য় সংস্করণ ১৯৭৭ খ্রি., ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৪
৩৭. ইবনুল জাওযী, *তারিখুল মুলূক ওয়াল উমাম*, হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৩৫৭ হি., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫০
৩৮. ইবনে কাতলুবাগা, *তাজুত তারাজিম*, বাগদাদ : মাতবাআতুল আনী, ১৯৬২, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাবী সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে জ্ঞান চর্চা ও অধ্যবসায় মনোযোগ দিতে পারেননি। চাকরির সময় জ্ঞান চর্চায় কিছুটা হলেও বিঘ্ন ঘটে। তবে পরবর্তীতে জ্ঞান গবেষণায় সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং চাকরি থেকে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করেন। জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা একথার প্রমাণ বহন করে। তঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে–[৩৯]

০১. আহকামুল কুরআন;

০২. তাফসিরুল কুরআন;

০৩. শারহু মাআনিল আসার;

০৪. আলমুখতাসারুল কাবির;

০৫. আলমুখতাসারুল সাগির;

০৬. কিতাবুল আশরিবা;

০৭. শারহু জামিইল কাবির;

০৮. শারহু জামিউস সাগির;

০৯. ইখতিলাফুল উলামা;

১০. বায়ানু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত;

১১. আততারিখুল কাবির;

১২. আলখিতাবাত ফিল ফুরূ;

১৩. শারহুল মুগনী;

১৪. আননাওয়াদির ওয়াল হিকায়াত;

১৫. আলমুহাজির ওয়াস সিজিল্লাত;

১৬. জুযউন ফির–রাযিয়াহ;

১৭. জুযআনি ফির রাদ্দি আলা ইসা ইবনে আব্বান;

১৮. আররাদ্দু আলা আবি উবায়দা ফিমা আখতাআ ফিহি ফি কিতাবিল আনসাব;

১৯. জুযআনি ফি ইখতিলাফির রিওয়ায়াত আলা মাযহাবিল কুফিয়্যিন;

২০. আখবু আবি হানিফাহ ওয়া আসহাবিহী/মানকিবু আবি হানিফাহ;

২১. আশশুরুতুল কাবির;

২২. আননাওয়াদিরুল ফিকহিয়া;

২৩. জুযউন ফি আরদি মক্কাহ;

২৪. আশশুরুতুল আওসাত;

২৫. মুখতাসারুত শুরুত;

২৬. জুযউন ফি কিসমিল ফাই ওয়াল গানাইম;

২৭. কিতাবুল ফিন নিহাল ওয়া আহকামিহা ওয়া সিফাতিহা ওয়া আজনাসিহা ওয়া মা ওয়ারাদা ফিহা মিন খাবরে প্রভৃতি।

৩৯. ওয়াসী আহমাদ, *তরজমাতুল ইমাম আবু জাফর*, দিল্লি : মাকতাবাতু আসাফিয়াহ, ১৩৪৮/১৯২৯, পৃ. ৫১ ও ইমাম তাহাবীর অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাবী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ দুইটি। তাই বলা যায়, তিনি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তাফসির শাস্ত্রের উপরও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জানা যায়, তাঁর তাফসিরের উপর দুটো গ্রন্থের মধ্যে 'তাফসিরুল কুরআন' গ্রন্থটির একটি খন্ড ইসকান্দারিয়াহ–এর 'জামি আশশায়খ'–এ সংরক্ষিত আছে। এটি ১ম খন্ডের পরবর্তী খন্ড। কেননা এ খন্ডটি সুরা আনফাল থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এর বেশি কিছু জানা যায় না। তবে কুরআনের কিছু আয়াত সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও দর্শন বুঝা যায়। যেমন আল্লাহর বাণী :[৪০] «وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره»

'যেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

ইমাম তাহাবী আকিদার এই মূল কথাটি বলার পর মন্তব্য করে বলেন যে, এ আয়াতের তাফসির মহান আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ সম্পর্কে সহিহ হাদিসে রাসুল [স] থেকে যা বর্ণিত আছে তা অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে। আমরা নিজেদের বিবেক–বুদ্ধি অনুসারে কোনরূপ অসঙ্গত তাৎপর্যের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারি না। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের [স] প্রতি আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁদের বাণীর প্রতি ইমান এনেছে এবং সন্দেহমূলক বিষয়কে সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করেছে।

অনুরূপ আল্লাহর বাণী :[৪১] «وانشق القمر» 'আর চন্দ্র, বিদীর্ণ হয়েছে।' ইমাম তাহাবী এর সপক্ষে বিভিন্ন সনদে হযরত আলি, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস এবং আনাস [রা] থেকে দশটি হাদিস বর্ণনা করেন। অতপর তিনি বলেন :

"ولانعلم روى عن احد من اهل العلم فى ذلك غير الذى روى عنهم فيه وهم القدوة ولحجة الذين لايخرج عنهم الاجاهل ولا يرغب عما كانوا عليه الاجائر"

আল্লাহর বাণী :[৪২]

«يايها الذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم»

'ওহে যারা ইমান এনেছো! তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করো। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।'

ইমাম তাহাবী মনে করেন «الامر بالمعروف والنهى عن المنكر» –এর সাথে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। তবে কি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধাদানের নির্দেশটি মানসুখ হয়ে গিয়েছে? এ জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব অন্বেষণে ইমাম তাহাবী প্রয়াসী হন। তিনি তাঁর সনদে হযরত আবু বকর [রা] থেকে বর্ণনা করেন :[৪৩]

"عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال انكم تقرءون هذه الاية «يايها الذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم» انى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ على يديه يوشك ان يعمهم الله بعقاب"

---

৪০. আলকুরআন, *সুরা কিয়ামাহ*, আয়াত : ২২-২৩

৪১. আলকুরআন, *সুরা কামার*, আয়াত : ১

৪২. আলকুরআন, *সুরা মায়িদা*, আয়াত : ১০৫

৪৩. ইমাম তাহাবী, *মুশকিলুল আসার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করছো, এতে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'ওহে যারা ইমান এনেছো! তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করো। যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করো। যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।' আর আমি রাসুল [স]-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন : লোকেরা যদি অত্যাচারী ব্যক্তিকে অত্যাচার করতে দেয় তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত না রাখে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাদের সকলের উপর সাধারণভাবে আযাব নাযিল করবেন।" এরপর ইমাম তাহাবী এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন :[৪৪]

আমরা অবগত আছি যে, হযরত আবু বকর [রা]-এর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, মহানুভবতা ও বিরাট মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পর জনগণের প্রতি এমন কোন বক্তব্য প্রমাণ করবেন না যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। আর আমরা একথাও অবগত আছি যে, এখানে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা হাদিসের কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে আবু বকর [রা]-এর পক্ষ থেকে নয়।

ইমাম তাহাবীর তাফসির বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে 'আহকামুল কুরআন' শিরোনামে। অধুনাকালে এ গ্রন্থটি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। মোল্লা আলি কারীর মতে, তাহাবীর এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।[৪৫]

উল্লেখ থাকে যে, হাজী খলিফা ইমাম তাহাবীর তাফসির বিষয়ক কিতাবের নাম 'নাওয়াদিরুল কুরআন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবটি এক হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ছিল বলে কাযী ইয়ায মত প্রকাশ করেছেন।[৪৬]

ইমাম তাহাবী ৩২১ হি./৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরে ইনতিকাল করেন। আলকিরাফাতুস সুগরার বানুল আশআস কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। অধিকাংশ জীবনীকার এই অভিমতের সাথে ঐকমত্য হয়েছেন।[৪৭] ইবনে নাদিম তাঁর মৃত্যুসাল ৩২২ হি./৯৩৪ খ্রি. বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এই তথ্যটি ইবনে নাদিম ব্যতীত আর কেউ উল্লেখ করেননি।[৪৮] তবে 'তাবজুত তাবাকাত' গ্রন্থে তাহাবীর মৃত্যুস্থান বাগদাদের কথা উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি ৩২১ হি. সালে ১৬ রজব সোমবার ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাগদাদে শোকের ছায়া নেমে আসে। সর্বস্তরের জনগণ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।[৪৯]

অতএব বলা যায়, ইমাম আবু জাফর আততাহাবী ছিলেন হিজরি-তৃতীয়-চতুর্থ শতকের অন্যতম কুরআন বিশ্লেষক। বাল্যকাল থেকেই তিনি কুরআন ও হাদিসের মৌলিক জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। সময়ের পরীক্ষায় তিনি সাফল্য স্পর্শ করতে সমর্থ হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান গবেষণা একথার প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে আহকাম উদ্ভাবন করা তাহাবীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন পণ্ডিত মুফাসসির হিসেবে ইতিহাসে তাঁর নাম দেদীপ্যমান থাকবে চিরকাল।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪৫. মোল্লা আলি কারী, *আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, পাটনা : খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, হস্তলিপি নং ২৪৫১, পৃ. ৯৮

৪৬. হাজী খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, বৈরূত : দারুল ফিকার, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি. পৃ. ৫১

৪৭. সাখাবী, *তুহফাতুল আহবাব*, কায়রো : মাতবাআতুল উলুমি ওয়াল আদাবি, ১৩৫৬ হি./১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ১৯৯-২০০

৪৮. ইবনে নাদিম, *ফিহরিশত*, বৈরূত : মাকতাবাতুল খাইয়াত, ১৯৭২ খ্রি. পৃ. ২০৭

৪৯. তাজুত তাবাকাত (পাণ্ডুলিপি নং বি-১২৩৫৫), পাটনা : খোদাবখশ লাইব্রেরি, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

হিজরি চতুর্থ শতকের পরে তাফসির শাস্ত্রের গতিধারা

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি চতুর্থ শতকের পরে তাফসির শাস্ত্রের গতিধারা

তাফসির শাস্ত্রে পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। যে কোনো শাস্ত্রের চেয়ে এর গবেষণার সীমানাও অনেক প্রশস্ত। হিজরি প্রথম শতকে তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হয় আর হিজরি দ্বিতীয় শতকে এর ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। হিজরি তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত তাফসির গ্রন্থ, পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃতির মাধ্যমে এবং তাবাকাত ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখের মাধ্যমে পাওয়া যায়। হিজরি তৃতীয় শতকে আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] রচনা করেন। সনদভিত্তিক তাফসির গ্রন্থ "জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন" মুসলিম মিল্লাতের কাছে যা তাফসির তাবারী নামে পরিচিত। এ সময়ে সনদভিত্তিক ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মুহাদ্দিসদের ন্যায় এ ধারাটি অবলম্বনে সে সময়ে অনেকে তাফসির রচনার আত্মনিয়োগ করেন। তবে এই সনাতনী ধারার পথিকৃত আল্লামা জারির তাবারী। কুরআনের তাফসির রচনার ক্ষেত্রে অন্য একদল মুফাসসির সনদ অপেক্ষা মতন-এর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে তাফসির রচনায় ব্রতী হন। এঁদের পথিকৃত হলেন আল্লামা আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]। সে সময়ে তাঁর অনুসৃত এ পদ্ধতি হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে দেখা যায়। পরবর্তী তাফসির মূলত এই দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে বিরচিত হতে থাকে। হিজরি পঞ্চম শতকে এসে অবশ্য তাফসির চর্চায় তাবারীর সনাতনী ধারার পরিবর্তন ঘটে। কেউ কেউ তাফসির রচনায় দীর্ঘ সনদের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় ভেবে পরিহার করেন, আবার কেউ কেউ সনদভিত্তিক তাফসির সুখপাঠ্যের অন্তরায় ভেবে আদৌ ব্যবহার করেননি। সনদের এই বিলুপ্তির ফলে তাফসির শাস্ত্রে দুর্বলতা ও ইসরাইলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রেওয়ায়েতের পরিবর্তে দিরায়াতের আলোকে তাফসির রচনার প্রয়াস ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে অনেকেই তাফসির রচনায় এগিয়ে আসেন। তবে এঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁরা হলেন-

আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ মুতরিফ আলআন্দালুসী [মৃ. ৪০২ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আসবাবুন নুযুল। আবু আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন আসসুলামী [মৃ. ৪০৬ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আমসালুল কুরআন। আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আম্মার আলমাহদুবী [মৃ. ৪৩১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম আততাফসিলুল জামি লি উলুমিত তানযিল। আবু ইসহাক আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আসসালাবী [মৃ. ৪২৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলকাশফুল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন। আবুল হাসান আলি ইবনে ইবরাহিম আল হাওফী [মৃ.৪৩০ হি.]।তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম আলবুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন। আবু উমার ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ আলকুরতুবী [মৃ. ৪৩৭ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আলবায়ান। আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আলবায়হাকী [মৃ. ৪৫৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আহকামুল কুরআন। আবুল হাসান আলি ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী [মৃ. ৪৬৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলবাসীত। আলমাওয়ার্দী [মৃ. ৪৫০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আননুকাতুল উয়ুন। আবুল ফাতাহ সুলাইমান ইবনে আইউব আলরাযী [মৃ. ৪৭৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসিরুল ফি যিরাইল কুলুব। আবুল আলা আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ আলমাআররী

Dhaka University Institutional Repository

[মৃ. ৪৯৯ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলফুসুল ওয়াল লুগাত। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলমুফাদ্দাল আল রাগিব আল ইস্পাহানী [মৃ. ৫০০ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আলহুররাতুত তাবিল। আবু হামিদ মুহাম্মদ আলগাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.]।তাঁর রচিত তাফসিরের নাম ইয়াকুতুত তাবিল ফি তাফরিত তানযিল।

উল্লেখ্য হিজরি পঞ্চম শতকে উল্লিখিত মুফাসসির ছাড়াও আরো অনেকে তাফসির শাস্ত্রে অবদান রেখেছেন। কেউ কেউ এঁদের সংখ্যা চল্লিশ জন পর্যন্ত বলেছেন। তবে এ শতকের মুফাসসিরদের তাফসির তেমন বেশি জনপ্রিয় হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে এসব তাফসিরের খুব একটা আলোচনা পাওয়া যায় না।

হিজরি ষষ্ঠ শতকে তাফসির শাস্ত্রে আরো একটি নবতর ধারার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই ধারার প্রবর্তক ও পথিকৃত হিসাবে আল্লামা যামাখশারীকে মনে করা হয়। তিনি ইজাযকে প্রাধান্য দিয়ে নবতর ধারার আলোকে আলকাশশাফ গ্রন্থ রচনা করেন।

জারুল্লাহ যামাখশারী

[মৃত্যু. ৫৩৮ হি.]

আলকাশশাফ

আবুল কাসেম মাহমুদ বিন ওমর যামাখশারী বিশ্বখ্যাত কাশশাফ গ্রন্থের প্রণেতা। মক্কা নগরীর বাইতুল্লাহর সন্নিকটে দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে তাঁকে জারুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিবেশী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তবে তিনি জন্মস্থান যামাখশারের নিসবতী নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি ৪৬৭ হি. সালে পারস্যের খাওয়ারিযমের অন্তর্গত যামাখশার পল্লীতে ২৭ রজব জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পিতা ওমর তাঁর নাম রাখেন মাহমুদ। কিন্তু কালক্রমে তিনি যামাখশারী নামেই এমন খ্যাতি লাভ করেন যে, তাঁর মূল নাম অনেকের অজানা থেকে যায়। তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন সমাজের একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আর তাঁর মাতা ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পারিবারিক প্রভাবে তিনি অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠেন। পিতা কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। কিছু দিন পর মাতাও মারা যান। এতে যামাখশারীর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তবে এসব দু:খ-কষ্ট তাঁর জ্ঞানার্জনের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী যামাখশারীর পড়াশুনার হাতেখড়ি হয় পিতামাতার কাছেই। জন্মস্থান যামাখশারেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। এ সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। জ্ঞানানুশীলনের অদম্য বাসনা নিয়ে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের পাদপীঠ বুখারা, বাগদাদ, খুরাসান, হিজাযসহ মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের নগরীসমূহ পরিভ্রমণ করেন। এ সময়ে বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, আরবি সাহিত্য, নাহু, সরফ, বালাগাতসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। জ্ঞানান্বেষণের প্রতি তাঁর গভীর মনোনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানান্বেষণ ছিল জীবনের একমাত্র সাধনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আজও ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বিদ্যার্জনে তাঁর গভীর মনোযোগের কথা স্বীকার করে তিনি বলতেন : "জ্ঞানানুশীলন ও অধ্যয়নে রাত্রি জাগরণ আমার কাছে নর্তকী ষোড়শীর সাথে মধুর মিলন এবং তার বাঁকা কাঁধে ভালবাসার হাত রাখার চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক। দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়কে বোধগম্য করার প্রতি আমার

Dhaka University Institutional Repository

স্বত:স্ফূর্ত অনুরাগ পরিবেশনকারিণীর পরিবেশিত সুধা পান করার চেয়েও মিষ্টি। কাগজের উপর কলমের খসখস আওয়াজ আমার কাছে প্রেমিকের ডাক এবং গানে মত্ত থাকার চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক। কাগজের বুক থেকে বালুকণা অপসারণে আমার হাতের শব্দ যুবতীর ঢোলের শব্দ হতেও বেশি রুচিশীল।" জীবনীকারদের মতামত থেকে জানা যায় যে, যামাখশারীর একটি পা ভাঙ্গা ছিল। এর কারণ বিশ্লেষণে তাঁরা বিভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেন। কেউ বলেন, তাঁর পায়ে টিউমার হওয়ার কারণে পা কাটা হয়েছিল। কেউ বলেন, বরফের আঘাতে এক পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ বলেন, এটা ছিল তাঁর মায়ের বদ দোআর ফল। জানা যায়, ছোট বেলায় চড়ুই পাখির পায়ে সুতা বেঁধে খেলা অবস্থায় চড়ুই পাখি মাটির গর্তে ঢুকে যায়। কিন্তু যামাখশারী সুতা টানতে থাকলে চড়ুই পাখির পা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। এতে তাঁর মা ব্যথিত হয়ে বলেন, তুমি পাখির পা যেভাবে বিচ্ছিন্ন করলে আল্লাহও তোমার পা সেভাবে বিচ্ছিন্ন করবেন। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে বুখারায় যাত্রাপথে বাহনের থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে যায়। যামাখশারী আকিদাগত দিক থেকে মুতাযিলীপন্থী এবং মাযহাবী দিক থেকে হানাফী ছিলেন। তবে তিনি নিজেকে মুতাযিলী হিসাবে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। বন্ধু-বান্ধব সহপাঠীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে, "তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলতেন : দরজায় আবুল কাসেম মুতাযিলী এসেছেন।" এ কারণে তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি الحمد لله الذى خلق القران বলে 'কুরআন সৃষ্ট' এইভ্রান্ত আকিদার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাশশাফ গ্রন্থের সূচনায় এই বক্তব্য সংযোজিত হলে মুসলিম বিশ্বের আলিমদের প্রতিবাদের মুখে তিনি তা পরিবর্তন করে লিখেন : الحمد لله الذى جعل القران উল্লেখ্য মুতাযিলীদের কাছে جعل অর্থও خلق, তাই তিনি গ্রন্থের শুরুতে চতুরতার সাথে এটি সংযোজন করেন। জীবনীকারদের থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবনের শেষ দিকে মুতাযিলী মতবাদ ত্যাগ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতবাদ গ্রহণ করেন। অবশ্য অনেকে এটা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি কাশশাফ গ্রন্থে ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মতামতকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং অগ্রাধিকারও দিয়েছেন। যামাখশারী তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও আরবি ভাষা সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আলকাশশাফ গ্রন্থটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। মাত্র দুই বছরে সমাপ্ত করে এই গ্রন্থখানির গুণাগুণ মূল্যায়ন করে নিজেই বলেছেন :

ان التفاسير فى الدنيا بلا عدد* وليس فيها لعمرى مثل كشافى

ان كنت تبغى الهدى فالزم قرأته * فالجهل كالداء والكشاف كالشافى.

অপূর্ব শব্দ চয়ন, উপমার বৈশিষ্ট্য, অলংকারপূর্ণ বাক্য সন্নিবেশ ও ভাষাগত উৎকর্ষের কারণে এই গ্রন্থটি কেবল তাফসিরের জগতকেই অবাক করেনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জগতকেও সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। গ্রন্থখানির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ যেভাবে প্রশংসা করেছেন ঠিক সেভাবে এর সমালোচনাও করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে গ্রন্থখানি তাফসির অভিজ্ঞানের একটি মূল্যবান সংযোজন। তিনি ৫৩৮ হিজরিতে খাওয়ারিযমের জুরজানিয়া পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১] সখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। জনৈক কবি তাঁর মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করে বলেন :

"فارض مكة تذرى الدمع مقلتها * حزنا لفراقة جارالله محمود"

১. *বি: দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ. ৪২৯-৪৮২*

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও এ শতকের যাঁরা তাফসির শাস্ত্রে অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুফাসসির হলেন–

হাসান ইবনে কাতাহ আলহামাদানী [মৃ. ৫০১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলবাদী ওয়াল বায়ান। আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে হামযা আলকারমানী [মৃ. ৫০১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসিরুল গারাইব ওয়াল আযাইব। আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ আলকাইয়াল হারাসী [মৃ. ৫০৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আহকামুল কুরআন। আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আলফাররা আলবাগাবী [মৃ. ৫১৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম মাআলিমুত তানযিল। আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমুদ বিন ওমর আযযামাখশারী আলখাওয়ারিযমী [মৃ. ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলকাশশাফ। ইবনুল আরাবী [মৃ. ৫৪৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আহকামুল কুরআন। ইবনুল জাওযী [মৃ. ৫৯৭ হি.। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম যাদুল মাসির।

হিজরি সপ্তম শতক তাফসির চর্চার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল হিসাবে চিহ্নিত। এ সময়ে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক বিপ্লাবাত্মক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ধর্মীয় ও শিক্ষা–সংস্কৃতির পরিমন্ডল তথা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিদ্যা চর্চার দ্বার প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। সমকালীন আলিমগণ তাফসির চর্চা থেকে প্রায় নিবৃত্ত থাকতে শুরু করেন। এ অবস্থায় কায়রো জ্ঞান–বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে এবং এর ফলে তাফসির শাস্ত্রের বিকাশ লাভ শুরু হয়। এ চরম অবস্থার মধ্যেও যাঁরা কুরআন গবেষণায় এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী ও কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবীর নাম সকলের শীর্ষে।

ফখরুদ্দিন রাযী
[মৃত্যু. ৬০৬ হি.]
মাফাতিহুল গায়ব

হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের খ্যাতিমান দার্শনিক মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী পারস্যের অন্তর্গত রায় নামক শহরে ৫৪৩ হি./১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম উমার, উপনাম আবু আবদিল্লাহ, উপাধি ফখরুদ্দিন। ইবনুল খতিব বা ফখরুদ্দিন রাযী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হচ্ছে- আবু আবদিল্লাহ ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনে আলি আততামিমী আলবিকরী আততাবারিস্তানী আররাযী আশশাফেয়ি। পিতামাতার স্নেহধন্য ইমাম রাযীর প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় বাসস্থান রায় নগরীতে শেষ হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি বুখারা, সামারকান্দ, মারাগাসহ সমকালীন প্রসিদ্ধ পাদপীঠে গমন করেন। ধর্মতত্ত্ব, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। খুব কম সময়ের ব্যবধানে ইমাম রাযী একজন সমকালীন পণ্ডিত ব্যক্তি ও চিন্তা নায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অধিবিদ্যা ও দর্শন তত্ত্বেও তাঁর পারদর্শিতার কথা জানা যায়।

ইমাম রাযী তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপসদের কাছ থেকে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর তিনি অধ্যাপনা ও দ্বীনি দাওয়াত কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে সমকালীন সমাজে একজন যশস্বী জ্ঞানবিদ হিসেবে সমাদৃত হন। বক্তৃতায় ছন্দময় বাক্য ব্যবহারে

Dhaka University Institutional Repository

পারদর্শী ইমাম রাযী ছিলেন তৎকালীন যুগের এক শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবাবেগময়ী বক্তব্য দ্বারা তিনি শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ ও নয়ন অশ্রুসিক্ত করতে পারতেন। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্থানীয় জনগণের গভীর ভালবাসা পেয়েছিলেন। তিনি যেখানেই গমন করতেন সেখানেই অসংখ্য লোক এ কারণে তাঁর পিছু লেগে থাকতো। ইমাম রাযী ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী, আশআরী মতবাদে বিশ্বাসী এবং মুতাযিলী মতবাদের বিরোধী। মুতাযিলী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি দর্শন চর্চায় গভীর মনোনিবেশের কারণে অধিবিদ্যা নামে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় করার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। দর্শন চর্চার কারণে সমকালীন আলিমদের কাছে তিনি সমালোচিত হন এবং জীবনের শেষভাগে তা পরিত্যাগ করেন। এ কারণে তাঁকে আফসোস করতেও দেখা যায়। তিনি বলতেন : "يا ليتني لم اشتغل بعلم الكلام ويبكى" ব্যতিক্রমধর্মী রচনায় পারদর্শী ইমাম রাযীর জীবদ্দশায় অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর তাফসির সংক্রান্ত মাফাতিহুল গায়ব গ্রন্থটি বিশ্ব নন্দিত তাফসির গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁর এই তাফসির গ্রন্থটি ইমাম মাতুরিদীর [মৃ.৩৩৩ হি.] তাবিলাতুল কুরআনের ন্যায় Text Based পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এ কারণে ব্যক্তিগত বুদ্ধি প্রসূত অভিমতের প্রাধান্য এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচিত এ গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আয়াতের মধ্যে যুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং প্রশ্নসমূহের সমাধানের নিমিত্তে বিভিন্ন অভিমতের যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়াও আহকাম, আরবি ব্যাকরণগত বিষয় ও বালাগাত ফাসাহাত বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। কঠিন শব্দকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করা, দুর্বোধ্য শব্দকে বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর তাফসিরখানি পাঠ করলেই সহজে অনুমান করা যায়। তিনি ৬০৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন।[১]

কাজী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী

[মৃত্যু. ৬৮৫ হি.]

আনওয়ারুত তানযিল

তিনি ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী শিরাজের অন্তর্গত বায়যা শহরের অভিজাত পরিবারে আতাবেকী শাসনকর্তা আবু বকর ইবনে সাদ [৬১৩-৬৫৮ হি.] এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো জীবনীকার তাঁর সঠিক জন্ম সাল উল্লেখ করেননি। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল খায়ের/আবু সাইদ। উপাধি নাসিরুদ্দিন। পিতার নাম উমার। তবে তিনি কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী নামে সমধিক পরিচিত। পারিবারিক আভিজাত্য ও পেশাগত পরিচিতির কারণে বায়যাবীর জীবনের শুরুটাই ছিল ভিন্নতর। পুরুষানুক্রমে জ্ঞান চর্চা ও বিচারপতির পদ অলংকৃত করায় ৭ম শতাব্দীতে পারস্য তথা শিরাজ নগরীতে তাঁর পরিবারটি জ্ঞান চর্চার পরিবার হিসাবে সামাজিকভাবে সমাদৃত হয়। পিতামাতা দু'জনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি থাকার কারণে বায়যাবীর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই সমাপ্ত হয়। সমকালীন প্রখ্যাত আলিমদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি

১. বি: দ্র: যাহাবী *সিয়ারু আলাম আননুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫০১

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পাদপীঠ তাবরিযে গমন করেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথিতযশা জ্ঞানবিদদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর তিনি শিরাযের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ৬৮৩ হি. পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি পদ থেকে পদচ্যুতির কথা জানা যায়। বায়যাবী তাঁর তাফসির গ্রন্থ আনওয়ারুত তানযিল গ্রন্থখানি তৎকালীন সুলতানের কাছে প্রেরণ করে বিচারকের পদ ফিরে চান। তবে এই তথ্যটি কতটুকু সঠিক তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা ইমাম বায়যাবী আনওয়ারুত তানযিল জীবনের শেষ দিকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ইমাম বায়যাবীকে পদচ্যুত করা হয়নি বরং তিনি তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ আলকাতহাতাইর আদেশক্রমে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন।

ইমাম বায়যাবী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল' গ্রন্থখানি তাফসির অভিজ্ঞানের ব্যতিক্রমধর্মী মূল্যবান সংযোজন। হিজরি ৭ম শতকের মধ্যভাগে রচিত এ গ্রন্থটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার আলোকে রিওয়ায়িত ও দিরায়িতের একটি সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে আলকুরআনের ইজায সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াসী হয়েছেন। মুতাযিলী আকিদার প্রভাবমুক্ত এ গ্রন্থটি অনেকের কাছে মুখতাসারুল কাশশাফ হিসেবে পরিচিত। বস্তুত এটি কাশশাফ গ্রন্থের জবাবী গ্রন্থ। গ্রন্থের শুরুতে আলকুরআনের ইজায ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বায়যায়ী তাঁর গ্রন্থটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির তাফসির হিসাবে পরিচিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থে কুরআন বিন কুরআন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কিরাআত, ফিকহী মাসআলা, শব্দগত বিশ্লেষণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবি ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি গ্রন্থটি কুরআনের অতুলনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। মুসলিম বিশ্বে বিশেষত এশিয়া উপমহাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে। এর উপর গবেষণা করে অনেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি নিয়েছেন, অনেকে এখনও গবেষণায় নিরত আছেন।

তিনি ৬৮৫ মতান্তরে ৬৯১, ৬৯২ হিজরিতে আযারবাইযানের প্রসিদ্ধ নগরী তাবরিযে ইনতিকাল করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে তাঁর শায়খের পাশে সমাহিত করা হয়।[১]

হিজরি অষ্টম শতকের মুফাসসিরগণ সপ্তম শতকের থেমে যাওয়া জ্ঞান চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। এ লক্ষ্যে তাঁরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেন। অনেকেই তাফসির চর্চায় মনোনিবেশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে মাদারিকুত তানযিলের লেখক আবুল বারাকাত আননাসাফী ও তাফসির কুরআনিল কারিম [ইবনে কাসির]–এর লেখক হাফেয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উভয়ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান মুফাসসির।

আবুল বারাকাত আননাসাফী

[মৃত্যু. ৭১০ হি.]

মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল

তিনি তুর্কিস্থানের মাওয়ারাউন্নাহারের সাগদীয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত নাসাফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ এ শহরটিতে সমকালীন অনেক প্রতিভাধর জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। কোন চরিতকারই তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করেন নি। হানাফী ফকিহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে

১. বি: দ্র: কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতিমান পুরুষ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিমদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুল, তর্কবিদ্যা ও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের পর তিনি কিরমানের আলকুতবিয়া আসসুলতানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তাফসির ও হাদিস বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও তিনি ফিকহ শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আলমানার ও কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে এই ব্যুৎপত্তির বহি:প্রকাশ ঘটে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখালেখি লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে– ১. মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত্ তাবিল; ২. আলমানার; ৩. কাশফুল আসরার; ৪. কানযুদ দাকাইক; ৫. আলকাফী; ৬. আলওয়াফী; ৭. আলমানাফী; ৮. আলমুসাফফা; ৯. আলইতিকাদ ফিল ইতিকাদ; ১০. আলমুসতাশফা প্রভৃতি। তবে এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে মাদারিকুত তানযিল ও হাকায়িকুত তাবিল নামক অনন্য তাফসির গ্রন্থটি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার আলোকে রচিত এ তাফসিরখানি বায়যাবী ও কাশশাফের সংক্ষিপ্তসার মনে করা হয়। এ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদারও তীব্র সমালোচনা রয়েছে। চরিতকারদের ভাষ্য মতে, তিনি ৭১০হি./১৩১০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তবে হাজি খলিফার মতে, তিনি ৭১০ হি. সালে ইনতিকাল করেন। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর ইনতিকালে মুসলিম উম্মাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের একজন প্রজ্ঞাবান ধর্মতত্ত্ববিদকে হারায়।[২]

হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনু কাসির

[মৃত্যু. ৭৭৪ হি.]

তাফসিরুল কুরআনিল আযিম

৭০০ হি./ ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া প্রদেশের দামিশকের উপকণ্ঠে বসরা (বর্তমানে উঁষা হুরান নামে পরিচিত) অঞ্চলে 'সাজদাল' নামক পল্লীতে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম ইসমাইল। উপনাম আবুল ফিদা, উপাধি ইমামুদ্দিন। জন্মস্থান, বংশ ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকে যথাক্রমে আলকুরাশী, আলবসরী ও আদদিমাশকী বলা হয়। তবে তিনি তাঁর পিতামহ ইবনু কাসিরের নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। উপমহাদেশে তাঁর মূল নামের চেয়ে এই নামই সমধিক পরিচিত। জন্মের তিন বছর পরে [৭০৩ হি.] ইবনু কাসিরের পিতা ইনতিকাল করেন। বড় ভাই আবদুল ওয়াহহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বড় ভাইয়ের কাছেই। ভাই সম্পর্কে ইবনে কাসিরের মন্তব্য: "তিনি আমাদের সহোদর এবং আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ছিলেন।" ৭০৬ হিজরিতে শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বাগদাদে গমন করেন। ৭০৭ হিজরিতে সাত বছর বয়সে তিনি সপরিবারে দামিশক গমন করেন। ৭১১ হিজরিতে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। শায়খ বুরহান উদ্দিন ইবরাহিম বিন আবদুর রহমান আলফাযারী এর কাছ থেকে তিনি ইলমুল ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। সমকালীন নিয়মানুসারে শাফিয়া ও ইবনে হাজির মালিক-এর মুখতাসার গ্রন্থ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি হাদিসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সমকালীন প্রসিদ্ধ শায়খদের শরণাপন্ন

২. *বিস্তারিত দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪*

Dhaka University Institutional Repository

হন। নাজমুদ্দিন আবুল হাসান আলি আবদুর রহমানের কাছে মুয়াত্তা; শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাসের কাছে বুখারী; নাজমুদ্দিন আসকালানীর কাছে মুসলিম; মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া আশ শায়বানীর কাছে আসসুনান লি দারাকুতনী; ইলমুদ্দিন আল জাবালীর কাছে মুসনাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তবে তিনি জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান মুযযী আশ শাফেয়ির কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। ইবনু তাইমিয়া [মৃ. ১২৩৮ খ্রি.] থেকে হাদিস শাস্ত্রের নানাবিদ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর তিনি মিসরের ইউসুফ খুতনী তিবি মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাঁকে হাদিসবেত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে ইবনু কাসির সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে গমন করে সমকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিতদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে কালজয়ী মুফাসসির হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইবনু কাসির অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। প্রথমে তিনি নজিবিয়্যাহ শিক্ষালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আল্লাহর বাণী : "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে কেবল আলিমগণ আল্লাহকে ভয় করেন" এ আয়াতখানির তাফসির পেশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত সুধীজন বিমোহিত হন। ৭৪৮ হিজরিতে তাঁর উস্তাদ শামসুদ্দিন যাহাবীর ইন্তিকালের পর তিনি উম্মুল সালিহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাদিসের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর তিনি ৭৫৬ হিজরিতে তিনি 'দারুল হাদিস আল আশরাফিয়া' প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন। অবশ্য এ পদে তিনি বেশি দিন চাকরি করেননি। ৭৬৭ হিজরিতে গভর্নর সাইফুদ্দিন মানকালী বুগার শাসনামলে আলজামিউল উমাবীতে ইলমুত তাফসিরের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হওয়া মর্যাদার ব্যাপার মনে করা হতো। তবে আসকালানীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত অধ্যাপক ছিলেন না। গভর্নর মানকালী বুগার আমন্ত্রণে তাফসির ক্লাসের সবক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনু কাসির সমকালীন শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন। ৭৫১ হিজরির শেষ দিকে গভর্নর আল তুনবুগা আন নাসিরীকে আহবায়ক করে অবতারবাদে বিশ্বাসী এক ধর্মাদ্রোহীর বিচারের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, ইবনু কাসির এই কমিটির একজন বিচক্ষণ সদস্য ছিলেন। এই কমিটিতে তিনি অন্যান্য সদস্যের সাথে অংশগ্রহণ করে তদন্ত কাজে সহযোগিতা করেন। ৭৫২ হিজরিতে খলিফা আল মুতাদিদকে সাম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। খলিফা মানজাক দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য, অন্য আলিমদের সাথে ইবনু কাসিরও আহূত হয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

৭৬২ হিজরিতে খলিফা বায়দামুর বিদ্রোহ দমনের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ ইবনু কাসিরসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান আলিমদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হলে দামিশকের গভর্নর আমির মানজাক এর প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইবনু কাসিরের কাছে শরিআতের বিধান জানতে চান। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

আমিরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত 'রিবাতুল ইজতিহাদি ফি তালাবিল জিহাদ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আমির খুব খুশি হন এবং এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইবনু কাসির তালাকের মাসআলায় ইবনু তাইমিয়ার মত অনুসরণ করায় সমকালীন আলিমদের রোষানলে পরেন। তাঁরা ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তিনি এসব রাজাদেশ উপেক্ষা করলে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তবে অত্যাচার নির্যাতন যতই করা হোক তিনি তাঁর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত অসংখ্য গ্রন্থই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর ক্ষুরধার লেখনী শক্তি মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিস্ময়কর অহংকার। যুগ জিজ্ঞাসা ও সমকালীন চাহিদার প্রেক্ষিতে বিরচিত এসব গ্রন্থাবলি বিশ্ব মুসলমানের জন্য এক ব্যতিক্রম সংযোজন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া বেশ কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচেছ : ১. তাফসিরুল কুরআনিল আযিম; ২. রিসালাতু ফি ফাযায়িলিল কুরআন; ৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ৪. আততাকমিলাতু ফি মারিফাতিস সিকাত ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল (বিলুপ্ত); ৫. শরহু সহিহিল বুখারী (বিলুপ্ত); ৬. শরহুত তানবিহ লি আবি ইসহাক আস সিরাযী;৭. জিওয়াযু উম্মে সালামা ৮. বাইয়ু উম্মাহাতিল আওলাদ; ৯. আখবারু হুজুমিল আফরানজ আলাল ইস্কিন্দারিয়াহ; ১০. তাখরিজু আহাদিসি মুখতাসারি ইবন হাজিব; ১১. আল হাদউ ওয়াস সুনানু ফি আহাদিসিল মাসানিদে ওয়াস সুনান; ১২. ইখতাসারু উলুমিল হাদিস; ১৩. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত; ১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল; ১৫. আল ফুসুল ফি ইখতিসারি সিরাতির রাসুল; ১৬. আসসিরাতুন নববিয়াহ; ১৭. তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ (অপ্রকাশিত);১৮. আলআহকামুল কাবির (বিলুপ্ত); ১৯. আলকাওয়াকিবুদ দুরারী ফিততারিখ (বিলুপ্ত); ২০. মামায়িলু রাসুলিল্লাহ [স]; ২১. মাওলিদু রাসুলিল্লাহ [স]; ২২. বুতলানু ওযইল যিযিয়া; ২৩. আলআহকামুল সগির ((বিলুপ্ত); ২৪. রিসালাতুল ফিস সিমাঈ; ২৫. আল ইজতিহাদ ফি তালাবিল জিহাদ; ২৬. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফি কাতলিল কিলাব; ২৭. ইখতিসারু কিতাবিল মাখদাল ইলা কিতাবিস সুনান লিল বায়হাকী (বিলুপ্ত); ২৮. আলহাওয়াশী আলা যিয়াদাতে মুসলিম [পাণ্ডুলিপি]; ২৯. আহাদিসুত তাওহিদ ওয়া রাদ্দিস শিরক; ৩০. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফিল মাহদী; ৩১. জুযউন ফি হাদিসে কাফফারাতিল মাজলিস; ৩২. সিরাতু উমর ইবনে আবদিল আযিয [র]; ৩৩. তরজমাতু শায়খিল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া;৩৪. সিরাতু সিদ্দিক ওয়াল ফারুক; ৩৫. সিরাতু মুনকালী বুগা আশশামসী;৩৬. মানাকিবুস শাফিয়ি; ৩৭. তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবিহ; ৩৮. আততারিখুল কাবির;৩৯. আততাফসিরুল কাবির;৪০. জামিউল মাসানিদ আল আশারা, ৪১. সিরাতুশ শায়খায়ন (বিলুপ্ত); ৪২. তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবিহ ফি ফুরুইশ শাফিয়্যা। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও ইবনু কাসিরের আরো গ্রন্থ আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। যুগ পরিক্রমায় তা বিলুপ্ত হয়েছে, অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি এসব গ্রন্থ। অবশেষে ৭৭৪ হিজরি সালের ২৩ শাবান বৃহস্পতিবার দামিশকে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। অবশ্য ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্য মতে, তিনি ৭৭৫ হিজরি [১৩৭৩ খ্রি.] সালে ইনতিকাল করেন।[৩]

হিজরি নবম শতকে আবার ইসলামি শিক্ষা–সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিম শাসকদের

৩ *বিস্তারিত দ্র: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, জীবনী অংশ*

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পন্ডিতগণ আসার, রায় ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাফসির রচনা করেন। এ শতকের অনেক প্রাজ্ঞ আলিম তাফসির রচনা করে আজও অমর হয়ে আছেন। যাঁদের তাফসির কালজয়ী হয়ে আছে তন্মধ্যে জালালুদ্দিন সুয়ুতী, জালালুদ্দিন মহাল্লী ও আবু তাহির ফিরোজাবাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা সমকালীন চাহিদা মিটিয়ে আজও বিশ্ববাসীর কাছে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসাবে দিশারীর ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও এ শতকে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে–

কুতুবুদ্দিন মাহমুদ ইবনে মাসউদ আসসিরাজী [মৃ. ৭১০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম ফাতহুল মান্নান। আলাউদ্দিন ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আলবাগদাদী [মৃ. ৭২৫ হি.]। তাঁর সংকলিত তাফসিরের নাম লুবাব ফি মাআনিত তানযিল। আবু হাইয়্যান আলআন্দালুসী [মৃ. ৭৪৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আলবাহরুল মুহিত। হাজার ইবনে আবদির রহমান আলআবাদী [মৃ. ৭৭৩ হি.] তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আততিবইয়ান ফি তাফসিরুল কুরআন। ইবনে জাররাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ [মৃ. ৭৭৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম ফাতহুল কাদির। যাইনুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে শামসুদ্দিন [মৃ. ৭৬৮ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম আবযাহাবুল ইবরিজ ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিয। আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশশারখী আলবাগদাদী [মৃ. ৭৪১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আততাবিল লি মাআনিত তানযিল।

জালালুদ্দিন মহাল্লী

[মৃত্যু. ৮৬৪ হি.]

জালালাইন [দ্বিতীয়ার্ধ]

তিনি ৯৭১ হিজরি সালের শাওয়াল মাসে কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে তিনি কুরআন মাজিদ মুখস্থ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইলমে নাহু, ফারায়েজ ও অংক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি মানতিক, বয়ান ও ইলমুল বাদীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি প্রথমে কাপড়ের ব্যবসায় ও পরে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিচারপতির পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–১. তাফসির জালালাইন (দ্বিতীয়ার্ধ); ২. শারহুল মিনহাজ; ৩. শারহুল ওরাকাত; ৪. আলআনওয়ারুল মুদিয়া; ৫. আলকাওলুল মুফিদ ফিন নাইলিস সায়িদ; ৬. আত তিব্বুন নবুবী; ৭. কানযুর রাগিবীন; ৮. আল বাদরুত তালি ফি হিল্লি জামউল জাওয়ামি প্রভৃতি। তিনি ৮৬৪ হিজরি সালের ১৫ রামাদান শনিবার ইনতিকাল করেন।[৪]

জালালুদ্দিন সুয়ুতী

[মৃত্যু. ৯১১ হি.]

জালালাইন [প্রথমার্ধ]

যাঁর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে আরবীয় সভ্যতার আলেকজান্দ্রীয় যুগের সাহিত্যের প্রবণতা পরিস্ফুটিত

৪. *বি:দ্র: তাফসীর জালালাইন, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, আলিফ*

Dhaka University Institutional Repository

হয়, তিনি হচ্ছেন হিজরি দশম শতকের খ্যাতিমান লেখক ও চিন্তানায়ক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী। কুরআন, হাদিস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রসহ অসংখ্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি। তাঁর নাম আবদুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দিন, উপনাম আবুল ফযল। পিতার নাম আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন। তাঁর বংশধারা হচ্ছে– আবদুর রহমান জালালুদ্দিন ইবনে আবু বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন ইবনে সাবেকুদ্দিন ইবনে উসমান ফখরুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাযিরুদ্দিন ইবনে সাইফুদ্দিন জাফর ইবনে আবু আসসালাহ আইয়ুব নাজমুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন ইবনে শায়খ হুসামুদ্দিন আসসুয়ুতী। তিনি ৮৪৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রি. মিসরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুয়ুত নামক এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুয়ুত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি সুয়ুতী নামে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, এর আবর্তে তাঁর আসল নামটি কালক্রমে ঢাকা পড়ে যায়। সুয়ুতীর বর্ণনুযায়ী তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ বাগদাদের আলখুদাইরিয়া নামক একটি অখ্যাত পল্লীতে বসবাস করতেন, এ কারণে তাঁকে আলখুদাইরীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মাতা ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। আর পিতা সমকালীন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ও আসীউতের বিচারপতি। সুয়ুতীর পাঁচ বছর বয়সের সময়ে পিতা মারা গেলে তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। পিতৃহারা হওয়ার কারণে মাতা বুদ্ধিদীপ্ত ছেলের অতি শৈশবেই যথোপযুক্ত বিদ্যানুশীলনের সবধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রখর মেধার অধিকারী সুয়ুতী মাত্র আট বছর বয়সে আলকুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি সমকালীন সেইসব খ্যাতনামা আলিমদের সাহচর্য লাভ করেন, যাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর ছোঁয়ায় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে উমদাতুল আহকাম, মিনহাজুল উসুল, আলফিয়া ইবনে মালেক এবং কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবীর আলমিনহাজ গ্রন্থ মুখস্থ করে আলিমদের সামনে নিজেকে বিস্ময়কর মেধার অধিকারী হিসাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জালালুদ্দিন মহাল্লী থেকে তাফসির, আলবলকানীর কাছ থেকে ইলমে ফিকহ, মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত শামসুদ্দিন শায়রামীর কাছ থেকে সহিহ মুসলিম, আল্লামা তকিউদ্দিন শিবলীর থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি স্বদেশের সীমানা পেড়িয়ে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার জন্য বিদেশও সফর করেন। এ মর্মে তিনি শাম, হিজায, ইয়ামান, মরক্কো, দিমইয়াত প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তৎকালীন খ্যাতিমান আলিমদের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এভাবে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ইতিহাস ও কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যায় তাঁর অনুসন্ধিৎসুচিত্তের আকুল আবেগ নিয়ে ছোট থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসতেন।

শিক্ষার্থী জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীনের সূচনা করেন। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার অবসরে তিনি লেখালেখি করতে থাকেন। শাইখুনিয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষক বলকানীর পরামর্শক হিসাবেও কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনাকালে শত্রুপক্ষের চক্রান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবন জ্ঞান গবেষণা ও প্রভুর আরাধনায় অতিবাহিত করার জন্য নীল নদের প্রান্তে অবস্থিত রওযা নামক স্থানে নির্জনবাস শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। আল্লামা সুয়ুতীর গোটা জীবন ইসলামি জ্ঞান গবেষণায় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর তাহযিব-তামাদ্দুন বিকাশে জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ঐতিহাসিক ব্রুকলম্যান মতে, এই সংখ্যা ৪১৫টি। আর ইকদুল

Dhaka University Institutional Repository

জাওয়াহির-এর গ্রন্থকারের মতে, ৫৭৬টি। আল্লামা দাউদ মালেকী থেকে বর্ণিত আছে যে, সুয়ুতীর রচনাবলি পাঁচ শতেরও বেশি। এসব গ্রন্থে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, জ্ঞানের গভীরতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. তাফসির জালালাইন ; ২. আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন; ৩. আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মাসুর; ৪. আলইকলিল ফি ইস্তিমবাতিত তানযিল; ৫. তাবাকাতুল মুফাসসিরিন; ৬. তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন; ৭. তারিখুল খুলাফা; ৮. হুসনুল মুহাদারাহ; ৯. আলমুযহির ফিল লুগাহ; ১০. জামউল জাওয়ামী; ১১. হাশিয়াতুত তাফসিরিল বায়দাবী; ১২. আলজামি ফিল ফারাইদ; ১৩. আসমাউল মুদাল্লিসিন; ১৪. মাজমাউল বাহরাইন ও ১৫. তাবাকাতু কুত্তাব ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। বিশাল কর্মময় জীবনের অধিকারী আল্লামা সুয়ুতী অবশেষে ৯১১হি./১৫০৫খ্রিস্টাব্দের ১৯ জামাদিউল উলা শুক্রবার ৬১ বছর বয়সের ইনতিকাল করেন। রওযা নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫]

আবু তাহির ফিরোজাবাদী

[মৃত্যু. ৮১২ হি.]

তানবিরুল মিকবাস ফি তাফসিরে ইবনে আব্বাস

মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলফিরোজাবাদী আসসিরাজী ৮ম হিজরি শতকের একজন ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ আলিম। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, অভিধান, ভাষা ও সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। তিনি পারস্যের সিরাজ নগরীর নিকটবর্তী 'কারযিন' নামক অঞ্চলে ৭২৬ হি./১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি হিজরি ৭২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। কারযিনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ৮ বছর বয়সে তিনি সিরাজ নগরীতে গমন করেন। ৭৪৫ হি. সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদ গমন করেন। ৭৫০ হি. সালে তিনি দামিশক গমন করেন। এখানে তিনি তাকিউদ্দিন সাবুকীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ বছরেই তিনি তাঁর ওস্তাদের সাথে কুদস গমন করেন এবং এখানে ১০ বছর অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। কুদস থেকে কায়রো গমন করে সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শায়খদের মধ্যে সালাউদ্দিন সাফাদী, বাহাউদ্দিন আকীল, কামালুদ্দিন আসনাবী, ইবনে হিশাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কায়রো অবস্থানকালে হজ্ব আদায়ের জন্য মক্কা যিয়ারত করেন। ৭৭০ হিজরিতে তিনি দ্বিতীয়বার মক্কা যিয়ারত করেন। অতপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লিতে ৫ বছর অবস্থান করেন। ৭৯৪ হি. সালে সুলতান আহমাদ বিন আওইস এর আমন্ত্রণে বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। এ সময়েই তিনি তৈমুর লং–এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পারস্য গমন করেন। তৈমুর লং তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান ও হাদিয়াস্বরূপ ১ হাজার দিনার প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ১ লাখ দিনার উপহার প্রদান করেন। ফিরোজাবাদী জীবনের শেষভাগ জাযিরাতুল আরবে অতিবাহিত করেন। ইয়ামানের বাদশা তাঁকে ৭৯৭ হি. সালে ইয়ামানের কাযী হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি জীবনের কিছু অংশ তায়েফ, মক্কা ও মদিনায়ও অতিবাহিত করেন।

৫. *বি:দ্র: তাফসির জালালাইন, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, বা*

Dhaka University Institutional Repository

৮০৫ হি. সালে তিনি আবার হজ্ব আদায় করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ফিরোজাবাদী মাত্র সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। প্রতিদিন তিনি কমপক্ষে ১শত কবিতার শের পর্যন্ত মুখস্থ করতেন। সফরকালীন সময়ে তিনি প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র সাথে রাখতেন। এক রাতে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করতে পারতেন। একবার তাঁকে মধু সম্পর্কে প্রশ্ন (هل هو قيء النحل) করা হলে এক রাতে তিনি এ বিষয়ের উপর পুস্তিকা রচনা করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে- ১. তানবিরুল মিকাবাস ফি তাফসিরে ইবনে আব্বাস। ৪ খণ্ডে বিভক্ত এ তাফসিরটি কায়রো থেকে ১২৯০ হি. সালে ইবনু হাযমের নাসিখ ও মানসুখের প্রান্তটীকায় প্রকাশিত হয়। অধুনাকালে এটি বৈরূতের দারুল কুতুব থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। ২. ফাযায়েলে সুরাতুল ইখলাস; ৩. শরহু সহিহ আলবুখারী। এটি তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে সংকলন করেন। ৪. সাফার আসসাআদাহ। এটি সিরাতুন্নবি [স] বিষয়ক গ্রন্থ। এটির মূল কপি ফারসিতে ছিল। আবুল জাওদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ এটির আরবি অনুবাদ করেন। ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আবদুর রহিমের ফাওযুল কাবিরের সাথে ১৩০৭ হি. সালে এবং শারনীর কাশফুল গুম্মাহর সাথে ১৩১৭ হি. সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ৫. আলআহাদিসুল দায়িফা; ৬. আলকামুসুল ওয়াসিত। এটি ফিরোজাবাদীর বিখ্যাত রচনার অন্যতম। আরবি ক্লাসিকধর্মী শব্দসমূহের এটি একটা বিখ্যাত অভিধান। তিনি এটি লিসানুল আরব ও জাওহারীর সিহাহ-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংকলন করেন। ৭. আনওয়ারুল গাইস ফি আসমারিল লাইস; ৮. তাবাকাতুশ শাফিয়া; ৯. আসমাউন নিকাহ; ১০. আশরাফুল হানফিয়্যা ইত্যাদি । এছাড়াও তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখে ফিরোজাবাদী ৮১৭ হি. সালের ২০ শাওয়াল ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুসাল ৮১৬ হি. বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

হিজরি দশম শতক মামলুকী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়। ফলে মনীষীগণ অন্যান্য জ্ঞান চর্চার ন্যায় তাফসির অভিজ্ঞানের চর্চায়ও মনোনিবেশ করেন। এ শতকে আবু সউদ আলইমাদী ও সুয়ুতীর অবদান বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সুয়ুতী রচনা করেন আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন ও আদদুররুল মানসুর এবং ইমাদী রচনা করেন 'তাফসিরে ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযায়াল কিতাবিল কারিম।' মুসলিম মিল্লাতের কাছে যা তাফসিরে আবি সউদ হিসাবে পরিচিত।

আবু সউদ আলইমাদী

[মৃত্যু. ৯৮২ হি.]

ইরশাদুল আকলিস সালিম

আবু সউদ আলইমাদী হিজরি দশম শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তিনি কনস্টান্টিনোপলের অন্তর্গত আলআকসালিব পল্লীতে ৮৯৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কাদায় সমসাময়িক বিখ্যাত আলিমদের কাছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করেন। গভীর আগ্রহ ও কঠোর অধ্যাবসয়ের ফলে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ সহ

৬. *বি: দ্র: হাজী খলিফা, কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, ১৩১০ হি. পৃ. ৩৪৩ ; ফিরোজাবাদী, কামুসুল মুহিত, ভূমিকা অংশ,* "Al Firozabadi" *article by H. Fleisch, Encyclopaedia of Islam, New edition, Vol. ii, P. 926*

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তুরস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর তিনি বুরুসার কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। অতপর তিনি আলআসকার মানসুরেও বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থ 'ইরশাদুল আকলিস সালিম' রচনা করেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার আলোকে বিরচিত এ তাফসিরে তিনি প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মাকামা পদ্ধতি উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়াও তাফসিরটির অনন্য পদ্ধতিগুলো হলো–আলকুরআনের ইজাযের বর্ণনা; আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র আলোচনা; আহকাম বিষয়ক তাফসির বর্ণনায় ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা; কুরআনের ব্যাখ্যায় আরবি কবিতার উদ্ধৃতি ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ। তিনি এ তাফসিরে কমসংখ্যক ইসরাইলী বর্ণনা পেশ করেছেন। বস্তুত ইমাদী তাঁর তাফসিরখানি কাশশাফ ও বায়যাবীর উপর নির্ভর করে রচনা করেন। তবে যামাখশারী যেখানে কাশশাফ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদা প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন তিনি সেখানে মুতাযিলী আকিদা বর্জন পূর্বক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার আলোকে সমালোচনা করেছেন। বায়যাবী কাশশাফের ন্যায় তিনি সুরার ফযিলত বর্ণনায় মাওযু হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি ৯৮২ হি. সালে ইনতিকাল করেন। বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর [রা] কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এছাড়াও এ শতকে যাঁরা অবদান রাখেন তাঁরা হচ্ছেন– আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আরাফা আলমালেকী [মৃ. ৮০৩ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসিরুল কুরআন। শায়খ বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আলকিরাফী [মৃ. অজ্ঞাত]। আলআসআলা ফিল বাসমালা নামে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা সংকলন করেন। শায়খ শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন মাহমুদ সিওয়াসী [মৃ. ৮৩০ হি.]। উয়ুনুত তাফসির নামে একটি তাফসির গ্রন্থের সংকলক তিনি। শামসুদ্দিন ইবনে উমার আল যাওয়ালী দৌলতাবাদী [মৃ. ৮৪৯ হি.] । আলবাহরুল মাওয়াযের নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। হাফিয আহমাদ ইবনে আলি ইবনে হাজার আসকালানী [মৃ. ৮৫২ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আহকামুল বায়ান। আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাখলুক আসসালাবী [মৃ. ৮৭৬ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম জাওয়াহিরুল হিসান। শায়খ নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আলকারকুমাস [মৃ. ৮৮২ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ফাতহুর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন। বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনে উমার আলবাকাই [মৃ. ৮৮৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থের নাম নাযমুদ দুরার। কনস্টান্টিনোপল এবং মিসরের আলখাদুবিয়া গ্রন্থাগারে এই তাফসিরটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ১৩ আবুল গানাইম কামলুদ্দিন আবদুর রাজ্জাক ইবনে জামালুদ্দিন আলকাসানী [মৃ. ৮৮৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাবিলাতুল কুরআন। মোল্লা হুসাইন আলওয়াইয আলকাশেফী [মৃ. ৯০০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তাফসির আলহুসাইনী। অবশ্য জাওয়াহিরুত তাফসির নামে তাঁর আরো একটি তাফসিরের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪] শায়খ নুরুদ্দিন সাইয়েদ মইন ইবনে সাইয়েদ শফিউদ্দিন [মৃ. ৮৯৪ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম জামিউত তিবয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন। সাইয়েদ আলাউদ্দিন আলি ইবনে ইয়াহইয়া আসসামারকান্দী [মৃ. ৮৬০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম বাহরুল উলুম ফিত্ তাফসির।

এছাড়াও এ শতকের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ হলেন– শায়খ মঈনুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদির রহমান আলআইজী [মৃ. ৯০৫ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম জামিউল বায়ান ফি তাফসিরিল

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন। জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর আসসুয়ুতী [মৃ. ৯১১ হি.]। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে– আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন, আততাহবির ফি উলুমিত তাফসির, আদদুররুল মানসুর। শায়খ কাযী যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ আলআনসারী [মৃ. ৯৩৬ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির হচ্ছে ফাতহুর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন। শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আলবিকরী [মৃ. ৯৫০ হি.]। তাঁর রচিত তাফসির হচ্ছে আলওয়াযিহুল ওয়াজিয ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিয। মহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলেহউদ্দিন আলকুযী [মৃ. ৯৫১ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম তানাসুখুদ দুরার। শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে খতিব শারবীনী [মৃ. ৯৭৭ হি.]। তাঁর রচিত তাফসিরের নাম আসসিরাজুম মুনির ফি মাআরিকাতি বাযি মাআনি রাব্বানাল হাকিমিল খাবির। শায়খ বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে রাফিউদ্দিন আলগুযী [মৃ. ৯৮৪হি.]। জানা যায় দুটি গদ্যে একটি পদ্যে মোট তিনটি তাফসির রচনা করেন। এসব তাফসিরে ১ লাখ ৮০ হাজার আরবি কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

হিজরি একাদশ শতকে তাফসির রচনার গতিধারা আবার থেমে যায়। এ শতকে তাফসিরের খুব বেশি গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। খুব কম সংখ্যক মনীষীই তাফসির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তদুপরি যাঁরা গবেষণায় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে 'আততাফসিরাতুল আহাদিয়া'-এর রচয়িতা শায়খ আহমাদ মোল্লাজিউন ও সাওয়াতিউল ইলহামের -এর রচয়িতা শায়খ আবুল ফায়েয আলফাইযীর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

আহমাদ মোল্লাজিউন
[মৃ. ১১৩০ হি.]
আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া

তাঁর মূল নাম শায়খ আহমাদ ইবনে আবু সাইদ। তবে তিনি সাধারণ্যে মোল্লাজিউন নামেই সমধিক পরিচিত। জিউন শব্দটি হিন্দি। বাংলায় যার প্রতিশব্দ হচ্ছে জীবন। তিনি ১০৪৭ সালে ভারতের লাখনৌ এলাকার আমেঠী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃত সিদ্দিকী বুযুর্গগণের অন্যতম অধ:স্তন পুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষ মক্কার অধিবাসী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার পর জ্ঞানাহরণের জন্য দেশের দূর ও নিকট শহর ও জনপদে পরিভ্রমণ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। বড় বড় আরবি কাসিদা তিনি শ্রবণ করা মাত্র মুখস্থ বলতে পারতেন। ৫৮ বছর বয়সে হজব্রত পালন করার প্রাক্কালে মদিনা শরিফে অবস্থানকালে তিনি 'নুরুল আনওয়ার' গ্রন্থটি রচনা করেন। আততাফসিরাতুল আহমাদিয়া ফি বয়ানিল আয়াতিশ শারইয়্যাহ কিতাবটিও তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাবের অন্যতম। তিনি ১১৩০ সালে দিল্লীতে ইনতিকাল করেন।[৭]

হিজরি দ্বাদশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই শতকের অধিকাংশ মুফাসসিরই হচ্ছেন ভারতীয় উপমহাদেশের আলিম। এ স ময়ে ভারত উপমহাদেশে আলিম ও সুফী সাধনের কমতি ছিল না। তাঁরা সামথ্যানুযায়ী সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী ছিলেন বলে কমসংখ্যক আলিমই কুরআন ব্যাখ্যার এগিয়ে আসেন। এ শতকে যাঁরা কুরআন গবেষণায় অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে শাহওয়ারী উল্লাহ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কুরআনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের খেদমতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী তাঁর তাফসিরের ভূমিকায় লিখেন :

৭. *বি: দ্র: নুরুল আনওয়ার, ভূমিকা অংশ*

Dhaka University Institutional Repository

"ভারতীয় উপমহাদেশে শাহওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর বংশধরগণ যদি কুরআন ব্যাখ্যার পথ উন্মুক্ত না করতেন, তবে আজ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হতো তা আল্লাহই ভাল জানেন।"

এ শতকের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হলেন, শাহওয়ালী উল্লাহ দিহলবী [মৃ. ১১৭৬ হি.] ; শায়খ সুলায়মান ইবনে জুমাল [মৃ. ১১৯৬ হি.] ও আবদুল আযিয দিহলবী [মৃ. ১৮২৪ খ্রি.] প্রমুখ।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী

[মৃ. ১১৭৬ হি.]

ফাতহুর রহমান

তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফায়্যাদ আহমাদ কুতুবদ্দিন। তিনি ১১১৪ হি. / ১৭০৩ খ্রি. দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকাল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক এক চরম দুর্যোগপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর জীবদশায় উপহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম জাতি সত্তার উপর নেমে এসেছিল এক চরম দু:সময়। বিশেষত: এখানকার মুসলিমগণ কুরআন-হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে নানাবিদ কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মুসলিম জাতিকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চরম অধ:পতন থেকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টার সাথে বিশেষত তিনি লেখনি হাতে নেন। শতাধিক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের চত্বরে পুনর্বাসিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ 'আলফাতহ আর রহমান'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ গ্রন্থ এ জন্যে প্রণয়ন করেন, যাতে সাধারণ মুসলমান আল্লাহর পবিত্র বাণী বুঝতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে সক্ষম হয়। এ অনুবাদ কাজকে সে সময় তৎকালীন তথাকথিত আলিম সমাজের কাছে বেশ সমালোচিত হয়েছিল। কেননা তাঁরা মনে করতেন কুরআনকে সাধারণ লোকের জ্ঞাত ভাষায় অনুবাদ করলে আলিমগণের মর্যাদা সাধারণ লোকদের নিকট লোপ পাবে। শাহ ওয়ালি উল্লাহর এ অনুবাদ কর্মের কারণে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে কুরআন শিক্ষার এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশে কুরআন চর্চা স্থায়ী ও ব্যাপকরূপ লাভ করে। তাঁর কুরআন বিষয়ক রচনাবলির মধ্যে কুরআন গবেষণার নীতি বিষয়ক "আল ফাউযুল কাবির" গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর রচনাবলির মধ্যে হাদিস বিষয়ক গ্রন্থ আলমুসওয়া (ইমাম মালেকের [র] মুয়াত্তা গ্রন্থের ব্যাখ্যা), হুজ্জাতুল্লাহ আলবালিগা (ধর্ম দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ), ইযালাত আলখিফা আন খিলাফাত আল খুলাফা (ফিকহ বিষয়ক), কুররাত আলআইনাইন (আকায়িদ বিষয়ক), আলকাওল আলজামিল (তাসাউফ), রিসালা দানিশমান্দী (শিক্ষাদাননীতি বিষয়ক), আনফাল আল আরেফীন (ইতিহাস বিষয়ক) গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুদীর্ঘকাল জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত থাকার পর অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক ১১৭৬ হি./ ১৭৬৩ খ্রি. সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে দিল্লিতে ইনতিকাল করেন।[৮]

৮. বি: দ্র: ড. আবদুর রশীদ, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আবদুল আযিয দিহলবী
[মৃ. ১৮২৪ খ্রি.]
কাতহুল আযিয ফিত তাফসির

তিনি ৯৫৪ হিজরি মতান্তরে ৯৫৮ হিজরিতে ভারতবর্ষের দিল্লি নগরীর এক সুপ্রসিদ্ধ সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইফুদ্দিন ও দাদা আলাউল্লাহ ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফিসাধক। আবদুল হক দেহলবীর প্রাথমিক শিক্ষা দিল্লিতে শুরু হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। তৎকালীন সময়ে দিল্লি হাদিস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হওয়ার কারণে তিনি খুব অল্প বয়সে হাদিস অধ্যয়নে ব্রতী হন। অতপর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সামারকান্দ, বোখারাসহ প্রভৃতি স্থানে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গমন করেন। ৯৯৬ হি. সালে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেখানে আবদুল মোত্তাকী বোরহানপুরী মক্কীসহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস ও সুফিবাদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পারিবারিক সূত্রেই তিনি সুফিবাদে বিশ্বাস ও সুফি তরিকায় অনুশীলন করতেন-দীক্ষা দিতেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে ওয়াহাবী মতের ধারক মনে করতেন। কেননা তাঁর ওস্তাদ ছিলেন ওয়াহাবী মতালম্বী। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও আবেদ ছিলেন। শায়খ আবদুল হক দেহলবী মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লিতে খানকায়ে কাদিরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তাঁর সুফিবাদ তালিমের কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং পাশাপাশি এখানেই তিনি হাদিসের দরস আরম্ভ করেন। তিনি সমভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজেও ব্রতী হন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে– ১. সাদরুস সাআদাত গ্রন্থের ফারসি শরাহ 'আততারিকুল কাবিম ও শারহি সিরাতিল মুস্তাকিম ; ২. মিশকাত শরিফের ফারসি শরাহ 'আশিআতুল লুমআত ফিল মিশকাত' ; ৩. আলআকমাল ফি আসমায়ির রিজাল ; ৪. লুমআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতুল মাসাবিহ ; ৫. জামিউল বারাকাত মুনতাখাব শারহুল মিশকাত ; ৬. মা সাবাতা বিস সুন্নাহ ফি আয়্যামিস সুন্নাহ; ৭. আলহাদিসুল আরবাইন ফি উলুমিদ দ্বীন ; ৮. তরজমাতুল আহাদিসুল আরবাইন ; ৯. দাসতুর ফায়দুন নুর ;১০. মাদারিজুন নবুওয়াত প্রভৃতি। সুদীর্ঘকাল হাদিসের খেদমত করার পর তিনি ১০৫২ হিজরিতে দিল্লিতে ইনতিকাল করেন।[১]

এছাড়াও এ শতকে আবুল ফিদা আলহাক্কী [মৃ. ১১২৭ হি.]-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরবি ভাষায় রচনা করেন রুহুল বয়ান। কায়রো ও বৈরূতের বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও এ তাফসিরটি প্রকাশ করেছে।

হিজরি ত্রয়োদশ শতকে মুফাসসিরগণ আসার ও রায়ের আলোকে তাফসির রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ শতকের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হলেন-কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী [মৃ. ১২২৫ হি.] ; শাহ আবদুল কাদির দিহলবী [মৃ. ১২৩০ হি.] ; শিহাবুদ্দিন আলুসী [মৃ. ১২৭০ হি.] প্রমুখ। এসব মুফাসসির সিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাফসির রচনা করেন।

---

১. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. আবদুর রশীদ, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী : জীবন ও চিন্তাধারা, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, অপ্রকাশিত*

Dhaka University Institutional Repository

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী
[মৃ. ১২২৫ হি.]
তাফসির মাযহারী

তিনি ১১৪৩ হি/ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত পানিপথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআন শরিফ মুখস্থ করেন। আর মাত্র ষোল বছর বয়সে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, উসুল ও মানতিক প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত শাহ ওয়ালি উল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। যাহেরী ইলমের পাশাপাশি তিনি বাতেনী ইলমও চর্চা করতেন। এ ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ আবিদ সুনামী নকশাবন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর কাছেই তিনি বাতেনী ইলম শিক্ষা করেন। নকশাবন্দীর ইনতিকালের পর তিনি মির্যা জানে জানান এর শরণাপন্ন হন। শাহ আবদুল গফুর মুহাদ্দিস দিহলবী তাঁকে সমকালীন 'বায়হাকী' বলে অভিহিত করতেন। হযরত মির্যা তাঁকে 'ইলমুল হুদা' উপাধিতে ডাকতেন। শরিআত ও তরিকাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি দ্বীন প্রচার, ফতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে– ১. আততাফসিরুল মাযহারী। বাংলা ও উর্দুতে এর তরজমা প্রকাশ হয়েছে ; ২. মালাবুদ্দা মিনহু; ৩. ইরশাদুত তালেবীন ; ৪. হুকুকুল ইসলাম; ৫. ওয়াসিয়াত নামা; ৬. জাওয়াহিরুল কুরআন ; ৭. তাযকিরাতুল মাআদ ; ৮. আসসাইফুল মাসলুল ; ৯. রিসালাত দার হুরুমাত মুতা ; ১০. তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবুর প্রভৃতি। ১২২৫ হি. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। পানিপথে মির্যা মাযহারের থেকে প্রাপ্ত চাদর দ্বারা তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১০]

শাহ আবদুল কাদির
[মৃ. ১২৫৫ হি.]
মুজিহি কুরআন

শাহওয়ালী উল্লাহর পরে তারই সুযোগ্য তনয় শাহ আবদুল কাদির ১৭৮০ সালে বিশেষ বাক পদ্ধতিতে উর্দু ভাষায় রচনা করেন মুজিহি কুরআন। তিনি কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসিকতা, সযত্ন ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁর অনুবাদ যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও অতীব বিশুদ্ধ। সহজ-সরল অথচ সাহিত্যের আদলের তাঁর অনুবাদ কর্মটিতে পাঠকদের পুন:পুন অনুরোধের প্রেক্ষিতে হাশিয়া লিখেন, পাঠক সমাজে এটিই ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচিত। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই অনুবাদটি প্রথমে সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে বাহাদুর আলী দিল্লির মাতবাআ আহমদী থেকে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য মুজিহি কুরআন থেকেই ১২০৫ সাল বেরোয়। যেমন-

م = ٤٠ ؛ و= ٦ ؛ ض = ٨٠٠ ؛ ح = ٨ ؛ ق = ١٠٠ ؛ ر = ٢٠٠ ؛ ا= ١ ؛ ن = ٥٠ = موضح قران

১০. *বি:দ্র: পানিপথী, তাফসির মাযহারী, জীবনী অংশ*

Dhaka University Institutional Repository

শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী

[মৃ. ১২৭০ হি.]

রুহুল মাআনী

মাহমুদ আলুসী তাফসির জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর নাম মাহমুদ, উপনাম আবুস সানা, উপাধি শিহাবুদ্দিন। নিসবতী নাম আলুসী বা আলবাগদাদী। পিতার নাম আবদুল্লাহ সালাহউদ্দিন। তাঁর পুরো নাম আবুস সানা শিহাবুদ্দিন আসসাইয়েদ মাহমুদ আফিন্দী আলুসী বাগদাদী। আলুস ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইরাকের একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী নগরী। এখানে জন্ম হওয়ার কারণে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। আলুসী ১২১৭ হি./১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের বর্তমান ইরাকের বাগদাদের প্রখ্যাত আলুসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় চলে আসা নসবনামা আনুযায়ী আলুসীর পূর্বপুরুষগণ হযরত হাসান ও হুসাইনের [রা] বংশোদ্ভূত সাইয়েদ ছিলেন। ইরাকের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে আলুসী ও তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সালাউদ্দিন ছিলেন ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজক। তাঁর স্বীয় পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। অতপর তিনি সমকালীন বিভিন্ন প্রাজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে সুদূর ইউরোপ থেকেও বাগদাদে শিক্ষার উদ্দেশে জ্ঞান পিপাসুদের আগমন ঘটত। সে সুবাদে তিনি উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে বাগদাদের প্রখ্যাত আলিমদের নিকট অল্প বয়সে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এছাড়াও শায়খ নকশাবন্দী ও আলি সুয়াইদী থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তালিম গ্রহণ করেন। মাত্র তের বছর বয়সে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি টেনে তিনি মাত্র তের বছর বয়সে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থীর মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে খুব কম সময়ের ব্যবধানে একজন খ্যাতিমান তাফসিরবেত্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সমকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাগুরু, ইসলামি চিন্তানায়ক ও শীর্ষস্থানীয় তার্কিক হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হন। ১২৫০ হি. সালে এক আমন্ত্রিত সভায় বক্তৃতার সুবাদে শাহী দরবারের হানাফী মাযহাবের মুফতী নিযুক্ত হন। যদিও তিনি ব্যক্তিজীবনে পুরুষানুক্রমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ফতওয়া প্রদানের অবসরে তাফসির রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখালেখি জীবনের সূচনা করেন। অধ্যাপনা ও রচনাকর্মের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান গবেষণার যে খিদমত করে গেছেন তা আজও বিশ্ববাসীর জন্য অনন্য পাথেয় হিসেবে বিবেচিত। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি রচনা হচ্ছে– ১. তাফসির রুহুল মাআনী ; ২. আলমাকামাতুল খিয়ালিয়া; ৩. আল ফাইযুল ওয়ারিদ আল মারসিয়াতি খালিদ ; ৪. গারাইবুল ইগতিরাব ওয়া নুযহাতুল আলবাব ; ৫. আততিরায আলমুযাহহাব ; ৬. নিসওয়াতুশ শুমুল ; ৭. কাশফুত তুররাহ ; ৮. দুররাতুল গাওয়াস ফি আওহামিল খাওয়াস ; ৯. শারহুস সুল্লাম ফিল মানতিক ; ১০. ফিশ শাবাবে ইলা মাওদায়িল হাল ; ১১. হাশিয়া আল শারহিল মুবাল্লাফ আলা কুতবিন নাদা; ১২. সুফরাতুয যাদ; ১৩. তাবিবুল মামলুকাতিল বাতিনিয়া ; ১৪. নাজমুল আলাল ফিল হিকাম ওয়াল আমসাল ও ১৫. আল ফাওয়ায়িদুল ফিকরিয়া লিল মাকাতিবুল মিসরিয়া প্রভৃতি। তিনি ১২৭০ হি. সালের ২৫ যুলকাদা শুক্রবার ইনতিকাল করেন। কারখ নামক মহল্লায় মারূফ কারখীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১১] হিজরি চর্তুদশ শতক থেকে তাফসিরের আধুনিক যুগ হিসেবে বিবেচিত। জাহেলিয়াতের

১১. *বি: দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২-৩৬২*

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা থেকে ইসলামকে রক্ষার আন্দোলনে এ শতকের আলিমগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ইসলামি তাহযিব তামাদ্দুনকে পুনরুজ্জীবিত করতে কলম হাতে নেন এবং ভেঙ্গে পড়া তামাদ্দুনিক চেতনাকে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুনরায় গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এ শতকের প্রসিদ্ধ মুফাসসির হলেন- মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ; সাইয়েদ রশিদ রিযা ; শায়খ তানতাবী জাওহারী ও শানকিতী প্রমুখ।

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু

[মৃ. ১৩২৩ হি.]

তাফসিরুল কুরআনিল হাকিম

তিনি মিসরের এক পল্লীতে ১৮৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কুরআন হিফয করেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি তাসাউফ চর্চাও করেন। পরে জামালুদ্দিন আফগানীর অনুপ্রেরণায় মুসলিম সমাজের সংস্কারক ও প্রবর্তক হিসেবে নিজেকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের অন্যায় অপরাধের প্রতিবাদ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মিসরের প্রখ্যাত লেখক উসমান আমিন বলেন : নৈতিক চরিত্রের শিক্ষক মুফতি আবদুহু তাঁর তালিম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজের বহু দোষ, নানা কুসংস্কার এবং শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক মুসলিম জাতির সামাজিক মান-সম্মানকে ক্রমাগত উন্নত ও জাগ্রত করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি মিসরের মুফতিয়ে আজমের পদ অলংকৃত করেছিলেন। অধ্যাপনা, ধর্ম, রাজনীতি ও ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নমুখী দায়িত্বের অবসরে জ্ঞান দর্শনের বিভিন্ন শাখাকে মৌলিক অবদানে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. আলইসলাম ওয়ার রাদ্দু আল মুতাফিদীহি ; ২. আলইসলাম ওয়ান নাসরানিয়া মাআল ইলমি ওয়াল মদিনা ; ৩. মুকতাবানুস সিয়াসাত, ৪. শরহু নাহাজুল বালাগা; ৫. রিসালা আততাওহিদ ; ৬. ইসলাহুল মাহাকিমিস শরিয়াহ ; ৭. শারহু মাকামাতি বদিউজ্জামান হামাদানী ; ৮. আলওরাওয়াতুল ওসকা প্রভৃতি। বস্তুত আবদুহুর উদারতা ও কুসংস্কারমুক্ত মানব প্রীতিকে সমকালীন মিসরীয় আলিমগণ মেনে নিতে না পারায় তাঁর জীবন দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই তার গোটা জীবন সংগ্রাম ও আন্দোলনে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।[১২]

সাইয়েদ রশিদ রিযা

[মৃ. ১৩৫৪ হি.]

তাফসিরুল মানার

তিনি আধুনিক খ্যাতনামা মুফাসসির, চিন্তানায়ক ও সমাজ তত্ত্ববিদ। ১৮৬৫ সালে ত্রিপোলী সিরিয়ার কালমুন নামক ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিরিয়ায় শিক্ষায়তনে শায়খ হুসাইন

১২. *বি: দ্র: ড. ফাহাদ রুমী, মানহাজুল মাদরাসা, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ,পৃ. ১২৪-১৬৯*

Dhaka University Institutional Repository

আলজাসসাসের কাছে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। এই শায়খের কাছ থেকে তিনি মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। এরপর তিনি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বিখ্যাত সংস্কারক ইবনে তাইমিয়ার সংস্কার ও শিক্ষানীতির প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি কায়রো গমন করে সাংবাদিকতার সাথে জড়িয়ে পড়েন। শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু আলআযহার ইউনিভার্সিটিতে যে দারস দিতেন তিনি তা ধারাবাহিকভাবে আলমানার পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। অল্প দিনের মধ্যে গোটা মুসলিম জাহানে কুরআনের এ উদাত্ত বাণী ছড়িয়ে পড়ে। শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে এ পত্রিকাটি সমকালীন যুগে সাহসী ভূমিকা পালন করে। মুফতি আবদুহুর ইনতিকালের (১৯০৫ খ্রি.) পর রশিদ রিযা উক্ত পত্রিকায় কুরআনের তাফসির লেখা অব্যাহত রাখেন। পরে তিনি সুরাভিত্তিক তাফসির লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কুরআনের তাফসির সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সুরা ইউসুফের ১০১ নং আয়াতের–

«رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين»

তাফসির লেখার সময় তাঁর জীবন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যায়। অবশেষে তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম উস্তাদ বাহযাতুল বাইতার অবশিষ্ট সুরাগুলোর তাফসির সম্পূর্ণ করে সাইয়েদ রশিদ রিযার নামে প্রকাশ করেন। বিশ্ববাসীর কাছে সেটিই আজ তাফসিরুল মানার হিসেবে পরিচিত। এই নন্দিত তাফসিরখানি ছাড়াও তাঁর আরো বেশ কিছু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– আলখিলাফাতু আও ইমামাতুল কুবরা ; খুলাসাতু সিরাতিন নাবাবিয়াহ; শুবহাতুন নাসারা ; তারিখুল ইমাম ; আলমুসলিহ ওয়াল মুকাল্লিদ ; আলমানার ওয়াল আযহার ; আলওয়াহিউল মুহাম্মাদী ; মাওলিদুন নববী ;নিদাউল ইলাল জিনসিল লাতিফ ইত্যাদি। দার্শনিক, চিন্তানায়ক, সুবক্তা, সাংবাদিক, তাফসির ও হাদিসবেত্তা রশিদ রিযা ১৩৫৪ হি./১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাফসিরুল মানার বিশ্ববাসীর কাছে আজও অমর কীর্তি হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।[১৩]

আশরাফ আলী থানবী
[মৃ. ১৩৬২ হি.]
তাফসিরে আশরাফী

তিনি ভারতের বর্তমান উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে ১২৮০ হি./১৮৬২ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্সী আবদুল হকের দিক দিয়ে তিনি হযরত ওমর ফারুক [রা]-এর সাথে এবং মাতার দিক থেকে তিনি হযরত আলি [রা]-এর সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমে কুরআন অধ্যয়ন করার পর তৎকালীন ফারসি ভাষা পণ্ডিত মাওলানা ওয়াজেদ আলির কাছে ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ফারসি ভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এছাড়াও তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, মানতিক, কিরআত, জোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৩১৫ হি. থেকে প্রায় ১৪ বছর কানপুর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য সূক্ষ্মদর্শিতার

১৩. *বি: দ্র: তাফসিরুল মানার, জীবনী অংশ*

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তিনি এই উপমহাদেশে হাকিমুল উম্মাত বা জাতির দার্শনিক আখ্যায় সুপরিচিত হন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে– ১. বায়ানুল কুরআন; ২. কাসদুস সাবিল ; ৩. তাজবিদুল কুরআন ; ৪. ফুরউল ঈমান ; ৫. বেহেশতী যেওর ; ৬. নাশরুত তিব ; ৭. ইসলাহুল নিসা ; ৮. জামালুল কুরআন ; ৯. হায়াতুল মুসলিমীন ; ১০. কালিমাতুল হক প্রভৃতি। তিনি ১৯৪৩ খ্রি. / ১৩৬২ হি. সালে ইনতিকাল করেন।[১৪]

মুফতি মুহাম্মাদ শফী

[মৃ. ১৩৯৬ হি.]

তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন

তিনি ভারতের দেওবন্দ শহরে ১৩১৪ হি. / ১৮৯৬ খ্রি. ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুযোগ্য পিতা মাওলানা ইয়াসিনের তত্ত্বাবধানে দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে পিতার নিকটেই তিনি উর্দু, ফারসি, অংক, জ্যামিতি ও প্রাথমিক আরবি শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৫ হি. সালে তিনি দরসে নিজামীর কোর্স সমাপ্ত করেন। যাহেরী জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি বাতেনী জ্ঞানও চর্চা করতেন। এজন্য তিনি শায়খুল হিন্দ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইনতিকালের পর থানবীর হাতে পুন:বায়আত গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪৯ হি. সালে প্রধান মুফতি হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৩৬২ সালে অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৫ খ্রি. জমিআতে উলামা ইসলামের সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রি. সাল থেকে পাকিস্তানের করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রি. পাকিস্তান 'ল' কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রি. কেন্দ্রীয় জমিআতে উলামার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রি. রেডিও পাকিস্তানের 'মাআরিফুল কুরআন' নামক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি দারুল উলুম করাচির প্রতিষ্ঠাতা। তার লিখিত ফতওয়ার সংখ্যা ৭৭, ১৪৪টি। পাকিস্তানের 'মুফতিয়ে আজম' পদও অলংকৃত করেন তিনি। কাদিয়ানী ফিৎনা রোধেও তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁর ১৬২টি গ্রন্থের মধ্যে অমরকীর্তি হচ্ছে উর্দু ভাষায় রচিত তাফসির মাআরিফুল কুরআন। এ তাফসিরে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার সমন্বয় লক্ষণীয়। তিনি ১৩৯৬ হি. / ১৯৭৬ খ্রি. ইনতিকাল করেন।

হিজরি পঞ্চদশ শতকে বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার আদলে কুরআন ব্যাখ্যা পদ্ধতি শুরু হয়। এ শতকে যাঁদের অবদান বেশি তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৫]

---

১৪. *বিস্তারিত দ্র: উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড পৃ. ৭৯০*

১৫. *বিস্তারিত দ্র: তাফসির মাআরিফুল কুরআনের মুকাদ্দিমা, জীবনী অংশ*

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যেদ কুতুব
[শাহাদাত : ১৯৬৬ খ্রি.]
ফি যিলালিল কুরআন

তিনি মিসরের আসিউত-এর অন্তর্গত মুশাহ নামক পল্লীতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায়তনে তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি ঘটে। মায়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে শৈশবেই কুরআন মুখস্থ করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মেধা, স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি সমকালীন আলিমদেরকে বিস্মিত করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কায়ারোস্থ দারুল উলুমে ভর্তি হন। এখানে থেকে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য, তাফসির, হাদিস, কালাম, দর্শন, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি এ প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি ১৯৫১ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এরপর কর্নেল নাসেরের সরকার তাঁর উপর যুলুম নির্যাতন শুরু করেন। তাঁর উপর অমানসিক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তারই এক সহকর্মী বলেন : "নির্যাতনের পাহাড় তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁকে আগুনে ছাঁকা দেয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, তাঁর মাথার উপর কখনো অত্যন্ত গরম পানি আবার কখনো অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানি ঢালা হতো, লাথি, চর, বেত্রাঘাত ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁকে নির্যাতন করা হতো, কিন্তু তিনি ছিলেন ইমান ও ইয়াকীনে অবিচল-নির্ভীক।" ১৯৫৫ সালে বিচারের নামে প্রহসনমূলক পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৬৪ সালে ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের সুপারিশক্রমে মুক্তি পান। এক বছর অতিবাহিত না হতেই ক্ষমতা দখলের অপবাদে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সাথে সহোদর চার ভাই বোন ও বিশ হাজার নেতা কর্মীও গ্রেফতার হন। তবে এসব নির্যাতন জেল-জরিমানা তাঁকে আল্লাহর পথ থেকে সামান্যও বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি জেলে বসেও দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিতেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় বিশ্বখ্যাত তাফসির ফি যিলালিল কুরআন রচনা এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতে নাসের সরকারের মন একটুও বিগলিত হয়নি। পক্ষান্তরে নামমাত্র বিচার অনুষ্ঠান করে ১৯৬৬ সালে সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাঁকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হয়। (انا لله وانا اليه راجعون) ইসলামের অকুতভয় সৈনিক সাইয়েদ কুতুব আনন্দ চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে সেদিন ফাঁসির আদেশ মেনে নিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে– ১. তাফসির ফি যিলাযিল কুরআন ; ২. আততাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন ; ৩. আল আদালাতুল ইজতিমাইয়া ফিল ইসলাম ; ৪. দারাসাতে ইসলামিয়্যা ; ৫. আসসালামুল আলামী ওয়াল ইসলাম ; ৬. মুশাহিদুল কিয়ামাতি ফিল কুরআন ; ৭. মাআলিম ফিত তারিখ ; ৮. নাহবু মুজতামিউ ইসলামী ; ৯. আলশাতিউল মাজহুল ; ১০. কাফিলাতুর রাকিক ; ১১. হুলমুল ফাজরী ; ১২. আশওয়াক ; ১৩. তিফলে মিনাল কারিয়া ; ১৪. মুদিনাতুল মাশহুর ; ১৫. কাসাদুদ দিনিয়াহ ; ১৬. আননাকদুল আদাবী উসুলুহু ওয়া মানহাজাহু ; ১৭. আল আতইয়াফুল আরবাআ ; ১৮. মহিম্মাতুশ শায়ির ; ১৯. আমেরিকা আল্লাতি রাইয়াতু ; ২০. কিতাব ওয়া শাখসিয়াত ; ২১. হাযাদ দ্বীন ; ২২. মারিকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসমালিয়াহ ; ২৩. আলজাদিদ ফিল মাহফুযাত ; ২৪. খাসায়িসুত তাসাওউর আলইসলামী ; ২৫. মুকাওয়ামাতুত তাসাউর আলইসলামী প্রভৃতি।[১৬]

---

১৬. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইশতিশহাদ ও মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন পৃ. ৩৭৩*

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আলা মওদূদী
[মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.]
তাফহিমুল কুরআন

তিনি ১৯০৩ খ্রি. সালে হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) অর্ন্তগত আওরঙ্গাবাদ শহরের মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সাইয়েদ আহমাদ হাসানের তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসা ফাওকানিয়াতে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি আরবি সাহিত্য, নাহু-সরফ, মানতিক, ফিকহ, ফারাইদ, রসায়ন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সমকালীন আলিমদের থেকেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে মদিনা পত্রিকা এবং পরে তাজ ও আল জমিয়াত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তরজমানুল কুরআন নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পান। ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এর আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে বিশ্ব নন্দিত তাফসির গ্রন্থ 'তাফহিমুল কুরআন' রচনা শুরু করেন। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালে সামরিক আদালতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। আন্দোলনের ফলে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অমর কীর্তি হচ্ছে তাফহিমুল কুরআন। এটি ১৯৪৩ থেকে ১৯৭২ সাল। এই প্রায় ৩০ বছরে লেখা সমাপ্ত করেন। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে। এছাড়াও আলজিহাদ, সিরাতে সরওয়ারে আলম, পর্দা ও ইসলাম, তরজমায়ে কুরআন মজিদ তাঁর রচনাবলির অন্যতম।[১৭]

এছাড়াও মাওলানা আমিনুল ইসলাম নুরুল কুরআন নামে কুরআনের তাফসির রচনা করেন। তাফসিরটি ১৯৮১ সাল থেকে মাসিক আলবালাগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও পরে আলবালাগ পাবলিকেশন এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাফসিরখানির ১ম খণ্ডের মুকাদ্দিমাহ অংশে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাফসিরের যে তালিকা দিয়েছেন তাঁর সত্যতা নিরূপণ করা যায় না। সূত্র বর্জিত এসব তাফসিরের অস্তিত্ব কোথায় পেলেন তা বোধগম্য নয়।

---

১৭. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাওলানা মওদূদী, একটি জীবন একটি ইতিহাস একটি আন্দোলন*

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বস্তুত তাফসির শাস্ত্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। যে কোনো শাস্ত্রের চেয়ে এর গবেষণার সীমানাও প্রশস্ত। হিজরি প্রথম শতকে তাফসির অভিজ্ঞানের সূচনা হয় আর হিজরি দ্বিতীয় শতকে এর ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। প্রথমে রাসুল [স] ও সাহাবায়ে কিরাম এবং পরে তাবেয়িগণ এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অবদানের ফলশ্রুতিতে আমরা আজ তাফসির অভিজ্ঞানের স্বতন্ত্র ইতিহাস পাচ্ছি। হিজরি তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত তাফসির গ্রন্থ, পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃতির মাধ্যমে এবং তাবাকাত ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এ সময়ে কোনো ধারাবাহিক তাফসির রচিত হয়নি। হিজরি তৃতীয় শতকে আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আততাবারী [মৃ. ৩১০ হি.] রচনা করেন সনদভিত্তিক তাফসির গ্রন্থ *"জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন"।* মুসলিম মিল্লাতের কাছে যা তাফসির তাবারী নামে পরিচিত। এ সময়ে সনদভিত্তিক ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মুহাদ্দিসদের ন্যায় এ ধারাটি অবলম্বনে সে সময়ে অনেকে তাফসির রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে এই সনাতনী ধারার পথিকৃত আল্লামা তাবারী। কুরআনের তাফসির রচনার ক্ষেত্রে অন্য একদল মুফাসসির সনদ অপেক্ষা মতন–এর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে তাফসির রচনায় ব্রতী হন। এঁদের পথিকৃত হলেন আবু মানসুর আলমাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.]। সে সময়ে তাঁর অনুসৃত এ পদ্ধতি হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে দেখা যায়। পরবর্তী তাফসির মূলত এই দু'টি ধারাকে কেন্দ্র করে বিরচিত হয়। ১০০–৪০০ হি. পর্যন্ত এই তিনটি শতক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিজরি প্রথম শতকে সাহাবিগণ তাফসির চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। অবশ্য সাহাবিদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করে সাহাবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন সুয়ুতীর ভাষ্য মতে এদের সংখ্যা দশজন। তন্মধ্যে চার খলিফার প্রথম তিনজনের তেমন বেশি অবদানের তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে হযরত আলি [রা]–এর অবদান অনেক বেশি বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআন নাযিলকালীন সময়ে সাহাবিদের উপস্থিতি এবং রাসুল [স] সাহাবিদের নানা জটিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে এ শতকে তাফসির অভিজ্ঞান গ্রন্থনা ও সম্পাদনার প্রয়োজনও ততোটা দেখা দেয়নি। এছাড়াও সাহাবায় কেরাম কুরআনের সংক্ষিপ্ত অর্থের উপরই বেশি নির্ভর করতেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য কালক্ষেপণ করা তাঁরা পছন্দ করতেন না। এ কারণে এ শতকের তাফসির সূত্রের মাধ্যম ছাড়া পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের তাফসির সংক্রান্ত বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা তাঁরা তাই বর্ণনা করেছেন যা অবতীর্ণ হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁরা স্বয়ং ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর না হয় সময়ের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ এবং চিন্তা–গবেষণা ও পরামর্শের মাধ্যমে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি দ্বিতীয় শতকে তাফসির চর্চার ভিত্তি গড়ে উঠে। এ সময়ে মক্কা মদিনা ও ইরাকে তাফসির চর্চার তিনটি কেন্দ্র গড়ে উঠে। সাহাবিগণ এসব কেন্দ্রে দরস দিতেন আর তাবেয়িগণ এসব কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক কুরআন চর্চা করতেন। কুরআনের অধ্যয়ন এবং পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা উক্ত প্রতিষ্ঠান তিনটির অসামান্য অবদান রয়েছে। অনেকে এ শতকে তাফসিরে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য এ শতকে ইসরাইলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটে।

হিজরি তৃতীয় শতক তাফসির চর্চার স্বর্ণ যুগ। এ শতকে অন্যতম মুফাসসির আল্লামা তাবারী ও ইমাম মাতুরিদী। তাবারীর *জামিউল বয়ান আন তাবিলি আইয়িল কুরআন* রচনার মাধ্যমে সনদভিত্তিক তাফসির রচনার যে ধারা সূচিত হয়, তা অব্যাহত। অনুরূপ মাতুরিদী মতনভিত্তিক ধারার মাধ্যমে যে *তাবিলাতুল কুরআন* রচনা করেন তাও কালক্রমে তাফসির চর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। উভয়ের কালজয়ী রচনা আজও কালের বিস্ময় হয়ে রয়েছে। তাফসির অভিজ্ঞানে এ এক অপূর্ব সংযোজন। কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁদের যে আন্তরিকতা ও একাগ্রতার পরিচয় মেলে পরবর্তীতে এর নজির পাওয়া যায় না। পরবর্তী তাফসিরসমূহ মূলত এই উভয় ভিত্তির উপর নির্ভর করেই রচিত হয়।

হিজরি চতুর্থ শতকে হানাফী মাযহাবের ফিকহ সংক্রান্ত তাফসির *আহকামুল কুরআন* রচিত হয়। তিনি গোটা কুরআনের ব্যাখ্যায় না গিয়ে কেবল শরিআতের আহকাম বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। কুরআন ব্যাখ্যায় তাঁর অবদান তাফসির অভিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলাভাষায় এসব তাফসিরের অনুবাদ হচ্ছে। তাফসির তাবারীর অনুবাদ ইতোমধ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর আহকামুল কুরআনের প্রাথমিক দিকের মাওলানা আবদুর রহীমের অনুবাদও বেশ আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে। সম্প্রতি সে অনুবাদটি মাওলানা আবদুর রহীমের নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খায়রুন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এর বাকী অংশের অনুবাদ এখনও শেষ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান এ মহতী কাজে ব্যাপৃত আছেন। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই এর বাকী কাজ শেষ হবে এবং দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হবে। এসব তাফসিরের উপর দেশে বিদেশে বহু গবেষণাও হচ্ছে। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ তাফসির পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

এ শতকে আবুল লাইস আসসামারকান্দীরও অসামান্য অবদান লক্ষণীয়। *বাহরুল মুহিত* বিশ্বনন্দিত তাফসির হিসেবে খ্যাতি তাঁর এই অসামান্য অবদানেরই স্বীকৃতি। তবে এই মূল্যবান তাফসিরখানির বাংলা অনুবাদ হওয়া দরকার। তবেই পাঠক সমাজ সামারকান্দীকে মূল্যায়ন করতে পারবে, তাঁর শ্রম সার্থকতা পাবে। এছাড়াও এ শতকে ইমাম তাহাবীর তাফসির শাস্ত্রে অবদানের কথা উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি। তাফসির শাস্ত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা তুলে ধরেছি। তবে এক্ষেত্রে তাঁর তাফসির দু'খানির সন্ধান পাওয়া গেলে বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যেতে পারে যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি ঘটে, বিকাশ ঘটে। যুগের এই অগ্রগতির সাথে কুরআন ব্যাখ্যা, সংকলন ও সম্পাদনার ধারাও প্রবহমান। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা]-এর একটি বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন : القران يفسر الزمان। 'নিশ্চয়ই যুগ বা সময় তাফসির করে।' তাফসির অভিজ্ঞানের বিকাশধারার দিকে তাকালে এর প্রমাণ মেলে। কেননা প্রত্যেকটি যুগেই এই শাস্ত্রের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, বিকাশধারা অব্যাহত আছে। তবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের উপর তেমন বেশি তথ্য-উপকরণ নেই। বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ের উপর গ্রন্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাফসিরের ইতিহাস ও উলুমুল কুরআনের উপর যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই একই ধাঁচের, একই ধারায় গতানুগতিক। নতুনত্ব কিংবা প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় উদ্ভাবনে লেখকগণ অসচেতন ছিলেন বলে আমার মনে হয়। প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই লক্ষ্য করা যায় যে, শুধু ভাষা বা উপস্থপনার বিভিন্নতা ছাড়া মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হননি। যেমন বলা যেতে পারে কোনো বিষয় বলতে গিয়ে তাঁরা একটু শ্রম ব্যয় করলেই কুরআন হাদিসের সিদ্ধান্ত বা কুরআন-হাদিসে এর প্রয়োগ দেখাতে পারতেন কিংবা বর্তমানে এর ব্যবহার কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রমাণ করতে পারতেন কিন্তু তারা এ বিষয়টি সকলেই এড়িয়ে গেছেন। তবে তাঁদের এই অবদান পরবর্তী গবেষণার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে এ কথা বলা যায় নি:সন্দেহে। আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে দেশে-বিদেশে এর উপর যে গবেষণা চলছে তাতে এমন কিছু বিষয় বেরিয়ে আসছে যা সত্যিই পরবর্তী গবেষকদের জন্য যুগে যুগে তথ্যের উৎস হয়ে থাকবে। যুগ পরিক্রমায় এই ধারা অব্যাহত থাকবে, নতুন আরো কেউ এই গবেষণায় শামিল হয়ে নবনব দিক উদ্ভাবন করবেন এটাই প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

BIBLIOGRAPHY

الكتب المراجعة

Dhaka University Institutional Repository

আলকুরআন ও আততাফসির

কালামুল্লাহ : **আলকুরআনুল কারিম**
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.

কালামুল্লাহ : **QUR'AN MAJID**
Translated by: Dr. M. Mustafizur Rahman.
Dhaka: Khoshroz Kitab Mahal, 2002

মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী : **জামিউল বায়ান আন তাবিলে আইয়িল কুরআন**
বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি./১৪১৫ হি.

আবু বকর আহমাদ আলজাসসাস : **আহকামুল কুরআন**
বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:

আবুল লাইস আসসামারকান্দী : **বাহরুল উলুম**
বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:

আবু মানসুর আলমাতুরিদী : **তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ**
সম্পাদনা: ড. এম.এম রহমান
ইরাক: ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশশুয়ুনিদ দ্বীনীয়াহ, ১৪০৪হি.

আবু তাহের ফিরোজাবাদী : **তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসিরে ইবনে আব্বাস**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা:বি:

ইমাম ফখরুর রাযী : **মাফাতিহুল গায়ব**
বৈরূত: দারুল ফিকর, তা:বি:

আবু হাইয়্যান আল গারনাতী : **আলবাহরুল মুহিত**
বৈরূত: দারুল ফিকর ১৪০৩ হি.

আবু আবদুল্লাহ নাসাফী : **মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল**
সাআদাহ : ১৯২৬ হি.

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আলকুরতুবী : **আলজামি লি আহকামিল কুরআন**
বৈরূত: দার এহইয়া আততুরাস আলআরাবী, ১৯৬৫ খ্রি.

আলি বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলবাগদাদী : **লুবাবুত তাবিল ফি মাআনিত তানযিল** (তাফসিরে খাযিন)
বৈরূত: দারুল ফিকর, তা:বি:

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী : **যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির**
বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৭ হি.

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ বিন আলি শাওকানী : **ফাতহুল কাদির আলজামি বাইনা ফির রিওয়াতি ওয়াদ দিরায়াতি ফি ইলমিত তাফসির**
আলবাবী আলহালাবী, ১৩৮৩ হি.

মুহাম্মাদ রশিদ রিযা : **তাফসিরুল মানার**
মিসর : দারুল মানার, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৩ হি.

তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া : **আততাফসিরুল কাবির**
বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৪০৮ হি.

আবু মুহাম্মাদ আল আন্দালুসী : **আলমুহাররারুল ওয়াজিয ফি তাফসিরিল কিতাবিল আযিয**
মুআসসাসাহ দারুল উলুম, তা:বি:

জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী : **আদদুররুল মানসুর ফিত তাফসিরিল মাসুর**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা:বি:

জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী : **আল একলিল ফি ইস্তিনবাতিত তানযিল**
দিল্লী: আলফারূকী, ১২৯৬ হি.

মান্না আলকাত্তান : **তাফসিরু আয়াতিল আহকাম**
দামিশক: আলমাকতাবুল ইসলামি,
১ম সংস্করণ ১৩৮৪হি.

আবদুল আযিয জাওয়িশ : **তাফসিরু আসরারিল কুরআন**
আলহিদায়া ১৩৩১ হি.

ড. আয়শা আবদুর রহমান : **আততাফসিরুল বায়ানী লিল কুরআনিল কারিম**
মিসর: দারুল মাআরিফ, ১৯৬৮ খ্রি.

আবু সাউদ আলইমাদী : **ইরশাদুল আকলিস সালিম ইলা মাযায়াল কুরআনিল কারিম** (তাফসিরে আবি সাউদ)
মিসর: দারুল মাসহাফ, তা:বি:

হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির : **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** (তাফসিরে ইবনে কাসির)
মিসর: মাকতাবা আননাহদা আলহাদিসাহ
১ম সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.

আহমাদ মুস্তফা আলমারাগী : **তাফসিরুল মারাগী**
মিসর: মুস্তফা আলহালাবী, ৩য় সংস্করণ ১৩৯৪ হি.

মোল্লা ফাতহুল্লাহ আলকাশানী : **তাফসির মানহাজে সাদিকীন** (ফারসি)
ইরান: তা:বি:

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আতফিশ : **তাইসরুত তাফসির লিল কুরআনিল কারিম**
আম্মান: ওযারাত ট্রাস্ট, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রহমান আসসাদী	:	**তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরে কালামিল** মান্নান রিয়াদ: আল মুআসসসাতুস সায়িদিয়া, তা:বি:
তানতাবী জাওহারী	:	**আলজাওয়াহির ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম** তেহরান: তা:বি:
মুহাম্মাদ আলি আসসাবুনী	:	**অরাইল বায়ান তাফসিরে আয়াতিল আহকাম** দামিশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি.
শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসী	:	**রুহুল মাআনী ফি তাফসিরিল কুরআনিল আযিম ওয়াসসাবউল মাসানী** বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৩৯৮ হি.
মুহাম্মাদ রুশদী হিমাদী	:	**আলমুজিয ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম** মিসর: দার এহইয়া, ১৯৭৩ খ্রি.
মুহাম্মাদ হুসাইন আততাবাতাবায়ী	:	**আলমিযান ফি তাফসিরিল কুরআন** বৈরূত: মুআসসাসা আলআলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৪ হি.
মুহাম্মাদ আবু যায়েদ	:	**আলহিদায়া ওয়াল ইরফান ফি তাফসিরিল** কুরআন বিল কুরআন মিসর: মুস্তফা আলবাবী, ১৩৪৯ হি.
ইবনুল আরাবী	:	**আহকামুল কুরআন** মিসর: ইসা আলবাবী আলহালাবী, তা:বি:
সাইয়্যেদ কুতুব	:	**ফি যিলালিল কুরআন** জেদ্দা: দারুশ শুরুক, তা:বি:
ড. আয়াশা আবদুর রহমান	:	**আলকুরআন ওয়াত তাফসির** আলআসরী মিসর : দারুল মাআরিফ, তা:বি:
মুহাম্মাদ তাহের বিন আশুর	:	**তাফসিরুত তাহরির ওয়াততানবির** তিউনিশিয়া: আদদারুত তিউনিশিয়া, তা:বি:
জারুল্লাহ মাহমুদ যামাখশারী	:	**আলকাশশাফ আনহাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল ফি উযুহিত তাবিল** বৈরূত: দারুল কুতুব মারিফা, তা:বি:
আবু মুহাম্মাদ হুসাইন আলবাগবী	:	**মাআলিমুত তানযিল** (তাফসির বাগবী) বৈরূত: দারুল মারিফা ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি.
জালালুদ্দিন আসসুয়ুতী ও জালালুদ্দিন মহাল্লী	:	**তাফসিরুল জালালাইন** বৈরূত: মুআসসাসাতুর বাইয়ান, ২০০১ খ্রি./১৪২২ হি.

Dhaka University Institutional Repository

কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী	:	**আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল** বৈরূত: দারুল কুতুব, তা:বি:
আবুল ইসহাক সালাবী	:	**আলকাশশাফ ওয়াল বায়ান আন তাফসিরিল কুরআন** মাখতুতাহ, আলআযহার, ১৩২৩ হি.
নিযামুদ্দিন আননিশাপুরী	:	**গারায়িবুল কুরআন ওয়ারাগায়িবুল ফুরকান** বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৩ হি.
সাইয়েদ আবদুল্লাহ উলুবী	:	**তাফসিরুল কুরআন** মাখতুতাহ
হাসান আসকারী	:	**তাফসির আলআসকারী**
স্যার সৈয়দ আহমাদ খান	:	**তাফসিরুল কুরআন**
ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন	:	**কুরআন শরিফ** কলকাতা:
মুজাহিদ [র]	:	**তাফসির মুজাহিদ বিন জাবর**
আবদুর রহমান তাহের সুরাতী সম্পাদিত		বৈরূত: দারুল ফিকার আলইসলামী, আলমুনসারাতুল ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১০ হি.
ইবনু কুতাইবা	:	**তাফসিরে গারিবিল কুরআন**
প্রফেসর আহমাদ সাকার সম্পাদিত		
আবদুল হামিদ বাদিস	:	**তাফসিরু ইবনে বাদিস** দারুল ফিকার, ২য় সংস্করণ
আবদুল কাদির মাগরিবী	:	**তাফসির যুযু তাবারাকা** আলআমিরিয়া, ১৩৬৬ হি.
শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু	:	**তাফসির যুযু আম্মা** মুহাম্মাদ আলিসাবিহ, ১৩৮৭ হি.
আবদুল্লাহ কানুন	:	**তাফসির সুয়ারুল মুফাসসাল** দারুস সিকাফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.
হানাফী আহমাদ	:	**আততাফসিরুল ইলমী লিল আয়াতিল কাওনিয়া ফিল কুরআন** মিসর: দারুল মাআরিফ
আবদুল্লাহ আহদাল	:	**আততাফসিরুল ইলমী লিল কুরআনিল কারিম** মাস্টার্স থিসিস, ১৪০২ হি.
মুহাম্মাদ জাওয়াদ	:	**আততাফসিরুল কাশিফ** বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ৩য় সংস্করণ ১৯৭৮খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ জাওয়াদ : **আততাফসিরুল মুবিন**
বৈরূত: দারুত তাআরিফ, ১৩৯৮ হি.

জামালুদ্দিন কাসেমী : **মাহাসিনুত তাবিল** (তাফসিরে কাসেমী)
মিসর: দার এহইয়াউল কুতুব আলআরাবিয়া,
১ম সংস্করণ ১৩৭৬ হি.

আবু জাফর আননাহহাস : **এরাবুল কুরআন**
আলামুল কুতুব, ১৪০৫ হি.

কাযী আবদুল জব্বার : **তানযিহুল কুরআন আনিল মাতায়িন**
জামালিয়াহ, ১৩২৯ হি.

আবদুল লতিফ গাজরানী : **মুকাদ্দিমা মারায়াতুল আনওয়ার**
আলআজম, ১৩০৩ হি.

মিকদাদ আল ইউসুরী : **কানযুল ইরফান ফি ফিকহিল কুরআন**
তাবযিয, ১৩১৪ হি.

আবদুর রাজ্জাক কাসানী : **তাফসির ইবনুল আরাবী**
আমিরিয়াহ, ১২৮৩ হি.

সুলতান খুরাসানী : **বায়ানুস সাআদাহ**
তেহরান: ১৩১৪ হি.

আবুল আলা তাবরাসী : **মাজমাউল বায়ান**
তেহরান: ১৩১৪ হি.

নিজামুদ্দিন দায়ীহ : **আততাবিলাতুল নাযমিয়াহ**
মাখতুতাহ

শরিফ মুরতাযা : **ইমাম আলশরিফ মুরতাযা**
সাআদাহ, ১৩২৫ হি.

মুহাম্মাদ আতফিস : **হামইয়ানুয যাদ ইলা দারিল মাআদ**
যুনজাব্বার, ১৩১৪ হি.

আবু মুহাম্মাদ রুযবাহান : **আবয়িশুল বায়ান**
হিন্দ: ১৩১৫ হি.

মাওলানা সাউদ কাসেমী : **শাহওয়ালি কি কুরআনি ফিকর কা মুতালাআ**
লাহোর: মাহমুদ একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.

মাও. আনিস আহমাদ সিদ্দিকী : **দারুল উলুম কি তাফসিরি খিদমাত**
পাঞ্জাব: জামেয়া রশিদিয়া, ১৯৯২ খ্রি.

মাও. মুহাম্মাদ আকরম খাঁ : **কোরআন শরীফ**
ঢাকা: ঝিনুক পুস্তিকা, ১৩৮২ মাঘ

Dhaka University Institutional Repository

সালিম কাসেমী ও অন্যান্য : **জায়েযায়ে তারাজিমে কুরআনী**
দেওবন্দ: মাজলিসে মাআরিফে কুরআন, তা:বি:

মুহাম্মাদ ইযযাত : **আততাফসিরুল হাদিস**
কায়রো: দার এহইয়া আলকুতুব আলআরাবিয়া, ১৩৮১ হি.

মুহাম্মাদ শাকির আহমাদ : **উমদাতুত তাফসির আলহাফিয ইবনে কাসির**
কায়রো: দারুল মাআরিফ, ১৩৭৬ হি.

আবুল ফয়েজ ফয়জী : **সাওয়াতিউল ইলহাম**
নওলকিশোর, ১৩০৬ হি.

শাহ রফিউদ্দিন : **তরজমা রাফিয়ী**
করাচি: তা:বি:

মাওলানা আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী : **তরজমা ওয়া তাফসির ফাতহুল মান্নান**
দেওবন্দ : তা:বি:

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী : **তরজমা ওয়া তাফসির সানাঈ**
দিল্লি : তা:বি:

মাওলানা সায়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী : **তরজমা ওয়া তাফসির মাওয়াহিবুর রহমান**
লাহোর : তা:বি:

ডেপুটি নজীর আহমদ : **তরজমা ওয়া তাফসির গারায়িবুল কুরআন**
লাহোর, করাচি: ১৯০৯ খ্রি.

ডেপুটি নজীর আহমদ : **তরজমা ফাতহুল হামিদ মাআ তরজমা**
লাহোর: তা:বি:

মাওলানা ওহিদুজ্জামান : **তরজমা মুজিহুল কুরআন ওয়া তাফসির ওয়াহিদী**
লাহোর: ১৯৩৩

মাওলানা আশরাফ আলি থানবী : **তরজমা ওয়া তাফসির বায়ানুল কুরআন**
করাচি, লাহোর, দিল্লি: ১৯৭৮ খ্রি.

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান : **তরজমা মুজিহি ফুরকান**
দিল্লি: ১৯৭৮ খ্রি.

মাওলানা আহমদ রিযা খান : **কানযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কুরআন**
দিল্লি, করাচি, লাহোর: তা:বি:

মৌলবী মুহাম্মদ আলী : **তরজমা ওয়া তাফসির বায়ানুল কুরআন**
লাহোর: ১৯২১–২৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবুল কালাম আজাদ : **তরজমা ওয়া তাফসির তরজমানুল কুরআন**
দিল্লি: ১–৪ খণ্ড ১৯৬৬–৭০

মাও. সাইয়িদ আবুল আলা মওদূদী : **তরজমা ওয়া তাফসির তাফহিমুল কুরআন**
লাহোর: ১৯৭৬–৮৫ খ্রি.

মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী : **তরজমা ওয়া তাফসিরে মাজিদী**
করাচি, লাহোর: ১৯৫২

মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী : **Holy Quran**
লাহোর:

গোলাম আহমদ পারভেজ : **মাফহুমুল কুরআন**
লাহোর: ১৯৭০

মৌলবী মুহা: ইবন ইব্রাহীম জুনাগড়ী : **তাফসিরে মুহাম্মাদী**
বোম্বাই: ১৯০০–১৯০৪ খ্রি.

মুহাম্মদ আলী হাসান : **বঙ্গানুবাদ ও তাফসির**
মুহাম্মদ আবদুল হাকীম ঢাকা : ১৯৩৮

মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ : **তাফসিরুল কুরআন**

মুস্তফা সাযী জুওয়াইনী : **মানহাজুয যামাখশারী ফি তাফসিরিল কুরআন**
মিসর: দারুল মাআরিফ, তা:বি:

শায়খুল ইসলাম আবদুল ওয়াহাব : **তাফসিরুল ফাতিহা**
রিয়াদ: মাকতাবাতুল হারামাইন
১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি.

আবদুল্লাহ শুহাতা : **তাফসির মুকাতিল বিন সুলাইমান**
কায়রো: আলহালাবী, ১৯৬৯ খ্রি.

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী : **কুরআনে কারিম মাআ উর্দু তরজমা ওয়া তাফসির**
মদিনা: তা:বি:

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ : **তরজমানুল কুরআন**
লাহোর: তা:বি:

শাহওয়ালি উল্লাহ : **ফাতহুর রহমান**
লাহোর

শাহ আবদুল কাদির দিহলবী : **তাফসির মুজিহুল কুরআন**
লাহোর: তা:বি:

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী : **তাফসির আহকামুল মাহমুদ**
করাচি: ১৯৯৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে তাইমিয়া	:	**আলইকলিল ফিল মুতাশাবিহ ওয়াত তানযিল** আলইমারাতুশ শারকিয়্যাহ, ১৩২৩ হি.
মাওলানা আমীনুল ইসলাম	:	**তাফসিরে নুরুল কুরআন** ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
শাহ আবদুল আযীয	:	**তাফসিরে আযিযী** লাহোর: তা:বি:
মওলানা মীর আবদুস সালাম	:	**কুরআন মজীদ** ঢাকা: মীর প্রকাশন, ১৯৬৮
মুল্লা জিওয়ান	:	**তাফসিরে আহমদী** লাহোর: তা:বি:
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান : মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী		**তাফসিরে ফাওয়ায়েদে উসমানী** মদিনা মুনাওয়ারা, ১৯৮৯
ইমাম আহমদ রিযা খান বেরেলবী, মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী	:	**কানযুল ইমান কী তারজামাতিল কুরআন ওয়া খাযাইনুল ইরফান ফি তাফসিরিল কুরআন** লাহোর: তা:বি:
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী	:	**বায়ানুল কুরআন** করাচি: তা:বি:
প্রফেসর রফী উল্লাহ শিহাব	:	**আহকামুল ফুরকান** লাহোর: ১৯৯৩
আল্লামা রহমাতুল্লাহ তারিক	:	**তাফসিরে মানসুখুল কুরআন** লাহোর: ১৯৯৫
মাও. সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদূদী	:	**তারজামায়ে কুরআন মাজীদ** লাহোর: ১৯৮৬
আল্লাম সাইয়্যিদ আমীর আলী মালিহাবাদী	:	**মাওয়াহিবুর রহমান** লাহোর: তা:বি:
মাও. আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ অমৃতসরী	:	**আলকুরআনুল হাকিম, সানাই** তরজমা, মাআ খাসাইসুল কুরআন মুলতান: তা:বি:
ফুয়াদ আবদুল বাকী	:	**মুজামুল মুফাহারাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারিম** মিসর: মাতবাআ দারুল কুতুব, ১৯৪৫ খ্রি. বৈরূত: মুআসসাসাতুল আলামী, ১৯৯৯ খ্রি.
ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদবী সম্পাদনা পরিষদ	:	**তাফসিরে মাজেদী ইংরেজি কা এক মুতালাআ** মুহাম্মাদ আসাদ: শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ২০০০ খ্রি.
আবদুর রহমান জামী	:	**তাফসিরে জামী** ইস্তাম্বুল: বায়জিদ লাইব্রেরি

Dhaka University Institutional Repository

উলুমুল কুরআন

ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশী : **আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন**
বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ২০০১খ্রি./১৪২২ হি.

মান্না আলকাত্তান : **মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.

আবদুল আযিম যারকানী : **মানাহিলুল কুরআন ফি উলুমিল কুরআন**
বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৯৮৮ খ্রি/১৪০৯ হি.

খালিদ আবদুর রহমান : **আলফুরকান ওয়াল কুরআন**
দামিশক: আলহিকমাহ, ১৪১৪ হি.

আহমাদ হুসাইন ফারহাত : **ফি উলুমিল কুরআন**
আম্মান: দারু আম্মার, ১৪২১ হি.

ড. সুবহি সালিহ : **মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন**
বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৯৩ খ্রি.

মুসা ইবরাহিম : **উলুমুল কুরআনিল কারিম**
আম্মান: দারু আম্মার, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.

ড. সালাহ আবদুল ফাতাহ : **আততাফসিরুল মাওদুয়ী**
আম্মান: দারুন নাফায়িস, ১৪১৮ হি.

ড. মুস্তফা মুসলিম : **মাবাহিস ফিত তাফসিরিল মাওদুয়ী**
দামিশক: দারুল কলম, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

ড. ফাহাদ রুমী : **উসুলুত তাফসির**
রিয়াদ: মাকতাবাতুত তাওবা, ১৪১৬ হি.

ড. ফাহাদ রুমী : **ইত্তেজাহাতুত তাফসির**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ,১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

ড. ফাহাদ রুমী : **খাসায়িসুল কুরআন**
রিয়াদ: মাকতাবাতুত তাওবা, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.

ড. ফাহাদ রুমী : **মানহাজুল মাদরাসা আলআকলিয়া ফিত তাফসির**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.

খালিদ বিন উসমান সাবত : **কাওয়ায়িদুত তাফসির**
মিসর: দার ইবনে আফফান, ১৪২১ হি.

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রহমান নাজদী : **হাশিয়া মুকাদ্দামুত তাফসির**
প্রকাশনার নাম মুদ্রিত নেই, ১৯৯০ খ্রি./১৪১০ হি.

মুহাম্মাদ আলি সাবুনী : **আততিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন**
মক্কা: আলামুল কুতুব, তা:বি:

সিহাবুদ্দিন আবু শামা : **আলমুরশিদুল ওয়াজ্জিয**
বৈরূত: দার সাদির, ১৯৭৫ খ্রি./১৩৯৫ হি.

মুসাইদ সুলাইমান : **উসুলুত তাফসির**
দাম্মাম : দার ইবনুল জাওযী, ১৪২০ হি.

ড. ফাহাদ রুমী : **দিরাসাত ফি উলুমিল কুরআন**
রিয়াদ: মাকতাবাতুত তাওবা, ১৪২১ হি.

জালালুদ্দিন সুয়ুতী : **আলইতকান ফি উলুমিল কুরআন**
দিল্লি : এশাআতে ইসলাম তা:বি:

ড. আবদুল্লাহ উসমান : **ইজমালুল বয়ান ফি মাবাহিসে মিন উলুমিল কুরআন**
জামেয়া কারিনুস, ১৩৯৮ হি.

সামসুদ্দিন দাউদী : **তাবাকাতুল মুফাসসিরিন**
মাকতাবা ওয়াহাবা

জালালুদ্দিন সুয়ুতী : **তাবাকাতুল মুফাসসিরিন**
মাকতাবা ওয়াহাবা

ইবনে তাইমিয়া : **মুকাদ্দামা ফি উসুলিত তাফসির**
কুয়েত: দারুল কুরআন

ড. মুস্তফা মুসলিম : **মানাহিজুল মুফাসসিরিন**
ইরাক: ওযারাতুত তালিম

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ : **উসুল ফিত তাফসির**
দার ইবনিল কাইয়্যেম

তাহের বিন আশুর : **আততাহরির ওয়াততানবির**
দারু তিউনিশিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.

মুহাম্মাদ আবদুল খালেক : **দিরাসাত লি উসলিবিল কুরআন**
দারুল হাদিস, ১৩৯২ হি.

ইবনুল আরাবী : **আননাসিখ ওয়াল মানসুখ**
ওযারাতুল আওকাফ, ১৪০৮ হি.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফারাজ জাওযী : **নাওয়াসিখুল কুরআন**
মদিনা মুনাওরা, ১৪০৪ হি.

মুহাম্মাদ সাব্বাগ : **লামহাত ফি উলুমিল কুরআন**
আলমাকতাবুল ইসলামি, ১৩৯৪ হি.

মালিক গোলাম হায়দার : **আহওয়ালুত তাফসির**
লাহোর: হক সন্স, তা:বি:

ড. হুসাইন আযযাহাবী : **আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন**
পাকিস্তান: এদারাতুল কুরআন, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

তাকী ওসমানী : **উলুমুল কুরআন**
লাহোর :

প্রফেসর গোলাম আহমাদ হারিরী : **তারিখে তাফসির ওয়া মুফাসসিরিন**
দিল্লি: তাজ কোম্পানী

আবু হামিদ গাযালী : **জাওয়াহিরুল কুরআন**
মাখতুতাহ নং ৯৪৮৩, লন্ডন: বৃটিশ মিউজিয়াম

মাওলানা আমিন আহমদ ইসলাহী : **তাদাব্বুরে কুরআন** (১–৬ খণ্ড)
লাহোর :

প্রফেসর মিঞা মনজুর আহমদ : **তারিখে তাফসির ওয়া উসুলে তাফসির**
লাহোর : ইসলামি কুতুবখানা, তা:বি:

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান : **আলইকসির ফি উসুলিত তাফসির**
কানপুর : ১২৯১ হি.

রাগিব ইস্পাহানী : **মুকাদ্দামাতুত তাফসির**
আলজামালিয়াহ, ১৩২৯ হি.

মুহাম্মাদ খায়রী দিময়াতী : **মাবাদিউত তাফসির**
আননাইল, ১৩২১ হি.

গোল্ড যিহার : **আলমাবাহিবুল ইসলামিয়া ফিত তাফসির**
মাতবুআতুল উলুম, ১৯৪৪ খ্রি.

মাওলানা সাইদ আহমাদ : **ফাহমে কুরআন**
দিল্লি : ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.

ড. মুস্তফা যায়দ : **দিরাসাতুল ফিত তাফসির**
মিসর : ১৯৭০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবদুস সামাদ সারিম	:	**তারিখুত তাফসির** লাহোর : মইনুল ইসলাম
আবদুস সামাদ সারিম	:	**তারিখুল কুরআন** লাহোর : মইনুল ইসলাম
রশিদ আহমাদ জালন্ধরী	:	**ইলমে তাফসির আওর মুফাসসিরিন** লাহোর: মাকতাবাতু ইলমিয়া, ১৯৭১ খ্রি.
নুর মুহাম্মাদ আযমী	:	**তারিখুত তাফসির** অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ১৯৯২ খ্রি. ৯ মার্চ রচিত
মাওলানা হুসাইন আলি	:	**আহসানুত তাফসির** লাহোর : ১৪১২ হি.
মাওলানা আবদুল হক জালালাবাদী	:	**তারিখে ইলমে তাফসির** ঢাকা : ১৯৯৪
ড. মুহাম্মাদ মিঁয়া সিদ্দিক	:	**উলুমুল কুরআন** ইসলামাবাদ: ইদারায়ে তাহকিকাতে ইসলামী, ১৯৯৭ খ্রি.
ড. আবদুল মুনয়িম আননমর	:	**ইলমুত তাফসির কাইফা নাশাআ ওয়া তাতাওয়ারা হাত্তা ইনতিহা ইলা আসরিনাল হাদির** মিসর : দারুল কিতাব, ১৯২৫ খ্রি.
ড. আবদুল্লাহ	:	**উলুমুল কুরআন ওয়াত তাফসির** মিসর: ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রি.
ইমাম হাসানুল বান্না	:	**মুকাদ্দামাতু ফি ইলমিত তাফসির** বৈরূত: ১৯৮০ খ্রি.
ড. সালিম মুহাইমিন	:	**তারিখুল কুরআনিল কারিম** জেদ্দা: ১৪১৪ হি.
সাইয়েদ সুলাইমান নদবী	:	**আরজুল কুরআন** লাহোর : তা:বি:
প্রফেসর রফিউল্লাহ শিহাব	:	**আহকামুল কুরআন মেঁ তাহরিফ** লাহোর : জুলাই ১৯৯৯
ড. গোলাম জিলানী বারক	:	**দ্যা কুরআন** লাহোর: ১৯৫৮ খ্রি.
ড. হামিদ সাত্তারী	:	**কুরআন মজিদকে উর্দু তারাজিম ওয়া তাফসির কা তানকীদী মুতালাআ** ১৯১৪ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়েদ মারূফ শাহ সিরাজী : **সিরাতুল কুরআন**
লাহোর : ১৯৯২ খ্রি.

ড. সালিম কিদওয়ারী : **হিন্দুস্তানী মুফাসসিরিন আওর উনকি আরবি তাফসিরেঁ**
লাহোর: ইদারায়ে মাআরিফে ইসলামী, ১৯৯৩ খ্রি.

সাইয়েদ মুশতাক আলী রিওয়ানী : **কুরআন আলমাযী হাল মুসতাকবিল**
দিল্লি : ১৯৮৪ খ্রি.

ড. আহমাদ খান : **কুরআনে কারিমকে উর্দু তারাজিম**
ইসলামাবাদ: মুকতাদারা কাওমী যবান, ১৯৮৭ খ্রি.

আবদুল মাবুদ আলকাসেম : **কুরআনী মালুমাত**
দেওবন্দ : মাকতাবা দানেশ, ১৯৯৭ খ্রি.

কাযী মুহাম্মাদ যাহিদ হুসাইনী : **তাজকিরাতুল মুফাসসিরিন**
লাহোর : এদারায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, তা:বি:

মাওলানা মুহাম্মাদ আজমল খান : **আদাবুল কুরআন**
লাহোর : ১৯৮২ খ্রি.

সাইয়েদ শামসুল হক : **উলুমুল কুরআন**
লাহোর : আলমাকতাবুল আশরাফিয়া, তা:বি:

হামিদ আলইমাদী : **আততাফসির ফি আলফারকু বাইনাত তাফসির ওয়াত তাবিল**
মাখতুতাহ

আমিন আলখাওলী : **আততাফসির মাআলিমু হায়াতিহ**
দারুল মুআল্লিমিন, ১৯৪৪ খ্রি.

শাহওয়ালি উল্লাহ দেহলবী : **আলফাওযুল কাবির ফিত তাফসির**
লাহোর : তা:বি:

মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযিয : **আলইজমাউ ফিত তাফসির**
রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১৯৯৯ খ্রি./১৪২০ হি.

ইবনে উসাইমিন : **উসুলুত তাফসির**
দার ইবনে কাইয়্যেম

ইবনুল কাইয়্যেম : **আততিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন**
বৈরূত : দারুল মারিফা

মুহাম্মাদ আমিন, আমির শাহ : **তাইসিরুত তাহরির**
বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সায়িদ হুবী	:	**আলআসাস ফিত তাফসির**
		দারুস সালাম
নবুবী	:	**আততিবইয়ান ফি আদাবে হামালাতিল কুরআন**
		দারুল ফিকার
ড. সালাহ আবুল ফাত্তাহ আলখালিদী	:	**আততাফসির ওয়াততাবিল ফিল কুরআন**
		আম্মান : দারুল নাফারিস
ড. আবদুস সাত্তার সাইদ	:	**আলমাদখাল ইলাত তাফসিরিল মাওদুয়ী**
		মিসর : দারুততাবাআ ওয়ান নাশরুল ইসলামিয়া
বুরহানুদ্দিন আলবাকায়ী	:	**নাযমুদ দুরার ফি তানাসিবিল আই ওয়াস সুয়ার**
		দিল্লি: হায়দারাবাদ, তা:বি:
হানিফ গাংগুহী	:	**যাফরুল মুহাসসিলিন**
		করাচি : দারুল এশাআত তা:বি:
নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী	:	**আবজাদুল কুরআন**
		ভূপাল : সিদ্দিক প্রেস, ১২৯৫ হি.
মুহাম্মাদ আমর ইবনে আবদুল লতিফ	:	**আখলাকু আহলিল কুরআন**
		মক্কা : দারুল বায
আবুল হাসান নিশাপুরী	:	**আসবাবুন নুযুল**
		মিসর : মুআসসাসাহ আলহালাবী, ১৩৮৮ হি.
ড. খামসাবী	:	**আসমাউল কুরআনিল কারিম ফিল কুরআন**
		মিসর : দারুত তাহরির, তা:বি:
মুহাম্মাদ আমিন শানকিতী	:	**আদওয়াউল বায়ান ফি ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন**
		কায়রো : মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৫/১৪১৫
ফিরোজাবাদী	:	**বাসাইরু যাবিত তামিয ফি লাতাইফিল কিতাবিল আযিয**
		মিসর: লাজনা এহইয়া, ২য় সংস্করণ ১৪০৬ হি.
আহমদ বিন মুহাম্মাদ আলবান্না	:	**ইতহাফু ফুদালাউল বাশার**
		বৈরূত : দারুন নাদওয়া
ফুয়াদ সিজকিন	:	**তারিখুত তারাফুল আরাবী**
(অনুবাদ : ড. মাহমুদ হিজাযী)		মিসর : আলহাইয়্যা আলমিসরিয়্যা, ১৯৭৮ খ্রি.
ইবনে হাযাম	:	**জাওয়ামিউস সিরাহ**
		মিসর : দারুল মাআরিফ

Dhaka University Institutional Repository

আদিল নুওয়াইহাদ	:	**মুজামুল মুফাসসিরিন** মুআসসাসাহ নুওয়াইহাদ, ১৪০৩ হি.
সালিহ বালিহী	:	**আলহুদা ওয়াল বায়ান ফি আসমাইল কুরআন** রিয়াদ : আহলিয়া, ১৩৯৭ হি.
সাইয়েদ শরিফ জুরজানী	:	**আততারিফাত** মিসর : মুস্তফা আলবাবী আলহালাবী, ১৩৫৭ হি.
হামিদ আল ইমাদী	:	**আততাফসিল ফিল ফারকে বাইনাত** তাফসির ওয়াত তাবিল মাখতুতাহ, মাকতাবাতুল হারাম আলমাদানী
আবুল ফাতাহ উসমান	:	**খাসায়িস** বৈরূত : দারুল কিতাব, ১৩৭৬ হি.
ড. মুহাম্মাদ রজব আলবয়ুমী	:	**খুতওয়াতুত তাফসিরুল বায়ানী লিল কুরআনিল কারিম** মাজমাউল বুহুসুল ইসলামী, ১৩৯১ হি.
ড. আহমাদ জামাল উমরী	:	**দিরাসাত ফিত তাফসিরিল মাওদুয়ী লিলকাসাসিল কুরআনী** মিসর: মাকতাবাতুল খানাজী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি.
আবদুর রহমান সাদী	:	**আলকাওয়ায়িদুল হিসান লি তাফসিরিল কুরআন** মিসর : আনসারুস সুন্নাহ, ১৩৬৬ হি.
ড. কামিল সাফান	:	**আলমানহাজুল বায়ানী ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম** মিসর : মাকতাবাতুল আনজুলু, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.
ড. আবদুল্লাহ দাররাজ	:	**আননাবাউল আযিম** কুয়েত : দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৭ হি.
ড. বেকরী শায়খ আমিন	:	**আততাবিরুল ফান্নী ফিল কুরআন**
ড. বাহির আলমায়ী	:	**মানাহিজুল জাদলু ফিল কুরআন**
শায়খ আবদুল হাকিম সারুর	:	**আসসাফির ফি উসুলিত তাফসির**
ড. হুসাইন আযযাহাবী	:	**আলইত্তিজাহাতুল মুনহারিফাতু ফিততাফসির** রিয়াদ: মুআসসাসাহ আনওয়ার
আলওয়াহিদী	:	**আসবাবু নুযুলিল কুরআন**
ড. হুসাইন আযযাহাবী	:	**আলইসরাইলিয়াত ফিত তাফসির ওয়াল হাদিস** দামিশক : দারুল ইমান
ড. মুহাম্মাদ এনায়েতুল্লাহ	:	**এমআনুন নাযরি ফি নিযামিল আয়াতি ওয়াস সুয়ার** মাখতুতাহ
ড. আহমাদ হাসান ফরহাত	:	**আলউম্মাহ ফি দালালাতিহাল আরাবিয়া ওয়াল কুরআনিয়া** আম্মান : দারু আম্মার

Dhaka University Institutional Repository

মাক্কী আলকায়সী : **আলইযাহ লি নাসিখিল কুরআন ওয়া মানসুখিহি**
জিদ্দাহ : দারুল মানারাহ

ইবনু কুতাইবা : **তাবিল মুশকিলুল কুরআন**
প্রফেসর সাইয়েদ সাকার সম্পাদনা **আলমাকতাবাতুল আলমিয়া**
তা:বি:

জাহিয : **আলবায়ান ওয়াততাবিন**
আশশিবকাতুল বানানিয়া, তা:বি:

ড. আবদুল মজিদ মুহতাসিব : **ইত্তিজাতুত তাফসির ফিল আসরির রাহিন**
আম্মান : মাকতাবাতুন নাহদা, ২য় সংস্করণ ১৪০০ হি.

ড. আয়শা আবদুর রহমান : **এজাযুল বায়ানী লিল কুরআন**
মিসর : দারুল মাআরিফ, ১৯৭১ খ্রি.

ড. সাইয়েদ জামিলী : **আলইজাযুত তিবী ফিল কুরআন**
মিসর : দারুত তুরাস আলআরাবী, ১৪০০ হি.

আবদুর রাজ্জাক নওফেল : **আলইজাযুল আদাদী লিল কুরআনিল কারিম**
মাতবুআতুশ শায়াব, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.

মুস্তফা সাদিক রাফিয়ী : **ইজাযুল কুরআন ওয়ালবালাগাতুন নাবাবিয়া**
মিসর: মাকতাবাতুল তিজারিয়া, ৮ম সংস্করণ, ১৩৮৯ হি.

ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী : **ইজাযুল কুরআন**
বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৯৮৬ খ্রি./১৪০৬ হি.

ড. খাফি মুহাম্মাদ শারফ : **ইজাযুল কুরআন**
মিসর : আলমাজলিসুল আলী, ১৩৯০হি.

মাহমুদ কাসিম : **বারাহিন**
বৈরূত : দারুল হিজরাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৭ হি.

হাশিম বাহরানী : **আলবুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন**
তেহরান : ১৩৭৫ হি.

মাহমুদ আহমাদ মাহদী : **আলবুরহান মিনাল কুরআন**
বৈরূত : মানসুরাত হামদ, তা:বি:

আলি বিফায়ী মুহাম্মাদ : **বাশায়িরুর বিদওয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**
মুহাম্মদ আলি সাবিহ ও তাঁর উত্তরসূরি কর্তৃক প্রকাশিত

আবু সুলাইমান খাতাবী : **বায়ানু ইজাযুল কুরআন**
মিসর : দারুল মাআরিফ, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসিম খাত্তাবী : **আলবায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**
বৈরূত : দারুযযাহরা, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯৫ হি.

সাইয়েদ আহমাদ খলিল : **দিরাসাত ফিল কুরআন**
মিসর : দারুল মাআরিফ, ১৯৭২ খ্রি.
দারুন নাহদা, ১৯৬৯ খ্রি.

মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযিয : **আতদিরাসাতুল কুরআনিয়া আলমুআসিরা**
রিয়াদ : উচ্চতর ডিগ্রির জন্য গবেষণাপত্র

মুহাম্মাদ কামিল হুসাইন : **আযযিকরুল হাকিম**
মিসর : আননাহদাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৭১ খ্রি.

ড. আদনান : **উলুমুল কুরআন**
বৈরূত : আলমাকতাবুল ইসলামী, ১৪০১ হি.

ড. মুহাম্মাদ সাদেকী : **আলফুরকান ফি তাফসিরিল কুরআন বিল কুরআন** ওয়াস সুন্নাহ
বৈরূত : দারুত তুরাস, ১৩৯৫ হি.

আবদুল কাহির আলবাগদাদী : **আলফারকু বাইনাল ফিরাক**
বৈরূত : দারুল আফাক আলজাদিদা, ২য় সংস্করণ ১৯৭৭ খ্রি.

ড. আহমাদ খালফুল্লাহ : **আলফান্নুল কাসাসী ফিল কুরআনিল কারিম**
মিসর : মাকতাবাতুল আনজুলু, ১৯৭২ খ্রি.

সাইয়েদ মুহাম্মাদ তাবাতাবায়ী : **আলকুরআন ফিল ইসলাম**
বৈরূত : দারুয যাহরা, ১ম সংস্করণ ১৩৯৩ হি.

মাহমুদ শুকরী আলুসী : **মা দাল্লা আলায়হিল কুরআন**
বৈরূত : আলমাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হি.

সাদেকী বেগ : **মুজিযাতুল কুরআন আলআদিদাহ**
দামিশক : মুআসসাসাহ উলুমুল কুরআন, ১৪০১ হি.

হাসানুল বান্না : **মুকাদ্দিমা ফিত তাফসির**
দারুশ শিহাব, ১৯৭৮

আমিন আলখাওলী : **মিন হুদাল কুরআন**
মিসর : ১৯৭৮ খ্রি.

সাদিক হুসাইনী : **আলমাহদী ফিল কুরআন**
বৈরূত : দারুস সাদিক, ১ম সংস্করণ ১৩৮৯ হি.

মুহাম্মাদ সাদিক হাসান : **নাইলুল মারাম মিন তাফসিরে আয়াতিল আহকাম**
জিদ্দাহ : মাকতাবাতুল মাদানী, ১৩৯৯ হি.

Dhaka University Institutional Repository

ড. মাহমুদ হেজাজী : **আলওয়াহদাতুল মাওদুইয়াহ ফিল কুরআনিল কারিম**
মিসর : দারুল কুতুব আলহাদিসাহ

মুহাম্মাদ রশিদ রিযা : **আলওয়াহিউল মুহাম্মাদী**
মিসর : মাতবাআতুল মানার, ৩য় সংস্করণ ১৩৫৪ হি.

মুহাম্মাদ বিন সাদ : **আননাযমুল কুরআনী ফি সুরাতির রাদ**
আলামুল কুতুব, ১৯৮১ খ্রি.

বায়ানুল হক নিশাপুরী : **ওয়াদাহাল বুরহান ফি মুশকিলাতিল কুরআন**
মিসর : দারুল কলম, তা:বি:

মোফাখ্খার হুসেইন খান : **পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ**
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.

ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান : **বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা**
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.

ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান : **কুরআনের চিরন্তন মুজিযা**
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
৩য় সংস্করণ ১৯৯১ খ্রি.

ফুযুযুর রহমান : **তাআরুফে কুরআন**
লাহোর: পাকিস্তান বুক সেন্টার, তা:বি:

ইবনে কাসির দামিশকী : **ফাযায়িলুল কুরআন**
দারুল আন্দালুস, তা:বি:

ইবনুল জাওযী : **ফুনুনুল আফনান**
বৈরূত: ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি.

আবদুল হামিদ : **ফি রিহাবিত তাফসির**
কায়রো : আলমাকতাবাতুল মিছরী আলহাদিস, তা:বি:

মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী : **মাকালাতুল কাওসারী**
কায়রো: মাতবাআতুল আনওয়ার, তা:বি:

মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজেদী : **মুকাদ্দামাতুল মাসহাফ**

Dhaka University Institutional Repository

আলহাদিস

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল	:	**সহিহ বুখারী** (আলজামি আসসহিহ) ইস্তাম্বুল: আলমাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৯৭৯ খ্রি.
মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	:	**সহিহ মুসলিম** (আলজামি আসসহিহ) রিয়াদ: এদারাতুল বুহূসুল ইলমিয়া, ১৪০০ হি.
আবু ইসা তিরমিযী	:	**আলজামিউস সহিহ** (সুনানুত তিরমিযী) বৈরূত : দার এহইয়া তুরাস আলআরাবী
আবু দাউদ সুলাইমান	:	**সুনান আবু দাউদ** কায়রো : দারুল কিতাব
আবু আবদুর রহমান নাসাই	:	**সুনান নাসাই** কায়রো : দারুল কিতাব
আবু আবদুল্লাহ কাযবিনী	:	**সুনানে ইবনে মাজা** বৈরূত : দারুল ফিকার, ২য় সংস্করণ
আহমদ বিন হাম্বল	:	**মুসনাদ ইমাম আহমাদ** আল মায়মুনিয়াহ, ১৩১৩ হি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	**ফাতহুল বারী** আলখায়রিয়াহ : ১৩১৯ হি.
ইমাম শাওকানী	:	**নাইনুল আওতার** আল উসমানিয়াহ, ১৩৫৭ হি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	**আলইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা** আশশার কিয়্যাহ, ১৯০৭ খ্রি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	**তাহযিবুত তাহযিব** হিন্দ: ১৩২৫ হি.
জালালুদ্দিন সুয়ুতী	:	**তাদরিবুর রাবী** আলখায়রিয়্যাহ, ১৩০৭ হি.
হাকিম নিশাপুরী	:	**মাআরিফে উলুমিল হাদিস** মিসর : দারুল কিতাব, ১৯৩৭ খ্রি.
কাস্তালানী	:	**ইরশাদুস সারিহ শরহুল বুখারী** আমিরিয়াহ : ১৩২৫ হি.
আবু ওমর ইবনুস সালাহ	:	**মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ** হিন্দ: ১৩৫৭ হি.

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয যাহাবী	:	**মিযানুল ইতিদাল** সাআদাহ, ১৩২৫ হি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	**লিসানুল মিযান** হিন্দ : ১৩৩১ হি.
মহিউদ্দিন আনওয়ারী	:	**শারহু সহিহ মুসলিম** আমিরিয়া : ১৩২৫ হি.
ইবনে তাইমিয়া আলহাররানী	:	**মিনহাজুস সুন্নাহ** আমিরিয়া, ১৩২৬ হি.
ইবনে হাজার আসকালানী	:	**হাদিউস সারেমী মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী** মুনিরিয়াহ : ১৩৪৭ হি.
ইবনে তাইমিয়া হাররানী	:	**ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া** কুরদিস্তান : ১৩২৯ হি.
সফিউদ্দিন খাযরাজী	:	**খুলাসা তাহযিবুল মুকাম্মিল** আলখাইরিয়া : ১৩২২ হি.
ইবন নাদিম	:	**আলফিহরিশত** রহমানিয়া: ১৩৪৭ হি.
ইবনে কুতাইবা	:	**তাবিল মুখতালাফুল হাদিস** কুরদিস্তান : ১৩২৫ হি.
ইবনে কাযিম	:	**এলামুল মুকিরীন** কুরদিস্তান : ১৩২৫ হি.
ইবনুল আসির	:	**উসদুল গাবাহ** আলওয়াহাবিয়া: ১২৮০ হি.
শামসুদ্দিন সাখাবী	:	**ফাতহুল মুগিস** বৈরূত : দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি.
ড. সুবহি সালেহ	:	**মাবাহিস ফি উলুমিল হাদিস** বৈরূত : দারুল ইলম লিলমালাইন, ১৯৮৩ খ্রি.
মুহাম্মাদ আলখতিব	:	**আসসুন্নাতু কাবলাত তাদবীন** কায়রো: দারুল ফিকার, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১ হি.
মুস্তফা আসসাবায়ী	:	**আসসুন্নাতু ওয়ামাকানাতুহা ফি তাশরিয়িল ইসলামী** বৈরূত: আলমাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৩৯৬ হি.
ইবনে কুদামা	:	**রওযাতুন নাযের ও জান্নাতুল মানাযির** রিয়াদ : আলজাবিরাহ, ১৩৮৯ হি.

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আমিন : **যুআমাউল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদিস**
মিসর: মাকতাবাতুন নাহদা, ১৯৭৯ খ্রি.

আমিন আশশায়খ : **আল উসলুবুল হাদিস**
মাতবাআ সিবরা: ১৯৪০ খ্রি.

ইবনে আসসাবাকী : **জামউল জাওয়ামে**
আলআযহার: ১৩৩১ হি.

মালিক বিন আনাস : **মুয়াত্তা ইমাম মালেক**
বৈরূত: দারুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.

ইবনুল আসির জাবরী : **জামিউল উসুল লি আহাদিসির রাসুল**

ইমাম নববী : **রিয়াদুস সালেহীন**

লাজনাতুল ইলমিয়া ইশতিশরাফিয়া : **আলমুজামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদিস**
তত্ত্বাবধায়ক : ফুয়াদ আ: বাকী

আলকাত্তানী : **নাযমুল মুতাআসির ফিল হাদিস সুনানুদ দারিমী**
কায়রো: দারুল ফিকার, ১৩৯৮ হি.

আবু আবদুল্লাহ শারবানী : **ফাযায়িলুস সাহাবা**

ইমাম বায়হাকী : **আসসুনানুল কুবরা**
বৈরূত : দারুল ফিকার

আবদুল্লাহ ইয়ামানী : **সুনান দার কুতনী**
দারুল মাহাসিন: ১৩৮৬ হি.

নাসিরুদ্দিন আলবানী : **সহিহ আলজামিউস সাগির**
আলমাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২ হি.

যাইনুদ্দিন মানাবী : **আলফাতহুস সামাবী**
দারুল আসিমা: প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হি.

আলহাকিম : **মারিফাতু উলুমিল হাদিস**
বৈরূত : দারুল আফাক, ১৪০০ হি.

ইবনু মাজাহ আলকাযবিনী : **আসসুনান**
দেওবন্দ : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা:বি:

মুহাম্মাদ আবু যাহু : **আলহাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন**
বৈরূত : দারুল কিতাব, ১৯৮৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল আসকালানী	:	**তাকরিবুত তাহযিব** মদিনা : আলমাকতাবাতুল ইলমিয়া, তা:বি:
মোল্লা আলি কারী	:	**আলআসরারুল মারফুয়া ফিল আখবারিল মাওদুআ** বৈরূত : দারুল আমানাহ, ১৩৯১ হি.
ইবনে মাজা	:	**সুনানুল মুস্তকা** বৈরূত : দারুল ফিকার, ২য় সংস্করণ
ইবনে মাজা	:	**সুনানুদ দারিমী** কায়রো: দারুল ফিকার, ১৩৯৮ হি.
হাফিয আবি আসিম	:	**আসসুন্নাতু** আলমাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০০ হি.
মাহিবুল্লাহ শাকুর	:	**মুসাল্লামুস সুবুত** কায়রো: মুআসসাসাহ হালাবী, ১৩২২ খ্রি.
শামসুদ্দিন যাহাবী	:	**আলমুজামুস মুখতাস ফিল মুহাদ্দিসিন** তায়েফ : মাকতাবাতুস সাদিক, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি.
আবু বকর আবি শায়বা	:	**আলমুসান্নিফ ফিল আহাদিস ওয়াল আসার** হিন্দ : আদদারুস সালাফিয়া, তা:বি:
শামসুদ্দিন যাহাবী	:	**আল মুশতাবাহ ফি আসমায়ির রিযাল** কায়রো : ১৯৬২ খ্রি.
আবু ইয়ালা আলমুসেলী	:	**মুসনাদু আব্ ইয়ালা** দামিশক : দারুল মামুন আততুরাস, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি.
আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী	:	**আল মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন** হায়দারাবাদ : ১৩৪১ হি.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য

ইবনে খাল্লিকান : **ওয়াফিয়াতুল আইয়ান**
বৈরূত: দারুস সাদির তা:বি:

ইমাম গাযালী : **এহইয়া উলুমিদ্দিন**
মিসর: মুস্তফা আলবাবী আলহালাবী
১৩৫৮হি./১৯৩৯খ্রি.

হাফিয ইবনে কাসির : **আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া**
বৈরূত: মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৯৬৬ খ্রি.

খতিব আলবাগদাদী : **তারিখে বাগদাদ**
মদিনা: আলমাকতাবাতুল সালাফিয়া

জালালুদ্দিন সুয়ুতী : **তারিখুল খুলাফা**
আনমিনবারিয়া, ১ম সংস্করণ ১৩৫১ হি.

শামসুদ্দিন যাহাবী : **তাযকিরাতুল হুফফায**
হিন্দ: এদারাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়া ,
৩য় সংস্করণ ১৩৭৫ হি.

ইবনে হাজার আসকালানী : **তাহযিবুত তাহযিব**
বৈরূত: দারুল ফিকার

আহমাদ আমিন : **ফাজরুল ইসলাম**
বৈরূত: দারুল কিতাব
১০ম সংস্করণ ১৯৬৯ খ্রি.

শামসুদ্দিন যাহাবী : **সিয়ারু আলাম আননুবালা**
বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.

হাজী খলিফা : **কাশফুয যুনুন আন আসাসিল কুতুব ওয়াল ফুনুন**
বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৯৮২ খ্রি.

ইয়াকুত আলহামুবী : **কিতাবু মুজামিল বুলদান**
মিসর: মাকতাবাতুস সাআদাহ, তা:বি:

ইসমাইল পাশা আলবাগদাদী : **হাদিয়াতুল আরিফিন ওয়া আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন**
বৈরূত: দারু এহইয়ায়ি তুরাস আলআরাবী, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

ড. আহমাদ আমিন	:	**দুহাল ইসলাম**
		মিসর: আলমাকতাবাতুল নাহদা আল মিছরিয়া, তা:বি:
ড. আবদুল করিম যায়দান	:	**আলওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহ**
		তেহরান: দারুল ইহসান, ১৯৯৫ খ্রি.
খায়রুদ্দিন আযযিরকিলী	:	**আলআলাম**
		বৈরূত: দারুল ফিকার, তা:বি:
আবু ইসহাক সিরাজী	:	**তাবাকাতুল ফুকাহা**
		বৈরূত: দারুল কায়িদ, ১৯৮১ খ্রি.
মুহাম্মাদ ইবনে আলি শওকানী	:	**আলবাদরুত তালী**
		কায়রো: মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৩৪৮ হি.
ইবনুল আসাকির	:	**তারিখুদ দামিশক আলকাবির**
		বৈরূত: দার এহইয়া তুরাস আলআরাবী, তা:বি:
আহমাদ তাশকুবরা যাদাহ	:	**মিফতাহুস সাআদাহ ওয়া মিসবাহুস সিআদাহ**
		বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১৯৮৫ খ্রি.
গোলাম সারওয়ার	:	**খাযানাতুল আসফিয়া**
		লাহোর: ১২৮৪ হি.
মোল্লা আলি কারী	:	**শারহুল ফিকহিল আখবার**
		কায়রো: মাতবাআতুত তাকাদ্দুস, ১৩৩৩ হি.
মুহাম্মাদ ইবনে সাদ	:	**আততাবাকাতুল কুবরা**
		লাইডেন: মাতবায়াতু বিরিল, ১৩৩০ হি.
উমর রিযা কাহহালা	:	**মুজামুল মুআল্লিফিন**
		বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.
আবুল মাকারিম আলগুযী	:	**আলকাওয়াকিবুস সায়িরাহ ফি আয়ানিল মিয়াতিল আশিরাহ**
		বৈরূত: আলমাতবাআতুল মুরসালিন, ১৯৪৯ খ্রি.
আবদুল হাই লাখনাবী	:	**আলফাওয়াইদুল বাহিয়াহ ফি তারাজিমিল হানফিয়া**
		করাচি: মাকতাবা খায়র কাসির, তা:বি:
ফকির মুহাম্মাদ	:	**হাদায়িকুল হানাফিয়াহ**
		লাখনৌ: ১৯৬০ খ্রি.
লিসানুদ্দিন আলখতিব	:	**আলইহাতা ফি আখবারি গারনাতা**
		কায়রো: মাকতাবাতুল খানাজী, ১৩৯০ হি.
জামালুদ্দিন আলমিযী	:	**তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল**
		বৈরূত: দারুল ফিকার, ১৯৯৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

জামালুদ্দিন কিফতী	:	**ইনবাহুর রুয়াত**
		কায়রো: মাতবাআতুল মিছরিয়া, ১৯৫০ খ্রি.
জামালুদ্দিন আলইছনাবী	:	**নিহায়াতুস সাউল**
		মিসর: আলামুল কুতুব, তা:বি:
আবু নাইম আল ইস্পাহানী	:	**হিলইয়াতুল আওলিয়া**
		মিসর: দারুল কলম, ১৩৫১ হি.
খায়রুদ্দিন আলুসী	:	**জালাউল আইনাইন**
		আলমাদানী প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.
ইবনে তাগরী বারদী	:	**আননুযুমুয যাহিরাহ ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ**
		কায়রো: দারুল কুতুব আলমিছরিয়া, ১৩৬১ হি.
আবুল কাসিম বিশকাল	:	**কিতাবুস সিলাহ**
		কায়রো: দারুল কুতুব আলমিসরিয়াহ, ১৯৬৬ খ্রি.
শফিউদ্দিন আলবাগদাদী	:	**মারাসিদুল ইত্তিলা আলাল আসমায়ি ওয়াল আসকিনাহ**
		মিসর: দারু এহইয়ারিল কুতুব আলআরাবিয়া, ১৯৫৪ খ্রি.
আবদুল ওহাব সাবুকী	:	**তাবাকাতুশ শাফিয়াহ আলকুবরা**
		বৈরূত: দারুল মারিফাহ, ১৯৮৮ খ্রি.
ফুয়াদ সিযগীন	:	**তারিখুত তুরাসিল ইসলামী**
		কুয়েত: ১৯৮৩ খ্রি.
মুহাম্মদ ইবনে শাকির কুতবী	:	**ফাওয়াতুল ওফাইয়াত**
		বৈরূত: দারুস সাকাফাহ, তা:বি:
আবদুল কাহির বাগদাদী	:	**উসুলুদ্ দিন**
		ইস্তাম্বুল: মাতবাআতুত দাউলা
		১ম সংস্করণ ১৩৪৬ হি.
হাফিয আবি বকর বায়হাকী	:	**আলইতিকাদ আলা মাযহাবিস সালফ**
		ফয়সালাবাদ: হাদিস একাডেমী
বদরুদ্দিন যারকাশী	:	**আলবাহরুল মুহিত ফি উসুলিল ফিকহ**
		১৪০৬ হি.
মুহাম্মাদ বিন জারির আততাবারী	:	**তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক**
		বৈরূত: দারু সুইডেন
		২য় সংস্করণ ১৩৮৭ হি.
আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী	:	**তারিখ ওমর ইবনুল খাত্তাব**
		দামিশক: দার এহইয়া উলুমিদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুস্তফা খালিদী : **আততাবশির ওয়াল ইস্তেমার**
বৈরূত: আলমাকতাবাতুল আসরিয়া
৫ম সংস্করণ ১৯৭৩ খ্রি.

ড. সুবহি সালিহ : **দিরাসাত ফি ফিকহিল লুগাহ**
বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাইন
৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৬ খ্রি.

আবু আবদুল্লাহ বোখারী : **মাহাসিনুল ইসলাম**
বৈরূত: দারুল কিতাব আলআরাবী
২য় সংস্করণ

ইবনে হাযাম : **আলমুহাল্লী**
বৈরূত: দারুল আফাক আলজাদিদা, তা:বি:

সাইয়েদ কুতুব : **মুআলিমু ফিততারিক**
৩য় সংস্করণ ১৩৮৬ হি.

শাতিবী : **আলমুয়াফিকাত**
বৈরূত: দারুল মারিফাহ

ইবনে কুদামা : **আলমুগনী**
মিসর: মাকতাবাতুল জামহুরিয়া
রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আলহাদিসাহ

আবু আমর দানী : **আলমুকান্না**
দামিশক: দারুল ফিকার, ১৪০৩ হি.

যাকারিয়া আলকাজবিনী : **আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ**
দারু বৈরূত

শামসুদ্দিন সাখাবী : **আলইলাঠ বিততাওবিখ**
বৈরূত: দারুল কিতাব, তা:বি:

আবু সাইদ সামআনী : **আনসাব**
বৈরূত: দারুল জিনান, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি.

আবুল ফযল আলইযাহসী : **তারতিবুল মাদারিক**
বৈরূত: মাকতাবাতুল হায়াত তা:বি:

আবু আবদুল্লাহ আলকাদায়ী : **আততাকমিলাতু লি কিতাবিস সিলাহ**
কায়রো: ১৯৫৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

যাকিউদ্দিন মুনযেরী : **আততাকমিলাতু লি ওয়াফিয়াতুন নাকলাহ**
বৈরূত: মুআসসাসাহ আররিসালাহ, তা:বি:

আবু মুহাম্মাদ আন্দালুসী : **জামহারাতু আনসাবিল আরাব**
কায়রো: দারুল মাআরিফ, তা:বি:

বুরহানুদ্দিন ফারহুন : **আদদিবাজুল মাযহাব**
বৈরূত: দারু এহইয়া আততুরাসুল আরাবী, তা:বি:

আবু নাঈম ইস্পাহানী : **যিকরু আখবারু আস্পাহান**
লাইডেন : ১৯৩১ খ্রি.

শামসুদ্দিন হুসাইনী : **যাইলু তাবকাতুল হুফফায**
(তাযকিরাতুল হুফফায-এর সাথে মুদ্রিত)

জালালুদ্দিন সুয়ুতী : **যাইনুল তাবকাতুল হুফফায**
(তাযকিরাতুল হুফফায-এর সাথে মুদ্রিত)

ইবনে রজব : **আযযাইলু আলা তাবকাতিল হানাবালা**
দারুল মাআরিফাহ, তা:বি:

আহমাদ তাশকুবরা যাদাহ : **আশশাকায়িকুন নুমানিয়া**
কায়রো: ১৩১০ হি.

আবুল কাসিম খালফ : **আসসিলাহ ফি তারিখে আয়িম্মাতুল আন্দালুস**
মিসর: দারুল মিসরিয়াহ, ১৯৬৬ খ্রি.

আবু জাফর মুসা আকেলী : **আদদুআফাউল কাবির**
বৈরূত: দারূল কুতুব আলইলমিয়া
১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি.

আবু হুসাইন ফাররা : **তাবকাতুল হানাবালাহ**
দারুল মারিফাহ, তা:বি:

জামালুদ্দিন ইসনাবী : **তাবকাতুশ শাফিয়াহ**
বাগদাদ: ১৩৯১ হি.

আবু বকর কাযী শোহবা : **তাবকাতুশ শাফিয়াহ**
আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি.

আবদুল মালেক উসামী : **সিমাতুন নুজুম**
কায়রো: মাতবাআতুল সালাফিয়াহ, ১৩৭৯ হি.

শামসুদ্দিন জাযরী : **গায়াতুন নিহায়া**
বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আসির জাযরী	:	**আললুবাব ফি তাহযিবিল আনসাব** দারু সাদির, তা:বি:
শিহাবুদ্দিন হামুবী	:	**মুজামুল উদাবা** মিসর: মাকতাবা ইসা আলবাবী, তা:বি:
শিহাবুদ্দিন হামুবী	:	**মুজামুল বুলদান** দারু সাদির, তা:বি:
ওমর রিযা কাহহালা	:	**মুজামুল মুয়াল্লিফিন** বৈরূত: দারু এহইয়া আততুরাসুল আরাবী, তা:বি:
ইউসুফ সারকিস	:	**মুজামুল মাতবুআত আলআরাবিয়া ওয়াল মুরাবা** কায়রো: ১৯২৮ খ্রি.
শামসুদ্দিন যাহাবী	:	**মারিফাতুল কুররাউল কিবার** বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি.
আবুল ফাতাহ শাহরাস্তানী	:	**আলমিলাল ওয়ান নিহাল** বৈরূত: দারুল ফিকার, তা:বি:
জালালুদ্দিন সুয়ুতী	:	**নাজমুল ইকইয়ান ফি আইয়ানিল আইয়ান** নিউইয়র্ক : ১৯২৭ খ্রি.
মুহিউদ্দিন ইদরুস	:	**আননুরুস সাফির আন আখবারিল কারনিল আশির** বৈরূত: দারুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.
আবুল আব্বাস তাকরুরী	:	**নাইলুল ইবতিহাজ বি তাতরিযিব দিবাজ** বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:
সালাহউদ্দিন আসসাফাদী	:	**আলওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত** ফ্রান্স: দারুন নাশর, তা:বি:
শিহাবুদ্দিন দিমইয়াতী	:	**আলমুসতাফাদ মিন যাইলি তারিখে বাগদাদ** বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, তা:বি:
ছাফিউদ্দিন আনহানাবলী	:	**মারাসিদুল ইত্তেলা আলআসমাইল আমকিনা ওয়াল বুকা** কায়রো : ১৯৭৪ খ্রি.
আফিফুদ্দিন আলইয়াফী	:	**মিরাতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান** হায়দারাবাদ : ১৩৩৮ হি.
শামসুদ্দিন যাহাবী	:	**আলমুখতাসারুল মুহতাজ ইলাইহি মিন যাইলি ইবনুদ দুবইয়াসী** বৈরূত: দারুল কুতুব আলইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.

Dhaka University Institutional Repository

তাকিউদ্দিন আলমালেকী : **লাহযুল আলহায বিযাইলি তাবকাতুল হুফফায**
(তাযকিরাতুল হুফুয–এর সাথে মুদ্রিত)

নাযমুদ্দিন গাযালী : **আলকাওয়াকিস সায়িরাহ ফি আইয়ানিল মিয়াতিল আশিরাহ**

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আহমাদ : **উনওয়ানুদ দিরায়াহ**
বৈরূত: লাজনাতুত তালিফ, ১৯৬৯ খ্রি.

আলি বিন বালী : **আল ইকদুল মানযুম**
মিসর : ১৩১০ হি.

আবদুল কাইয়ুম : **তারিখে আদবিয়ানে মুসলমানে পাক ও হিন্দ**
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২

কারী মুহাম্মদ তায়্যিব : **দারুল উলুম দেওবন্দ**
দিল্লী: দারুল কুতুব, ১৯৬৫

প্রফেসর আহমদ সাইদ : **মাওলানা আশরাফ আলি থানবী আওর তাহরিকে আযাদী**
লাহোর: ফিরোয এন্ড সন্স, ১৯৭৫

হাকিম আবদুল হক : **নুযহাতুল খাওয়াতির**
হায়দারাবাদ : ১৯৭০

মুন্সী আবদুর রহমান : **আহসানুস সাওয়ানিহ**
লাহোর: কিতাব মনযিল, ১৯৭৪

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী : **সফরনামা এ আসীর এ মাল্টা**
বিজনৌর: মাদানী দারুত্ তালিক, ১৯৭০

মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া : **আসীরানে মাল্টা**
দিল্লী: আলজমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬

আবদুর রশিদ আরশাদ : **বীস বড়ে মুসলমান**
দেওবন্দ: মাকতাবা কাসিমিয়া, ১৯৭০

আব্বাস আলী খান : **মাওলানা মওদূদী**
ঢাকা: ১৯৮০, ২য় সংস্করণ

খুরশিদ আহমদ : **আদবিয়াতে মওদূদী**
দিল্লী: ১৯৮০

মাতিন তারিক : **মাওলানা মওদূদী আওর ফিকর–ই–ইনকিলাব**
তাবইন কিযবুল মুফতারী
দামিশক: ১৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

রফিক আহমদ রফিক : **ইরশাদুত তালিবীন**
চট্টগ্রাম: ১৩৯৯

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাইউম : **আররাবী লি মাতালিবিল বায়যাবী**
চট্টগ্রাম: তা:বি:

আবুল কালাম আযাদ : **মেরা আকিদা**
মাকতাবা জামিআ, ১৯৫৯ খ্রি.

ড. ফজলুর রহমান : **আলইসলাম**
পাকিস্তান

আবু তাম্মাম : **দিওয়ানুল হামাসাহ**
মিসর: বুলাক প্রেস, ১২৮৬

ফারুক মাহমুদ : **ইতিহাসের অন্তরালে**
ঢাকা : ওয়েসিস বুক ১৯৮৯

ড. তাহসীন ফাররাকী : **আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী: আহওয়াল ওয়া আসার**
লাহোর : ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৯৩

ড. মুহাম্মদ ইসহাক : **ইলম হাদিস মেঁ বেরবে আযিম পাক ওয়া হিন্দ কা হিসসা মারকাযী মাকতাবা ইসলামী**
দিল্লী : ১৯৮৩

আশিক কাররানবী : **ইমাম রাযী**
ফিরোয সন্স লি.লাহোর: ১৯৬৯

মাওলানা আবদুস সালাম নদবী : **ইমাম রাযী**
লাহোর : ইদারায়ে ইসলামিয়াত, ১৯৮৮

মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ নদবী : **মাসআলায়ে ইজতিহাদ**
লাহোর : ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৯৪

মাওলানা মুহাম্মদ সরফরায খান : **তানকীদে মতীন বর তাফসির নাঈমুদ্দিন**
লাহোর : মাকতাবা সফদরিয়া, তা:বি:

ড. মাহমুদুল হাসান আরিফ : **তাযকিরাতু কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী**
লাহোর : ১৯৯৫

মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী সরকার : **ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দিন রুমী**
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪

মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী সম্পা. : **মাকালাতে স্যার সৈয়দ** (তাফসিরী মাযামিন)
লাহোর : মাজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : **শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসি তাহরীক**
লাহোর: তা:বি:

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : **শাহ ওয়ালি উল্লাহ আওর উনকে ফালসাফা**
লাহোর: ১৯৯৮

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবী : **কারাওয়ানে ইমান ওয়া আযিমাত**
করাচি: তা:বি:

আবদুল মান্নান তালিব : **ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন**
ঢাকা : ১৯৮৭

গোলাম রসুল মেহের : **সারগুযাশতে মুজাহিদীন**
লাহোর: তা:বি:

সাইয়্যিদ মানাযির আহসান : **সাওয়ানেহে কাসিমী**
লাহোর: তা:বি:

মাওলানা মুহাম্মদ তকী আমিনী : **ইজতিহাদ**
করাচি: তা:বি:

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবী : **যব ইমান কি বাহার আয়ী**
লাখনৌ: ১৯৯৪

মাওলানা বশির আহমদ হুসাইনী : **ইসলাম আওর ইসাইয়্যাত**
লাহোর: তা:বি:

ইবনে হাযাম : **আল ফছল**
আল আদাবিয়া: ১৩২০ হি.

মুহাম্মদ ইবন মালিক আল ইয়ামানী : **কাশফ আসবাব আল বাতেনিয়াহ**
আল আনওয়ার: ১৩৫৭ হি.

আবু হামিদ আলগাযালী : **নাসায়েহ আল বাতেনিয়াহ**
লন্ডন: ১৯১৬ খ্রি.

আবদুর রাজ্জাক হাসানী : **তাআরিফ আলশিয়া**
আলইরফান: ১৩৫২ হি.

মুসা জারুল্লাহ : **আলওশিয়াত ফি নাকদি আকাইদ আলশিয়া**
আলশারক: ১৩৫৫ হি.

বাহাউল্লাহ : **কিতাব বাহাউল্লাহ**
সাআদাহ : ১৯২০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবু ফাযায়েল ইরানী : **রাসায়েল আবি আলফাযায়েল**
সাআদাহ : ১৯২০ খ্রি.

মির্যা মুহাম্মদ মেহদী খান : **মিফতাহুল বাবুল আনওয়ার**
আলমানার, ১৩২১ হি.

আবদুল বাহাউ আব্বাস : **খুতবাত ওয়া মুহদিসাত**
সাআদাহ: ১৯২০ খ্রি.

ইংরেজি থেকে আরবি অনুবাদ : **আলমাবাদি উল বাহাই**
রাআনাসিস : ১৯২১ খ্রি.

আবু কাফরিল ইরানী : **আলহাজ্জাজ আলবাহাই**
সাআদাহ : ১৯২০ খ্রি.

আবদুল আযিয নাসাহী : **মুহাযিরাতুল বাহাই**
আলসালাফিয়াহ: ১৩৫২ হি.

ইবন আরাবী : **আল ফতুহাত আলমাককিয়াহ**
দারুল কুতুব আলআরাবিয়্যাহ : ১৩২৯ হি.

ইবন আরাবী : **আল ফুসুস আল যামান**
১৩০৪ হি.

ইখওয়ান আলসাফা : **রাসায়িল ইখওয়ান আলসাফা**
আলআদাব: ১৩০৬ হি.

আল ফারাবী : **ফুসুস আলহিকাম**
সাআদাহ: ১৯০৭ খ্রি.

আবু আলি ইবন সীনা : **রাসায়েল ইবন সীনা**
হিন্দ: ১৯০৮ খ্রি.

আবু আলি ইবন সীনা : **জামি আলবাদায়ি**
সাআদাহ : ১৯১৭ খ্রি.

ড. মাদকুর ইউসুফ করম : **তারিখ আল ফালসাফা**

সিবল : **বখবত আততালিক ওয়াততরজমা**
১৯৪০ খ্রি.

Maulana Abdul Majid Dariyabadi : **Tafsir-ul-Quran**
Islamabad : Islamic Book Foundation

Maulabi Mohammad Ali : **The Holy Quran**
Lahore : Ahmadiyya
Anjuman-l-Ishat-i- Islamia, 1920.

Dhaka University Institutional Repository

Syed Amir Ali : **The Spirit of Islam**
Delhi:

Prof G.N. Jalbin : **Teaching of Sahah waliullah of Delhi**
Lahore: 1967

Dr. M. A. Z. Ahmed : **The contribution on Indo-Pak to Arabic literature**
Lahore: 1964

S. M. Ikram : **Sahah Waliullah in a history of the freedom movemen**
Karachi: 1957.

M. Mujib : **The Indian Muslims**
London : 1966.

T I Jutso : **Rtico-Relegious concepts in the Quran**
Macgil : 1967.

Water Wallbank T : **A Short History of India and Pakistan**
New York : 1963

I. H. Qureishi : **A. Short History of Pakistan,** Vol. IV,
Karachi : 1967.

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ : **খুতবাতে আহমদিয়া**
লাহোর: তা:বি:

গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ী : **সিয়ারে মুতাখখিরিন**
(এম. আবদুল কাদের অনূদিত) ঢাকা : ১৯৬৯

শাহ আবদুল আযিয : **বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন**
করাচি : ১৩৩৪ হি.

জামাল উল কুরাইশী : **সুররাহ**
কলকাতা: ১২৪৫ হি.

আবদুল কাদির বাদায়ুনী : **মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ**
কলকাতা: ১৯৬৮

শাহ আবদুল আযীয দিহলবী : **ইযালাতুল খিফা আন খিলাফাতিল খুলাফা**

খালিক আহমদ নিযামী : **হায়াতে আবদুল হক**
লাহোর : তা:বি:

আযিয আলহাসান : **আশরাফ আল সাওয়ানিহ**
নওল কিশোর: লাখনৌ: ১ম সংস্করণ ১৯৩৫ খ্রি./১৩০৪হি.

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যিদ আবদুল হাই : **ইসলামি উলুম ওয়া ফুনুন হিন্দুস্তান মেঁ**
(আবুল ইরফান নদবী অনূদিত) আযমগড় : লাখনৌ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০ খ্রি.

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ : **তাযকিরা**
লাহোর : ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.

ড. কমর রইস : **তরজমা কা ফন আওর রিওয়াত**
দিল্লী: ১৯৭৬ খ্রি.

মুহাম্মদ সালিম কাসেমী ও অন্যান্য : **জায়েযায়ে তারাজিমে কুরআনী**
দেওবন্দ : ১৯৬৮ খ্রি.

আবদুর রাজ্জাক মালীহাবাদী : **যিকরি আযাদ**
কলকাতা : ১৯৬০ খ্রি.

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দিহলবী : **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা**
লাহোর : ১৯৬৮ খ্রি.

ড. সাইয়্যিদ আনোয়ার আলী : **রদ্দে ফিতনায়ে মওদূদিয়াত**
দিল্লী : ১৯৮০

সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী : **সাওয়ানিহে কাসিমী**
দেওবন্দ : ১৯৭৫ খ্রি.

মুহাম্মদ ফারুক খান : **শাহ আবদুল কাদির কী কুরআন ফাহমী**
দিল্লী: ১৯৭৯ খ্রি.

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ : **গুবারে খাতির**
দিল্লী: ১৯৭৬ খ্রি.

ড. মালিক যাদা মনযুর আহমদ : **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ফিক্‌র ওয়াফন**
লাখনৌ : ১ম সংস্করণ ১৯৬৯

ড. কিয়াম উদ্দীন আহমদ : **হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী আন্দোলন**
করাচি : নাফিস একাডেমী, ১৯৭৬ খ্রি.

ড. সালিম কিদওয়ায়ী : **হিন্দুস্তানী মুফাসসিরিন আওর উনকী আরবি তাফসিরেঁ**
দিল্লি : ১ম সংস্করণ ১৯৭৩ খ্রি.

মুহাম্মদ সহিহ : **বাহসুন জাদিদুন আনিল কুরানিল কারিম**
দারুস সাকাফাত আল আম্মাহ, ১৯৬৬ খ্রি.

ড. আবদুল করিম উসমানী : **আসসাকাফাতু ওয়াল ইসলামিয়াতু**
বৈরূত: ১৯৭৬ খ্রি.

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : **স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা**
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.

প্রফেসর মিঞা মনজুর আহমদ : **ইশরায়ে আয়াতে কুরআনিয়া**
দিল্লি : কুতুবখানা আজিজিয়া, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	**আততাফসির আন নববী খাসায়েসুহু ওয়া মাসাদিরুহু** মিসর : মাকতাবাতুয যোহরা, তা:বি:
আবদুল হালিম	:	**মুসলিম দর্শন: চেতনা ও প্রবাহ** ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮
সরদার ফজলুল করিম	:	**দর্শনকোষ** ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩
হাসান ইবন মুহাম্মদ দামগান	:	**কামুসুল কুরআন আও ইসলাহ বেওজুহ ওয়ান নাযায়ের ফিল কুরআনিল কারিম** আমিরিয়াহ, ১৩২৭ হি.
ইবন মানযুর	:	**আলকিতাবুল মুকাদ্দিস** আমেরিকা: ১৯৩০ খ্রি.
ইবন আবি আলহাদীদ	:	**শরহু নাহজুল বালাগাহ** দারুল কিতাব আল আরাবিয়াহ, ১৩২৯ হি.
আলজাহিয	:	**আলহাইওয়ান** সাআদাহ : ১৩২৫ হি.
যোহাল ইসলাম	:	**বিজনাতু আত তালিফ ওয়াত তরজমা** ১৯৩৫ খ্রি.
আহমদ আমিন	:	**বিজনাতুততালিফ ওয়াত তরজমা** ১৯৩৩ খ্রি.
উসমান আমিন	:	**মুহাম্মদ আবদুহু** ইসা হালাবী: ১৯৪৪ খ্রি.
সাইয়্যিদ আবদুল হাই	:	**আসসাকাফাতুল ইসলামিয়াতু ফিল হিন্দ** দামিশক: ১৩৪১ হি.
কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান	:	**তারিখুল মাশাহির** লাহোর : ১৯২৯ খ্রি.
মুহাম্মদ রহীম বখশ দিহলবী	:	**হায়াতে ওলী** দিল্লী: তা:বি:
মুহাম্মদ মিয়া মুরাদাবাদী	:	**উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী** দিল্লী: তা:বি:
শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম	:	**আবে কাওসার** লাহোর : তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম	:	**রোযে কাওসার**
		লাহোর
মাওলানা আশরাফ আলি থানবী	:	**আকলিয়াত পসন্দী**
হুমায়ুন আবদুল হাই	:	**মুসলিম সংস্কার ও সাধক**
		ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬
হারুনুর রশিদ	:	**রাজনীতিকোষ**
		ঢাকা: মাওলানা ব্রাদার্স, ১৯৯৯
ইমরান হোসেন	:	**বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম**
		ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
সায়্যিদ আতহার আব্বাস রিযবী	:	**শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি**
(এম রুহুল আমিন অনূদিত)		ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	:	**আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা**
		ঢাকা: দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮
ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দিন	:	**তারিখে আদাবিয়াতে উর্দু**
		লাহোর: উর্দু একাডেমী, ১৯৯৯
আল্লামা শিবলী নুমানী	:	**ইসলামী দর্শন**
(মুহাম্মদ আবদুল্লাহ অনূদিত)		ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১
Prof Dr. Bashir Ahmed Siddiqi	:	**Modern Trends in Tafsir Literature-Miracles**
		Lahore: University of the Panjab: 1988.
Syed Aley Rasol	:	**Nazm-E-Ilahi**
		Mombai : Bajme-Barakat-e- Ilahi Mostafa
মুহাম্মদ ইনামুল হক	:	**ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন**
		ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
মুসা আনসারী	:	**মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি**
		ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯
ইব্রাহিম খাঁ ও আহছানউল্লাহ	:	**ইসলাম সোপান**
		ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.
নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী	:	**পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম**
		ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.
মাওলানা আবদুল করীম পারেখ	:	**কওমে ইয়াহুদ আওর হাম**
আবদুল ওয়াহাব গাযালী		করাচি: তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান কাররাওয়ানী অনূদিত : **আহওয়ালুস সাদিকীন**
মুলতান: ১ম সং, ১৩৩৯, ২য় সংস্করণ ১৩৮৬

মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী : **হায়াতে জাভীদ**
লাহোর: ১৯৮৬

Shah Abdul Hannan : **Usul Al Fiqh**
Dhaka : BIIT

Written by a Board of Researchers : **Scientific Indications in Holy Qur'an**
Dhaka : Islamic Foudation Bangladesh, 1995

মোল্লাজিউন : **নুরুল আনওয়ার**
ঢাকা: তা:বি:

সাইয়েদ সোলায়মান নদবী : **খুতবাতে মাদরাজ**
সাহারানপুর, দেওবন্দ, ১৯৯৬

আল্লামা রাগিব আততবাখ : **তারিখে আফকার ওয়া উলুমে ইসলামী**
লাহোর, ১৯৯৮

আবদুল কাবী দসনবী : **হায়াতে আবুল কালাম আযাদ**
দিল্লী: ২০০০

ড. আনোয়ার মাহমুদ খালিদ : **উর্দু নসর মেঁ সিরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**
লাহোর: ১৯৮৯

মাও. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী : **ইসলামী দুনিয়া পর মুসলমানকে উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আসর**
লাখনৌ : ১৯৭৪

মাও. সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী : **নকশে হায়াত**
করাচি: তা:বি:

এস. এম. ইমামউদ্দিন : **মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস**
ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি
২য় সংস্করণ ২০০১ খ্রি.

ড. এম. এম রহমান : **ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা**
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বাকের মৌসুমী : **রওযাতুল জান্নাত**
পারস্য: ১৩০৭ হি.

জালালুদ্দিন সুয়ুতী : **বুগইয়াত আল ওয়াতু ফি তাবাকাতুন নুহাত**
সাআদাহ: ১৩২৬ হি.

আলসাবকী আলবার বারমী : **তাযকিরাতু তারিখু তাশরিউল ইসলামী**
দাদমী আল মামলুক, ১৯৩৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আলী হাসান আবদুল কাদের	:	**নযরাতুন আম্মাতুন ফি তারিখ আততাশরি আল ইসলামি**
		আলউলুম : ১৯৪২ খ্রি.
মুহাম্মদ আবু ওযিরাহ	:	**তারিখ আলজদল**
		আল উলুম : ১৯৩৪ খ্রি.
আবু মনসুর বাগদাদী	:	**আলফারকু বায়নাল ফারকি**
		আলমাআরিফ : ১৩২৮ হি.
আবুল মুজাফফর ইসফিরায়িনী	:	**আততাবসির ফিদ দীন**
		আল আনওয়ার : ১৯৪০ খ্রি.
সায়্যিদ শরীফ	:	**শরহুআল মাওয়াকীফ**
		সাআদাহ : ১৯০৭ খ্রি.
ইবন আসাকীর	:	**তাবায়্যিন কিযব আল মুফতারী**
		দামিশক : ১৩৪৭ হি.
আবু আবদুল্লাহ আলইয়ামেনী	:	**ইয়াসার আল হাক আলাল খালক**
		আলআদাব : ১৩১৮ হি.
সাআদ উদ্দিন তাফতাযানী	:	**শরহু আকাইদিন নাসাফি**
		মুস্তফা হালাবী : ১৩২১ হি.
গোলাম রসুল মেহের	:	**হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ**
(অনু: আবদুল জলিল ও মতিউর রহমান নুরী)		ঢাকা : ১৯৮১
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ	:	**সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস**
		ঢাকা: ১৯৭৪
ডব্লিউ হান্টার	:	**দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস**
আবদুল মওদুদ অনূদিত		ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৪
Mainud-Din Ahmed Khan	:	**A History of the Fraidi Movement in Bengal**
		(1881-1909)
S. M. Ikram	:	**Modern Muslim India and the Birth of Pakistan**
		Lahore : 1965

Dhaka University Institutional Repository

Marmaduke Pickthal : **The Meaning of glorious Quran**

ড. আবদুল হক : **কাসাসুল কুতুব** (উর্দু)
করাচি : আঞ্জুমানে তারাককীয়ে উর্দু, ১৯৬১

খাযা আযিযুল হাসান : **আশরাফুস সাওয়ানিহ**
লাহোর : সানাউল্লাহ খান এন্ড সন্স, ১৯৬০ খ্রি.

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : **বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ**
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

গোলাম রসুল মেহের : **বাকীয়াতে তরজমানুল কুরআন**
লাহোর: তা:বি:

মাওলনা আবুল কালাম আযাদ : **ফিকর ওয়া ফান**
দিল্লী: তা:বি:

মুহাম্মদ আকবর শাহ সাহেব বুখারী : **আকাবেরে উলামায়ে দেওবন্দ**
লাহোর: ইদারায়ে ইসলামিয়াত, তা:বি:

ড. যোবায়েদ আহমদ : **আরবি আদবিয়াত মেঁ পাক ওয়া হিন্দ কা হিস্‌সাহ**
(শহিদ হুসাইন রাজ্জাকী অনূদিত) লাহোর: ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৮৭ খ্রি.

খালিক আনজুম সম্পাদিত : **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ**
করাচি : আলমুসলিম পাবলিশার্স, ১৯৮৮ খ্রি.

মাওলানা রাগিব রহমানী অনূদিত : **মুকাদ্দিমা**
করাচি: নাফিস একাডেমী
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : **শুউর ওয়া আগাহী**
লাহোর : মাক্কী দারুল কুতুব, ১৯৯৪

এ.এম.এম সিরাজুল ইসলাম : **ইমাম আযম আবু হানিফা** [র]
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান

ইবনে মানযুর	:	**লিসানুল আরব** বৈরূত: দার এহইয়ায়িত তুরাস আলআরাবী ১ম সংস্করণ ১৯৯৫ খ্রি.১৪১৬ হি.
আবদুল জলিল রহিম	:	**লুগাতুল কুরআন** আম্মান : মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০১ হি.
ইসমাইল জাওহারী	:	**আসসিহাহ তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়া** বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১ম প্রকাশ (কায়রো) ১৯৫৬ খ্রি./১৩৭৬ হি.
আবুল ফারাজ মুহাম্মদ মুরতাযা যুবাইদী	:	**তাজুল আরূস** মিসর : দারু এহইয়ায়িত তুরাস আলআরাবী, ১৩০৬ হি.
ইবরাহিম মাদকুর ও অন্যান্য	:	**আলমুজামুল ওয়াসিত** দেওবন্দ: আলমাকতাবাতুল হুসাইনিয়া, তা:বি:
আল ফিরোজাবাদী	:	**আলকামুসুল মুহিত** কায়রো: মুআসসাসুল হালাবী, তা:বি:
মাজমাউললুগা আলআরাবিয়া	:	**আলমুজামুল ওয়াসিত**
ইমাম আব্দুল কাদির রাযী	:	**মুখতারুস সিহাহ** বৈরূত : দারুল কিতাব, ১ম সংস্করণ ১৯৬৭ হি.
আহম্মাদ বিন মুহাম্মাদ	:	**আলমিসবাহুল মুনির** বৈরূত, দারুল কুতুব, ১৪০৫ হি.
আবুল হাসান আহমাদ বিন কারিস	:	**মুজামু মাকায়িসুল লুগাহ** মুস্তাফা আলবাবী আলহালাবী, ১৩৮৯ হি.
লুইস মালুফ	:	**আলমুনজিদ ফিল লুগাহ** বৈরূত : আলকাসুলিকিয়াহ, ১৯তম সংস্করণ
মাজমাউল লুগাহ আলআরাবিয়া	:	**আলমুজামুল ওয়াজিয** ১০ম সংস্করণ ১৪১০ হি. / ১৯৯০ খ্রি.
Hans Wehr	:	**A Dictionary of Modern written Arabic.**
J. G. Hava S. J.	:	**Al Faraid al-durriyya** (Arabic - English)
Dr. Rohi	:	**Al munjid** (Arabic - English)
Bangla Academy Dhaka	:	**English - Bengali Dictionary**

Sahitya Samsud : **English - Bengali Dictionary**
Calcutta

সুভাষ ভট্টাচার্য : **বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান**
আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ
কলকাতা ২য় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৭

নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত : **বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন**
আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ
কলকাতা ২য় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৬

সাদী আবু হাবিব : **আল কামুসুল ফিকহী**
পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া
তা:বি:

আবু মানসুর জুয়ালিকী : **আলমুজামু মিনাল কালামিল আজামী আলা হুরুফিল মুজাম**

ইংরেজী

M. Manazir Ahsa : **Social life Under the Abbasids**
London : Longman Group Ltd. 1997

Ibn Hajar Al-Asqalani : **IsabahFi Ahwal al-Sahaba**
Dr. Spranger, Calcutta, 1956

Al Masudi : **Morooj ak-Zahab**
tr. A Hakim London : Horrison & co., n.d.

Muhammad Ali : **Muhammad : The prophet**
Lahore : Ahmediyyah Anjuman Islam, 1951

Syed Ameer Ali : **The life and Teaching of Muhammad**
London : Williams and Norgats, 1873.

T.W. Arnold : **The Caliphate**
Oxford : University Press, 1965.

Bengalee, Sufi Mutiur Rahman : **The life of Muhammad**
Chicago : The Muslim Sunrise Press, Vol. 1. 1941.

E.G. Browne : **A Literary History of Persia**
Cambridge : The University Press, Vol. 1. 1951.

J.B. Bury : **The Ancient Greek Historians**
New Yourk : 1958.

G. De Burgh : **The Legacy of the Ancient World** Vol. 1
London : The Whitefriars Press, Ltd. 1955.

Ferdinand Schevil : **Six Historians**
Chicago : The University of Chicago Press, 1956.

R. Flint : **History of the Philosophy of History**
London, 1893.

H.A.R. Gibb : **Studies on the Civilization of Islam**
London : Routledge & Kegan Paul Ltd. 1962.

Ignaz Goldziher : **Muslim Studies**
London : George Allen & Unwin Ltd. Vol. 1. 1967.

S. Lucas Henry : **A Short History of Civilization**
New Yourk : Macgraw Hill Book Company. INC, 1953.

James Henry Breasted : **Ancient Time A History of the early World**
America : The Oriental Institute the University of Chicago, n.d.

Henry H. Halley : **Helley's Bible Handbook**
America : Library of Congress, 1962.

P.K. Hitti : **History of the Arabs**
London : Macmillon & Co. Ltd. 1961.

P.K. Hitti : **The Near East in History**
New York : D. Van Nostrand co. INC., 1961.

P.K. Hitti : **The Arabs A Short History**
America : Princeton University Press, 1949.

Hutton Webster : **History of Civilization Ancient and Mediaeval**
Boston : D. C. Health and Company, 1947.

Ibn Ishaq : **Sirat Rasul Allah. Tr. A. Guillaume, The life of** Muhamad
London : Oxford University Press, 1968.

Ibn Khallikan : **Ibn Khallikan's Biographical Dictionary. Tr. Mac Guckin De Sltane**
New York : 1843.

Ibn Khaldun : **Al-Muqaddimah. Tr. F. Rosenthal**
New York : Vol. 3. 1930.

P. De. Lacy Johonstons : **Muhammad and his Power**
New York : Chorles Scribner's sons, 1901.

Stanely Land-Pools : **Muhammadan Dynasties**
Paris : Paul Geuthner, 1952.

R. Levy : **The Social Structure of Islam**
Cambridge : University Press, 1957.

B. Lewis : **Historians of the Middle East**
London : Oxford University Press, 1962.

Dhaka University Institutional Repository

Liu Chal-Lien : **The Arabian Prophet. Tr. Isaac Mason**
North Chaina : Royal Asiatic Society of Shanghai, 1921.

Maurice Bucaille : **The Bible, The Quran and Science**
Paris : Desclee de Brouwer, 1978.

S. Morgoliouth : **Muhammad and Rise of Islam**
London : The Anivherbeher Pres : 1906.

S. Margoliouth : **Lectures on Arabic Historians**
Calcutta, 1930.

Mohi-ud-Din : **The Arabian Prophet**
Karahi : Feroz & Sons. 1965.

Willaiam Muir : **The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall**
Beirut. 1963.

Willaim Muir : **Life of Muhammad**
London : Smith Elder & Co., 1861.

Nabia Abbott : **Studies : An Arabic Literary Papyri**
Chicago : The University of Chicago Press, 1967.

R.A Nicholson : **A Literary History of the Arabs**
Cambridge : Cambridge University Press, Reprient, 1969.

De Lacy O'Leary : **Arabic Thought and Its Place in History**
London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 1922.

Rev. E. Sell : **The Faith of Islam**
London : 1880.

F. Rosenthal : **A History of Muslim Historigraphy**
Leyden : 1952.

Hafiz Ghulam Sarwar : **Muhammad : The Holy Prophet**
Laohore : Muhammad Ashraf n.d.

S.A. Salik : **The Early Heroes of Islam**
Calcutta : The University of Calcutta. 1926.

Rev. Canon Sell : **The Life of Muhammad**
Madras : The Christian Literature Society for India,1913.

R. Bosworth Smith : **Muhammad and Muhammadanism**
London : Smith Elder & Co. 1874.

A.M.D Spranger : **The life of Muhammad**
Allahabad : Presbyterion Mission, 1859.

Sydney Neitleton Fisher : **The Middle East**
London : Routlege & Kegan Paul Ltd. 1959.

Dhaka University Institutional Repository

T.W. & Taylor A.M. Wallbank : **Civilization Past and Present**
New York : Scoott Foresman and Company, 1949.

Montgomary watt : **Muhammad prophet and States man**
London : Oxford University Press, 1961.

Montgomary watt : **Muhammad at Mecca**
London : Oxford University Press, 1961.

Montgomary watt : **Muhammad at Medina**
London : Oxford University Press, 1953.

Montgomary watt : **The Majesty that was Islam**
London : Sidgwick & Jackson, 1976.

Montgomary watt : **The Formative Period of Islamic Thought**
Edinburgh : Oxford University Press, 1973.

J. Welhousen : **The Arab and its Fall**
Beirut : 1963.

Will Derant : **Our Oriental Heritage**
New York : Simon & Sehuster, Vol. 1. 1954.

S. M. Stem : **Muslim Studies, Tr : C.R. Barder**
London : George Allen an Unwin Ltd. 1971.

Alden Jhon Williams : **Islam**
London : Prentice Hall, International, 1961.

Muhammad Ali : **The Religion of Islam**
Pakistan : The Al-Ahmadiyyah Anjuman isha al-Islam, 1950.

Lesley Brown : **The new shorter Oxford English Dictonary**
Oxford : Clarendon Press, 1993.

H. A. R. Gibb : **Muhammadanism**
London : Oxford University Press, 1953.

S. Hasim : **Persian English Dictionary**
Teheran : 1961/1340.

L Jones Bevan : **The People of the Mosque**
Calcutta : Bapticmission press, 1959.

F. A Klein : **The Religion of Islam**
New Delhi : Cosmo Publications, 1978.

Syed Ahmad Khan Bahador : **Essay of the Mohammadan theological Literature**
London : Trubner an Co. 1969.

Edeard William Lane : **An Arabic-English Lexicon**
Beirut : 1980.

Dhaka University Institutional Repository

Fazlur Rahman : **Islamic Methodology in History**
Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965.

Dr. Siddiqi Zubayr : **Hadith Literature**
Calcutta : University Press, 1961.

Blackie's Medern Enyclopedia of University Information

London : Balackie & Son, 1889-1890.

Chamber's

Vol. 6, London : Pergamon Press, 1967.

Britannica.

Vol.2. London : William Benton. 1973.

Islam

Leaden : E.J. Brill Ltd. 1924.

Islam (Urdu)

Lahore : The University of Panjab.

Social Science

New York : The Macm Company, 1968.

Americana

Vol. 26, Danbury : International Headquarter, 1929.

International Islamic Colloquium Papers

December 29. 1957-January 8. 1958, Lahore, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা জার্নাল

ক. আরবি

١. جريدة الاهرام المصرية

٢. جريدة الايام السودانية

٣. جريدة الرياض السعودية

٤. جريدة الرأى العام الكويتية

٥. جريدة الصحافة السودانية

٦. جريدة المدينة المنورة السعودية

٧. مجلة المنار المصرية

٨. مجلة العربى الكويتية

٩. مجلة الكويت الكويتية

١٠. مجلة الامة القطرية

١١. مجلة صباح الخير المصرية

١٢. مجلة كلية اصول الدين (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية العدد الثانى. الرياض)

١٣. التمدن الاسلامى

١٤. العربى الكوتية

١٥. مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق

١٦. مجلة المنار. القاهرة

١٧. مجلة الهلال. القاهرة

١٨. مجلة الأزهر. القاهرة

١٩. مجلة الرسالة. القاهرة

٢٠. اضواء الشريعة. كلية الشريعة. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الرياض

١٢. مجلة الوعى الاسلامى. الكويت

٢٢. مجلة المقتطف. مصر

Dhaka University Institutional Repository

٢٣. مجلة رسالة الطالب المسلم. جامعة الامام بن سعود الاسلامية. الرياض

٢٤. مجلة المجتمع الكويتية

٢٥. مجلة الجمهور اللبنانية

٢٦. مجلة الفكر الاسلامى. بيروت

٢٧. مجلة الدعوة السعودية

٢٨. جريدة الجزيرة السعودية

٢٩. المجلة العربية (القسم العربى. جامعة داكا)

٣٠. مجلة المنار المصرية.

٣١. المعارف

٣٢. البعث الاسلامى (ندوة)

খ. ইংরেজি

1. Islamic Studies, Islamic Research Institute, Islamabad.
2. Islamic Culture, The Islamic Culture Board, Hyderabad.
3. The Muslim world League Journal, January 1985, Makkah.
4. The Dhaka University Studies, Vol. 54, NO. 2, December-1997.
5. The Hinustan, 14th April, 1988.
6. Leader, Elahabad, 1st June, 1943
7. Morning News, Calcata, 29th June, 1943.
8. Tires of India, 13 Aug. 1943.
9. The Islamic University studies. Vol. 8, No.-1, December, 1999.
10. The Islamic University studies. Vol. 5, No-1, December, 1996.
11. The Islamic University studies. Vol. 8, No-2, June, 2000.
12. Perspective in Social Science. Vol. 7, June, 2001.
    Centre for Advenced Research in Social Sciences. D.U
13. Souvenir on Golorious Quranic Exhibition
    Alquran Research Foundation, 2001.
14. Islamic Literature, Lahor, April,1958
15. Middle Estera Studies,Vol. 8, New Dihli.
16. American Journal of Islamic Social Science. Vol. 18, No-1, Winter - 2001
17. American Journal of Islamic Social Science. Vol. 18, No-1, Winter - 2001

Dhaka University Institutional Repository

গ. বাংলা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ঊনবিংশ খণ্ড ॥ প্রথম সংখ্যা॥ আষাঢ় ১৪০৮॥ জুন ২০০১

সাহিত্য পত্রিকা

৪৪ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৭ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০১

দর্শন ও প্রগতি

১৭শ বর্ষ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ২০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা ৬৯ ॥ ফাল্গুন ১৪০৭ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০১

বাংলা একাডেমী পত্রিকা

মাঘ – চৈত্র ১৪০৬

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৪১ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ এপ্রিল– জুন ২০০২

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৪০ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০০০

দর্শন ও প্রগতি

জুন – ডিসেম্বর ১৯৯৭

মানববিদ্যা বক্তৃতা ১৯৯৮

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধমালা

১০ম খণ্ড ॥ মার্চ ২০০০ ॥ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধমালা

৮ম খণ্ড ॥ ১৯৯৪ ॥ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেব স্মারক বক্তৃতামালা (১৯৮১ – ১৯৯৯)

জুলাই ২০০১ ॥ আষাঢ় ১৪০৮ ॥ গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ

খণ্ড ১১ ॥ কলা ॥ জুন – ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা প্রবন্ধ

ইংরেজি

Dr. M.M. Rahman : **Al-Quran**
The Guidence for Mankind Souvenir on Glorious Quranic Exhibtion, 2001.

Dr. M. Yusuf Abbasi : **"The History of Tabari"**
Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 26, No.1, Islamabad, 1987.

Gulam Martuza : **"The History of Tabari"**
Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 26, No. 37, Islamabad, 1987.

Dr. M. Yusuf Abbasi : **"The History of Tabari (Tarik al Rusul wal-Muluk)"**
Ed. Muhammad Khalid Masud, Islamic Studies, Vol. 26, No. 1, Islamic Research Institute, Islamabad, 1987.

Imtiaz Ahmed : **"Waqidi as a Traditionist"**
Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 28, No. 3, Islamabad, 1979.

M. Kamil Ayad : **"The Beginning of Muslim Historical Research"**
t.r M.S. Khan, Islamic Studies, Vol. 23 No. 1, Islamic Research Institute, Islamabad, 1978.

M. S. Khan : **"Mediaval Arabic Historiography"** Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 23, No. 3, Islamabad, 1984.

M.S. Khan : **"Mediaval Arabic Historiography"**
Islamic Culture, the Islamic Culture Board Hyderabad, India, 1959.

Ahmed Faruqi Nise : **"Early Muslim Historiography"**
Islamic Culture, The Islamic Culture Board Hyderabad, India, 1980.

Guataz Richter : **"Mediaval Arabic Historiography"**
tr. M.S. Khan, Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 23, No.3, Islamabad, 1948.

Dhaka University Institutional Repository

Anwarul Haque Khatibi : **Imam IbnTaimiyyah and His Critics a Review**

Chittagong University Studies, Bangladesh, 1995

Francesco Gabridi : **"Arabic Historiography"**

Tr. M.S Khan, Islmic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 23, No.2, Islamabad, 1979

বাংলা

১। আলকুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাহিত্য পত্রিকা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২। আল্লামা জারীর তাবারী : জীবন ও তাফসির পদ্ধতি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা ॥ ঢাকা: বাংলাদেশ

৩। হিজরী প্রথম শতকে তাফসীর চর্চা : পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ॥ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৪। ইলমুত তাফসীর : নাসায়াতুহু ওয়া তাতাওরুহু

" আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়া" গবেষণা পত্রিকা ॥ আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫। পরনিন্দা : দার্শনিক চিন্তা ও সামাজিক প্রভাব

দর্শন ও প্রগতি পত্রিকা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া আলহাররানী : জীবন ও তাফসির দর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। আল্লামা ইবনু কাসির : জীবন ও তাফসির দর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮। ইমাম ইবনু জারীর আততাবারী ও তাঁর তাফসীর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৯। খেলাফত যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা : ক্রমবিকাশের ধারা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১০। পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় মুতাযিলা দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা